সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৭শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল
মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম-এ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-এ
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম-এ
ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, বি-এ
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস
চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, বি-এ, বি-ই,
কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম-আর-এ-এস
পুথিশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এস্‌সি, জি-ডি-এ, আর-এ
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ২। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম এস্‌সি, ৩। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট্, ৬। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, এম-এ, ৮। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দোঁতেন, জি-এস্, ১০। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ১১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এল, ১২। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৩। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৪। শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৫। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ১৬। শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ, ১৮। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীযুক্ত শান্তি পাল, ২০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায়, এম-এস্‌সি, বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, ২৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এল, ২৭। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৮। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, এম-এ, বি-এল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১। রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা	শ্রীযদুনাথ সরকার এম্‌-এ, ডি-লিট	...	১
২। সেকালের সংস্কৃত কলেজ—২	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
৩। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	...	১৪
৪। বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	...	৩৬
৫। তৈল-নিষ্কাসনের আরও কয়েকটী উপায়	শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু	...	৪১
৬। হরিদাস তর্কাচার্য্য	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ	...	৪৭
৭। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ—২	শ্রীসজনীকান্ত দাস	...	৫৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ – বহু চিত্রে সুশোভিত

মূল্য : সদস্য-পক্ষে ২৲ ; সাধারণ-পক্ষে ২৷৹

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার :—"সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথম শ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো।" ('ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) "Written by perfect master of the history of that period...indispensable to every student of our cultural development under the impact of English civilization from the beginning of the 19th Century."—*The Hindustan Standard* for Sep. 17, 1939.

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—"বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার জন্য এতাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব্ব ও একক।...ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল ধরিয়া source-book অর্থাৎ আকর বা আধারপুস্তক হইয়া থাকিবে।"

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী =

(মূল্যতালিকা ঃ পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ৩৲, ৪৲

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ,
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ৫৲, ৬॥০

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬॥০, ৮॥০

চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২॥০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩॥০, ৪॥০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩।০, ৪॥০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩॥০
৩য় খণ্ড— ২॥০, ৩।০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২॥০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাসের
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ॥৵০

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ১৲, ১।০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১॥০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১॥০

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১।০

জ্যোতিষদর্পণ
অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১৲, ১।০

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২॥০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৬৲

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩ খণ্ড)
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ৫৲

উদ্ভিদ্‌ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু ১॥০, ২।০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী
ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত ॥০, ৸০

কুরল
শ্রীনলিনীমোহন সান্ন্যাল অনূদিত ১৸০, ২॥০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬।০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১॥০, ২৲

কালীপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-প্রকাশিত

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল তাহার শেষেরটিকেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে, পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে এবং যেখানে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইতেছে।

সম্পাদন-বিভাগ। **সাধারণ ভূমিকা** লিখিতেছেন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, **ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা** লিখিতেছেন—শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং **গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲। ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম [illegible] পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী আট-নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ আট-নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে।

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে :—

কপালকুণ্ডলা—১।০, **সাম্য**—৷৵০, **বিজ্ঞান-রহস্য**—৸০, **আনন্দমঠ**—১৸০, **কমলাকান্ত**—১॥০, **দুর্গেশনন্দিনী**—২৲, **মৃণালিনী**—২৲, **দেবী চৌধুরাণী**—১৲, **বিবিধ প্রবন্ধ** (১ম ও ২য় ভাগ) ২, **লোকরহস্য**—৸০, **গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক**—৸০, **মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত**—।০, **সীতারাম**—২৲, এবং **কৃষ্ণকান্তের উইল**—১॥০, **Rajmohan's Wife—Re. 1.** এবং **Letters on Hinduism—Re. 1.**

এইগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে :—

১। বিষবৃক্ষ, ২। ইন্দিরা, ৩। যুগলাঙ্গুরীয়, ৪। চন্দ্রশেখর, ৫। রাধারাণী, ৬। রজনী, ৭। রাজসিংহ, ৮। কৃষ্ণচরিত্র, ৯। ধর্ম্মতত্ত্ব-অনুশীলন, ১০। সহজ রচনা-শিক্ষা, ১১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২। বঙ্কিমের বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ, ১৩। বঙ্কিমের বাল্যরচনা, ১৪। বঙ্কিমের লিখিত পত্রাদি এবং ১৫। অপরের রচিত গ্রন্থে বঙ্কিমের লিখিত ভূমিকা প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী

পরিবর্ধিত ও নূতন সংস্করণ

সাহিত্য

সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য এক টাকা।

আধুনিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, "কৃষ্ণচরিত্র", "রাজসিংহ", বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি যোলটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য চৌদ্দ আনা।

লোকসাহিত্য

ছেলেভুলানো ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য দশ আনা।

সাহিত্যের পথে

সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, কবির কৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, সৃষ্টি প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। ১৩৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত সাহিত্য-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়াছেন তাহা সবই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ছন্দের অর্থ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, গদ্যছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের হসন্ত হলন্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

বাংলা শব্দতত্ত্ব

এই সংস্করণে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচনা সংকলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে "শব্দচয়ন" বিভাগে বহুসংখ্যক ইংরেজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৭শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১৩৪৭

রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা

শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি.লিট.

ভূমিকা

ইংরাজেরা মারাঠাদের হাত হইতে দিল্লী অধিকার করিয়া লইবার পর (১৮০৪ সাল) হইতে দিল্লী-জেলা শাসন এবং মুঘল বাদশাহের পালন রক্ষণ করিবার জন্য দিল্লীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তিনিই সেখানকার ছোটলাটের পূর্ব্ব-আভাস। এই রেসিডেন্টের মুসলমান সেক্রেটরি (মুন্‌শী) একখানি ফারসী ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ১৮৩৫ পর্য্যন্ত ঐ রাজদরবারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং দেশের মোটামুটি অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। উহার একমাত্র হস্তলিখিত পুথি ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে (নং Or. 1752)। তাহা হইতে রামমোহনের ইংলণ্ডে দৌত্যের যে আভ্যন্তরিক সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল। মূলের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

অনুবাদ

[১৭৭খ] "বাবু রামমোহনের বিলায়েৎ-লণ্ডনে গমনের বর্ণনা। মির্জা আফ্‌জল বেগ খাঁ দুই বৎসর কলিকাতায় কাটাইলেন, এবং এই সময়ের মধ্যে বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্যগণের সহিত বাদশাহের দাবী সম্বন্ধে* যে তর্কবিতর্ক হইল এবং কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাতে বাদশাহের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার আশা একেবারে নষ্ট হইল। আর, বাদশাহজাদা মির্জা সলীম-বখ্‌ৎ এবং রাজা সোহনলাল বারংবার মির্জা আফজলকে পত্র লিখিতে লাগিলেন, 'তোমার চেষ্টা এবং আমাদের ফন্দিগুলি সত্ত্বেও আমাদের ইচ্ছা সফল হইল না। আমরা এখানে [অর্থাৎ দিল্লী প্রাসাদে] এতদিন পর্য্যন্ত হজরৎ বাদশাহকে তাঁহার ঐ সব দাবী সফল হইবার আশা দিয়া তোমার প্রতি সদয় রাখিয়াছিলাম। আমার

* অর্থাৎ বাদশাহের বাৎসরিক পেন্‌সন বাড়াইয়া দেওয়া এবং বড়লাট আগেকার মত বাদশাহকে প্রভুর ন্যায় সম্মান করিয়া দেখা করিবেন, এই ইচ্ছা।

[অর্থাৎ বাদশাহজাদা সলীম-বখ্‌তের] প্রতিদ্বন্দ্বীরা [১৭৮ ক] আমি যে বাদশাহের প্রতিনিধি এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছি, ইহা চাহে না, তাহারা এতদিন ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় সময় কাটাইতেছিল। এখন এখানকার ছবি অন্যরূপ দেখা যাইতেছে, তাহারা হজরতের মন আমার বিরুদ্ধে ঘুরাইয়া দিয়া অপরের [অর্থাৎ অন্য বাদশাহজাদার] দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আর মম্‌তাজমহল বেগম ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন যে, গভর্ণর জেনেরাল বাদশাহের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া থাকিবার ফলে এই সম্রাটের মান জগতে নষ্ট হইয়া গেল; এবং যে আশা করিয়া কলিকাতায় দূত (অর্থাৎ আফ্‌জল বেগকে) পাঠাইয়াছিলাম, তাহাও নির্মূল হইল। এক্ষণে ইহা ঘটিবার ফলে পৃথিবীর সব লোক আমার ও তোমার প্রতি এমন ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছে যে, আমি কাহারও চোখের দিকে তাকাইতে পারিতেছি না। সুতরাং এখন তোমার উচিত যে, মনে যে-কোন অন্য ব্যবস্থা উদয় হয়, তাহা কাজে লাগাও। নচেৎ তুমি নিজেকে কর্ম্মচ্যুত জানিবে; কারণ, এখন বাদশাহের মনের উপর আমার কোন প্রভাব অবশিষ্ট নাই।'

মির্জা আফ্‌জল বেগ খাঁ নিজের চাকরি থাকা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া ভাবনায় পড়িলেন। তিনি সর্ব্বদা দেখিয়াছিলেন যে, কলিকাতার লোকেরা, বিশেষতঃ বংগালীরা কানুন জানার ফলে সমস্ত ছোট বড় ব্যাপারে, ইংরাজ সরদারগণের—অর্থাৎ গভর্ণর জেনেরাল এবং কাউন্সিলের সদস্যদের সামনে বাধ্যতায় মাথা নীচু করে না; কারণ, তাহারা জানে যে, নিজের কাজের উপর কর্ত্তৃপক্ষের ধমকানি বা প্রশংসা নির্ভর করে। আর কলিকাতার সাহেব শাসন-কর্ত্তারা কানুনে বাঁধা আছেন, তাঁহারা কানুনের আজ্ঞার সামনে অসহায় [অর্থাৎ নবাবী আমলাদের মত খামখেয়ালী করিতে পারেন না]; ১৭৮খ—এই কথা জানিয়া বাঙ্গালীরা "জুনস্"* সাহেবদের দ্বারা বিলাতে মোকদ্দমা রুজু করিত এবং নির্ভয়ে ইংলণ্ডের বাদশাহের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া, যে সব কাজ কোম্পানীর ভারতস্থ কর্ম্মচারীদের মতের বিরুদ্ধ, তাহাতে "জুনস্"-সাহেবদের অর্থাৎ লণ্ডনের বাদশাহের আমলাদের আশ্রয়ে, গভর্ণর জেনারালের সঙ্গে উচিত-অনুচিত তর্ক বিতর্ক করিত। অথচ এই ব্যবহার তাহাদের প্রাণ বা মান হানির কারণ হইত না।

অতএব আফ্‌জল বেগ খাঁ কলিকাতাবাসী বংগালীলোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া, নিজের দৌত্যের ঘটনা এবং বাদশাহের অবস্থা জানাইয়া, ইহাদের নিকট এমন সমৃদ্ধি পাইলেন যে, বাবু রামমোহন বংগালী মির্জা আফ্‌জল বেগের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এই বাবু রামমোহন নিজ জাতির মধ্যে অত্যন্ত দক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং ইংরাজী, ফারসী ও একটুকু (কদ্‌র্-এ) আরবী জানিতেন। তিনি ভাবিলেন যে, "হিন্দুস্থানের বাদশাহের ব্যাপার নিশ্চয়ই বিলাতের লোকদের নিকট শ্রবণযোগ্য হইবে, এবং

* ফারসী হস্তলিপিতে বিকৃত এই শব্দটি বোধ হয় "জুনিয়ার মেম্বরস্, বোর্ড অব কণ্ট্রোল" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; ক্যাবিনেট হইতে পারে না।

আমাকে ত আল্লাহ্ তালা প্রচুর প্রতিপত্তি দিয়াছেন, যখন মধ্যবিত্ত লোকের মোকদ্দমায় হাত দিয়া অল্প পরিমিত অর্থ উপার্জন করিতেছি, তখন যদি হিন্দুস্থানের বাদশাহের মামলার মধ্যে প্রবেশ করি, তবে নিশ্চয়ই লাখ লাখ টাকা ইনাম পাইব। এমন কি, আমাকে জাগীর ও মন্‌সব্ দেওয়া হইবে, [১৭৯ক] এবং উচ্চ কর্ম্মসহ উজীরী আমার হাতে আসিবে। আর, দূতের কাজও কম সম্মানের নহে, ইহাতে লাভও কম নয় ?"

অতএব, তিনি আফ্‌জল বেগকে কথা দিয়া তাহার দ্বারা বাদশাহ ও বাদশাহজাদা [সলীম বখ্‌ৎ]-এর নিকট দরখাস্ত পাঠাইয়া জানাইলেন—"যদি আপনারা গভর্ণর জেনেরাল এবং কাউন্সিলের সদস্যগণকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের স্তোকবাক্যে কোন মতেই না ভুলিয়া, এমন কি, বাদশাহের বর্ত্তমান পেন্সন জপ্ত করিবার ধমকও অগ্রাহ্য করিয়া, খুদার উপর নির্ভর করিয়া, আমার দৌত্যের ফলের অপেক্ষায় দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন, তবে যাহাই ঘটুক না কেন, আমি নিজ মাথা বিক্রয় করিয়া দিব এবং বিলাতে ইংলণ্ডের বাদশাহের নিকট আপনার দূতের কাজ নির্ব্বাহ করিব।"

দিল্লীর বাদশাহ এইরূপ নির্ব্বোধ পরামর্শের প্রতীক্ষায় ছিলেন, যাহাতে গভর্ণর-জেনারালের ও তাঁহার মধ্যে ঝগড়া বাধে। তিনি রামমোহনের সহিত তাঁহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিলেন। তাহার ফলে বাবু রামমোহন বংশপরম্পরায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট মাসিক দু-হাজার টাকা পাইবার সর্ত্তে, এখন কোন টাকার সাহায্য (অর্থাৎ অগ্রিম) না লইয়া জাহাজে চড়িয়া ইংরাজের দেশে রওনা হইলেন।

[১৮০ ক] বাবু রামমোহন রওনা হইবার পর কাউন্সিলের সদস্যগণ জানিতে পারিলেন যে, হিন্দুস্থানের বাদশাহের দূত বিলাত গিয়াছে। অতএব রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট হুকুম পৌঁছিল যে, বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিবে, বাবু রামমোহন বাদশাহের পরামর্শে ও ইঙ্গিতে রওনা হইয়াছেন কি না, এবং ইহার [১৮০ খ] কারণ কি ?

এ সময় কোলব্রুক সাহেব দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং এই লেখকও সেই সময় দিল্লীতে তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিত। রেসিডেণ্ট সাহেব প্রথমে বাদশাহের কর্ম্মচারীদের জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সোহনলাল এবং বাদশাহজাদা সলীম বখ্‌ৎ একেবারে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু কোন কোন লোক বাদশাহকে বলিল যে, "যখন এই দূত প্রেরণ ব্যাপার নিঃসন্দেহ (সাহেবদের মধ্যে) উঠিয়াছে এবং বাবু রামমোহন যে চিঠিতে বাদশাহকে সর্ত্তবদ্ধ করান—'ভয় পাইবেন না এবং কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের মুখামুখি দৃঢ় হইয়া থাকিবেন—সেই চিঠি ইহার পূর্ব্বেই* পৌঁছিয়াছে, অতএব এ বিষয় এখন অস্বীকার করা অনুচিত ও অশোভন হইবে। সুতরাং হজরৎ বাদশাহ রেসিডেণ্টের চিঠির এই উত্তর দিলেন,—"আমার দাবীগুলি প্রথম গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকট পাঠাই, এবং তথা হইতে নিরাশা-পূর্ণ উত্তর পাই। অতএব, নিশ্চয়ই

* রেসিডেণ্টের হাতে, চরের দ্বারা

আমার দূতকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছি; কারণ, লর্ড লেক্ [দিল্লী অধিকার করিবার পর ইংরাজের পক্ষে] যে সন্ধি করেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে এবং রেসিডেণ্ট ও এজেণ্ট এ বিষয়ে কোন মনোযোগ করিতেছেন না।" কোলব্রুক সাহেব সদরে জানাইলেন যে, বাদশাহ [১৮১ ক] এই কথা স্বীকার করিতেছেন।

কয়েক বৎসর পরে জানা গেল যে, বাবু রামমোহন বিলায়েৎ-লণ্ডনে পৌঁছিয়া ইংলণ্ডের প্রবলপ্রতাপ বাদশাহের কোন সভাসদের মারফৎ সেই সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, এবং হিন্দুস্থানের বাদশাহের দূত, এই নামের ফলে অতি উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হন, বিলাতের বাদশাহের সম্মুখে চেয়ারে বসিবার অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং স্বয়ং কথা বলিয়া [অর্থাৎ উজীরের জবানীতে নহে!] রামমোহনকে সান্ত্বনা দিলেন। অন্যান্য রাজাদের দূতের অপেক্ষা উচ্চ স্থানে রামমোহনের বসিবার হুকুম হইল।

রামমোহনের দরখাস্ত অনুযায়ী দিল্লীর বাদশাহের অবস্থা ভাল করিবার জন্য অনুরোধপত্র, পার্লিয়ামেণ্টের লোকদের মারফৎ গভর্ণর জেনেরালকে লেখা হইল। এবং দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকটও সম্রাটের হুকুম পৌছিল।

ইতিমধ্যে দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল, কোলব্রুক রেসিডেণ্ট পদ হইতে অবসর লইলেন। তাঁহার স্থলে ফ্রেজার সাহেব আসিলেন। গবর্ণর জেনেরালকে এই মর্ম্মে এক রাজীনামা বাদশাহকে দিয়া সহী করিবার জন্য পাঠাইলেন যে, মাসিক পেন্সন ২০ হাজার বা ২৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি করিবার বদলে তিনি আর সব দাবী ছাড়িয়া দিবেন। বাদশাহ প্রথমে অস্বীকার করেন, পরে বাবু রামমোহনের মৃত্যুসংবাদ [১৮১ খ] পৌছিলে পর অগত্যা সম্মত হইলেন।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—২

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলঙ্কার-শ্রেণী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৬০৲ বেতনে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি এই পদে তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতনের হিসাব-বইয়ে প্রকাশ, তিনি ১৮২৭ সনের মে মাস পর্য্যন্ত সহি করিয়া ৮০৲ বেতন লইয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ২৮ জুলাই ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

> শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুর আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন···।—'সমাচার চন্দ্রিকা'।

নাথুরাম শাস্ত্রী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার পদত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর গমন করিলে তাঁহার স্থলে ১৮২৭ সনের জুলাই মাস হইতে গুজরাটী পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রী অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি তৎপূর্ব্বে কিছু দিন কাশী সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ২৪ জুলাই ১৮২৭ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেব শিক্ষা-বিভাগকে লিখিয়াছিলেন :—

> . . . . . Kamalakanta the Professor of Rhetoric in the Sanskrit College, has been appointed Law Pundit of the Zillah Court of Midnapoor.
>
> In order to supply the vacancy thus occasioned in the establishment, the Secretary begs to propose Nathu Rama a Pundit of considerable abilities for the office, as a fit person to succeed to the appointment, and in the meantime he has been directed to take charge of the class, until the pleasure of the Committee is known.
>
> The individual in question was in the College of Benares, where he bore a high character. He lost his appointment there, in consequence of exceeding his leave of absence, which it subsequently appeared was owing to family distresses, and not to any improper neglect.

বেদান্তশাস্ত্রেও নাথুরাম ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে বেদান্ত পড়াইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তাঁহার সম্পাদিত সভাষ্য ন্যায়দর্শনে নিজ পরিচয় বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন :—

বেদান্তাদীনি শাস্ত্রাণি নাথুরামস্য শাস্ত্রিণঃ।
সকাশাদাপ্তবানস্মি পুরা গুর্জ্জরবাসিনঃ॥

অধ্যাপক হিসাবে নাথুরামের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় নাথুরাম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত এক জন না এক জন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র।···শুনিয়াছি, তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম।— 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৯৮।

সংস্কৃত কলেজের যে-তিন জন পণ্ডিত রঘুবংশের টীকা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—গোবিন্দরাম উপাধ্যায়, নাথুরাম শাস্ত্রী ও প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন (পরে 'তর্কবাগীশ')। রঘুবংশের এই টীকা ১৮৩২ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল।* গ্রন্থশেষে একটি শ্লোকে টীকাকারদের নাম দেওয়া আছে। শ্লোকটি এইরূপ :—

কৃত্বা কিঞ্চিদ্রামগোবিন্দস্বরৌ
নাথুরামপ্রাজ্ঞবর্জ্জ্যোপ্যনল্পং।
যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনিনায়॥

ইহা ছাড়া, ১৮২৯ সালে জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় নাথুরাম আর একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা মম্মটাচার্য্য-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ'।

১৮৩১ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিবার পর নাথুরাম অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তিনি ছয় মাসের ছুটি লইলে সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র প্রেমচাঁদ ন্যায়রত্ন (পরে তর্কবাগীশ) সেপ্টেম্বর মাস হইতে নাথুরামের স্থলে অস্থায়িভাবে অধ্যাপক নিযুক্ত

*The Raghu Vansa, or Race of Raghu, A Historical Poem, By Kalidasa. A Prose Interpretation of the Text, By Pundits of the Sanscrit College of Calcutta. Prepared and Printed under the authority of the Committee of Public Instruction. Calcutta: Printed at the Education Press, Circular Road; and sold at the Depository, Pataldanga. 1832. (Pp. 638).

সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড আছে।

হন। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখে কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—

The Secretary begs to submit to the Committee of the Sanscrit College an application from Nathuram the Pandit of the Alankara Class, requesting 6 months leave of absence on account of his health, which for some time past has beeh in a declining state, with the sanction of the Committee, the Secretary proposes to appoint Premchand a young man of very considerable attainments, and who is the most distinguished scholar in the College, to take charge of the Alankara Class during the absence of Nathuram.

পর বৎসর—১৮৩২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নাথুরামের মৃত্যু হয়। ৮ মার্চ ১৮৩২ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী লেখেন :—

The Secretary to the Government Sanscrit College requests to inform the Committee that accounts have been received of the death of Nathuram, late Pundit of the Alankara Class who was permitted to proceed on leave of absence on account of his health in September last . . . . .

Premchand has been acting as Pundit of the Alankara class since Nathu Ram's departure on leave and as it appears from the accompanying memorandum of the late Secretary that his qualifications are superior to those of the other candidate, the Committee will probably think proper to appoint him permanently to the vacant office.

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ

১৮০৫ সালে (২ বৈশাখ ১৭২৭ শকাব্দ) বর্দ্ধমান-রাজ্যের অন্তর্গত দামোদর নদের পশ্চিমে শাকরাঢা বা শাকনাড়া গ্রামে প্রেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ। নৈষধচরিতের টীকার শেষে প্রেমচন্দ্র এই ভাবে পিতৃপরিচয় দিয়াছেন :—

রাঢ়ে গাঢ়প্রতিষ্ঠঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শাকরাঢ়ানিবাসী
বিপ্রঃ শ্রীরামায়ণ ইতি বিদিতঃ সত্যবাক্ সংযতাত্মা।

তিনি দেশে জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে কয়েক বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তৎপরে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে দর্শনাদি শাস্ত্র পড়িতে অভিলাষী হইয়া এখানে আগমন করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র পাঠে জানা যায়, তিনি সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই শ্রেণীতে তখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার অধ্যাপনা করিতেন। প্রেমচন্দ্র ১৮২৭ সালের আগষ্ট হইতে ১৮২৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই শ্রেণীতে ছিলেন। সাহিত্য-শ্রেণীর পর তিনি অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই শ্রেণীতে তিনি নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮২৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করেন। অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তথায় ১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অলঙ্কারের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী অসুস্থ হইয়া ছয় মাসের ছুটি লইলে, ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রেমচন্দ্র অস্থায়িভাবে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন; তিনি তখনও ন্যায়-শ্রেণীর এক জন ছাত্র। পর-বৎসর (১৮৩২) ফেব্রুয়ারি মাসে নাথুরামের মৃত্যু হইলে প্রেমচন্দ্রই ঐ পদে পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ন্যায়-শ্রেণী হইতে অধ্যাপক-পদে উন্নীত হওয়ায় অধ্যাপকেরা না কি তাঁহাকে "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" নামে ডাকিতেন। তিনিও "প্রেমচন্দ্র শর্ম্মা" বা "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" নামে স্বাক্ষর করিতেন। ১৮৩৫ সালের জুন মাসের মাহিনা লইবার সময় তিনি মাহিনা-বইয়ে সর্ব্বপ্রথম "প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ" নাম স্বাক্ষর করেন।*

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ তারিখে প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

No. 33.

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Premchandra Nyayaratna has attended at the Government Sanscrit College for four years six months and studied the following branches of Hindoo Literature

Poetry, Rhetoric, Law and Logic,

that he has attained very considerable proficiency on the subject of these studies and that he conducted himself well.

Fort William

20th February 1832.

H. Shakespear
G. Saunders
W. W. Bird
G. A. Bushby
H. H. Wilson
Members, General Committee of Public Instruction.

H. Todd
Secretary.

প্রেমচন্দ্র ৩১ বৎসর ৯ মাস অতীব সুনামের সহিত সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি ৬ অক্টোবর ১৮৬৩ তারিখে "বার্দ্ধক্য, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য" কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেন্‌সনের আবেদন করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর, ৫ মাস, ২০ দিন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাউয়েল প্রেমচন্দ্রের আবেদন-পত্র শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে পাঠাইয়া, নিজে যে সুপারিশ-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রেমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* কিন্তু ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত 'নৈষধচরিতে' তাঁহার নাম "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" দেওয়া আছে। ইহার কারণ বোধ হয়, গ্রন্থের মুদ্রণারম্ভকালে তিনি "ন্যায়রত্ন"ই ছিলেন। গ্রন্থখানির আখ্যা-পত্রে প্রকাশ,

Commenced under the auspices of the General Committee of Public Instruction; Transferred to the Asiatic Society with other unfinished Oriental works in 1835; and completed by the Asiatic Society in 1836.

October 29, 1863

To

The Director of Public Instruction.

Sir,

I have the honor to forward an application for pension from Pundit Prem Chandra Tarkavagish, the Professor of Rhetoric in the Sanskrit College. He was originally appointed to this post by the late Professor Wilson, and has discharged its duties in a very able manner. He has also written a series of commentaries on various difficult Sanscrit classics which are well known to Oriental scholars in Europe and have reflected honor on the Institution to which he belongs. In these works he has not merely edited a correct text from a collation of MSS. but has accompanied it by an original commentary, and in this kind of labor he is quite unrivalled among the modern Pundits of Bengal. I know of no Pundit who has an equal power of writing elegant Sanscrit poetry and prose. Among the Sanscrit classics which he has edited and explained I would particularly name the following :

The Raghuvansa of Calidas

The Purva Naishadha of Sri Harsha (one of the six so called "great poems" of the Hindus)

The Raghava Pandaviya by Kaviraja

The Sakuntala, a drama by Calidas

The Anargha Raghava, a very difficult drama by Murari

The Uttara Ramcharita, a drama by Bhavabhuti

The Kavyadarsa, an old work on Rhetoric by Dandi—this last work was published in the Bibliotheca Indica of the Asiatic Society.

I think I am justified in saying that a career of literary activity like this, in a man whose daily duties at the College took up much of his time and energies, is not very common in this country, and I do hope that Government may see fit to express its approbation of such well employed native scholarship by some extra reward in addition to the pension he applies for.

If it is possible, I would respectfully request that he be allowed a retiring pension of two-thirds. His salary has been only ninety Rupees until the last two or three months, so that this would only involve an additional payment of 15 Rupees per mensem. Should this be unpracticable, then might I be allowed to suggest that in addition to the pension of one half, he might perhaps be allowed a sum say of 1,000 Rupees from the large surplus of the College allowance in part years as an acknowledgment of the value of his original labors in Sanscrit literature.

I have etc.

Edwd. B. Cowell

Principal, Sanscrit College.

কিন্তু বঙ্গের ছোটলাট প্রেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে পেন্‌সনের নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম করিতে সম্মত হন নাই ; তিনি তর্কবাগীশকে মাসিক ৫০৲ পেন্‌সন মঞ্জুর করেন। প্রেমচন্দ্র ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্থলে পরবর্ত্তী ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নিযুক্ত হন।

শেষজীবনে প্রেমচন্দ্র কাশীবাস করিয়াছিলেন। তথায় ২৫ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে ওলাউঠায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রথম জীবনে প্রেমচন্দ্র রীতিমত বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার কিছু দিন পরেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গুপ্ত কবি ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র শিরোদেশে যে দুইটি শ্লোক শোভা পাইত, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশই তাহা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

। সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ॥

।···। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥···।
।···। অদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসং।···॥

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রেমচন্দ্রের অনেক বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

> শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত শ্লোকদ্বয়, অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে।

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের জন্য তিনি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকেও একটি কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ১৮ মার্চ ১৮৪৫ তারিখ হইতে এই কবিতাটি 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠদেশে মুদ্রিত হইত :—

ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্য নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তবং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

১৮৫৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি 'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তাহার শিরোভাগে "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রাভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তাহাও প্রেমচন্দ্রের রচনা।

প্রেমচন্দ্র এক জন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা-পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।" প্রেমচন্দ্র-রচিত কবিতার অনেকগুলি তাঁহার ভ্রাতা রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় 'প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত' (৪র্থ সংস্করণ) পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, এইচ. এইচ. উইল্‌সন সংস্কৃত কলেজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি যত দিন এদেশে ছিলেন, তত দিন সংস্কৃত কলেজের গৌরবের দিনই ছিল। তিনি স্বদেশ-যাত্রা করিলে, মেকলে-প্রমুখ সাহেবেরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় প্রেমচন্দ্র বিলাতে উইল্‌সন সাহেবকে যে শ্লোকটি রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥

—কলিকাতা নগরীতে গোলদীঘির বহুবিটপি-শোভিত তটদেশে সংস্কৃত-পঠনগৃহ নামে একটি কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ নিঃসঙ্গ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সংপ্রতি মেকলে নামক ব্যাধরাজ তীক্ষ্ণ শর ধারণ করিয়া, ভীতচিত্ত সেই কুরঙ্গকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সেই কুরঙ্গ সাশ্রু নয়নে বলিতেছে,—ভো ভো মহাভাগ উইলসন, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

উত্তরে উইল্‌সন সাহেব যে শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতবাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে ॥

—নিরন্তর বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা সন্তপ্ত, সতত ছাগ প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও কোদাল দ্বারা পরামৃষ্ট হইয়াও কৃশকায় দূর্ব্বা মরে না; কেন না, দুর্ব্বলের প্রতি বিধাতার কৃপা বর্ষিত হইয়া থাকে।

উপরের শ্লোক দুইটি হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁহার স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত করিয়াছেন ('প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩২, পৃ. ৬৭৭)। কবিরত্ন মহাশয় প্রেমচন্দ্র সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন :—

তিনি যোগসাধন করিতেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি: আসন হইতে একটু ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন তাহাও আমরা ভগ্ন জানালা দিয়া দেখিয়াছিলাম। তাঁহার অনুবৃত্তি করিয়া বিদ্যাসাগর, শ্রীশ বিদ্যারত্ন ও আমার পিতৃদেব [গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন] ঠনঠনিয়ার ৺কালীতলা হইতে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কলেজে যাইতে আরম্ভ করেন। প্রায় ৬ মাসে ৫ মিনিট বন্ধ করিতে পারিতেন। তিনি এক বৎসরে সমগ্র সাহিত্য-দর্পণ শেষ করিয়া দিতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় নয়খানি নাটক পড়াইতেন।...ইহা ছাড়া প্রতি শনিবার আমাদিগকে এক-একটি সমস্যা দিতেন। ঐ সমস্যা আমরা সোমবারে পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিতাম। (পৃ. ৬৪৯)

সংস্কৃত রচনার জন্যই প্রেমচন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

১। **রঘুবংশের টীকা**। ১৮৩২।

ইহার কথা নাথুরাম শাস্ত্রীর প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

২। **নৈষধচরিতং**। পূর্ব্বভাগঃ। শ্রীপ্রেমচন্দ্রন্যায়রত্নবিরচিতান্বয়বোধিকাসমাখ্য-টীকাসহিতঃ। ১৮৩৬। পৃ. ৯১৩।

৩। **অভিজ্ঞানশকুন্তলম**। ১৮৩৯।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৮১ শকে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুস্তকের বিজ্ঞাপনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব লিখিয়াছেন :—

NOTICE.

The present edition of Sakuntala has been prepared by Pundit Prem Chunder Tarkabagish, the learned professor of Rhetoric in the Government Sanskrit College of Calcutta. A few copies have been printed for European Scholars, as it was thought that an edition of the Gauriya recension, prepared by an eminent Pundit, might be acceptable in Europe where this recension has been hitherto known only by Chezy's very imperfect work.

Calcutta, Edw. B. Cowell,
March. 7. 1860. Acting Principal, Sanskrit College.

৪। **রাঘবপাণ্ডবীয়ম্**। কবিরাজপণ্ডিতবিরচিতম্। শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্য বিরচিতয়া কপাটবিপাটিকাখ্যয়া টীকয়া সহিতম্। ১৮৫৪। পৃ. ৪৩৫।

৫। **অষ্টম কুমার**।

আমি ইহা দেখি নাই। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। সমুদায় গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। পরে কাপ্তেন মার্সেল সাহেব ও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে অষ্টমাদি সর্গ-সহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হইলে তর্কবাগীশ উহার টীকা বচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই টীকাসহ অষ্টম সর্গ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। আদর্শখানি অপরিশুদ্ধ এবং নবম আদি সর্গের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদাসপ্রণীত কি না সন্দেহ করিয়া অবশিষ্ট অংশে হস্তার্পণ করেন নাই।"—জীবনচরিত, পৃ. ১০৩-০৪।

৫। **অনর্ঘরাঘবং নাম নাটকং**। শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত বিষমপদ-ব্যাখ্যাসহিতং। শকাব্দাঃ ১৭৮২। ইং ১৮৬০। পৃ. ২৪১। (বঙ্গাক্ষরে)

৬। **সপ্তশতীসার নামক দেবীমাহাত্ম্য**। শকাব্দাঃ ১৭৮০। পৃ. ১২।

বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এই পুস্তকখানির প্রারম্ভে প্রেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

এতদ্দেশে পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের প্রচার ছিল না প্রায় পঞ্চদশবৎসরের অধিক কাল হইল পঞ্চনদদেশহইতে একজন বহুদর্শি পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তিনি এতদ্দেশীয় কোন ধনিলোকের স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে উক্ত স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন তাহাতে তিনি যশস্বীও হইয়াছিলেন তিনি উক্ত স্তোত্রের মাহাত্ম্য এরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন যে এই স্তোত্র পঞ্চনদাদি দেশে মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সপ্তশতীস্তোত্রের তুল্য আদরণীয়, ইহা যে ভগবন্মহাদেবপ্রণীত ইহাতে কোন ব্যক্তিই সন্দেহ করে না ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্তোত্র পাঠ করিয়াই অসামান্য প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। পরে কোন মান্য ব্যক্তি ইহার টীকা করিতে আমাকে অনুরোধ করেন আমি যথাবুদ্ধি টীকা করিয়াছি সংপ্রতি তৎসহিত উক্ত সপ্তশতীসার মুদ্রিত হইল প্রার্থনা যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাতে নয়নার্পণ করেন ইতি। (শ্রীপ্রেমচন্দ্রশর্ম্মণঃ)।

৭। **মুকুন্দমুক্তাবলীনামকং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং চাটুপুষ্পাঞ্জলিনামকং শ্রীরাধা-স্তোত্রঞ্চ**। শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতং। ময়মনসিংহনিবাসি শ্রীযুত হরমোহনরায়-

শর্ম্মানুরোধপ্রবৃত্ত শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃতটীকাসহিতং। শকাব্দাঃ ১৭৮১। পৃ. ২২+১২। (বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত)

৮। **উত্তররামচরিতম্।** মহাকবি শ্রীভবভূতি বিরচিত। শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকৃত সংক্ষিপ্তটীকাসহিত। Edited at the request of Edward B. Cowell, M. A., Principal of the Sanskrit College of Bengal. শকাব্দাঃ ১৭৮৩। ইং ১৮৬২। পৃ. ১৭৭।

৯। **কাব্যাদর্শ।** মহাকবি শ্রীদণ্ডাচার্য্য বিরচিত। শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যবিরচিত মালিন্যপ্রোঞ্ছনী নামক টীকাসহিত। ইং ১৮৬২-৬৩। Bib. Indica.

১০। **সমস্যাকল্পলতা।** ১৩০৭। পৃ. ১১২+৯।

১৭৬৭ শক (=ইং ১৮৪৫) হইতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সময়ে সময়ে পূরণার্থ কতকগুলি সমস্যা দিতেন। এই সমস্যা পূরণের জন্য যে-সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহা একটি পুস্তকে লিখিত হইত। এই পুস্তকের নাম 'সমস্যাকল্পলতা'। জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রেমচন্দ্রের অনেক কবিতা আছে।

পুরাবৃত্ত-শ্রেণী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

ছাত্রাভাবে বেদান্ত-শ্রেণী লোপ পাইলে ১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখ হইতে সংস্কৃত কলেজে 'পুরাবৃত্ত' নামে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৮০৲ বেতনে এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যালঙ্কার প্রথমে সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন; ১৮২৭ সালে এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত হন—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তৎপরে তিনি কিছু দিন এশিয়াটিক সোসাইটিতেও পণ্ডিতের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ১৮৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পুরাবৃত্ত-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পীড়িত হইয়া ৮ই অক্টোবর তারিখে দেহত্যাগ করেন।* সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীও লুপ্ত হয়।

---

* *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces,*....for 1843-44, p. 34.

দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারিয়াছি, নাথুরাম শাস্ত্রী জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় ১৮২৮ সালে বিশ্বনাথ-রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের একাধিক খণ্ড আছে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮১৩-১৮৪০)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ সনে ইহধাম ত্যাগ করেন। এই দুইটি সনই ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৮১৩ সনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন করিয়া সনন্দ লাভ করেন। এই সময়েই স্থির হয় যে, ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য কোম্পানীকে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানীর তরফে এই খাতে নিয়মিত ভাবে অর্থব্যয়ের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। ১৮১৩ সনের পর হইতে শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। কৃষ্ণমোহন এই প্রচেষ্টারই অন্যতম সুফল। ১৮৮৫ সন প্রসিদ্ধ অন্য কারণে। এই বৎসর ভারতবাসীর রাষ্ট্র-চেতনার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে ইণ্ডিয়ান নেশ্যন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটি বিশেষ সনের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর; এই কালের মধ্যে কৃষ্ণমোহন নানা বিষয়ে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্রগণ বহু বিষয়ে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন। তবে তাঁহার মত দীর্ঘ জীবন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী বাদে আর কেহই লাভ করেন নাই। কৃষ্ণমোহন যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও কয়েক বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মযাজক পদে অধিষ্ঠিত হন। এজন্য তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ইঁহাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেও মূল উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মত তিনিও বরাবর দৃঢ় ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন।

ভারতবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগরূক করাইবার জন্য যাঁহারা একনিষ্ঠ ভাবে তৎপর হন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করিতে হয় রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ইঁহাদের কাহারও কাহারও উৎসাহদাতা ছিলেন—বৃদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ৬১) লিখিয়াছেন,—

"The Rev. Krishna Mohan Banerjee (better known as K. M. Banerjee) was among the earliest recruits to Christianity. A scholar and a man of letters, it was not till late in life that he began to take an active part in politics. He was associated with the Indian League and became president of the Indian Association . . . . He was then past sixty; and though growing years had deprived him of the alertness of youth, yet in the keenness of his interest, and in the vigour and outspokenness of his utterances, he exhibited the ardour of the youngest recruit to our ranks. Never was then a man more uncompromising in what he believed to be the truth, and hardly was there such amiability combined with such strength and firmness."

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রমুখ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ যৌবনেই রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই কৃষ্ণমোহন পরবর্ত্তী যুগের যুবক রাজনীতি-চর্চ্চাকারীদের উৎসাহদাতা হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? শিশিরকুমার ছিলেন ইণ্ডিয়ান লীগের প্রাণ ; আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশ্যানের প্রতিষ্ঠাতা।

যৌবনে ও প্রৌঢ়ে উগ্র খ্রীষ্টান মতবাদ প্রচারের ফলে কৃষ্ণমোহন সাধারণ দেশবাসীর বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশপ্রেম ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দেশপ্রেম সাধারণ্যে প্রকট হইয়া পড়ে। শুধু রাজনীতি নহে—শিক্ষা, সাহিত্য, পৌরসংস্কার প্রভৃতি বিষয়সমূহের প্রগতিমূলক নানা প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে একেবারে লিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে ঐ সময়কার যুবকদের মনে একটা অত্যুচ্চ ধারণাও জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে যত আলোচনা হইয়াছে এবং পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছে, এমনটি বোধ হয়, শীঘ্র কাহারও সম্বন্ধে হয় নাই। তথাপি তাঁহার জীবন-কথা এখানে কেন নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে বহুতর আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সমসাময়িক কাগজপত্রাদি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ সময়ের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মূলেরও সন্ধান পাইতেছি। কৃষ্ণমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বাহির হয় ১৮৪২ সনের অক্টোবর সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু' মাসিকে। এই কাহিনীটি পরবর্ত্তী ১লা নবেম্বর 'বেঙ্গল হরকরা' হুবহু উদ্ধৃত করেন। কৃষ্ণমোহনের জীবনীকারদের কেহ কেহ যে ইহার সন্ধান না জানিতেন, তাহা নহে, কিন্তু কেহই ইহার পুরাপুরি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অনেকের ধারণা, এই কাহিনীটি কৃষ্ণমোহনের স্ব-রচিত। ইহা হইতেও পারে। ইহার রচনা-ভঙ্গী ও কৃষ্ণমোহন-জীবনের কয়েকটি খুঁটিনাটি তথ্যের উল্লেখ হইতে মনে হইতে পারে যে, ইহা তাঁহারই লেখা। যাহা হউক, আমি এখানে কাহিনীটির প্রায় সবটারই অনুবাদ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময়ের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র হইতে প্রাপ্ত কাহিনীর পরিপূরক নূতন তথ্যও এখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম। ইহা হইতে প্রথম ত্রিশ বৎসরের পরিপূর্ণ মানুষটিরই পরিচয় আমরা পাইব। বলা বাহুল্য, এই সময়কার প্রগতিমূলক আন্দোলনসমূহের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় তাহাদের উপরও প্রসঙ্গতঃ যথেষ্ট আলোকপাত করা সম্ভব হইবে। ইণ্ডিয়া রিভিয়ুতে প্রকাশিত বিবরণটি আগে দিতেছি।—

'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু'তে প্রকাশিত বিবরণ

কৃষ্ণমোহন ১৮১৩ সনে [২৪শে মে] জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার হাতে খড়ি হয়। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি হেয়ার সাহেবের

শিমলা পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হইল।

১৮২৪ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন।* তিনি এখানে ইংরেজীর সঙ্গে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম সংস্কৃত পাঠে তাঁহার মন বসিত না। ইহার দুইটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ যে-সব পণ্ডিতের উপর সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল, তাঁহারা ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিতেন না। ছাত্রদের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতেও তাঁহারা সমর্থ হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যাপনায় যে রীতি অবলম্বিত হইত, তাহাতে পঠিতব্য বিষয় ছাত্রদের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আবার প্রতিদিন সমানে পাঁচ ঘণ্টা ইংরেজী পড়িয়া সংস্কৃত অধ্যয়নে মনও বসিতে চাহিত না।

কৃষ্ণমোহনের পিতা ১৮২৮ সালে কলেরা রোগে তিন দিন ভুগিয়া পরলোকগমন করেন। যাহাতে মৃত্যুকালে অন্তর্জলি হইতে পারে, এজন্য গঙ্গার ধারে একটা গুদাম-ঘরে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। ইহার পর দুই দিন তিনি জীবিত ছিলেন।

১৮২৮ সনের প্রথমে কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। তিনি এই সনের মধ্যভাগে শিক্ষা কমিটি হইতে মাসিক ষোল টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পর বৎসর দিল্লী কলেজে মাসিক আশী টাকা বেতনে শিক্ষকতা কর্ম্মের একটি প্রস্তাব তাঁহার নিকট আসে। আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি না লইয়াই তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইবার প্রস্তাবে অন্যকে যদি বা অতিকষ্টে রাজী করান গেল, তাঁহার অগ্রজ কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ না করিয়া যাইতে দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা এই সময়ে কৃষ্ণমোহনকে বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু যাহার জন্য বিবাহ করা, তাহা আর হইল না। কলিকাতার জেনারল কমিটির (General Committee of Public Instruction) মত না লইয়া দিল্লীর স্থানীয় কমিটি এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতার কমিটি এরূপ নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন না। ইহাতে কৃষ্ণমোহন নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

এই সময় একটা অপরাধের জন্য কলেজের ভিজিটর অধ্যাপক এইচ্. এইচ্. উইলসন কর্ত্তৃক কৃষ্ণমোহন বিশেষভাবে ভৎর্সিত হন। কৃষ্ণমোহনের একজন সহপাঠী হুঁকা ধরাইবার জন্য কলেজের এক ভৃত্যের নিকট আগুন চান। কলেজে ধূমপান নিষিদ্ধ। নিয়মভঙ্গ

* কৃষ্ণমোহন তাঁহার প্রথম পুস্তক 'দি পারসিকিউটেড'-এর ভূমিকায় হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ সম্বন্ধে বলেন,—

"His [K. M. Banerjea's] knowledge of the English language depends solely upon the education afforded to him by the Hindoo College through the recommendation of the Calcutta School Society."

"As the following is the author's first production of the kind, his feelings impel him to give his warmest thanks to the Visitor, Managers and Teachers of the Hindoo College, and the Secretary and members of the Calcutta School Society, for their favours and superintendence."

হইবার ভয়ে ভৃত্যটি আগুন আনিয়া দিতে অস্বীকৃত হয়। তাহার এইরূপ অবাধ্যতার উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণমোহন বন্ধুদিগকে ডাকিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে তিনিও তাহাকে কিঞ্চিৎ মারপিট করিলেন। ভৃত্যটি কর্তৃপক্ষের নিকট ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে ইঁহাদের মাসিক বৃত্তি দুই মাসের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং কলেজের একটি প্রকাশ্য স্থানে ইঁহাদের অপরাধ ও শাস্তির কথা লিখিয়া টাঙাইয়া রাখা হয়।

১৮২৯ সনের ১লা নবেম্বর তারিখে কৃষ্ণমোহন হিন্দুকলেজ ত্যাগ করিলেন। ইহার পর তিনি স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। লোকে এই স্কুলটিকে হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিত। বাহ্যতঃ পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইলেও কৃষ্ণমোহন এই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিতেন না। ভগবানের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। আত্মা অমর—এই ধারণাকে তিনি ভিত্তিহীন মিথ্যা সংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। ইহাপেক্ষা অধিকতর নৈতিক অধঃপতন কল্পনা করাও কঠিন। মানুষের ভিতরকার পশুভাবগুলি দমনকল্পে কোন নীতির যে আবশ্যকতা আছে, একথা তিনি স্বীকার করিতে চাহিতেন না।

এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দর্শন আলোচনার ধুম পড়িয়া যায়। কলেজের সহকারী শিক্ষক মিঃ এইচ এল ভি ডিরোজিও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি ছাত্রদের মনেও এই বিষয়ে প্রেরণা দিতেন। কৃষ্ণমোহন কলেজে ডিরোজিওর নিকট কখনও পড়েন নাই, তিনি এই সময় কলেজের বাহিরেই ছিলেন। তথাপি তাঁহাতেও ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত দর্শন আলোচনার ছোঁয়াচ লাগে, এবং তিনি নব্য হিন্দু সংস্কারক দলে যোগদান করিয়া তাঁহাদের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই সব যুবক আপনাদিগকে সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা দর্শন আলোচনায় নিবিষ্ট হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন, তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হিন্দু পৌত্তলিকতার বিলোপ-সাধন। তাঁহারা নৈতিক আদর্শের উপরই জোর দিতেন। যদিও খেয়াল ছাড়া অন্য কোন উচ্চতর ভাব দ্বারা তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হন নাই, তথাপি তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিতে এবং মনুষ্য-প্রকৃতির কলুষিত বাসনাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতে লাগিয়া গেলেন। দেশবাসীরা দুইটি কারণে তাঁহাদের নিকট অবজ্ঞার পাত্র ছিল—(১) পৌত্তলিকতা ও (২) পাপকর্ম্ম ও দূষিত চরিত্র। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সোৎসাহে ও সাহসের সঙ্গে অভিযান চালাইতে তাঁহারা পরস্পরের সহিত পাল্লা দিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, ধর্ম্মের রীতিনীতি মানিয়া চলিলে তাঁহাদের মর্য্যাদাহানি ঘটিবে। যে-সব বিষয় কতকটা মানিয়া চলা আবশ্যক (যেমন, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে শ্রদ্ধাভক্তি বা সম্মান প্রদর্শন), তাহা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

যে-সব মতবাদ দ্বারা তাঁহারা প্রভাবান্বিত হন, তাহার ফল শুভ অশুভ দুই ই

হইয়াছিল। পাপকর্ম্ম এবং কুসংস্কার—এসবের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা খুবই সুফলপ্রদ হইয়াছিল বলিতে হইবে। কৃষ্ণমোহনের মধ্যে পরে তাহা পবিত্রীকৃত হইতে পারিয়াছিল। সত্যের প্রতি অনুরাগ (যদিও ইহার মূল কারণ তাঁহাদের অজানা ছিল) এবং সর্ব্বদা সত্য পথে চলার প্রবৃত্তি কোন মানবহিতৈষীই তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অজ্ঞাত সত্যের প্রতি তাঁহাদের এতাদৃশ শ্রদ্ধা একগুঁয়েমিপূর্ণ নাস্তিকতা দ্বারা সংমিশ্রিত ছিল। এসবের প্রত্যেকটি স্মৃতি আজ কৃষ্ণমোহনকে ঈশ্বরের সম্মুখে অপমানে ও হীনতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। এখন তিনি তাঁহার অপার মহিমার কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতেছেন। মানুষের মন হইতে হীন নাস্তিকতা তিনি কত তাড়াতাড়ি বিদূরিত করিয়া দেন!

নাস্তিকতার স্রোত প্রতিরোধ কল্পে প্রথম কার্য্য হইল—বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে পাদ্রীদের বক্তৃতায় যোগদানের জন্য ইঁহাদিগকে আমন্ত্রণ। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কলিকাতার আর্কডীকন রেভাঃ টি ডিয়াল্‌টি, রেভাঃ মিঃ (এক্ষণে ডক্টর) ডফ এবং রেভাঃ জে. হিল। নিমন্ত্রণ-গ্রহণ সম্বন্ধে নব্যদলের মধ্যে আলোচনা হইল। মিঃ ডিরোজিও বলিলেন যে. তাঁহারা সত্যের নামে কিছু শুনিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং বক্তৃতায় কি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তাহা তাঁহাদের শ্রবণ করা উচিত। হেয়ার সাহেব ভাবিলেন, পাদ্রী-বক্তৃতায় তাঁহাদের উপস্থিতি এদেশীয়দের মনে ভীষণ ভীতির উদ্রেক করিবে, আর ইহার ফলে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি হইবে। তাঁহার নিজের কথা বলিতে গেলে, তিনিও কিন্তু ডিরোজিওর সঙ্গে এবিষয়ে একমত ছিলেন যে. যদি স্বাধীনভাবে আলোচনার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাতে যোগদানে কোনরূপ আপত্তি করা উচিত নয়। হেয়ার মনে করিতেন, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সপক্ষে যতই না যুক্তির অবতারণা করা হউক, তাহাতে ইঁহাদের প্রত্যয় জন্মিবে না। সুতরাং পাদ্রীরা শীঘ্রই চুপ হইয়া যাইবেন। যাহা হউক, হিন্দু কলেজ হইতে কড়া আদেশ হইল—ছাত্ররা এই সব সভায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। পাদ্রীদের চেষ্টা এইরূপে ব্যাহত হইল।

এই সময় হিন্দুসমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হইল। এক দিকে নব্যদলের পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম-ধ্বংসের চেষ্টা, অন্য দিকে সতীদাহের উচ্ছেদ জন্য আন্দোলন—উভয় ব্যাপারেই গোঁড়া হিন্দুরা ভীষণ বাধা দিতে লাগিল। নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-সভা হিন্দু-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিও নব্যদলের বিরোধিতা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনও কয়েক রাত্রি কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘুরিয়া খ্রীষ্টান পাদ্রীদের নানা ভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা কখনও গস্‌পেল প্রচার করিবার ভাণ করিতেন, কখনও পাদ্রীদের বাংলা শব্দের ভুল উচ্চারণ অনুকরণ করিতেন, কখনও বা ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যাংশগুলির ভুল প্রয়োগ দর্শাইয়া দিতেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় ১৮৩১ সনে 'রিফর্ম্মার' সংবাদপত্র

স্থাপিত হয়। ইনি সংস্কারপন্থী ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সব কিছুরই বিরোধিতা করিতে হইবে (যাহা নব্যদল করিত), ইহা তিনি চাহিতেন না। নব্যদলের কোন মুখপত্র ছিল না। এ অভাব মিটাইবার জন্য ঐ বৎসর মে মাসেই কৃষ্ণমোহন 'এনকোয়ারার' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্ম্মের সমুদয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান হইত বলিয়া ইহার উপর গোঁড়া হিন্দুসমাজ ভীষণ খাপ্‌পা হইয়া উঠিল। পত্রিকা-সম্পাদক ও সাহায্যকারীদের উপর সর্ব্বপ্রকার গালি-গালাজ বর্ষিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এযাবৎ তাঁহারা খোলাখুলি ভাবে এমন কিছু করেন নাই, যাহার জন্য হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িতে পারে। শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যে জন্য, সে ঘটনা যতই সামান্য হউক, এক গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইল। একদা কৃষ্ণমোহনের কয়েক জন বন্ধু একখণ্ড গো-হাড় তাঁহার বাড়ী হইতে প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে ছুঁড়িয়া ফেলেন। এই বাড়ীর কর্ত্তা এক জন গোঁড়া হিন্দু, নব্যদলকে সর্ব্বদা কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন। এই ব্যাপারে ঐ বাড়ীর লোকজন এতই চটিয়া গেল যে, তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল। মারপিট আরম্ভ হইল, কৃষ্ণমোহনের গায়েও আঘাত লাগিল।* ইতিমধ্যে বিরাট্ জনতা জড় হইয়াছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রটিয়া গেল যে, একদল যুবক হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত হওয়ায় ধরা পড়িয়াছে। যদিও কৃষ্ণমোহন এ ব্যাপারে নির্দ্দোষ ছিলেন, তথাপি তাঁহাকেই নির্যাতন ভোগ করিতে হয় সকলের চেয়ে বেশী। নিষিদ্ধ মাংস কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে—এই কথা কিছু সময়ের মধ্যে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং হিন্দুগণ এই পরিবারের উপর খড়্গহস্ত হইল। পরিবারের লোকেরা জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে কৃষ্ণমোহনকে কয়েকটি কঠিন সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে বলিলেন। বিবেকবুদ্ধি অনুসারে তিনি ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না, কাজেই তাঁহাকে নূতন আশ্রয় খুঁজিতে হইল। জনৈক বন্ধু তাঁহার বাড়ীতে কৃষ্ণমোহনের স্থান করিয়া দিলেন। কৃষ্ণমোহন এখানে কয়েক সপ্তাহ থাকেন। গৃহ-তাড়িত কৃষ্ণমোহনকে ঐ বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। এমন কি, বন্ধুটির পিতা কৃষ্ণমোহনকে মারধর করিতেও উদ্যত হইলেন। এমতাবস্থায় এই আশ্রয়-স্থান ত্যাগ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কৃষ্ণমোহন একটা বাড়ী ভাড়া করিবার কথা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে এতই ভীত হইয়া পড়িল যে, কেহ তাঁহাকে বাড়ী ভাড়া দিতেও রাজী হইল না।† পুরা

* কেহ কেহ বলেন, এই সময় কৃষ্ণমোহন বাড়ী ছিলেন না। তিনি এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বাড়ী ফেরেন। সেই সময় তাঁহার উপর মারপিট হইয়া থাকিবে।

† এই সময়কার দুর্দ্দশার কথা কৃষ্ণমোহন তাঁহার 'এনকোয়ারার' পত্রে এইরূপ বর্ণনা করেন,—

"Persecution has burst upon us so vehemently, that on Wednesday last at 12

একদিন গৃহহীন অবস্থায় থাকিয়া বন্ধুদের পরামর্শে অবশেষে একজন ইউরোপীয়ের বাড়ীতে বাসা ভাড়া করিলেন এবং নিশীথে তাঁহার জিনিসপত্র সেখানে লইয়া গেলেন। একটা তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য কৃষ্ণমোহন শুধু হিন্দুধর্ম্ম নহে, আত্মীয়-স্বজন হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্মের নিয়মাদি ভঙ্গ করার ফলে এসময় সমাজে যেরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, এমনটি পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। কিছুকাল যাবৎ অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা প্রায় স্থগিতই রহিল। মাসের পর মাস বাংলা পত্রিকাগুলি কটুকাটব্য ও গালমন্দ করিতে লাগিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যাও কমিয়া গেল। যাহারা এতদিন হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে ইহার বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে বাধ্য করান হইল। ইহার ফল কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না। উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেলে আবার হিন্দু কলেজ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ আদর্শই কার্য্য করিতেছে।

এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি কৃষ্ণমোহনের মন আকৃষ্ট হয়। পাদ্রী ডাফের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তাঁহার খ্রীষ্টশাস্ত্র চর্চ্চার ইচ্ছা হইল। তাঁহার জনৈক বন্ধু (এক্ষণে আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ) একদিন তাঁহাকে উক্ত পাদ্রীর নিকট লইয়া যান। ডাফ কৃষ্ণমোহনকে বলিলেন, যেহেতু তিনি জাতি ও ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, সে জন্য এখন শুধু মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া যেন সত্যেরও অনুসন্ধান করেন। কৃষ্ণমোহন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন যে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন, কাজেই তিনি (ডাফ) তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতে পারেন না। ডাফ বলিলেন, নিশ্চয়ই না, তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য, কি মিথ্যা, তাহার তত্ত্ব লইতে শুধু আপনাকে বলিতেছি। কৃষ্ণমোহন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার কথার ন্যায্যতা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, যদি তিনি (ডাফ) খ্রীষ্টতত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে তিনি তো উপস্থিত থাকিবেনই, তাঁহার বন্ধুদিগকেও উপস্থিত করাইতে চেষ্টা করিবেন। ডাফ সাহেব সপ্তাহে একদিন করিয়া বক্তৃতা দিতে মনস্থ করিলেন। এই সকল বক্তৃতার সমূহ ফল ফলিল। কৃষ্ণমোহনের মন হইতে নাস্তিকতা বিদূরিত হইল, তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে আস্তিক্য-বোধও ফিরিয়া আসিল।

---

o'clock we were left without a roof to cover our head. At last in spite of the bigot's rage and the fanatic's fulminations, we have been able to be settled in a commodious place, through the exertions of two affectionate friends and warm advocates for truth. We were, however, so troubled in settling our domestic affairs that we have not been able to start our present number to our satisfaction. If our readers conceive the difficulties we were placed in, without a house to lodge in, excepting nothing but the rage of bigots and foes, and suffering the greatest hardships for the sake of truth and liberation, they will undoubtedly excuse our present defects . . . ."

—১৮৩১, ১লা অক্টোবরের 'জনবুল' পত্রিকায় উদ্ধৃত

ধর্ম্মবিষয়ক অনুসন্ধান আমাদের নৈতিক মনোবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত, দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের সম্পর্ক বুদ্ধিবৃত্তিরই সঙ্গে, এই জন্য এযাবৎ কৃষ্ণমোহন যাহা করিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনের উপর তেমন কোন রেখাপাত করে নাই।...কর্নেল পাউলি ও অন্য একজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি সাগরে বেড়াইতে যান। সেখানে তিনি কিছু সময় সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং তাঁহার ধারণা হয়, তিনি হয়ত মারা যাইবেন। এই সময় সান্ত্বনা দান কালে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে যে সব কথা বলেন, তাহাতে তাঁহার মন খুবই অভিভূত হয়। কলিকাতায় ফিরিবার সময় পাউলি তাঁহার হাতে একখানা টেষ্টামেণ্ট দেন। কৃষ্ণমোহন ইহা পড়িবার জন্য সহজাত ঔৎসুক্য অনুভব করেন। আগে খ্রীষ্টধর্ম্মকে তিনি যে ভাবে দেখিতেন, ইহার পর হইতে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ভাবে দেখিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণমোহন 'এন্‌কোয়ারার' পত্রে তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। ইহাতে হিন্দুসমাজে কোনরূপ উত্তেজনা দেখা দেয় নাই। হিন্দুগণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতর কিন্তু ইহাতে বেশ একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। অনেকে তাঁহাকে এক কুসংস্কার হইতে আর এক কুসংস্কারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে নিষেধ করিলেন। কয়েক জন অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন, পরে আরও অনেকে বুঝিয়াছেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশের অল্পকাল পরেই কৃষ্ণমোহন চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা কমিটি কর্ত্তৃক মির্জাপুর ইংরেজী স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিয়োজিত হন। পরলোকগত ডেভিড হেয়ার (কৃষ্ণমোহন যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তাহা হেয়ার সাহেবের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল ও সে জন্য তাঁহার সঙ্গে কম বাধ্যবাধকতা ছিল না। অন্য ভারতীয়ের প্রতি যেমন, কৃষ্ণমোহনের প্রতিও তেমনি পিতৃতুল্য অনুরাগ ও স্নেহ মমতা তাঁহার হইল) তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।* হেয়ার সাহেবের স্কুলে খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, কাজেই কৃষ্ণমোহন চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির স্কুলেই কর্ম্ম গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিলেন। এ স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়ও ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হইত।

---

* কৃষ্ণমোহন প্রকৃত প্রস্তাবে পটলডাঙ্গা স্কুল হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ছিলেন এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনিও সমদোষে দোষী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারও চাকরি গিয়াছিল। তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্য হিন্দুপ্রধানগণ কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, ডেভিড হেয়ারকে লেখা রাধাকান্ত দেবের চিঠি তাহার প্রমাণ। তিনি লিখিলেন,

"I think you might have heard the particulars of the dinner of the two teachers of the Putuldanga School, and consequently wish to know whether you are determined upon removing those outcasts from the school, or retaining them to corrupt the Hindu pupils."

ডেভিড হেয়ার রাধাকান্ত দেবকে দুঃখ করিয়া লেখেন,—

"They were so well qualified as teachers that he would certainly be sorry to lose them." Proceedings of the Calcutta School Society (1818-1831). Unpublished.

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। খ্রীষ্টানগণ তখন নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কাহার নিকট দীক্ষা লইবেন, তাহাও ভাবিতে লাগিলেন। অন্য অনেক খ্রীষ্টানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল একমাত্র ডাফ সাহেবের সঙ্গে। ডক্টর ডাফ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে খ্রীষ্টের কথা শোনান। এই সকল কারণে কৃষ্ণমোহন তাঁহার নিকটই দীক্ষা গ্রহণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কৃষ্ণমোহন কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইতে না পারায় ডাফের গৃহে বসিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর কয়েক মাস তিনি প্রতি রবিবারে স্কচ্ চর্চ্চ ও ইংলিশ চর্চ্চ, উভয় গীর্জ্জায়ই গমন করিতেন। তিনি সাধারণতঃ পুরাতন গীর্জ্জায় (ইংলিশ চর্চ্চ) সকালে ও সেণ্ট এণ্ড্রুজ গীর্জ্জায় সন্ধ্যায় যোগদান করিতেন। কিন্তু স্কচ্ চর্চ্চের দণ্ডায়মান অবস্থায় উপাসনা এবং বাইবেল পাঠ অপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশ দানে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ তাঁহার আদৌ মনোমত হইল না। ইংলিশ চর্চ্চের প্রার্থনা ও স্বীকারোক্তি এবং ধর্ম্মগ্রন্থের বিভিন্ন অংশসম্বলিত সারগর্ভ উপদেশ তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। এজন্য তিনি সেণ্ট এণ্ড্রুজের বদলে পুরাতন গীর্জ্জায়ই বেশী করিয়া যোগ দিতে লাগিলেন।

সেণ্ট এণ্ড্রুজ গীর্জ্জায় মিলনোৎসব হইত বৎসরে মাত্র দুইবার, কিন্তু পুরাতন গীর্জ্জায় হইত প্রতি মাসে একবার করিয়া। কৃষ্ণমোহন শেষোক্ত স্থানের উৎসবেই যোগদান করিলেন। পরে যখন সেণ্ট এণ্ড্রুজ উৎসব আরম্ভ হইল, তখন তিনি সেখানে আর গেলেনই না। তিনি এই সময় সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন যে, খ্রীষ্টশিষ্যগণ যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারেই গীর্জ্জা পরিচালনার বর্ত্তমান প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে। তিনি বহু দিন এই বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এপিস্কোপালিয়ান ও প্রেস্বিটারিয়ান, উভয় সম্প্রদায়ের মতামতও শুনিয়াছেন। যদিও টিমথি, টাইটাস ও সাতটি এশিয়াটিক চর্চ্চের প্রতিষ্ঠাতাদের মত এবিষয়ে সুস্পষ্ট, তথাপি প্রেস্বিটারিয়ানগণ এই বলিয়া একথা অগ্রাহ্য করিতে চাহেন যে, একেসাস ও ক্রীটের বিশপগণ অনন্যসাধারণ পাদ্রী ছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যকাল তাঁহাদের সঙ্গেই শেষ হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, সাতটি এশিয়াটিক চর্চ্চের নেতারা আধুনিক অর্থে কতকগুলি পরিষদ্ বা সমিতির সভাপতি ছাড়া আর কিছুই নহেন। যদিও তাঁহাদের এই সব কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং সত্যানুগ অপেক্ষা কৌশলপূর্ণই বেশী, তথাপি এসব যে একেবারে মিথ্যা, তাহা প্রতিপন্ন করিতে কৃষ্ণমোহন অক্ষম ছিলেন। যাহা হউক, বিশপ কর্রী এমন বিশিষ্ট যুক্তি প্রয়োগে এবিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন—যে যুক্তি তিনি ১৮৩৩ সনে কলিকাতার লর্ড বিশপের মুখে বিশদ ভাবে বিবৃত হইতে শুনিয়াছেন,—যে, ইহার ফলে তিনি প্রেস্বিটারিয়ান পদ্ধতির অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। তিনি আরও বুঝিলেন যে, এই

পদ্ধতি খ্রীষ্টতত্ত্বের ইতিহাসের বিরুদ্ধে অনাস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য ইহার ফলও বিষময়।

কৃষ্ণমোহন সুতরাং চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের সভ্য হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। যে বিশ্বাসবলে তিনি ইহার সভ্য হইতে চাহিলেন, তাহা আরও দৃঢ় হইল—যখন দেখিলেন, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য প্রতিপক্ষগণ বহু হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডকে 'বেবিলন', 'অর্দ্ধপোলিস' প্রভৃতি 'মধুর' বিশেষণে বিশেষিত করা হয়!

১৮৩৩ সনের মধ্যভাগে বর্ত্তমান আর্কডিকনের অনুরোধে যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পক্ষে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া কৃষ্ণমোহন বিশপকে একখানা পত্র লেখেন। পত্র প্রাপ্তির কয়েক মাস পরে বিশপ মহোদয় তাঁহাকে যাজক বিভাগের একজন প্রার্থী গণ্য করিলেন এবং জানাইলেন যে, উপযুক্ত বয়স হইলে তিনি সানন্দে তাঁহার উপর এই গুরু কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিবেন।

যে বৎসরের কথা আমরা বলিতেছি, সে-বৎসরে হেবিয়াস কর্পাস বিধি অনুসারে সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতিদের সম্মুখে কৃষ্ণমোহনকে হাজির করান হইয়াছিল—এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য যে, কেন তিনি তাঁহার একজন ছাত্রকে (বাবু ব্রজনাথ ঘোষ, বর্ত্তমানে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাইবাসা স্কুলের শিক্ষক) খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে সরাইয়া আনিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ যুবকটি যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত ছিল, সে সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন নিঃসন্দেহ ছিলেন। বিচারপতিদের মধ্য হইতে একজন (সর্ এড্ওয়ার্ড রায়ান) বিচারাসন হইতে বলিলেন যে, কৃষ্ণমোহন বালকটিকে পিতৃগৃহ হইতে ভুলাইয়া আনিয়াছেন, এবং যদিও ঐ যুবক বাবুটি তাঁহার বা অন্য কোন খ্রীষ্টানের তত্ত্বাবধানে আগেও ছিল না, এখনও নাই, [তবুও পিতা বলেন যে, বালকটি নাবালক] তথাপি আদালত আদেশ দিতেছেন যে, 'হেবিয়াস কর্পাস' অনুসারে একজন বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র লোক—যিনি সাবালক হইয়াছেন—তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিবেন, যতদিন তাঁহার হিন্দু আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে নিজ বিবেকবুদ্ধি মত চলিবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য না করিবেন। ঐ স্থান কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের হুদ্দার বাহিরে।

এই বৎসর শীতকালে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যটনে বাহির হন। এই সময় তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রসার লাভ না করিলে পার্থিব দিক্ দিয়াও এ বিরাট দেশের উন্নতির আশা নাই।

১৮৩৫ সনে ফিরিয়াই তিনি চব্বিশ পরগণার উদ্যোগী ও খ্রীষ্টপরায়ণ ম্যাজিষ্ট্রেটের (মিঃ জে. এইচ্. পেটন) সাহায্যে স্ত্রীকে তদীয় পিতামাতার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। বৎসরখানেকের মধ্যেই ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে আস্থাবান্ হইলেন এবং কৃষ্ণ-মোহনের আশাআকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ সহায়ক হইলেন।

১৮৩৬ সনে মেডিকেল কলেজের কয়েক জন যুবক ছাত্র একই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন

করেন। যে ব্যাপারে দেবদূতগণ পর্য্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টান মিশনরী সোসাইটিতে অবিমিশ্র আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাওয়া উচিত ছিল, মানবের পরম শত্রু তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি করিল! সোসাইটির সেক্রেটরী শ্রদ্ধেয় আর্কডিকন ডিয়াল্‌ট্রি পদত্যাগ করিলেন, কৃষ্ণমোহনকেও চাকরি হইতে অপসারিত করা হইল। আর্কডিকন মহোদয়ের সহায়তায় কৃষ্ণমোহন বিশপ কলেজে একটি বৃত্তি লাভ করিয়া সেখানে কয়েক মাস অধ্যয়নে রত থাকেন। শেষে ১৮৩৭ সনে সেণ্ট জন ব্যাপটিষ্ট ডে উপলক্ষে বেগম শমরুর গীর্জ্জায় পাদ্‌রি হইলেন।*

কৃষ্ণমোহন সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীতে যে প্রার্থনা করেন, তাহা তাঁহার খ্রীষ্টান বন্ধু বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে। এই রাত্রেই তিনি যদুনাথ ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। যদুনাথ এখন বিশপ কলেজে পড়িতেছেন।

১৮৩৮ সনের শেষ দিকে অস্থায়ী অধ্যক্ষের অসুস্থতা হেতু বিশপ কলেজে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কলেজের সংলগ্ন গীর্জ্জার উপাসনাদি কার্য্যে এবং প্রাচ্য বিদ্যা আলোচনাতেই কৃষ্ণমোহনকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কলেজে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ কালীকে (কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে) সেণ্ট্ জন্ ডে-তে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দান করেন।

১৮৩৯ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর ক্রাইষ্ট চর্চ্চের দ্বার উন্মোচন হইল, এবং কৃষ্ণমোহন ইহার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। ঐ বৎসরই সেণ্ট লিউক ডে-তে তিনি ইহার আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন।

কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার একটি প্রবন্ধ হইল, এ দেশের স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে। তিনি এই প্রবন্ধ লিখিয়া একটি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি উদার ও উন্নত মতবাদ পোষণ করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত ও সাধারণ আচরণ

---

* এই গীর্জ্জাটি বেগম সমরুর প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহার মালিক বিশপ কলেজ। দ্বিভাষী সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' লেখেন,—

"বিশপ কলেজের যে গীর্জ্জা আছে সেইখানে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদ্‌রি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে প্রধান ব্রাহ্মণ-জাতির সন্তান তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা করিয়া শেষে শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতি সাহসিক ও নৈপুণ্যরূপ ইনকোয়েরার নামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তদবধি ঐ ধর্ম্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চ মিসন সোসাইটির কর্ত্তারাও তাঁহাকে মীর্জ্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ হয় ঐ বাবু মীর্জ্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য উত্তম রূপেই চলিয়াছিল অনন্তর এক মাস গত হইল চর্চ মিসন সোসাইটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝিলাম না পরে বাবু গঙ্গাপারে গিয়া দুই তিন মাস পর্য্যন্ত বিশপ কলেজে থাকিয়া বিবিধ ভাষাজ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদ্‌রি হইলেন ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন…।" ১৮৩৭, ৮ জুলাই তারিখের সমাচারদর্পণ।

সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এই তমসাচ্ছন্ন দেশে বিশ্ব-বিধাতা তাঁহাকে আলো বিকীরণ কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, তিনি শীঘ্রই দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া তৎশ্রুত বার্ত্তা প্রচার করিবেন। গ্রাণ্ট-অঙ্কিত ছবিখানি অত্যুত্তম।

কৃষ্ণমোহন সম্পৃক্ত এই সময়কার অন্যান্য ঘটনা

একাডেমিক এসোসিয়েশ্যন

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার বিখ্যাত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়টিকে ভারতের নবযুগ বা রেনেসাঁস্ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই বিশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষের উন্নতি-মূলক বহু প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে। কাজেই এ সময়কার বিবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের যোগ থাকাই স্বাভাবিক। আমি এই সব বিষয় কিছু কিছু এখন আলোচনা করিব।

এ সময়ের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই একাডেমিক এসোসিয়েশ্যনের বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও বক্তৃতাশক্তির উন্মেষ এই সভা দ্বারাই যে সম্ভব হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে ঐ ছাত্রগণ এবং আরও অনেকে তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই সভাটির প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ আমাদের জানিবার বোধ হয় আর উপায় নাই। প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি 'ডেভিড হেয়ার' জীবনীপুস্তকে ১৮২৮ বা ১৮২৯ ইহার প্রতিষ্ঠার সন বলিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন ১৮২৯ সনের নবেম্বর মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। কলেজ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বা পরে, যে কোন সময়েই এই সভার প্রতিষ্ঠা হউক না কেন, কৃষ্ণমোহন যে এই সভার সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ইহাতে যে-সব আলোচনা হইত, তাহা দ্বারা সবিশেষ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার আভাস উপরে উদ্ধৃত বিবরণে স্পষ্টই রহিয়াছে। সুতরাং এই সভা সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

একাডেমিক এসোসিয়েশ্যনের সভাপতি ছিলেন—নব্য-দলের শিক্ষাগুরু হেন্‌রি ডিরোজিও। ইহার সম্পাদকের নাম উমাচাঁদ বসু। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে প্রথম প্রথম সভার অধিবেশন হইত, পরে ডিরোজিও নিজ গৃহে ইহা লইয়া যান। সে সময়কার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহার অধিবেশনগুলিতে যোগদান করিতেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল্‌স্, বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল বীটসন ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ সোৎসাহে ইহাতে যোগদান করিতেন। ধর্ম্ম, সমাজ,

শিক্ষা, দেশপ্রেম প্রভৃতি নানা বিষয়ে এখানে আলোচনা হইত। 'ডেভিড হেয়ার'-জীবনীকার প্যারীচাঁদ মিত্র ও 'ডিরোজিও'-জীবনীকার এডওয়ার্ডস্ কার্টস্ উভয়েই নিজ নিজ পুস্তকে ইহার বিবরণ দিয়াছেন। এডওয়ার্ডসের পুস্তক হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"In the meetings of the Academic Association . . . subjects were broached and discussed with freedom, which could not have been approached in the class-room. Free-will, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the arguments for and against the existence of deity as these have been set forth by Hume on the one side, Reid, Dugald Stuart and Brown on the other; the hollowness of idolatry, and the shams of the priesthood, were subjects which stirred to their very depths, the young, fearless, hopeful hearts, of the leading Hindu youths of Calcutta.

কৃষ্ণমোহনের উপর এই সব আলোচনার প্রভাব কিরূপ পড়িয়াছিল, তাহা আগে আমরা জানিয়াছি।

এই সময়ের আর একটি বিষয়ের কথা পরবর্ত্তী লেখকেরা বোধ হয়, উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লেখক টমাস পেনের 'এজ অফ রীজন' নামক বইখানি এই সময় প্রথম কলিকাতায় আসে। এই বইখানির আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক সংবাদপত্র-গুলি বলেন যে, দ্বিগুণ, কি তিনগুণ দামে ইহা বাজারে বিক্রয় হইয়াছে, এখন আর মিলিতেছে না; কেন না, হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা প্রায় প্রত্যেকেই এক একখানা কিনিয়াছেন। এই বইখানিতে বাইবেল ও খ্রীষ্টীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ছিল। কৃষ্ণমোহন অন্যান্যের ন্যায় ইহা দ্বারাও খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া থাকিবেন।

ডিরোজিওর নেতৃত্বে কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য 'পার্থেনন' নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ইহা বন্ধ করিয়া দিতে তাহাদিগকে বাধ্য করান। একাডেমিক এসোসিয়েশ্যন ও 'পার্থেনন' সম্পর্কে দ্বিভাষিক 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' পত্রিকা ১৮৪৩, ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। এ সবের সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই পত্রিকাটি প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়। কাজেই তাঁহাদের নিকট হইতে এবিষয়ে সঠিক বর্ণনাই আমরা পাইব। ইহা হইতে আবশ্যক অংশ এখানে দিলাম,—

এই সময় মৃত হেনরি ডিরোজিউ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগকে সদাসর্ব্বত্র সুশিক্ষা দান ও মেং হিয়ার মহোদয়ের স্কুলে লেক্চার অর্থাৎ উপদেশ প্রদান এবং একাডেমিক ইনষ্টিটিউসান নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তৃতা, বিশেষতঃ অতি সুখজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভাসিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে 'পারথিয়ন' নামক ইংরাজী সমাচারপত্র বাঙালীদিগের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের

প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচারস্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্বিষয়ের উপর দোষারোপ হইয়াছিল; কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হইতে দেন নাই; তথাপি পত্রপ্রকাশক যুবক হিন্দু-দিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোক ভীত হইয়াছিল...।

হিন্দু যুবকগণ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার মানসে যে-সব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম প্রথম খুবই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনও ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন, আমরা জানিয়াছি। তবে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই কতকটা স্থিতধী হন। অতঃপর তাঁহার সংস্কার প্রচেষ্টা অন্য পন্থায় ধাবিত হয়। নব্যদলের মধ্যে তিনিও রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যের সমর্থক ছিলেন। একাডেমিক এসোসিয়েশ্যনের শিক্ষা ইহার জন্য নিশ্চিত বহু অংশে দায়ী। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা নিবারণের জন্য যে আন্দোলন চালান, তাহা এই সময় পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। এজন্য তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দানের প্রস্তাব করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ব্রহ্মসভা-গৃহে ১৮৩২ সনের ১০ই নবেম্বর একটি সভা আহূত হয়। কৃষ্ণমোহন এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। 'সমাচার দর্পণ' (১৮৩২, ২৪ নবেম্বর) প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ,—

"পরে এই ব্যাপারে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিলেন এবং এদেশের কুরীতি নীতি বহিষ্কৃত করণে উক্ত বাবু অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবিষয়েও প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন।—কৌমুদী।"

১৮৩২, ১৪ই নবেম্বর তারিখের 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ পাই—

"Babu Krishna Mohan Banerjea in seconding the above, spoke of the Raja's perseverance against the Sutee. He referred to the Raja's moral strength in standing, the first Hindoo, against some of the glaring superstitions of the country, and, above all, against the [in]human rite of Suttee. He said that the Rajah, though abused and ridiculed by the Chundrika and others, yet remained firm in his career against idolatry and superstition : and spoke, wrote and preached against the Suttee with a fortitude which must command the admiration of all good men."

সংবাদপত্র-সেবা

কৃষ্ণমোহন দীর্ঘকাল সংবাদপত্র-সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম জীবনেই তিনি এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী ভাষা যে বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এ কথা সে কালের ইংরেজী-বাংলা নানা কাগজেই বিঘোষিত হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার সময় তাঁহারা ইংরেজী

নাটকের অংশবিশেষের সুন্দর অভিনয় ও আবৃত্তি করিতেন। তাহা দেখিয়া ইংরেজগণও মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে, পরে সংবাদপত্র-সেবায় ও সাহিত্য-চর্চ্চায় মন দিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ডিরোজিওর অধিনায়কত্বে ছাত্রগণ 'পার্থেনন' কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, আগে বলিয়াছি। 'পার্থেনন' সংবাদপত্র বাহির হয় ১৮৩০, ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে। কৃষ্ণমোহন তখন কলেজ ত্যাগ করিলেও, একাডেমিক এসোসিয়েশ্যনের ন্যায় ইহার সঙ্গেও নিশ্চয়ই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কৃষ্ণমোহন অতঃপর স্বয়ং 'এন্‌কোয়েরার' পত্র প্রকাশ করেন।

নব্যদলের মুখপত্ররূপে 'এনকোয়েরার' আবির্ভূত হইল ১৮৩১ সনের ১৭ই মে। ইহার প্রথম সংখ্যা পাইয়া রাজা রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' নিম্নলিখিত ভাবে ইহাকে অভিনন্দিত করিলেন। ১৮৩১, ২৮শে মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে'* এই বিষয়টি উদ্ধৃত হইয়াছিল।—

"গত ১৭ই মে অবধি ইনকোয়েরের নাম ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদপত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্পবয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।"

'এন্‌কোয়েরার' পত্রের কোন সংখ্যা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ' ও অন্যান্য বিবিধ পত্রিকায় ইহা হইতে মধ্যে মধ্যে যে-সব অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানিতে পারি, শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ই ইহার আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল। তবে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের প্রতিই কাগজখানির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সতীদাহ নিবারণ, শিক্ষার বাহন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাতেও ইহা সাগ্রহে যোগদান করিত। কৃষ্ণমোহন যেমন ইংরেজী 'এনকোয়েরার' বাহির করিলেন, তেমনি তাঁহার বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকও ইহার কিছুকাল পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একখানা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তবে উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা বর্ত্তমান ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাগজখানা খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারেও নিয়োজিত হইয়াছিল। ১৮৩৫, ১৮ই জুন শেষ সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহা উঠিয়া যায়।

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'সামাচার দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত অংশসমূহ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় ও ৩য় খণ্ড হইতে গৃহীত।

কৃষ্ণমোহন 'হিন্দু ইউথ' নামে আর একখানা কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৩১, ১৯ নবেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ', 'প্রভাকরে' প্রকাশিত কোন দেশীয় লোকের রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করেন। ইহা কৃষ্ণমোহনের প্রতি কটুকাটব্যে পূর্ণ। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, যদিও কৃষ্ণমোহন তখনও খ্রীষ্টান হন নাই, তথাপি দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে খ্রীষ্টান বলিয়াই গণ্য করিতেছেন,—

"...মেং বাবু কৃষ্ণা ফ্রিঙ্গি হিন্দু ইউথনামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক ভাল২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমাবদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বচ্ছা পত্র বন্দ বা পার অভিমতে সৃজন হয় নাই এ হায়াহীন ভ্রজো ভায়ার কর্ম্ম... ।"

সাধারণের এরূপ মনে হওয়া অসম্ভবও ছিল না। কেন না, ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যগণ সর্ব্বদা একযোগে কর্ম্ম করিতেন। কৃষ্ণমোহন পরে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান আলোচনা-কালের বহির্ভূত।

সাহিত্য-চর্চ্চা

সংবাদপত্র-সেবা ও সাহিত্য-চর্চ্চা, এ দুইয়ের মধ্যে এক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ইদানীং সংবাদপত্র সম্পাদন একটি বিশিষ্ট আর্ট বা বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। তখন কিন্তু ইহা সাহিত্য হইতে আলাদা হইয়া পড়ে নাই, তাই তখনকার সাংবাদিকদের অনেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিকও ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের জীবনে এই দুইয়েরই সমাবেশ হইয়াছিল। সংবাদপত্র-সেবা ও সাহিত্য-চর্চ্চা, দুই-ই পাশাপাশি চলিয়াছিল। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর এই সময়েই ইহার সূচনা লক্ষ্য করি।

কৃষ্ণমোহনের প্রথম পুস্তক একখানা ইংরেজী নাটক, নাম—'দি পারসিকিউটেড'। হিন্দুসমাজের তাৎকালিক অবস্থার একটি বিশেষ চিত্র তিনি ইহাতে আঁকিয়াছেন। ১৮৩১ সনের ১২ই নবেম্বর তিনি ইহা হিন্দু যুবকদের নামে উৎসর্গ করেন। যুবকদের নামে উৎসর্গ করিবার একটি বিশেষ হেতু আছে। যুবকরাই নূতনের পূজারী। তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা যুবক। তাঁহার বয়স তখন উনিশও পার হয় নাই। এই অল্প বয়সেই তাঁহারা হিন্দুসমাজে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিলেন ও নানা রকম নির্যাতনেরও সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় অন্য যুবকগণও যাহাতে কুসংস্কারমুক্ত হইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে পারে, এই উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কৃষ্ণমোহন পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহারাই পুরাতন ও নবীন দলের মধ্যে আদর্শ ও মতবাদের দ্বন্দ্ব, কর্ম্মে ও আচারে-ব্যবহারে প্রথম প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সব বিষয় ইহাতে বিশেষভাবে

স্থান পাইয়াছে। বিপ্লবী কৃষ্ণমোহন ইহা যে নিপুণহস্তে চিত্রিত করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি! 'সমাচার দর্পণ' (৩ ডিসেম্বর, ১৮৩১) পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"তাড়িত [The Persecuted] নামক নাটক।—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর স্থানে আমরা তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম ঐ গ্রন্থ তিনি অতি নৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ইঙ্গরেজী ভাষা ঐ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ঐ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা এইক্ষণে যে রকম দলাদলে বিভক্ত আছেন তদ্দৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাহ্মণেরা আপনার শিষ্যেরদিগকে দিয়া ও ঐ শিষ্যেরদের ভ্রান্ততা প্রযুক্ত ধনোপার্জ্জনে প্রাণ ধারণ করেন। আবার লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবানলোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তাঁহার এতদ্রূপ দোষ অর্পণ করা কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে তাহা কহিতে আমাদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানী লোকেরদের আচার ব্যবহার সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। এবং যাঁহারা নাস্তিক বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন তাঁহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে তাঁহারাই পরম দোষী হইতে পারেন।"

'পারসিকিউটেড' পঞ্চাঙ্ক নাটক। 'এনকোয়েরর' পত্রিকার গ্রাহকদের নিকট দুই টাকায় ও অন্যান্যদের নিকট তিন টাকায় বিক্রী হইত। ইহার এক খণ্ড কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারেই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর পুস্তকাদি রচনায় আর তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে দেখি না। তবে তিনি যে জ্ঞান-চর্চ্চায় নিরত ছিলেন, তাহার নিদর্শন অবশ্য খুবই পাওয়া যায়। তিনি অতঃপর কতকটা একদেশদর্শী হইয়া পড়েন। তিনি সব বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে চাহিতেন। পরে অবশ্য এই একদেশদর্শিতা দোষ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মবিষয়ে কিন্তু পূর্ব্বাপর গোঁড়াই রহিয়া গেলেন।

কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা [The Society for the Acquisition of General Knowledge] নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী হইলেন ইহার সভাপতি। ১৮৩৮, ২৩শে মে তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। কৃষ্ণমোহন এই অধিবেশনে 'পুরাণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখনকার 'ইতিহাস' অর্থে তখন 'পুরাণ' শব্দটি ব্যবহৃত হইত। কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধ পাঠ সম্বন্ধে 'জ্ঞানান্বেষণ' লেখেন,—

"এক পত্র সকল সমীপে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল তদনুসারে গত বুধবারে হিন্দু কালেজে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যোপার্জ্জনার্থ যে সভা সেই সভা হইয়াছিল। পাদরি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভ্য হয় তদ্বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমরা ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়কে ধন্যবাদ করি কেননা তিনি যে বিষয় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে জুনমাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন···তৎকালীন অতিশয় দুর্য্যোগ ও মেঘ গর্জ্জন হওয়াতেও ঐ পাদরি বাবুর বক্তৃতা শুনিতে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন···।"
(সমাচার দর্পণ, ২৬শে মে ১৮৩৮)

কৃষ্ণমোহন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা আমরা পরে বিশেষ ভাবে জানিতে পারিব। তিনি গীর্জ্জায়ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতাদান প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার এই বক্তৃতাগুলি 'উপদেশ কথা' নামে ১৮৪০ সনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। ১৩ই জুলাই 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' এই পুস্তক সম্বন্ধে লেখেন,—

"Oopodesh Kotha—during the last week, Srijut Baboo Krishno Mohon Bandopadhya, who generally goes by the name of 'Reverend Krishno Mohon,' and who preaches the Christian religion in the new Church on the East (?) of Hedue, has been so kind as to present us with a copy of the above mentioned work 'Oopodesh Kotha.' This book contains two hundred and twelve pages. We have not, however, from want of sufficient time, been able to peruse it throughout. As far as we have read, we are of opinion, much praise is due to Baboo Krishna Mohan, whose composition in the Bengalee language is excellent. In the first part of the work, his observations on the existence of a supreme Being are certainly very just, and his arguments in favour of the truth of Christianity do him great credit. He has not failed to exert all his powers in placing in a proper light the religion which he has embraced."

কৃষ্ণমোহন স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়া দুই শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন, সে সম্বন্ধে ঐ পত্রিকা (৩ ডিসেম্বর ১৮৪০) লেখেন,—

"The Prize Essay—We understand that the committee appointed to decide on the merits of essays on the subject of "Native Female Education" have unanimously accorded the prize (Two hundred Rupees) to the Reverend Krishna Mohana Banerjee. It is, we have been informed, an admirable production which like the other writings of the reverend gentleman, is characterized by much good sense and a vigorous and elegant diction. We wish it to be published."

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক এই প্রবন্ধটি পুরস্কার প্রাপ্তির আট বৎসর পরে তৎকালীন ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষের পত্নী লেডী নিকলাসের আনুকূল্যে কিঞ্চিৎ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা ১৮৪৮, ১৪ই নবেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' কাগজে বাহির হয়। এ পুস্তকখানিও এখন দুষ্প্রাপ্য।

শিক্ষার বাহন—সংস্কৃত-আর্বী-ফার্সী? ইংরেজী?—না, বাংলা?

নব্যদল সকল বিষয়েই প্রগতিপন্থী ছিলেন। এ সময়ে শিক্ষার বাহন লইয়া যে যে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহাতেও তাঁহারা সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের মুখপাত্র ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মতামত মোটামুটি

নব্যদলের মতামত হইলেও বিশেষ করিয়া তাঁহারও মতামত। বিশেষতঃ তিনি পূর্ব্বে খ্রীষ্টান হইয়াছেন, এ কারণে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য হইতে কতকটা স্বতন্ত্রও হইয়া থাকিবে।

শিক্ষার বাহনবিষয়ক আন্দোলন রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম সুরু করেন। তিনি ১৮২৩ সনে তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে চিঠি লিখিয়া জানান যে, ইংরেজী শিক্ষা দ্বারাই ভারতে নবযুগের সূচনা হইবে, ভারতবাসীরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বাহন হইলে ইহা সম্ভব হইবে না। তৎকালে সরকার এবিষয়ে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষ এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, জাতির মনোবাঞ্ছা রামমোহন কি বুঝিবেন? যাহা হউক, ইহার পর হইতে এই আন্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া পড়িল। শিক্ষা কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যই যদিও প্রাচ্য প্রাচীন ভাষাসমূহকেই শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি সরকার পক্ষ ইহার বিরোধী হইলেন। তাঁহারা ছিলেন ইংরেজীরই পক্ষপাতী। শেষে সরকার পক্ষের অভিপ্রায়ই বলবৎ রহিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে সরকার স্থির করেন যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রতিই অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি বৎসর এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য যে লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার কথা হয়, তাহা ইংরেজী শিক্ষাদানে ব্যয়িত হইবে স্থির হইল। এবিষয়ে কৃষ্ণমোহনের কি মতামত ছিল, একবার দেখা যাক।

নব্যদল, বিশেষতঃ কৃষ্ণমোহন যে এই ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতেই পাই। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডক্টর টাইটলার ছিলেন প্রাচ্য ভাষাসমূহকে শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষপাতী। তিনি কলেজ-গৃহে ছাত্রদের সম্মুখে একদিন এবিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"An ill bird fouls the nest!" কৃষ্ণমোহনের কর্ণে এই কথা পৌছিলে তিনি ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া ডক্টর টাইটলারকে পত্র লেখেন। টাইটলারও জবাব দেন। উভয়ের এই সব পত্র ১৮৩৪, ১২ই এপ্রিল অতিরিক্ত সংখ্যা 'ক্যালকাটা কুরিয়র' কাগজে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত, আর্বী ও ফার্সীর বাহন হইবার বিপক্ষে এবং ইংরেজীর সপক্ষে বহু সুযুক্তি কৃষ্ণমোহনের পত্রাবলীতে উল্লিখিত হয়। তবে একদিন যে বাংলা, ইংরেজীর স্থান অধিকার করিবে, তাহারও ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে।

তখন ইংরেজী সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি সংস্কৃত, আর্বী, ফার্সীতে অনূদিত হইয়া ছাত্রদের পড়াইবার ব্যবস্থা হইত। টাইটলার এই অনুবাদকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইহাতে অর্থব্যয়ও হইত প্রচুর। কৃষ্ণমোহন বলেন যে, বাঙালীর নিকট ইংরেজী শেখা যেমন কষ্টসাধ্য, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শেখাও তেমনি কষ্টসাধ্য। কারণ, প্রাচ্য ভাষাসমূহ মৃত ভাষা বলিয়া সাধারণে এসব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের এগুলি নূতন করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। কাজেই

এরূপ অনুবাদে শক্তি, সময় ও অর্থ বৃথাই ব্যয়িত হইয়া থাকে। তাহা না করিয়া সরাসরি ইংরেজী শিখিলে অল্প সময়ে বেশী সুফল পাওয়া যাইবে। বরং প্রাচ্য ভাষা হইতে ইংরেজী ও বাংলায় অনুবাদ হইতে থাকুক। এমন দিন শীঘ্র আসিবে, যখন ইংরেজী হইতেও বাংলা ভাষায় নানা বিষয় অনূদিত হইবে। ইহার ফলে ক্রমে মাতৃভাষাগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। কৃষ্ণমোহন এখানে সংস্কৃতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। আর্বী, ফার্সী সম্বন্ধেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য।

কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবারই বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু ইহার চর্চ্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কখনও অস্বীকার করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

". . . . . that no man may say I have left the subject half-considered, I here take notice of the call upon us to do something for a language so comprehensive and so valuable for its containing the antiquities of this country and the wisdom of a large body of subtle philosophers. That our poets possessed of lively imagination; our theologians of subtle talents; and our philosophers of acute and profound thoughts; are truths very flattering to our country."

কৃষ্ণমোহন কিন্তু বিশ্বাস করিতেন, এবং ক্রমে তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ়ই হইতেছিল যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক না পাওয়ায়, সংস্কৃত বিদ্যা ও শাস্ত্র যতখানি পরিণতি লাভ করিতে পারিত, ততখানি পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই! যাহা হউক, তিনি আজীবন সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। ইহার পরিচয় আমরা পরে বহু পাইব।

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগেই কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ একটি বিষয়ে দৃঢ় মত পোষণ করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার উন্নতি না হইলে কি ইংরেজী, কি সংস্কৃত, কোন কিছু দ্বারাই জনশিক্ষা কার্য্যকরী হইবে না। কৃষ্ণমোহন এ সম্বন্ধে বলেন,—

"Mr. Tytler has taken much pains to show that no great improvement can be made in the country unless the spoken dialect is raised. There are some who bring plausible arguments against the doctor's position. The reading class of the country, infer they, is but a small body after all, and they may be certainly taught English; as for the other orders of the people, they would not read even if the native dialects were improved. Therefore, infer they, there is no necessity of taking the trouble of enriching Bengalee. I however differ in opinion from such persons, for I think the day may be expected when under god's blessing the meanest clown will pass his leisure hours in the intellectual reading; and I therefore agree with Mr. Tytler that no general improvement can be effected in the country without raising its dialects . . . ."

কৃষ্ণমোহন এই মত বরাবর পোষণ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে কার্য্যও করিয়াছেন অবিরত। বাংলা-ভাষা-বাহন প্রচেষ্টার ইতিহাসে কৃষ্ণমোহন তথা নব্যদলের কথা উপেক্ষণীয় নহে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার

নব্যদলের বিপ্লবী যুবকগণ একে একে সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইলেন, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত রীতি-নীতিও কতকটা ধোপদুরস্ত হইয়া, ধীরে ধীরে হইলেও, সমাজে চালু হইয়া গেল। ইঁহারা ক্রমে জনপ্রিয় হইয়াও উঠিলেন। কৃষ্ণমোহনের ভাগ্যে ইহা ঘটে নাই। তিনি গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ফিরিঙ্গী মহলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ক্রমশঃ খ্রীষ্টান সংস্পর্শে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিলেন। ১৮৩২, ১৭ই অক্টোবর তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে ধর্ম্মপ্রচারকল্পে তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণীতে তাহার কিছু তথ্য আমরা পাইয়াছি। তিনি এই কার্য্যে হিন্দু সমাজের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দু পত্রিকাগুলি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাচ্ছিল্যভরে 'কৃষ্ণা বান্দা' বলিয়া উল্লেখ করিত। কৃষ্ণমোহন যখন স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সেরা এবং ইহা গ্রহণই ভারতবর্ষের সর্ব্বৈব মুক্তির একমাত্র পথ, তখন তিনি এ ধর্ম্ম প্রচারে সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। কারণ, তিনি খুব দৃঢ়চেতা লোক ছিলেন, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই করিয়া যাইতেন, কোন বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি 'খ্রীষ্টিয়ানী' কখনও পছন্দ করিতেন না। তিনি মনে প্রাণে ভারতীয়ই ছিলেন, এবং নিজ শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে বরাবর ভারতবর্ষেরই সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য কতটা কি করিয়াছিলেন, বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের দুইটি বিবরণ হইতে এখানে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিতে চাই। ১৮৩৩, ৬ই জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে এ বিষয়ে একটি বিবরণ উদ্ধৃত করেন। তাহার অংশবিশেষ এই,—

"আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকে, কোন্ স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছু জ্ঞাত ছিলাম না আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিশনারি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে তৎপরে আপন ভবনে আনিয়া আটক করিলাম কিঞ্চিৎকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকৃষ্ট কৃষ্টা বান্দা-নামক পাতি-ফিরিঙ্গি এক জন গত স্নানযাত্রার দিবসে আমার বনহুগলীর বাটীতে যাইয়া ঐ চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইয়া বালক শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎকালে আমার গৃহে পুরুষ মাত্র ছিল না……তৎপরে কয়েক দিন আমি তত্ত্ব করত ঐ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হওনের চেষ্টা করিলাম। কোন মতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলিসে নালিস করিলাম মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার বালককে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন না…মিশনরি এতন্নগর মধ্যে অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে…আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে…বড়বাজার নিবাসী নীলমণি নন্দির একটি পুত্রকে ঐ মত কৃষ্টা বান্দা আর কয়েক জন মিশনরি বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় আর কলিঙ্গানিবাসি রামমোহন ঘোষের পুত্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান

করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবর্ত্তীর এক পুত্র অপর কালু ঘোষ নামে অপর এক গরীব কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান করিয়াছে······।"

আমরা ক্রাইষ্ট চর্চ্চের উল্লেখ আগে পাইয়াছি। এই গীর্জ্জাটির প্রথম পাদ্রী হইলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার প্রতিষ্ঠা-কালেও কলিকাতায় খুব আন্দোলন দেখা দেয়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা চুঁচুড়া-নিবাসী গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় এই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি পুত্রের 'নবজীবন' মাসিকে (ভাদ্র, ১২৯৪) কৃষ্ণমোহন-জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অনেক কথা লেখেন। বলা বাহুল্য, তিনিও কৃষ্ণমোহনের প্রতি সদয় ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন,—

"এই গির্জ্জার স্থান নির্ণয়ের সময়ে কৃষ্ণমোহন বুদ্ধির প্রখরতা দেখাইলেন···। তিনি মিশনরী সাহেবদিগকে পরামর্শ দিলেন যে হিন্দুকলেজের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে পারিলে কলেজের ছাত্রেরা অন্তত তামাসা দেখিবার জন্য গির্জ্জাতে না আসিয়াও প্রচারের বাক্য না শুনিয়া থাকিতে পারিবে না; হেয়ার সাহেব বা কালেজের অধ্যক্ষগণ কতদিন তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া রাখিবেন?···এই মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণমোহন অতি গোপনে হিন্দু কলেজের পশ্চিমের বারাণ্ডার পশ্চিমের ধারে, যেখানে এক্ষণে হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইয়াছে, সেই স্থানটি ক্রয় করিয়া তাহাতে গির্জ্জা নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন। এই স্থানে পূর্ব্বে একটা বৃহৎ বস্তী ছিল, খোলার ঘর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, আমরা কলেজে আসিয়া এই স্থানের লোহার কর্ম্মকারদিগের দ্বারা লাটিমের আল বসাইয়া লইতাম। এদিকে ভিতরে ভিতরে কৃষ্ণমোহন মহা সমারোহের সহিত প্রস্তাবিত গির্জ্জার ভিত্তি সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন, কিন্তু হেয়ার সাহেব কিংবা হিন্দু কলেজের কোন অধ্যক্ষই ইহার কোন সংবাদ জানিতেন না। অবশেষে ভিত্তি সংস্থাপনের অতি অল্প সময় পূর্ব্বে, এক কি দুই দিন পূর্ব্বে, কি ঠিক সেই দিন প্রাতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভিত্তি গাড়ার কার্য্যটা বৈকালেই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। আমরা কলেজে আসিবার সময় দেখিলাম যে সেই বস্তীর মধ্যে একটি স্থান পরিষ্কৃত হইতেছে, কয়েক গাড়ী বাঁশ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসিয়াছে এবং কুলী-মজুর সেইখানে সমবেত হইয়াছে। আমার উত্তম স্মরণ আছে যে, কলেজ বসিবার পরে কলেজের অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে হুকুম আসিল যে সেই দিবস নিয়মিত ৫টার সময় ছুটি হইবে না, সন্ধ্যার পরে ছুটি হইবে এবং কোনও বালক সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলেজ গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না।···কিন্তু কৃষ্ণমোহনের এত আয়োজন ও দর্শকদিগের এত আশা সকলই নিষ্ফল হইল। সে দিবস ভিত্তি গাড়া হইল না। শুনিলাম যে হেয়ার সাহেব, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, মতিলাল শীল প্রভৃতি হিন্দু সমাজের প্রধান কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ স্যর এডওয়ার্ড রায়ানের সহকারে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা লাট পাদ্রীকে সেই দিবস প্রস্তাবিত গির্জ্জার ভিত্তি গাড়ার কার্য্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন এবং লাট পাদ্রীও সেই অনুরোধ মতে ভিত্তি সংস্থাপন করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।···নির্দ্ধারিত দিবসে ভিত্তি সংস্থাপিত না হওয়াতে হেয়ার সাহেব ও কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া পাদ্রী-দিগের সেই কার্য্য রহিত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন এবং অবশেষে অধ্যক্ষগণ পাদ্রী সাহেবদিগের নিকট সেই ভূমিখণ্ড উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার উপরে এক বাঙ্গালা পাঠশালা সংস্থাপন করিলেন। পাদ্রী সাহেবেরা হেদুয়া পুষ্করিণীর নৈর্ঋত কোণে ভূমি সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার উপর ক্রাইষ্ট চার্চ্চ নামে সুন্দর এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণমোহনকে সেই গির্জ্জার প্রধান পাদ্রী পদে বরণ করিলেন। এইরূপে উভয় কুল বজায় রহিল।

ঐ সময়কার 'সমাচার দর্পণে' (২১ জুলাই, ১৮৩৮) এই সম্পর্কে যে সংবাদ বাহির হয়, তাহার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে অমিল থাকিলেও মূলতঃ গঙ্গাচরণের কথাই সমর্থিত হইতেছে

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

(৬) ঋগ্‌বেদের আদিত্য

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ঋগ্‌বেদের ঋষি শক্তির উপাসনা করিতেন। জগতে শক্তির অসংখ্যপ্রকার প্রকাশ আছে। যে বস্তুতে প্রকাশ, যাহা শক্তির আশ্রয়, তাহাকে ধরিয়া শক্তির নাম হইয়াছিল। সূর্য এক। কিন্তু তিনি কভু বিষ্ণু, কভু ইন্দ্র, কভু আদিত্য। যখন তাঁহার বার্ষিক গতি ধ্যান করি, তখন তিনি বিষ্ণু। যখন তিনি বারি বর্ষণ করেন, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ সমাপ্ত করিয়া বার্ষিক বর্ষা আনয়ন করেন, তখন তিনি ইন্দ্র। আর যখন এক এক ঋতুর কর্তা, তখন তিনি আদিত্য। অতএব যত ঋতু, তত আদিত্য। অর্থাৎ আদিত্য ঋতুর অধিপতি।

ঋগ্‌বেদের ঋষি কভু তিন ঋতু, কভু পাঁচ ঋতু, কভু ছয় ঋতু গণিতেন। বৎসরে তিন ঋতু ধরিলে আদিত্য তিন। পাঁচ ঋতু ধরিলে আদিত্য পাঁচ, ছয় ঋতু ধরিলে আদিত্য ছয়। তিন ঋতু ধরিলে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। পাঁচ ঋতু ধরিলে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। এখানে হেমন্ত চারি মাস। ছয় ঋতু ধরিলে হেমন্ত দুই মাস, অপর দুই মাস শিশির।

ঋগ্‌বেদে এত দীর্ঘকালের, সহস্র সহস্র বৎসরের ইতবৃত্ত আছে যে, তিন ঋতুর আদিত্য, পাঁচ ঋতুর আদিত্য ও ছয় ঋতুর আদিত্য পৃথক্ করিতে পারা যায় না। মানুষের স্বভাব, পুরাতন নাম নূতনে প্রয়োগ করে। এই কারণে ঋগ্‌বেদের প্রধান প্রধান দেবতাদের সকল লক্ষণ বুঝিতে পারা যায় না।

যেমন কৃষ্ণ-যজুর্বেদ (৬।৫।৬) লিখিয়াছেন, আদ্যকালে চারি আদিত্য ছিল। ইহাতে তিন মাসে এক ঋতু হইতেছে। সে চারি আদিত্যের নাম লিখিত হয় নাই। বোধ হয়, সে চারি আদিত্য একত্রে 'বিষ্ণু' নাম পাইয়াছিলেন। কিন্তু যজুর্বেদে আদিত্য অষ্ট ও দ্বাদশ। দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ সৌর মাসের কর্তা। ব্রাহ্মণে ও পুরাণে আদিত্য দ্বাদশ। কিন্তু ইহাঁদের নামে ঐক্য নাই। নাম যাহাই হউক, আদিত্য-কল্পনার মূল পাওয়া যাইতেছে। ঋগ্‌বেদে সূর্য ঋতু বিধান করেন। সূর্যের যে শক্তি ঋতু-বিধানের কর্তা, তিনি আদিত্য।

ছয় ঋতুর ছয় আদিত্য বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাত ও আট কেন?

ইহার হেতু অনুমান করিতে হইবে। সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয়-কাল, সাবন দিন। ৬০ সাবন দিনে এক ঋতু। ৩৬০ সাবন দিনে ছয় ঋতু। কিন্তু বৎসরে ৩৬০ দিন গণিলে বৎসরের পরিমাণ ছয় দিন কম হয়। পাঁচ বৎসরে ৩০ দিন কম হয়। অতএব

৩৬০ দিনে বৎসর ধরিলে প্রত্যেক ঋতু ৩০ দিন বা এক মাস পিছাইয়া পড়িবে। যদি আজি কোন নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া বৎসরের ও কোন ঋতুর আরম্ভ ধরি, আর বৎসরে ৩৬০ সূর্যোদয় গণিয়া যাই, পাঁচ বৎসর পরে সে নক্ষত্রের উদয় হইতে এক মাস বিলম্ব হইবে। দশ বৎসর পরে দেখা যাইবে, যে সময়ে বর্ষা-আরম্ভ হইয়া থাকে, দিন-গণনায় সে ঋতু তুই মাস পিছাইয়া গিয়াছে। এই অনৈক্য লক্ষ্য করিতে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি আবশ্যক হয় না। কৃষিকর্ম ব্যতীত প্রাণধারণের উপায় নাই। বর্ষা ঋতু কবে আসিতেছে, তাহা পূর্বে না জানিলে যথাকালে হলকর্ষণ ও বীজবপন হইতে পারে না।

অর্থাৎ, ঋগ্‌বেদের ঋষি ৩৬০ দিনে বৎসর গণিতেন বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে পরে অতিরিক্ত এক মাস গণিতেন। সেই এক মাসের এক আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল। আদিত্য যেন অশ্ব। ছয় অশ্ব রবিকে পরে পরে ছয় ঋতুর স্থানে লইয়া যায়। সপ্তম অশ্ব ন্যূন মাসটি অতিক্রম করে। এই হেতু সূর্য সপ্তাশ্ব।

এইরূপে ৩৬৬ দিনে বৎসর পাইলাম। এখানে একটু ভুল থাকিতেছে। বৎসরে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন না হইয়া $\frac{৩}{৪}$ দিন অধিক ধরা হইতেছে। ৪০ বৎসরে $\frac{৩}{৪} \times ৪০ = ৩০$ দিন অর্থাৎ এক মাস অধিক দাঁড়াইবে। এই এক মাস পরিত্যাগ না করিলে নক্ষত্রের উদয়ে কিংবা বর্ষা ঋতুর আরম্ভে গণনার সহিত প্রত্যক্ষের ঐক্য হইবে না। এই অধিক মাসটির আর এক আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল। এই আদিত্য উৎপন্ন হইলেই পরিত্যক্ত হইত। এই আদিত্যের নাম 'মার্তণ্ড' ছিল। এটি মৃত-অণ্ড। এটির উল্লেখ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে আছে। ঋগ্‌বেদের অন্তিম কালে উক্ত অনৈক্য সংশোধিত হইয়াছিল।

এখানে ছয়, সাত, আট আদিত্য গণিবার যে ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, ঋগ্‌বেদে তাহার সমর্থক আছে। সে সকল উক্তির সংগ্রহ দিতে হইলে প্রত্যেক উক্তির ব্যাখ্যা আবশ্যক হইবে, প্রবন্ধটিও গাঢ় হইয়া উঠিবে। এই কারণে সপ্তম ও অষ্টম আদিত্যকল্পনার সমর্থক প্রমাণ তুলিলাম না।

ছয় আদিত্যের পরে পরে নাম কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক স্থানে অর্যমা, মিত্র, বরুণ, এই তিন আদিত্যের নাম একত্র আছে। পূষা ও সবিতা, আর দুই বিখ্যাত আদিত্য। মিত্র ও বরুণ মিলিয়া 'মিত্রাবরুণ' নাম বহু স্থানে আছে। অতএব অর্যমার পর মিত্র, মিত্রের পর বরুণ। পূষা ও সবিতার সম্বন্ধ পাওয়া যায়। পরে দেখাইতেছি, অর্যমা বসন্ত ঋতুর, মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর, বরুণ বর্ষা ঋতুর, পূষা হেমন্ত ঋতুর, সবিতা শীত ঋতুর আদিত্য। শরৎঋতুর আদিত্যের কি নাম ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। ঋগ্‌বেদের এক স্থানে (২।২৭।১) ছয় আদিত্যের নাম মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, অংশ। এখানে পরে পরে ছয় আদিত্যের নাম নাই। পূষা এক বিখ্যাত আদিত্য, তাঁহারও নাম নাই। কিন্তু আমরা পাঁচ ঋতুর পাঁচ আদিত্যের নাম পাইলাম। উক্ত ছয় আদিত্যের মধ্যে ভগ ও অংশের কর্ম পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ভগ শরৎ ঋতুর আদিত্য ছিলেন। অংশের নামে পৃথক্ স্তুতিও নাই। অংশ ও ভগ শব্দের অর্থ

একই। বোধ হয়, একই আদিত্যের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ। দক্ষ, সপ্তম আদিত্য। এক স্থানে (১০।৬৪।৫) মিত্র, বরুণ ও অর্যমার সহিত দক্ষের উল্লেখ আছে। আর এক স্থানে (১০।৭২।৪) লিখিত আছে, অদিতি হইতে দক্ষের ও দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম হইয়াছিল।

আটটি আদিত্যই অদিতির পুত্র। এই হেতু তাঁহাদের নাম আদিত্য। আমরা জানি, অদিতি পুনর্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী। ইহা হইতে পাইতেছি, যে কালে পুনর্বসু নক্ষত্রের উদয়কালে যজ্ঞ হইত, সে-কালে আদিত্য-কল্পনা হইয়াছিল। সে ঋতু বসন্ত ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ইহা হইতে খ্রি-পূ ৬০০০ অব্দে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। কালান্তরে দুই সহস্র বৎসর অতীত হইলে মৃগনক্ষত্রে রুদ্রদেব কল্পিত হইয়াছিলেন। তখন অদিতি অর্থাৎ পুনর্বসু নক্ষত্রে পূর্ণিমায় শরৎঋতু আরম্ভ হইত না। মৃগনক্ষত্রে পূর্ণিমায় আরম্ভ হইত। এই বিসম্বাদ হেতু প্রাচীন কালের দক্ষযজ্ঞ রহিত হইয়াছিল। যজ্ঞাগ্নিরূপা সতী নূতন যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। ইহা খ্রি-পূ ৪০০০ অব্দের ঘটনা। দক্ষযজ্ঞ-নাশের পৌরাণিক বৃত্তান্তের মূল এই।

উপরে ছয় ঋতুর ছয় আদিত্য পাইয়াছি। বৎসরে তাঁহাদের অধিকারকাল এইরূপ,—

সবিতা—শিশির ঋতু (২৭০°-৩০০°-৩৩০°)	বরুণ—বর্ষা (৯০°-১২০°-১৫০°)
অর্যমা – বসন্ত ,, (৩৩০-৩৬০-৩০)	ভগ—শরৎ (১৫০-১৮০-২১০)
মিত্র—গ্রীষ্ম ,, (৩০-৬০-৯০)	পূষা—হেমন্ত (২১০-২৪০-২৭০)

সূর্যই কর্মভেদে 'আদিত্য' নাম পাইয়াছিলেন। সামান্য লক্ষণে সকলেই সমান। বিশেষ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিতে হইবে। এখানে এক এক আদিত্যের দুই একটি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা আদিত্য-তত্ত্ব প্রমাণ করিতেছি। প্রোফেসর মেকডোনেল-কৃত Vedic Mythology এক অমূল্য গ্রন্থ। আমি এই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া লক্ষণ তুলিয়া বাহুবন্ধের মধ্যে ব্যাখ্যা করিতেছি।

সবিতা

সবিতা হিরণ্যদ্যুতি (৩।৩৮।৮)। [শীতকালের উদীয়মান রবি যেমন স্বর্ণবর্ণ দেখায়, অন্য কালে তেমন প্রায় দেখায় না]। তিনি উষার পূর্বে অশ্বিদ্বয়ের রথ চালনা করেন (১।৩৪।১০)। [পরে দেখাইব, অশ্বিনী নক্ষত্রে দুইটি তারা, দেবতা অশ্বিদ্বয়ের গৃহ। ঋগ্‌বেদের কালে অশ্বিদ্বয় শীত ঋতুর আরম্ভে পূজিত হইতেন। অশ্বিনী নক্ষত্রের উদয়কালে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যজ্ঞ হইত অর্থাৎ সবিতা শীতঋতুর আদিত্য]। সবিতা তাঁহার হিরণ্ময় রথে নিম্নগতি হইয়া ঊর্ধ্বগতি হন (১।৩৫।২-৩)। [অর্থাৎ রবির দক্ষিণায়ন সমাপ্ত ও উত্তরায়ণ আরম্ভকালীন আদিত্য]। সবিতা মৃতকে সুকৃতলোকে লইয়া যান (১০।১৭।৪)। [অর্থাৎ দেবযানের পথে। উত্তর দক্ষিণ দিগ্‌-বিন্দু ও অয়নান্তদ্বয়-গত-বৃত্ত

দেবযান ও পিতৃযান। দক্ষিণায়নান্ত হইতে উর্ধ্বদিকে দেবযান, উত্তরায়ণান্ত হইতে নিম্নদিকে পিতৃযান]। সবিতা প্রসবিতা (১।১৫৭।১ ; ৫।৮১।৫)। [পাঞ্জাবের অত্যন্ত শীতে বৃক্ষ-লতা জীব-জন্তু অবসন্ন হয়। সবিতার আগমনে সঞ্জীবিত হয়]। তিনি প্রজাপতি (৪।৩৫।২)। [প্রজাপতি, বৎসর ও যুগের অধিপতি। হেমন্ত অন্তে বৎসর আরম্ভ হইত। এই হেতু প্রজাপতি। এই কারণে]। বিশ্বামিত্র গায়ত্রীচ্ছন্দে সবিতার স্তব করিয়াছিলেন (৩।৬২।১০)। সবিতার স্তুতিহেতু সেই ঋক্‌টির নাম সাবিত্রী।

আমরা সেই দেব সবিতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি,
যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন।

পূষা

পূষা রথীশ্রেষ্ঠ, [কারণ] তিনি সূর্যের হিরণ্ময় রথকে নিম্নদিকে চালিত করেন (৬।৫৬।৩)। [এখানে পূষার অধিকার স্পষ্ট নির্দেশিত হইয়াছে। সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষ ঋতু তাঁহার কাল, অর্থাৎ হেমন্ত]। তিনি ছাগ-বাহন (১।৩৮।৪ ; ৬।৫৫।৩-৪)। [তাঁহার রথ নিম্নদিকে গমন করে। এই কারণে অশ্বের পরিবর্তে ছাগ। নিম্নদিকে যাইতে ছাগের পদস্খলন হয় না, অশ্বের হয়। এই কারণে] তিনি পথ-বেত্তা (৬।৫৩ ; ৬।৪৯)। পূষা করম্ভ অর্থাৎ দধিমিশ্রিত সক্তু (ছাতু) ভোজন করেন। [কারণ, তাঁহার অধিকার-কালে যব পাকিত ও লোকে ছাতু খাইত। এই কারণে শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৭।৪।৭) পূষা দন্তহীন]। স্বর্গের অতি দূরপথে পূষার জন্ম (৬।১৭।৬)। [এই কারণে] তিনি পিতৃযান অবগত আছেন, এবং মৃতকে পিতৃলোকে লইয়া যান (১০।১৭।৩-৫)। [এখানেও পূষার অধিকার পাওয়া যাইতেছে। লাহোরে দক্ষিণায়নান্তকালে মধ্যাহ্নসূর্য মাত্র ৩৪° অংশ উচ্চে থাকেন। পূষা ও ভগ একত্র স্তুত হইয়াছেন। যেমন মিত্রের পর বরুণের, তেমন ভগের পর পূষার অধিকার]। সূর্যা সবিতার কন্যা। দেবগণ পূষার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন (৬।৫৮।৪)। [এখানে পূষার সহিত সবিতার সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছে। 'পূষ্' ধাতু পোষণ হইতে 'পূষা' নাম নিষ্পন্ন। তিনি পক্ক শস্য দ্বারা মানুষকে পোষণ করেন।

বরুণ

বরুণ অন্তরিক্ষের জলকে প্রমুক্ত ও প্রবাহিত করেন (৭।৬৪।২ ; ৮।২৫।৬)। [বরুণ বর্ষাঋতুর আদিত্য]। তিনি সূর্যকে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় দীপ্তির জন্য নির্মাণ করিয়াছেন (৭।৮৭।৫)। [অর্থাৎ বরুণের রাজত্বের আরম্ভকালে সূর্য দোলায় আরোহণ করেন।] মিত্র ও বরুণ সর্বোচ্চ স্বর্গে রথে আরোহণ করেন (৫।৬৩।১)। [এখানেও বরুণের স্থান স্পষ্ট নির্দেশিত হইয়াছে]। বরুণ পাপীর দণ্ডবিধান করুন (৭।৮৬।৩।৪)। [বর্ষাকালের

রোগ দ্বারা। আর অদ্যাপি আমরা জানি, পাপের দেশে সুবৃষ্টি হয় না, ঋতুর বৈপরীত্য হয়।] বৃ ধাতু আবরণ হইতে 'বরুণ' শব্দ নিষ্পন্ন। তিনি অন্তরিক্ষকে মেঘদ্বারা আবৃত করেন।

মিত্র

মিত্র বরুণের সহচর। উভয়ে একত্র স্তুত হইয়াছেন, 'মিত্রাবরুণ' নামে যুগল-দেবতা হইয়াছেন। [কারণ, মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর আদিত্য এবং বরুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতুর আদিত্য। মিত্র ও বরুণ যুগল-দেবতা কল্পিত হইয়া ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে মিত্র দিবার ও বরুণ রাত্রির দেবতা হইয়াছিলেন]। মিত্র কৃষকদিগকে একত্র আহ্বান করেন, এবং তাহাদের কর্ম পরিদর্শন করেন (৩।৫৯ ;৭।৩৬।২)। [ঋগ্‌বেদের কালে যবই প্রধান কৃষিশস্য ছিল। ইহা বর্ষাঋতুর শস্য ছিল। অপর শস্যও বর্ষাঋতুতে জন্মিত। মিত্র, কৃষকের মিত্র। তিনি হলকর্ষণ ও বীজবপনের কাল জানিতেন।] বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য মিত্রাবরুণের পুত্র। [এই বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য দুই তারার নাম। মিত্রের তিরোধান ও বরুণের আগমনের সময়ে অর্থাৎ উত্তরায়ণান্তকালে এই দুই তারা লক্ষ্য হইত এবং তাহাদের দ্বারা ঋতু অনুমিত হইত।]

অর্যমা ও ভগ

মিত্র ও বরুণের সহিত অর্যমা বহু বার স্তুত হইয়াছেন। কিন্তু অর্যমার বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবে বসন্ত ঋতু স্পষ্ট নয়। শীতান্ত হইলেই গ্রীষ্ম পড়ে। সে সময়ে কৃষিকর্ম থাকে না। অর্যমা শব্দের অর্থ সহচর। তিনি বসন্ত ঋতুর সহচর। ভগ নামক আদিত্যেরও কোন বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই নামের অর্থ দাতা। বোধ হয়, তিনি শস্যরূপ ধনদাতা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

প্রোফেসর মেকডোনেলের বিবেচনায় সবিতা সূর্যের দৈবী শক্তির রূপক। তিনি কর্মশক্তির উদ্বোধয়িতা। কিন্তু এই নির্বচন পর্যাপ্ত নয়। সবিতা প্রতিদিনের সূর্য নহেন। প্রোফেসর মনে করিয়াছেন, বরুণ বিস্তীর্ণ আকাশের দেবতা। কিন্তু আকাশের কর্ম কি আছে? তাঁহার মতে পূষা সূর্যের কল্যাণকর শক্তি। তিনি পশুপালকদিগের সহায়। কিন্তু পূষা পথবেত্তা, এই কারণে তিনি পশুরক্ষক। তাঁহার মতে মিত্র সূর্যদেবতা। কিন্তু এতদ্দ্বারা কিছুই পাইলাম না। তিনি লিখিয়াছেন, আদিত্যেরা দিব্যজ্যোতির দেবতা। কিন্তু সে কোন্ জ্যোতি এবং তাঁহার এতগুলি নাম কেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অন্ধের হস্তি-দর্শন করিয়াছেন। ঋষিগণ ঋতুবিভাগ করিতেন, করিতে জানিতেন, ইহা স্বীকার না করিলে আদিত্যতত্ত্ব বুঝা যাইবে না।

সোহুরি গ্রামে পাথরের যাঁত কুণ্ডি
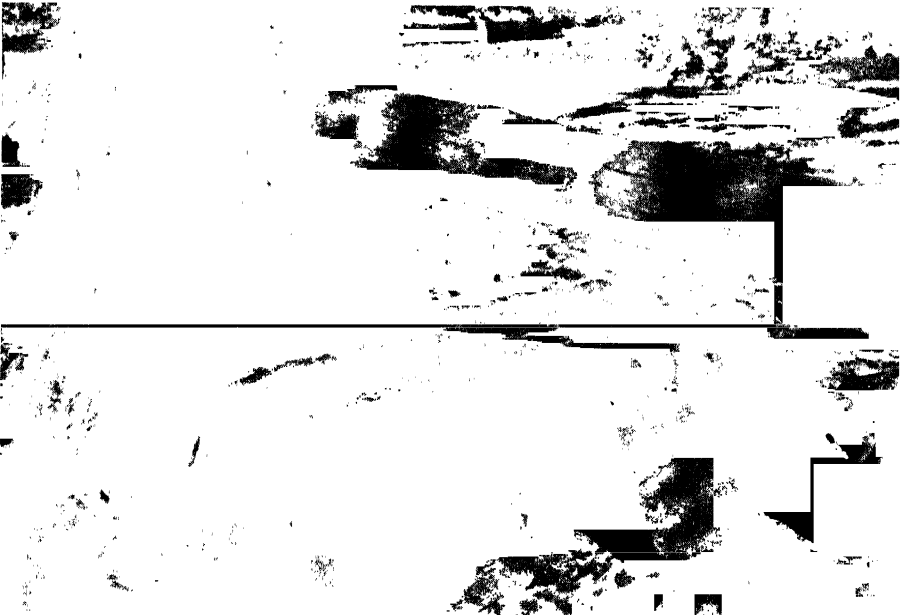
গর্তের মধ্যে নীচের হাঁড়ি বসান হইয়াছে

উপরের ফুটাবিশিষ্ট হাঁড়ি বসান হইয়াছে

তৈলনিষ্কাশনের আরও কয়েকটি উপায়

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) আমরা সড়াইকলা রাজ্যে তৈল-নিষ্কাশনের কয়েকটি উপায়ের বর্ণনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি উপায়ের সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সড়াইকলার মত চাপ দিবার যাঁত এবং ঘানি, উভয়েরই যথেষ্ট প্রচলন আছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন তৈল বাহির করিবার জন্য আরও দুইটি উপায় প্রচলিত রহিয়াছে। কয়েক প্রকার বীজ হইতে শুধু শুখ্‌না তাতের দ্বারা তৈল বাহির করা হয়, আবার কয়েকটিকে ছেঁচিয়া, জলে সিদ্ধ করিয়া তৈল নিষ্কাশিত হয়। প্রথমে এই দুই উপায়ের সম্বন্ধে বলি।

শুখ্‌না তাতের দ্বারা তেল বাহির করা

গত বৎসর ১১ই মাঘ তারিখে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বারিপদা হইতে এগার মাইল উত্তরে কুলিঅনা নামক গ্রামে আমরা স্থানীয় কয়েকজন চাষীর সাহায্যে শুখ্‌না তাতের দ্বারা বাঘনখী ফল (Myrtinia Diandra) হইতে তেল বাহির করিয়াছিলাম। ইহার জন্য দুইটি হাঁড়ি, একটি সরা বা হাঁড়ি, শাবল ও কোদাল, কিছু জল ও কাদা, ঘুঁটে এবং খড়ের প্রয়োজন। প্রথমে প্রায় দুই সের বাঘনখীর ফল সংগ্রহ করা হইল। একটি ছোট হাঁড়িকে জলে ভিজান হইল। তাহার পর মাটিতে খানিক গর্ত্ত করিয়া, সেই হাঁড়িটি বসাইয়া, পাশে আলগা মাটি দিয়া তাহার প্রায় কানা পর্যন্ত পুঁতিয়া দেওয়া হইল। তাহার উপরের হাঁড়িটির তলায় ছোট একটি ছিদ্র করিয়া তখন বসাইয়া দেওয়া হইল। উভয় হাঁড়ির সংযোগস্থলে ভাল করিয়া কাদার প্রলেপ মাখানো হইল, যেন তাহাতে ধূলা-বালি প্রবেশ করিতে না পারে।

এইবার দ্বিতীয় হাঁড়িটির কানার কিছু নীচে পর্যন্ত মাটি ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর সেই হাঁড়িটিতে শুখ্‌না বাঘনখীর ফলগুলি ভরিয়া, তাহার উপরে আর একটি হাঁড়ি উপুড় করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে তাহার উপরে ঢিপির মত ঘুঁটে সাজানো হইল। শুখ্‌না ঘুঁটের উপরে কিছু খড় বিছাইয়া তাহাতে আগুন দিতেই অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুঁটেগুলি ধরিয়া উঠিল। বেলা সাড়ে চারিটা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আগুন ছিল। তাহার পরদিন মাটি খুঁড়িয়া দেখা গেল যে, নীচের হাঁড়িতে দুই আউন্সের কিছু বেশী ঘন কৃষ্ণবর্ণ তেল জমিয়া আছে। তেলের অল্প অংশ মাটির

হাঁড়িতে শুষিয়া গিয়াছিল। তেলের গন্ধও কেমন পোড়া পোড়া হইয়াছিল। যে ব্যক্তিরা তেল তৈয়ারি করিয়াছিল, তাহারা বলিল, উপরের হাঁড়িটি আরও কিছু দূর পর্যন্ত মাটির ভিতরে পুঁতিয়া দিলে আঁচ কম লাগিত, তেলও ক্ষরিয়া যাইত না। অপর এক ব্যক্তি বলিল, ফলগুলিকে আগে ভিজাইয়া লইলে তেল কিছু বেশী হইত, পোড়া গন্ধও থাকিত না। যাহাই হউক, গুথ্‌না তাতের দ্বারা যে তেল বাহির করার রীতি এদেশে প্রচলিত আছে, ইহাই আমাদের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইল।

বাঘনখীর তেল খোস পাঁচড়ার ঔষধ। এদেশে খোস পাঁচড়া হইলে লোকে নিমপাতা-সিদ্ধ জলে ভাল করিয়া তাহা ধুইয়া ঐ তেল পালকের সাহায্যে লাগাইয়া দেয়। তাহাতে নাকি খোস সারিয়া যায়। ভেলার তেলও (Semecarpus anacardium) এই ভাবে নিষ্কাশিত হয়। সে তেল গায়ে লাগিলে ঘা হয়, কিন্তু গরুর গাড়ীর চাকায় দিবার পক্ষে উপযোগী। ময়ূরভঞ্জের বনে প্রচুর ভেলা গাছ জন্মায়, অতএব গরুর গাড়ীর জন্য তাহা ব্যবহার করিলে পয়সা খরচ করিতে হয় না।

সাহাবাদ জেলায় শিয়াল কাঁটার (Argemone mexicana) বীজ হইতে উপরোক্ত উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। শিয়ালকাঁটার বীজ সরিষার মত, আকারে সামান্য বড়। সেই জন্য উপরের হাঁড়িতে ভরিবার পূর্বে ছিদ্রে সামান্য খড় গুঁজিয়া দিতে হয়। উত্তাপের ফলে তৈল বাহির হইয়া সেই খড় বাহিয়া নীচের হাঁড়িতে চোয়াইয়া পড়ে। শিয়ালকাঁটার তেল খোস পাঁচড়ার মহৌষধ। তদ্ভিন্ন পশ্চিম অঞ্চলে জল তুলিবার জন্য যে-সকল চামড়ার পাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে শিয়ালকাঁটার তেল মাখাইলে চামড়া পচে না, ভাল থাকে। হয় ত এই তেল ফুটবলের খোলে মাখাইলে তাহাকে ওয়াটারপ্রূফ করিতে পারে।

২৮এ ফাল্গুন সংবাদ পাইলাম, বাঙলা দেশেও তৈলনিষ্কাশনের এই প্রথাটি প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত অনুকূল চক্রবর্ত্তী মহাশয় হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমার এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মী। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তিনি বড়ডোঙ্গল গ্রামে থাকেন। সেখানে গ্রামের হাতড়্যে কবিরাজেরা ঠিক এই ভাবে **কাঠ তেল** নামক একপ্রকার খোসের ঔষধ প্রস্তুত করেন। কলুর ঘানিতে জাঠ সচরাচর বাব্‌লা কাঠে নির্মিত হয়। বহু দিন ব্যবহারের পরে সেই জাঠ অকেজো হইয়া পড়িলে কবিরাজেরা তাহার তৈলসিক্ত অংশ ধারাল যন্ত্রের সাহায্যে চাঁছিয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলেন। সেই কাঠ হইতে উপরোক্ত উপায়ে তৈল বাহির করিয়া খোসের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

বীজ সিঝাইয়া তেল বাহির করা

ময়ূরভঞ্জে রেড়ী হইতে দুই ভাবে তেল বাহির করা হয়। ঘানিতে পিষিলে পাৎলা তেল বাহির হয়, কুলিঅনা অঞ্চলে তাহার বিশেষ চলন নাই। এখানে রন্ধা-জড়া-তেল,

অর্থাৎ রান্না করা রেড়ীর তেলের ব্যবহার বেশী। তাহা নিম্নোক্ত উপায়ে প্রস্তুত হয়।

প্রথমে রেড়ীর বীজগুলিকে ধান সিঝানার মত উত্তমরূপে সিঝাইয়া, দুই তিন দিন ধরিয়া রৌদ্রে খুব ভাল করিয়া শুখাইতে হয়। তাহার পর তেল বাহির করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বস্তুগুলির প্রয়োজন: মুড়ি ভাজিবার মত খোলা ও নাড়িবার তাড়ু, আগুন, ঢেঁকি, হাঁড়ি ও জল।

সিঝান রেড়ীর বীজগুলি শুখাইয়া গেলে তাহাদের মুড়িভাজা খোলায় শুখ্না ভাজিতে হয়। বালি দিতে নাই, শুধু খোলায় চাপাইয়া বীজগুলিকে খুব ঘন ঘন নাড়িতে হয়। নাড়িতে নাড়িতে যখন বীজের খোসাগুলি ক্ষরিয়া ফাটিতে আরম্ভ করে, অথবা খোসা বাদামী রঙের মত হইয়া আসে, তখন তাড়াতাড়ি সেগুলিকে ফেলিয়া ঢেঁকিতে পাট দিতে হয়। দ্রুতবেগে পাট দিতে দিতে মনে হয়, যেন বীজ হইতে তেল বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই অবস্থায় তাহাদিগকে উনানের উপরে হাঁড়িতে চাপাইয়া জল দিয়া ফুটাইতে হয়। বীজের উপরে প্রায় চার আঙুল জল থাকা প্রয়োজন। সেই জল ফুটিয়া মরিয়া আসিতে আসিতে তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহা ঢালিয়া লইলেই হইল। অবশিষ্ট তেলের জন্য আর একবার জল দিয়া ফুটাইতে হয়।

এইরূপে নিষ্কাশিত রেড়ীর তেল ঘন এবং বাদামী রঙের হইয়া থাকে। স্থানীয় চাষীরা বলে, সারাদিন পরিশ্রমের পর ইহা মাখিলে নাকি গায়ের ব্যথা মরিয়া যায়। রোগীর ব্যারাম সারিয়া গেলে এই তেল মাখাইলে খুব শীঘ্র স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। রন্ধনাদি কার্যেও রন্ধা-জড়া-তেল নিয়ত ব্যবহৃত হয়। তরকারি সিদ্ধ হইলে পর রেড়ীর তেলে পিঁয়াজ ও মশলা ভাজিয়া তাহা সাঁৎলানা হইয়া থাকে।

রেড়ী ভিন্ন কুসুমের (Schleichera Trijuga) তেলও উপরোক্ত উপায়ে কুলি-অনাতে তৈয়ারি হয়। কুসুমের তেল প্রদীপে জ্বালান হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় গরম, মাথায় মাখিলে সর্বশরীর গরম হইয়া উঠে, এইরূপ প্রবাদ আছে। শিয়ালকাঁটার তেল (ওড়িয়া **হড়প**) সাহাবাদ জেলায় শুখ্না তাতের দ্বারা নিষ্কাশিত হইলেও ময়ূর-ভঞ্জে সিঝাইয়া নিষ্কাশিত হয়। তাহা প্রদীপে অথবা ঘায়ের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় চামড়ার জলপাত্র ব্যবহৃত হয় না, সেই জন্য তাহাতে শিয়ালকাঁটার তেল প্রযুক্তও হয় না।

গণ্ডী-ঘাঁত

কুলিঅনার নিকটবর্তী সোহরি এবং কামতা গ্রামে এক প্রকার ঘাঁত দেখিয়াছি তাহাতে একটি গাছের সাহায্য লওয়া হয়, এবং দুইখানি পাটার পরিবর্তে একটিমাত্র

দণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বুঢ়াবলঙ্গা নদী পার হইয়া ভাতুয়াবেড়ার নিকটে ভাদুয়া গ্রামে সাঁওতালদের মধ্যে এইরূপ আরও একটি গণ্ডী-ঘাঁত দেখিয়াছি। ১৯৩৮ সালে অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন ময়ূরভঞ্জের পূর্বাঞ্চলে মুরুডা গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি নিকটবর্তী একটি গ্রামে প্রথম একটি গণ্ডী-ঘাঁত আমাকে দেখাইয়াছিলেন। সে বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

গণ্ডী-ঘাঁতের কয়েকটি অংশ আছে। গাছের মধ্যে ছিদ্রটির বিশেষ কোনও নাম নাই। গুঁড়ির মধ্যে গর্তটি নয় দশ ইঞ্চি খুঁড়িয়া গভীর করা হয়। লম্বা পেষণদণ্ডের নাম **গণ্ডী** (সাঁওতালি—**গুণ্ডীপাটা**) ইহা গোলাকার হইয়া থাকে। গণ্ডীর নীচে **ঘাঁতকুণ্ডি** বা **কুণ্ডি** বা **পটা-পথর**। ইহার উপরিভাগ সমতল এবং তাহাতে গৌরী-পট্টের মত একটি নালি কাটা থাকে, তাহার নাম **চক্কি**। (সাঁ°—**চান্ধোয়া**) ঘাঁতকুণ্ডি পাথরের বা কাঠের হইয়া থাকে। তৈলবীজগুলিকে ভাপাইয়া শিয়ালিলতায় (Bauhinia scandens ?) তৈয়ারি **পোটোম** নামক ছোট চুবড়িতে ভরিয়া পেষা হয়। পোটোম ঘাঁতকুণ্ডির মাঝখানে বসাইয়া, তাহার উপরে দুই তিনটি **পিঢ়া** বসানা হয়। পিঢ়ার উপরে গণ্ডীর চাপ পড়ে। গণ্ডীতে চাপ দিবার জন্য মহিষের চামড়ার ফাঁস, **চম্‌ঠা** ও দুইটি দীর্ঘ দণ্ড বা **ডড়ার** (সাঁ°—**টাড়া**) প্রয়োজন।

কামতা গ্রামের গণ্ডী ১০′-৯″, ঘের ২′-৩″ হইতে কমিয়া ১′-৯″। চক্কির ঘের ১′-৯″। পিঢ়ার মাপ ১′-৫″ × ১′ × ৪″।

উপরোক্ত যন্ত্র ছাড়া গণ্ডী-ঘাঁতে তেল পিষিবার জন্য একটি চওড়া-মুখবিশিষ্ট হাঁড়ি, একটি ঝুড়ি ও কিছু কাদামাটি, মাদুর, বাঁশের বাঁখারি এবং ঢেঁকির প্রয়োজন। নিম্ন-লিখিত উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত হয়।

গণ্ডী-ঘাঁতে সচরাচর মহুয়ার ফল অর্থাৎ কচড়ার তেল বাহির করা হয়। প্রথমে কচড়ার বীজগুলি উত্তমরূপে ঢেঁকিতে কুটিতে হয়। তাহার পর চওড়া মুখবিশিষ্ট হাঁড়ির উপরে ঝুড়িতে একবার নিষ্কাশনের যোগ্য গুঁড়া চাপাইয়া দেওয়া হয়। ঝুড়ি এবং হাঁড়ির সংযোগস্থলে বেশ করিয়া মাটির লেপ দিতে হয়। ঝুড়ির গায়েও মাটি মাখান হয়, তবে নীচে নয়। হাঁড়িতে জল ফোটে। সেই ভাপ ঝুড়ির ভিতর দিয়া বাহির হইবার সময়ে কচড়ার চূর্ণগুলি সিদ্ধ হইয়া ডেলা পাকাইয়া যায়। তখন সেই জমাট ডেলাটি মাদুরের উপর নামাইয়া এক খণ্ড সরু বাঁশের ছিলা বা বাঁখারির সাহায্যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পোটোমে ভরা হয়। পোটোমগুলি ঘাঁতকুণ্ডির মধ্যে বসাইয়া পিঢ়া চাপা দেওয়া হয়। এইবার পিঢ়ার উপরে গণ্ডী নামাইয়া চাপ দিতে হয়।

গণ্ডীতে চাপ দিবার জন্য চম্‌ঠাটি নীচে কোনও শিকড়ের সহিত ফাঁসাইয়া দিতে হয়। সুবিধামত শিকড় না থাকিলে কাঠের একটি দণ্ডেও আটকান চলে। কামতা এবং সোহরি গ্রামে বটগাছে গর্ত করিয়া গণ্ডী-ঘাঁত বসান হইয়াছে। সেখানে চম্‌ঠার জন্য নীচে সুবিধামত শিকড় আছে। কিন্তু ভাদুয়ার গাছটি অসনের, তাহার

সে রকম শিকড় নাই। অতএব সেখানে চম্‌ঠা বাঁধিবার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।

চম্‌ঠাটি গণ্ডী এবং নীচের কাঠে জাপটাইয়া তাহার ফাঁসের ভিতর দিয়া দুইটি তড়া গলাইয়া দুই দিকে টান দিতে হয়। সজোরে টান দিলে চক্কির নালি বাহিয়া তেল গড়াইয়া পড়ে। কচড়া গুণ্ডের ডেলাটি গরম থাকিতে থাকিতে চাপ দিতে হয়। ঠাণ্ডা অবস্থায় তেল বাহির হইতে চায় না, তখন তাহাকে আবার ভাপাইয়া গরম করা প্রয়োজন।

গণ্ডী-যাঁতের দোষগুণ সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের ধারণা এইরূপ। সঢ়ইকলার মত দুই খণ্ড পাটার দ্বারা নির্মিত যাঁতকে এখানে **পটা-যাঁত** বা **রাণী-যাঁত** বলে। স্থানীয় লোকেদের ধারণা, গণ্ডী-যাঁত অপেক্ষা রাণী-যাঁত ভাল। রাণী-যাঁতে উপর নীচে সমতল বলিয়া সমান চাপ পড়ে। পাথরের যাঁত-কুণ্ডি কাঠের মত সমতল হয় না, তাই পোটোমে অনেক সময়ে অসমানভাবে চাপ পড়ে। তখন অর্ধব্যবহৃত কচড়ার ডেলাটিকে ভাপাইয়া পুনরায় চাপ দিতে হয়, ইহা হাঙ্গামার ব্যাপার। রাণী-যাঁতে একবার ভাপাইলেই কাজ হইয়া যায়। তবে রাণী-যাঁত নির্ম্মাণ করিতে হইলে রাজ্যের বন-বিভাগ হইতে দুইখানি কাষ্ঠখণ্ডের জন্য ছাড়পত্র লইতে হয়, তাহার জন্য পয়সা লাগে। গণ্ডী-যাঁতে একখানি যেমন-তেমন গুঁড়ি লাগে বলিয়া খরচ অনেক কম হয়।

সোহুরি গ্রামের গণ্ডী-যাঁত গৌর নায়েক নামক জনৈক বাথুড়ির সম্পত্তি। সে ব্যক্তি চারি বৎসর হইল, ইহা নির্মাণ করিয়াছে। অপরে ইহাতে তেল পিষিলে গৌরকে কিছু বাটা দেয়। গৌরের সম্বৎসরের তেলের খরচ তাহাতেই কুলাইয়া যায়।

বাঙলা দেশে বেথ্‌লা

বাঙলা দেশেও গণ্ডী-যাঁতের মত যন্ত্রের প্রচলন আছে, তবে তাহা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ত্রিপুরা-রাজ্যের সীমানার নিকট নোয়াখালি জেলায় পরশুরাম নামে একটি গ্রাম আছে। পরশুরামের বাজারে দুই.তিনটি কলুর ঘানি চলে। কিন্তু গ্রামে কিছু দিন আগেও ময়ূরভঞ্জের গণ্ডী-যাঁতের মত উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত হইত। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিবাস নিকটবর্তী এক গ্রামে। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী পাল ইহার সাহায্যে সরিষার তৈল নিষ্কাশিত করিয়াছেন। পরশুরাম অঞ্চলে সরিষা ভিন্ন অপর কয়েকপ্রকার বীজ হইতেও ইহার সাহায্যে তেল বাহির করা হয়।

প্রথমে উনানের উপরে কড়াই বা মাটির হাঁড়ি বসাইয়া, তাহাতে তৈলবীজ ভাজিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিতে চূর্ণ করিতে হয়। নোয়াখালি জেলায় ভাপানোর প্রথাটি চলিত নাই। তাহার পর এক ফুট উচ্চ ও ছয় ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট বেত অথবা পাটী-পাতায় নির্মিত **বেথলের** (=বেতের থলে?) মধ্যে সেগুলিকে ভরিয়া, মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। নীচে কুশীর মুখাকৃতিবিশিষ্ট শিলা বা কাঠের খণ্ড থাকে। তাহার উপর বেথলেটিকে বসাইয়া উপরের দণ্ডের সাহায্যে চাপ দিতে হয়। ময়ূরভঞ্জের মত কিন্তু চম্‌ঠা ও তড়ার প্রচলন নাই। পরশুরামে তৎপরিবর্তে গৃহস্থ সপরিবারে পেষণদণ্ডের উপরে বসিয়া চাপ দিতে থাকে। পড়িয়া যাইবার ভয়ে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ এক এক খণ্ড লাঠি ধরিয়া থাকে।

বেথলের মধ্যস্থিত চূর্ণকে দুই, তিন, এমন কি, চারি বার পর্যন্ত শুখ্‌না খোলায় উত্তপ্ত করিয়া চাপ দিতে হয়, তবে সব তেল বাহির হইয়া যায়। বেথলের সাহায্যে এক মণ সরিষা হইতে ১০৷৷০ বা ১১ সের তেল বাহির হয়। ঘানিতে নাকি ১৩।১৪ সের পর্যন্ত পাওয়া যায়। বেথলের তেলের বিশেষত্ব হইল, ইহা অতিশয় সুস্বাদু এবং বহু দিন পর্যন্ত রাখা চলে, সহজে খারাপ হয় না। বেথলের খইল গরুর খাদ্য হিসাবে অন্য উপায়ে লব্ধ সরিষার খইল অপেক্ষা বেশী উপকারী বলিয়া লোকের বিশ্বাস। বেথলেগুলি বেশী বার ব্যবহার করা চলে না। কিছু দিন পরে সেগুলিকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়; কেন না, সেগুলি অগ্নিসংযোগে অতি সহজে ধরিয়া উঠে।

———

হরিদাস তর্কাচার্য্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম.এ.

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বের সহমরণপ্রকরণে বিস্মৃতপ্রায় বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকার হরিদাস তর্কাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন :—

"যত্তু,—যদা নারী বিশেদগ্নিং স্বেচ্ছয়া পতিনা সহ।
অশৌচমুদকং তস্যাঃ সহ ভর্ত্রেতি নিশ্চিতম্।
তিথ্যন্তরমৃতায়াস্তু পৃথক্ শ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে। ইতি
চতুর্ভুজভট্টাচার্য্যধৃতযমবচনাৎ ভিন্নতিথিমৃতায়া অপি পত্যুর্মৃততিথৌ শ্রাদ্ধমিতি হরিদাস-তর্কাচার্য্যাঃ, তন্ন।"

শুদ্ধিতত্ত্বের পর্ণনরদাহপ্রকরণেও হরিদাসের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত হরিদাসের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে হরিদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,[১] কিন্তু তাঁহার চূড়ান্ত গবেষণায় এই মাত্র নির্ণীত হইয়াছিল যে, হরিদাস স্মৃতিটীকাকার অচ্যুত চক্রবর্ত্তীর পিতা ছিলেন এবং অচ্যুতের হারলতাটীকায় "পিতৃচরণাস্তু" বলিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্প্রতি হরিদাস-রচিত একাধিক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহার বিষয়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রচর্চ্চার ইতিহাসে কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা সঙ্ক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে কৃপারাম (তর্কভূষণ?) নামক স্মার্ত্ত পণ্ডিত "নব্যধর্ম্মপ্রদীপ" নামে এক বিপুলায়তন স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থের দুইটী খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে এবং দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের পুথি-সংগ্রহমধ্যেও একটী খণ্ডিত প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। গ্রন্থমধ্যে রচনাকালের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে,—

"ইদানীং কলের্গতাব্দাঃ ৪৮৬৫...শকনরপতের্গতাব্দাঃ ১৬৮৬ ষড়শীত্যধিকষোড়শশতানি।"[২]

এই গ্রন্থে অনেক স্থলে হরিদাস তর্কাচার্য্য ও তদ্রচিত শ্রাদ্ধবিবেকটীকা হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"এবমেব শ্রাদ্ধবিবেকটীকায়াং তর্কাচার্য্য-চূড়ামণী" (পত্র ২১খ)
"হরিদাসতর্কাচার্য্যাস্তু শ্রাদ্ধবিবেকটীকায়াং অন্বিতাভিধানবাদমনুস্যত্যাহ" (৩৮ক)

---

১) *J. A. S. B.*, 1915, pp. 313, 362, 374.

২) সাহিত্য-পরিষদের ১৬০২ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি।

সৌভাগ্যক্রমে হরিদাসরচিত শ্রাদ্ধবিবেকটীকার সম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেই রক্ষিত আছে ; ইহার অন্য কোন প্রতিলিপি এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।৩ এই দুর্লভ গ্রন্থের শেষে আছে :—(৭১খ)

"দোষং বিহায় মম বাচি গুণগ্রহেণ
সানুগ্রহা ময়ি সদা সুধিয়ো ভবন্তি।
দেবা যথা কিল কলঙ্কলবং বিহায়
পীযূষভাসিসুধয়া মুদিতা ভবন্তি॥
অজ্ঞাত্বা নির্ণয়ং টীকামপ্রাপ্য মৎকৃতামিমাং।
বদ শ্রাদ্ধবিবেকে তু কস্য ব্যাখ্যানকৌশলং॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীশরণভট্টাচার্য্যাত্মজহরিদাসাপরনাম্না শ্রীরামচন্দ্রতর্কাচার্য্য-ন্যায়-বাচস্পতিনা বিরচিতঃ শ্রাদ্ধবিবেকপ্রদীপঃ সম্পূর্ণঃ ওঁ নমো গণেশায় শুভমস্তু শকনরপতেরতীতাব্দাঃ ১৬৮২ ওঁ নমো দুর্গায়ৈ ওঁ গুরবে নমঃ।"

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটি নাম ও পৃথক্ দুইটি উপাধি ছিল, কিন্তু "হরিদাস তর্কাচার্য্য" নামই প্রসিদ্ধি লাভ করে, "রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি" নামের উল্লেখ পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই টীকাগ্রন্থ সম্ভবতঃ হরিদাসের শেষ রচনা এবং ইহার পূর্ব্বে তিনি অন্ততঃ তিনখানি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন :—

১) **শ্রাদ্ধনির্ণয়ঃ** পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে 'অজ্ঞাত্বা নির্ণয়ং' বলিয়া হরিদাস এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রন্থমধ্যেও কয়েক বার এই স্বরচিত গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন —"ইতি তীরভুক্ত্যাদিসম্মতং অস্মাভির্নিরূপিতং শ্রাদ্ধনির্ণয়ে" (৪৮-৯ পত্র) ইত্যাদি।[৪]

২) **অশৌচনিবন্ধঃ** যথা—"অশৌচনিবন্ধে অস্মাভির্নিরনায়ি" (৬৪খ)

৩) **সংস্কারহারাবলীঃ** যথা "অধিকন্তু সংস্কারহারাবল্যাং দ্রষ্টব্যং সূরিভিঃ" (৫৫খ)

এতন্মধ্যে 'শ্রাদ্ধনির্ণয়' ও 'অশৌচনিবন্ধ' আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে শ্রাদ্ধনির্ণয়ের নাতিপরিশুদ্ধ সম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, তাহার প্রারম্ভ ও শেষ বাক্য উদ্ধৃত হইল :[৫]—

নত্বা গোপবপু (শ্ছদ্ম) চিদানন্দস্বরূপিণং।
শ্রীরামচন্দ্রধীরেণ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধনির্ণয়ঃ।
আকৃষ্য যদ্যপি ময়াঙ্গকৃতান্নিবন্ধান্নির্ণীয়তে তদপি মে সফলঃ প্রয়াসঃ।
সন্ত্যেব নাম কুসুমেষু মধূনি নূনমন্যাদৃশো মধুরিমা সরঘাকৃতেষু॥

শেষ :—ইতি মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীশর(ণ)ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীহরিদাস-তর্কাচার্য্যবিরচিতং শ্রাদ্ধ-নির্ণয়ং সমাপ্তং॥

---

৩) সাহিত্য-পরিষদের ১৫৯১ সংখ্যক পুথি।

৪) ১৪খ, ৪৯খ, ৫৬খ, ৫৯খ, ৬২খ ও ৭১ক পত্র দ্রষ্টব্য।

৫) সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত স্মৃতিশাস্ত্রীয় ২৩৬ সংখ্যক পুথি।

পুথিখানির পত্রসংখ্যা ১০২ এবং প্রতি পৃষ্ঠে পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ৭—ইহা তাঁহার টীকা-গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন।

অশৌচনিবন্ধের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি (মাত্র ২২ পত্র) নবদ্বীপ পাব্‌লিক লাইব্রেরির পুথিমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার প্রারম্ভ এই :—[৬]

সম্যগ্‌ বিভাব্য হৃদি হারলতারহস্যং
তত্তন্নিবন্ধশতবাচমথাবধৃত্য।
ক্ষোদক্ষমং সুমনসান্নিতরামশৌচে
শ্রীরামচন্দ্রসুমতিঃ কুরুতে নিবন্ধম্।

হরিদাসের কালনির্ণয় সহজসাধ্য। কারণ, শ্রাদ্ধবিবেকের মলমাসপ্রকরণের ব্যাখ্যাকালে তিনি ১৪২৪ শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। বচনটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল, প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকারের গুরুর নামও ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রাচীন মতানুসারে "তুলাদিষট্‌কে" পতিত অধিমাস "মলমাস" নহে, কিন্তু "ভানুলঙ্ঘিত" মাস, এই মত খণ্ডনাবসরে লিখিত হইয়াছে :—

"অতএব চতুর্ব্বিংশত্যধিক-চতুর্দ্দশ(শত)শাকসম্বৎসরে মধুমাসেপি মলমাসোঽস্মাভির্দৃষ্টঃ, মলমাসত্বেনৈব ব্যবস্থাপিতশ্চাস্মদ্‌গুরুধরণীধরাচার্য্যসিংহচরণৈঃ।" (৩০ক)

শ্রাদ্ধনির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত মলমাসপ্রকরণেও এই শকাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা :—

"নাপি…নারায়ণমতং যুক্তং পঞ্চবিংশত্যধিক-চতুর্দ্দশশতশাকসম্বৎসরে চৈত্রেপি সকলশিষ্টপরিগৃহীতমলমাসদর্শনাৎ।" (৪৫ক)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রাদ্ধনির্ণয়ে চৈত্রাদিগণনায় যে বৎসর ১৪২৫ শক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পরে বৈশাখাদিগণনায় ১৪২৪ শক বলিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। ১৪২৪ শকে অর্থাৎ ১৫০৩ খৃঃ বস্তুতই চৈত্র মাস মলমাস ছিল। তুলাদিগত মলমাসঘটিত বিচার অনেক স্মৃতিনিবন্ধেই পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গোবিন্দানন্দকবিকঙ্কণাচার্য্য-রচিত "শুদ্ধিকৌমুদী" গ্রন্থে তিনটী শকাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—[৭] ১৪২৪, ১৩৯৭ (ফাল্গুন) এবং ১৪৪৩ (কার্ত্তিক)। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার শ্রাদ্ধবিবেকটীকায় গোবিন্দানন্দনির্দ্দিষ্ট তিনটি বৎসরেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, হরিদাসের উভয় গ্রন্থই ১৪৪৩ শকাব্দের পূর্ব্বে খৃঃ ১৫০৫-২০ সনের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। নতুবা তিনিও গোবিন্দানন্দের ন্যায় শেষোক্ত শকের কার্ত্তিক-মলমাসের উল্লেখ করিতেন। এতদনুসারে হরিদাস গোবিন্দানন্দের প্রায় এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। গোবিন্দানন্দের পিতা গণপতি ভট্ট ৪৬১৩ কল্যব্দে (খৃঃ ১৫১২ সনে) "জ্যোতিস্মতী" নামক জ্যোতিগ্রন্থ রচনা

৬) ৯৭৭ সংখ্যক পুথি।

৭) শুদ্ধিকৌমুদী (Bibl. Ind. Ed.) পৃ. ২৬৮

করেন[৮] এবং শুদ্ধিকৌমুদীতে ১৪৫৭ শকাব্দের শ্রাবণ-মলমাসের পর্য্যন্ত উল্লেখ দৃষ্ট হয়[৯], অথচ শুদ্ধিকৌমুদী তাঁহার শেষ রচনা নহে।

হরিদাস সম্ভবতঃ নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থের (মিতাক্ষরার) লিপিকাল ৩৯৯ লক্ষ্মণাব্দ (১৫১৩ খৃঃ)—গ্রন্থের ৪৬ক পত্রে গ্রন্থাধিকারীর নাম লিখিত আছে "শ্রীরামচন্দ্র-ভট্টাচার্য্য-বাচম্পতীনাং নবদ্বীপনিবাসিনাং পুস্তীয়ম্।"[১০] ইনি হরিদাসতর্কাচার্য্য হইতে অভিন্ন বলিয়া আমাদের ধারণা।

তাঁহার গ্রন্থত্রয়ে স্থানে স্থানে নিজস্ব অভিনব মতের অবতারণা আছে এবং পূর্ব্ব-মতখণ্ডনকালে তাঁহার লেখনী বিচিত্রমুখরতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার রসিকতা প্রকটিত করিয়াছে। শ্রাদ্ধনির্ণয়ের গন্ধদানপ্রকরণে তিনি পূর্ব্বতন নিবন্ধকারদের তিনটি বিভিন্ন মত বিবৃত করিয়া "অস্মাকন্তু তুরীয়ঃ পক্ষঃ" বলিয়া নিজের মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উপসংহারে প্রগল্‌ভতা সহকারে লিখিয়াছেন :—

"অত্র শাস্ত্রার্থবিপরীতং বদন্ স্বনামাক্ষরবিপর্য্য(য়)মপি স্পষ্টমঙ্গীচকার ইতি হরিনাথোপি নাথ-হরিঃ, রুদ্রধরস্তু রুদ্রধর এব, অপিপালোপি বালঃ, ভাষ্যমতমপি ভাষ্যায়তনং (?), শূলপাণিস্তু শ্রাদ্ধ-বিবেকে দেবতাতত্ত্বমঙ্গীকৃত্যাপি **গোভিলভাষ্যে** তথা গন্ধানিতি সূত্রব্যাখ্যানে "তথা তেন প্রকারেণ পিতুর্নাম গৃহীত্বা ইতরয়োর্ণ তু প্রকৃতেষু পাত্রেষু" ইতি বদ(ন্) পিণ্ড (?) ইব স্বোক্ত-বিরোধং নাকলিতবান্। নারায়ণোপ্যত্র কিমপ্যবদন্ ততএবাভূৎ অনিরুদ্ধস্তু গোভিলবচনানামন্তার্থ-কল্পনাং প্রদর্শয়ন্নপি বচনান্ন তত্ত্ববিবেচনবিশিখৈর্নিরুদ্ধঃ প্রাক্তনাচারমপি পরিহৃতবানিতি কিমতি-জল্পনেন।" (২১ ক)

উদ্ধৃত বচনে বোধ হয়, শূলপাণি-রচিত একটি নূতন গ্রন্থ গোভিলভাষ্যের নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

হরিদাস-রচিত গ্রন্থাদি হইতে কতিপয় প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকারের বিষয়ে নূতন তথ্য সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল।

নারায়ণ উপাধ্যায়

শ্রাদ্ধবিবেকটীকার শেষে নারায়ণোপাধ্যায়ের মতোল্লেখকালে হরিদাস লিখিয়াছেন :—

"কিন্ত্বত্র নারায়ণমতমেব প্রাচীনসম্মতমস্মদ্‌গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধং ব্যবস্থাপিতঞ্চাস্মাভির্নির্ণয়ে দ্রষ্টব্যম্।" (৭১ক)

---

৮) গোবিন্দানন্দ-রচিত বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, (Bibl. Ind. Ed.) ভূমিকা।

৯) শুদ্ধিকৌমুদী, পৃ. ২৭০

১০) *Descr. Cat. of Sans. MSS, A. S. B.*, Vol. III, p. 13

এই নারায়ণ ও শূলপাণির উপর হরিদাসের পরম শ্রদ্ধা, শ্রাদ্ধবিবেকটীকার অন্যত্র একটি শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে :—

গৌড়স্মার্ত্তসমূহমৌলিমুকুটালঙ্কারমাণিক্যয়োঃ
শ্রীনারায়ণশূলপাণিবিদুষোর্ব্বাচাভিলাপা (দিকং)।
চাঞ্চল্যেন ময়া সপিণ্ডনবিধৌ যৎকিঞ্চিদুদ্ভাবিতং
তৎ সন্তঃ পরিশোধয়ন্তু বিমলজ্ঞানাবধানাদিভিঃ ॥ (৬০ খ)

যাঁহারা শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক টীকার সাহায্যে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শূলপাণি বহুতর স্থলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নারায়ণ উপাধ্যায়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এই নারায়ণ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত প্রচার লাভ করিয়াছে। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নারায়ণ উপাধ্যায়কে গোভিলভাষ্যকার নারায়ণ ভট্ট বা ভট্ট নারায়ণের সহিত অভিন্ন ধরিয়া[১১] বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। নারায়ণ উপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ" অংশত মুদ্রিত হইয়াছে—এই গ্রন্থে বহু স্থলে ভট্টভাষ্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে[১২] এবং এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে :—

"ইতি গোভিলভাষ্যকারাভ্যাং ভট্টনারায়ণ-বল্গুসোমাভ্যামুক্তং।"[১৩]

সুতরাং নারায়ণ উপাধ্যায় ভট্ট নারায়ণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও পরবর্ত্তী। পরিশিষ্ট-প্রকাশে "কল্পতরু"র মত উদ্ধৃত হইয়াছে।[১৪] পরিশিষ্টপ্রকাশের উপর শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি-রচিত টীকা "সারমঞ্জরী"র এক খণ্ড সম্পূর্ণ প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। তৎপাঠে জানা যায়, নারায়ণ এক স্থলে হারলতাকার অনিরুদ্ধ ভট্টের মত খণ্ডন করিয়াছেন।[১৫] সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, নারায়ণ উপাধ্যায় খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন এবং শূলপাণির পূর্ব্বগামী হওয়ায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরবর্ত্তীও নহেন। নারায়ণের পিতামহের পৃষ্ঠপোষক "রাজা জয়পাল"কে ঐতিহাসিকগণ বিনা বিচারে পালবংশীয় জয়পাল কিম্বা শিলিমপুরপ্রস্তরশাসনের জয়পালের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন, তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। নারায়ণ-রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ "সময়প্রকাশ" হইতে হরিদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১৬] এই গ্রন্থের উপরও শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি টীকা রচনা করিয়াছিলেন,[১৭] কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, "সময়প্রকাশ" গ্রন্থের একটি প্রতিলিপিও এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

---

১১) *J. A. S. B.* 1915, p. 367

১২) কর্ম্মপ্রদীপ (Bibl. Ind. Ed.) pp. 71, 136, 176, 178 ; Fasc. II (1923), p 31

১৩) কর্ম্মপ্রদীপ, Fasc. II, p. 8

১৪) ঐ (Fasc. I) p. 15, 32.

১৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫০৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, ৩৯খ পত্রে :—"হারলতাকারোক্তং দূষয়িতুমুপক্রমতে"

১৬) শ্রাদ্ধবিবেকটীকার (১৫৯১ সংখ্যক পুথি) ১৩ক, ৩১ক, ৩২ক, ৩৮ক দ্রষ্টব্য।

১৭) "ইত্যুক্তমস্মাভিঃ সময়প্রকাশটীকায়াং" শ্রীনাথরচিত "বিবেকার্ণব" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৩৬ সংখ্যক পুথি) ১০খ পত্রে।

বিশারদ

রঘুনন্দন[১৮] ও গোবিন্দানন্দ[১৯] তাঁহাদের গ্রন্থে "বিশারদ" নামক স্মৃতিনিবন্ধকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হরিদাসের শ্রাদ্ধনির্ণয়ে একবার (১৮খ পত্রে) এবং খণ্ডিত অশৌচনিবন্ধে দুই বার (৪খ ও ৯খ পত্রে) বিশারদের মত উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় বিশারদের মত বহু বার উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি বচনে বিশারদের কালসূচনা ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, এই মূল্যবান্ বচন উদ্ধৃত হইল :—

"তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে **বারবকে** রাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশশতীমিতশকাব্দে চান্দ্রাশ্বিনসংক্রান্তিং কৃত্বা প্রতিপদ্যেব সংচর্য্য রবেরমাবস্থায়াং কুম্ভসংক্রমে প্রতিপদি মীনসংক্রান্তাবেক-স্মিন্নব্দে দ্বয়োঃ সংক্রান্তিশূন্যত্বং দৃষ্টমিতি **বিশারদেনোক্তং**।" (৩৪-৩৫)

সুতরাং বারবক সাহার রাজত্বকালে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার উৎসাহে বিশারদ ১৩৯৭ শকাব্দের (১৪৭৬ খৃঃ সনের) অল্প পরেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হরিদাসধৃত বিশারদের দুইটি উক্তি[২০] হইতে বুঝা যায়, বিশারদ শূলপাণির মত খণ্ডন করিয়াছেন, আবার অন্য দুই স্থলে শূলপাণিও বিশারদের মত খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।[২১] টীকাকারগণ প্রায়শঃ পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা না করিয়াই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তথাপি ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, বিশারদ শূলপাণির সমসাময়িক ও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন। এই বিশারদ সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতির পিতা নরহরি বিশারদ। স্বর্গত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় "নবদ্বীপমহিমা" গ্রন্থে যে প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারেও বাসুদেবের পিতা স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন জানা যায়।[২২]

রায়মুকুট

রঘুনন্দন বহু বার[২৩] রায়মুকুটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হরিদাসের তিন গ্রন্থেই তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে,[২৪] তন্মধ্যে তিন স্থলে "মুকুটরায়" রূপেও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

---

১৮) *J. A. S. B.* 1915, p. 372

১৯) শুদ্ধিকৌমুদী, পৃ ৮৭-৮৮, ১৪৫, ২৭৫

২০) ২৯খ, ৩৩ক (বিশারদদূষণং চিন্ত্যং)

২১) 'ইতি বিশারদদূষণমাশঙ্ক্যাহ' (৩৪ক); 'বিশারদাদিমতমাশঙ্ক্যাহ' (৩৭খ)

২২) নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং (১২৯৮), পৃ ৩৪; ২য় সং (১৩৪৪), পৃ ১২০

২৩) *J. A. S. B.*, 1915, p. 371

২৪) শ্রাদ্ধনির্ণয়—১৭খ, ৫৭ক, ৯০খ, ৯৯ক; শ্রাদ্ধবিবেকটীকা—৩৭ক-খ, অশৌচনিবন্ধ—২খ, ১৩ক। অশৌচনিবন্ধের উভয় স্থলে এবং শ্রাদ্ধনির্ণয়ের ৫৭ক পত্রে 'মুকুটরায়' পাঠ পাওয়া যায়।

তিনি সম্ভবতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ "পদ্ধতি" রচনা করিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধনির্ণয়ের এক স্থলে পাওয়া যায় :—

"রায়মুকুটেনাপি **যজুর্বেদিপদ্ধতৌ** সারসংগ্রহশ্লোকত্রয়ং লিখিতং যথা—"অক্ষয্যোদকদানে চ শ্রীরস্ত্বামিতি নির্দ্দিশেৎ। তস্মৈনৈবোদকং দত্যাৎ স্বধোক্তাবীদৃশো বিধিঃ।" (৯৯ ক)

এই রায়মুকুট অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকাকার হইতে অভিন্ন সন্দেহ নাই। কিন্তু অমরকোষের টীকা "পদচন্দ্রিকা"র রচনাকাল সম্বন্ধে আদ্যন্ত সকলেই আমরা ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছি বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যে কালনির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহা এই :—[২৫]

"ইদানীন্তু শকাব্দাঃ ১৩৫৩, দ্বাত্রিংশদধিকপঞ্চবর্ষোত্তরচতুঃসহস্রাণি কলিসন্ধ্যায়া ভূতানি ৪৫৩২। তথা চ গণিতচূড়ামণৌ ইত্যাদি"

এই শকাব্দ গ্রন্থকারের অপরোক্ষ হইলেও ইহা গ্রন্থরচনার প্রকৃত কালসূচক নহে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির পুথিশালায় "পদচন্দ্রিকা"র একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে—তাহার শেষে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় :—

সেনানীবদন-গ্রহাগ্নি-বিধুভিঃ শাকে মিতে হায়নে
শুক্রে মাস্যসিতে দিনাধিপতিথৌ সৌরেঽহ্নি মধ্যন্দিনে।
সদ্যঃসংশয়সঞ্চয়াপচয়কৃদ্ব্যাখ্যাবিশেষোজ্জ্বলা
পর্য্যাপ্তা পদচন্দ্রিকাভবদিয়ং সংরক্ষণীয়া বুধৈঃ।

এই তারিখ, ১৩৯৬ শক জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী শনিবার, (১১ জুন ১৪৭৪ খৃঃ) প্রতিলিপির তারিখ বলিয়া ধরা হইয়াছে। সম্প্রতি পদচন্দ্রিকার উত্তরাংশের একটি প্রতিলিপি ঐ পুথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে—প্রতিলিপির তারিখ ১৬০১ শকাব্দ এবং লেখক রামজীবন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির পর তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকও পাওয়া যায় : (১৬৫ ক পত্র)—

যাবচ্ছ্বয়তি বিশ্বমম্বরমণেঃ প্রাচ্যপ্রতীচ্যাচলৌ
যাবন্মণ্ড(ল)মৈন্দবং দ্যুতি(? দ্রুত)তমস্কাণ্ডং জগন্মণ্ডনং।
যাবজ্জহ্নুসুতাম্বুধেরনুভবত্যাশ্লেষলীলাসুখং
তাবন্মে কৃতিরাতনোতু কৃতিনামানন্দ(বৃন্দা)মিয়ং।
যাবচ্চন্দ্রকচিশ্চকোরনিচয়ৈশ্চঞ্চু ভিরাচম্যতে
যাবচ্চণ্ডরুচো রুচঃ পরিচয়াচ্ছুক্রঃ শুচং মুঞ্চতি।
যাবচ্ছ্বয়তি সাচলাব্ধিরচলা চক্রী(শ)চূড়ামিয়ং
তাবচ্চারুবিচারণাভিরচিতা টীকা চকাস্তু চ্ছকৈঃ।

এই মনোহর শ্লোকত্রয় লিপিকারের রচনা নহে, স্বয়ং রায়মুকুটেরই রচনা, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রায়মুকুটের রচিত স্মৃতিনিবন্ধ

---

২৫) অমরকোষ (A. Barooah's Ed., 1887-88) p. 144, I. 6. p. 271

"স্মৃতিরত্নহারে"র অতিজীর্ণ একটি প্রতিলিপি আছে, এই গ্রন্থের প্রারম্ভভাগ অনেকাংশে ক্রটিত হইলেও রায়মুকুটের একজন পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় তাহা হইতে উদ্ধার করা যায়। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে[২৬] যে বিবরণ দিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাহা গ্রন্থের বিবরণী[২৭] দ্বারা সর্ব্বত্র সমর্থিত হয় না। জগদত্ত নামক "মূর্দ্ধাভি(যিক্তা)-ন্বয়ে" জাত কোন ব্যক্তির পুত্র "শ্রীরায় রাজ্যধর" একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। চতুর্থ শ্লোকের ক্রটিত পাঠ হইতেও পাওয়া যায়,—"জল্লালদীননৃপতির্মুদিতো গুণোঘৈঃ" অর্থাৎ রাজ্যধরের গুণে মুগ্ধ হইয়া 'সৈন্যাধিপত্য' প্রভৃতি পদাদিদানে তাঁহাকে গৌড়াধিপতি জলালদ্দীন সম্মান করিয়াছিলেন। স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয় ভ্রমক্রমে জগদত্তকে রাজা গণেশের সহিত এবং রায় রাজ্যধরকে তৎপুত্র জলালদ্দীনের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত রাজ্যধরের স্তুতিবাদ রহিয়াছে। সপ্তম শ্লোকটী এই :—

আচার্য্য ইত্যভিমতং কবিচক্র(বর্ত্তি)
* * * দ্বিতয়মধ্যগমত্ততো যঃ।
স শ্রীবৃহস্পতিরিমং বহুসংগ্রহার্থৈঃ
নির্ম্মাতি নির্ম্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্॥

পদচন্দ্রিকার পুষ্পিকায় রায়মুকুটের সমস্ত উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—

"ইতি মহিন্তাপনীয়-কবিচক্রবর্ত্তি-পণ্ডিতসার্ব্বভৌম-পণ্ডিতচূড়ামণি-মহাচার্য্য-রায়মুকুটমণি-শ্রীমদ্-বৃহস্পতিকৃতায়াম্"...

ছয়টি পাণ্ডিত্যের উপাধির মধ্যে আচার্য্য এবং কবিচক্রবর্ত্তী উপাধিদ্বয়, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম, রায় রাজ্যধরের নিকট প্রাপ্ত। স্মৃতিনিবন্ধ রচনাকালে তাঁহার অন্য উপাধি তখনও অর্জ্জিত হয় নাই, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে এবং তাঁহার রচনার ভঙ্গীতে মনে হয়, জল্লালদীন তখন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং ১৪৩১ খৃঃ তাঁহার এই প্রাথমিক রচনা স্মৃতিনিবন্ধও প্রণীত হইয়াছে কি না সন্দেহ। পদচন্দ্রিকা, বহু পরে তাঁহার বার্দ্ধক্যে রচিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহ ; কারণ, গ্রন্থারম্ভের সপ্তম শ্লোকে রায়মুকুটের পুত্রদের কীর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে[২৮] :—

যৎপুত্রা নৃপমন্ত্রিমৌলিমণয়ো বিশ্বাসরায়াদয়ঃ
খ্যাতা দিগ্‌জয়িনামপীহ জয়িনো লোকে কবীন্দ্রাশ্চ যে।
ব্রহ্মাণ্ডামরপাদপাদিসহিতং যেহতুলাপুরুষং
তত্তদ্‌গ্রন্থবিশেষনির্ম্মিতকৃতঃ কৃৎস্নেষু শাস্ত্রেষু তে॥

---

২৬) "বৃহস্পতি রায়মুকুট," সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ ৫৭-৬৪

২৭) *Descr. Cat of Sans. MSS, A. S. B,* Vol. III, pp. 226-30

২৮) অমরকোষ, A. Barooah's Ed., p. 2.

এই শ্লোকপাঠে সন্দেহ থাকে না যে, পদচন্দ্রিকারচনাকালে তাঁহার পুত্ত্রগণই যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং রায়মুকুট স্বয়ং সুতরাং পূর্ণ বার্দ্ধক্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকে তাঁহার 'রায়মুকুট' উপাধি প্রাপ্তির অতি উজ্জ্বল বর্ণনা রহিয়াছে এবং অষ্টম শ্লোকে পাওয়া যায়, তিনি "গৌড়াবনীপার্থিবাৎ" পণ্ডিতসার্ব্বভৌম পদবী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতিপরিণত বয়সের এই শেষ গ্রন্থ রচনার তারিখ যদি ১৪৩১ খৃঃ ধরা যায়, তবে তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধাদি পূর্ব্বতন গ্রন্থের রচনাকাল জলালদ্দীনের রাজত্বকালের অনেক পূর্ব্বে হইয়া পড়ে, যাহা একেবারেই অসম্ভব। গ্রন্থ রচনা করিতে (১৩৫৩ শক হইতে ১৩৯৬ শক) ৪৩ বৎসর লাগিয়াছিল, তাহাও সম্ভব মনে হয় না। সুতরাং অনুমান হয়, পুত্ত্রের জন্মকাল কিম্বা তাদৃশ কোন পারিবারিক ঘটনা অথবা গৌড়াধিপতি (জলালদ্দীনের) মৃত্যুকালরূপ কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার নির্দ্দেশক একটা তারিখই (১৩৫৩ শক) গ্রন্থমধ্যে উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। রায়মুকুটের এই নূতন কালনির্দ্দেশ (১৪৭৪ খৃঃ) প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গৌড়াধিপতি বারবাক সাহা প্রতিপন্ন হইতেছেন এবং বিদ্বৎপ্রিয়তা কিম্বা প্রাদেশিক সাহিত্যের অনুপ্রেরণা বিষয়ে তিনিই সম্ভবতঃ হুসেন সাহা প্রভৃতিকেও পরাস্ত করিয়া গৌড়াধিপগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন বলিয়া মনে হয়।

হরিদাসের গ্রন্থত্রয়ে আরও কতিপয় বিস্মৃত স্মৃতিনিবন্ধকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে দুই জনের নাম করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব—**চতুর্ভুজ মিশ্র** এবং **চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য**। অশৌচনিবন্ধে ইঁহাদের মতবাদ পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ইঁহারা অভিন্ন নহেন। চতুর্ভুজ মিশ্রের গ্রন্থের নাম "অশৌচপ্রকাশ" (অশৌচনিবন্ধ, ৮ খ)।

উপসংহারে, হরিদাসের পুত্র **অচ্যুত চক্রবর্ত্তীর** সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নূতন তথ্য লিখিত হইল। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।[২৯] সম্প্রতি তদ্রচিত শ্রাদ্ধবিবেকটীকার আদ্যন্তহীন প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩০] এই গ্রন্থেও আচার্য্যচূড়ামণির মতবাদ নামোল্লেখপূর্ব্বক বহু স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে।[৩১] স্বরচিত হারলতাটীকারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা :—

"বিশেষো হারলতা-সন্দর্ভস্থত্রিকায়ামনুসন্ধেয়ঃ" (২৫ ক)

---

২৯) *J. A. S. B.*, 1915, pp. 345 & 362.

৩০) নবদ্বীপ পাবলিক লাইব্রেরির ৯৬৪ সংখ্যক পুথি (২১-৫৪ পত্র)—পার্শ্বে "শ্রা বি অচ্যু টী" লিখিত আছে। তত্রত্য সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় পুথি দেখার ও আবশ্যক বচন উদ্ধার করার সুযোগ ও অনুমতি দিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

৩১) ২৬ খ, ২৮ খ, ৪২ ক, ৪৪ ক, ৪৯ ক ও ৫১ খ পত্র দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে তিন স্থলে (৩৯ ক, ৪৭ ক) এই টীকার উল্লেখ আছে, সর্ব্বত্র টীকার নাম "সন্দর্ভস্মৃত্রিকা" লিখিত হইয়াছে—"স্মৃতিকা" নহে এবং তাহাই হারলতা নামের সহিত যোজনার উপযোগী বটে। স্বর্গত চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, এই টীকাই হারলতার উপর প্রাচীনতম টীকা, বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। হরিদাসরচিত 'অশৌচনিবন্ধে' এক স্থলে (৫ খ পত্রে) পাওয়া যায়,—"হারলতা-ব্যাখ্যা * * মুক্তং"। এই পূর্ব্বতন ব্যাখ্যা হরিদাসের স্বরচিত হওয়াও অসম্ভব নহে, কিন্তু ত্রুটিত পাঠ হইতে স্থিরনিশ্চয় করা কঠিন। কোলব্রুকের মতে অচ্যুত, রঘুনন্দনের প্রায় সমসাময়িক[৩২] এবং তাহাই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

---

৩২) Eggeling : *Ind. Off. Cat.,* p. 461.

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৯)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গোলোকনাথ শর্ম্মা

'হিতোপদেশ'-প্রণেতা গোলোকনাথ শর্ম্মার কোনও পরিচয় এতাবৎকাল কেহ প্রকাশ করেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, সহকারী পণ্ডিত অথবা মুন্‌শীদের তালিকাতেও গোলোকনাথের নাম নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা আছে যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে সংস্কৃত হিতোপদেশের যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, গোলোকনাথ পণ্ডিত বা গোলোকনাথ শর্ম্মা তাহার লেখক। এই পুস্তকের দুই-চারি খণ্ড এখনও এখানে-সেখানে বিদ্যমান আছে এবং এতকাল পর্য্যন্ত এই পুস্তকের পরিচয়ই গোলোকনাথ শর্ম্মার একমাত্র পরিচয় ছিল।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে' (প্রথম দুই খণ্ড) প্রকাশিত জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্রাবলী হইতে গোলোকনাথ শর্ম্মার সামান্য কিছু পরিচয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু ইহাও এত যৎসামান্য যে, আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। এই সামান্য পরিচয়টুকুও আবার সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত অনেক ধাপ ভাঙিয়া বাহির করিতে হইয়াছে।

মালদহ হইতে জন টমাসের আহ্বানে মদনাবাটীর নীলকুঠির অধ্যক্ষের চাকুরি লইয়া কেরী যখন নৌকাযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু সঙ্গে ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মদনাবাটী পৌঁছেন; টমাস তখন বারো মাইল দূরে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শিখিবার জন্য এই সময়েই এক জন স্থানীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এই পণ্ডিতই যে গোলোকনাথ শর্ম্মা, তাহা মনে করিবার পরোক্ষ কারণ আছে। ১৭৯৫ সনের ১লা নবেম্বর হইতে ১৭৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে লেখা টমাসের ডায়ারি 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টস' প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ২৭৮-২৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্থলে টমাস লিখিয়াছেন, আমার পণ্ডিত যে "হিন্দু ফেব্‌ল্‌স" অনুবাদ করিতেছেন, তাহার মধ্য হইতে তিনটি গল্প বাছিয়া আমি তাহার ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট পাঠাইলাম। গল্প তিনটি এই—(1) Crow and the Deer, (2) Old Dove and the young ones—Snare, (3) Jackals and Elephant. ১৮০১ সনের ১৫ই জুন উইলিয়ম কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে—

> Our Pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish.

১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলোকনাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'। ইতিপূর্ব্বে সকলেই কেরীর এই পত্রে লিখিত "Our Pundit" অর্থে ভুল করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে বুঝিয়াছেন।

এই গোলোকনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ সনের প্রারম্ভেই কেরীর পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন, ইনি কিশোরবয়স্ক ছিলেন এবং ইঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। এই কাশীনাথ পরবর্ত্তী কালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নহেন।

সুতরাং অনুমান করা যায়, গোলোকনাথ শর্ম্মার সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপালদীঘির (বর্ত্তমানে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত) কাছাকাছি কোনও স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মিশনরীদের সহিত যুক্ত ছিলেন; কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আগমন করেন, গোলোকনাথও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। টমাসের নির্দ্দেশে রচিত হিতোপদেশের গল্পগুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২য় খণ্ড) ৪০৯-৪১২ পৃষ্ঠায় জোশুয়া মার্শম্যানের জার্নালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ২রা জুলাই (১৮০৩) তিনি লিখিয়াছেন—

Our brahman (not a professor, but employed by them) Golook Naut is dead, at his own house, whither he had gone for his health. He died in all the superstition of Hindoo idolatry.

১৩ই আগষ্ট লিখিতেছেন—

We learnt by a letter from brother Fernandez* to-day, that our brahman's wife was *burnt with him*. Although we have his two brothers and other relations about us, they so sedulously concealed it, that we were totally ignorant of it till now. We, however, thought it now our duty to bear a testimony against this infernal practice, by discharging the elder brother who kindled the fire, from our service for ever, as a man whose hands are stained with blood.

গোলোকনাথ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই। 'হিতোপদেশ' ছাড়া গোলোক শর্ম্মা লিখিত অন্য কোনও পুস্তক বা পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায় না। 'হিতোপদেশে'র আখ্যাপত্র এইরূপ—

হিতোপদেশ।—
সংগ্রহ ভাষাতে—
গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—
১৮০১—

---

* ইনি দিনাজপুরের একজন মোমবাতির ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে মিশনের কাজে যোগদান করেন।

আখ্যাপত্র সহ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৭।

গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র অংশবিশেষ যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লিখিত বাংলা পুস্তকাবলীর প্রাচীনতম রচনা (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও গোলোকনাথের নিজস্ব বাক্যরীতি প্রশংসনীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য এবং রামরাম বসুর নিরঙ্কুশ বিজাতীয় শব্দপ্রয়োগ গোলোক শর্ম্মার 'হিতোপদেশে' নাই। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটি২ নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্খ পুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধাম্মিক হয়। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়।—পৃ. ৪-৫

গোলোকনাথ শর্ম্মা-প্রণীত 'হিতোপদেশে'র পরবর্ত্তী কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রসঙ্গে বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উল্লেখ বার-বার করিতে হইয়াছে। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুণ্যনাম আরও বহুবার উচ্চারণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ বাংলা গদ্যের এই প্রস্তুতির কালে তাঁহার মত একজন শিল্পীর অভ্যুদয় না ঘটিলে ইতিহাস ভিন্নরূপে লিখিত হইত। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার রসজ্ঞান যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বাংলা ভাষার নিতান্ত অন্ধকার-যুগেও একটা নির্দ্দিষ্ট গদ্যরীতির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। আদর্শের অভাবের জন্য মৃত্যুঞ্জয় ভীত হন নাই। সুদুর্জ্জয় সাহস ও আত্মনির্ভরতাবলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অধুনাপ্রচলিত প্রায় সকল রীতি লইয়াই পরীক্ষা

করিয়াছিলেন। তাঁহার একার সাধনা প্রায় এক যুগের সাধনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

দুঃখের বিষয়, বাংলা গদ্যের এই প্রথম স্রষ্টা পুরুষের সম্পূর্ণ জীবনী ও কীর্ত্তি-কাহিনী কালের ভগ্নস্তূপ ঠেলিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। যতটুকু হইয়াছে, তাহার জন্য সম্পূর্ণ গৌরব ঐতিহাসিক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত এ যুগের বাঙালীর পরিচয় সাধন করাইয়াছেন। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় তিনি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ অনেকের মতে মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া ছিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে মেদিনীপুরবাসী বলিয়াছেন। আমরা সন্ধান করিয়া যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয়, রাঢ় দেশ হইতে তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রকে গিয়া বসবাস করিয়া থাকিবেন। এই কারণে তাঁহার ওড়িয়া-খ্যাতি হওয়া স্বাভাবিক। ভদ্রক সেকালে মেদিনীপুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত থাকাও অসম্ভব নহে। অনুমান ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি চট্টোপাধ্যায়বংশ-সম্ভূত কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালের মাঘ মাসের 'নবজীবন' পত্রিকায় সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মৃত্যুঞ্জয়-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুঞ্জয় ১৭৬২।৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন; কৈশোরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা নাটোরে তত্রত্য সভাপণ্ডিতের নিকট এবং যৌবনে তিনি কলিকাতার অধিবাসী। জীবনের পরবর্ত্তী কাল তিনি কলিকাতাতেই অতিবাহিত করেন।

১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পাদরি উইলিয়ম কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন; মাসিক বেতন দুই শত টাকা। কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কেরীর অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক 'বত্রিশ সিংহাসন'—ইহার জন্য তিনি কেরীর সুপারিসে কলেজকর্ত্তৃপক্ষের নিকট পুরস্কারস্বরূপ দুই শত টাকা পাইয়াছিলেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের নূতন ব্যবস্থানুসারে সিবিলিয়ান ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী করিবার জন্য এক জন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রেও কেরীর সুপারিসে মৃত্যুঞ্জয়কে বহাল করা হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রায় পনরো বৎসর অধ্যাপনা করিবার পর মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে কোর্টের পণ্ডিতরূপে গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। মৃত্যুঞ্জয় দুই শত টাকা বেতনে কলেজে ঢুকিয়াছিলেন, পনরো

বৎসরেও তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার কারণ, কলেজের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়াই চলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না; ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুলাই তারিখে তিনি কলেজে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।

ইহার পর মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেনের অধীনে জজ-পণ্ডিতের কাজ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি এই কাজ হইতে চারি মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন এবং কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিবার পথে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮১৯ সনের ১৯এ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয় শুধু অধ্যাপক পণ্ডিতই ছিলেন না, সেকালের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্ব্বে উক্ত কলেজের নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটিরও পরিচালক-সমিতির এক জন সদস্য ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সে যুগে প্রবাদবাক্যের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা এবং সুপ্রীম-কোর্টে জজ-পণ্ডিতী ছাড়াও তিনি তাঁহার বাগবাজারের গৃহে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, সে যুগে মৃত্যুঞ্জয় উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন রীতিমত চর্চ্চা করিতেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার নিকটে নানাবিধ সামাজিক ও আইনঘটিত ব্যাপারেও বিধান লইতেন। তন্মধ্যে সহমরণবিষয়ক বিধান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৭ সনেই বিধান দিয়াছিলেন যে, "চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্ম-জীবনযাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।" ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের সহমরণ-বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত বাংলা পুস্তকগুলির সহিতই আমাদের এই ইতিহাসের সম্পর্ক। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার সকল পুস্তক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তাহার তালিকা এইরূপ—

১। বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২

২। হিতোপদেশ, ১৮০৮

৩। রাজাবলি, ১৮০৮

৪। বেদান্ত চন্দ্রিকা, ১৮১৭

৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা, ১৮৩৩ (রচনা ১৮১৩)

ইহা ছাড়া তিনি উইলিয়ম কেরীকে তাঁহার কথোপকথন, সংস্কৃত হিতোপদেশ ও

সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ' পুস্তকের রচনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের যথেষ্ট হাত ছিল। লং ১৮০৫ সনে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'দায়রত্নাবলী'র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে পুস্তক পাওয়া যায় নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রে ব্রজেন্দ্রবাবু "Literary Notices" বিভাগে হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে লিখিত মৃত্যুঞ্জয়ের একটি পুস্তকের নাম পাইয়াছেন। সে পুস্তকের উল্লেখও অন্যত্র তিনি দেখেন নাই।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি বিশেষ করিয়া তাঁহার 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র জন্য। 'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস এবং 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় নানা কৌতুকের গল্পচ্ছলে বাংলা গদ্যরীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র গুরুত্বও বড় কম নয়। এতাবৎকাল আমাদের ধারণা ছিল—বাংলা ভাষাতে দুরূহ শাস্ত্রীয় বিচার এবং দার্শনিক যুক্তিমূলক রচনা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' 'বেদান্ত গ্রন্থে'র দুই বৎসর পরে প্রকাশিত হইলেও ইহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, ঐ ভাষা ও ভঙ্গী সম্পূর্ণ মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব এবং বেদান্তাদি দুরূহ বিষয়ের চর্চ্চা মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনভাবে পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন।

'বত্রিশ সিংহাসন'—কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়া ১৮০২ সনে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

বত্রিশ সিংহাসন।—| সংগ্রহ ভাষাতে।—| মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—| ১৮০২ |

উপক্রমণিকা ও বত্রিশটি পুত্তলিকার বত্রিশটি কাহিনী, পৃ. ২১০। ভাষা সহজ, সরল; রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার সহিত ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মৃত্যুঞ্জয় রামরাম বসুর আদর্শে রচনা করেন নাই। 'বত্রিশ সিংহাসনে' তিনি সংস্কৃতানুসারিণী এবং চলিত-ঘেঁষা, উভয়বিধ রীতিই প্রয়োগ করিয়াছেন, অথচ শেষোক্ত পদ্ধতিতে বৈদেশিক বা বিজাতীয় শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' হইতেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় লক্ষ্য করিবার বিষয়—তাঁহার সতেজ প্রকাশভঙ্গী এবং সরল শব্দবিন্যাস। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'; কেরীর 'ডায়ালগ্‌স ..' এবং গোলোক শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'—'বত্রিশ সিংহাসনে'র পূর্ব্বগামী ও সাময়িক হইলেও পরবর্ত্তী বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু 'হিতোপদেশ,' 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষাই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরী রীতিতে স্থায়ী হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ই প্রাণবান্ গদ্যের প্রথম স্রষ্টা।

বেতালপঞ্চবিংশতি এবং বত্রিশ সিংহাসন জাতীয় গল্প বহুকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত। সংস্কৃত গদ্য-পদ্যে রচিত একাধিক বত্রিশ সিংহাসন এখনও দেখা যায়।

এই গল্পগুলিতে অনেকে বৌদ্ধ প্রভাব দেখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও একটি বত্রিশ সিংহাসন প্রচলিত আছে। মৃত্যুঞ্জয় ইহার কোনটিকে তাঁহার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। অনুবাদ হইলেও ভাষা অত্যধিক সংস্কৃত-প্রধান নয়—মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনার ইহাই বিশেষত্ব এবং গোলোক শর্ম্মার উপরে এখানেই তাঁহার প্রাধান্য। ভাষার নমুনা-স্বরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা সর্ব্বত্র দেওয়া হইল।

১। দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল্ বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যূথী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকে। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বনহইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গাণ্ডার বানর বনশূকর শশক ভালুক হরিণাদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য প্রত্যহ নষ্ট করে এ জন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপর যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চহইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য। এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাকে তাবৎ রাজাধিরাজের প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরো নয় এবং মন্ত্রীর নয় কিন্তু এ স্থানেব মধ্যে চমৎকার কোনহ বস্তু আছেন তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ প্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল। তৎপর সেই স্থান হইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্নসিংহাসন উঠিলেন। —উপক্রমণিকা, পৃ. ৩

২। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। —প্রথম পুত্তলিকার কথা, পৃ. ৯

৩। হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্তমাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক

দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিবেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হন। —পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা, পৃ. ২৭

১৮০৮ সনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৮) এবং ১৮১৮ সনে তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৪৪) প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ সনে "লন্দন মহা নগরে চাপা" একটি সংস্করণ বাহির হয়।

'হিতোপদেশ'—১৮০৮ সনে প্রকাশিত হয়, পৃ. ২৪৩। আখ্যাপত্র এইরূপ—

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রহইতে উদ্ধৃত। | মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। | এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।— | বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত। | বাঙ্গালা ভাষাতে। | মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৮।— |

'হিতোপদেশে'র ভাষা 'বত্রিশ সিংহাসন' অপেক্ষা অধিক সংস্কৃত-ঘেঁষা। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ভাষা এমন সরল ও সুখপাঠ্য যে, অনুবাদে মৃত্যুঞ্জয়কে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধনের পরিশ্রম করিতে হয় নাই; তিনি যথাযথ মূলের আদর্শ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। গোলোকনাথও তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু উভয় অনুবাদের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব সাহিত্যবুদ্ধি অনুবাদকেও কতখানি সরস করিয়া তুলিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড়-মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে। অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘসমূহেতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরেরদিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ওহে বানরেরা শুন আমারদিগের কর্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে আহৃত তৃণকরণক নীড় নির্ম্মিত হইয়াছে পাণি পাদাদিবিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বানরেরা আলোচনা করিল বায়ুরহিত নীড় মধ্যে অবস্থান-প্রযুক্ত সুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভাঁগিল তাহারদিগের অণ্ড সকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল। পৃ. ৮৭-৮৮

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিষ্ণু শর্ম্মা রচিত প্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র পুস্তকের অন্ততঃ দশখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদের পর যে অনুবাদগুলি বাহির হয়, সেগুলি যেন হুবহু মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদেরই পুনর্মুদ্রণ। বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের এই 'হিতোপদেশ' দীর্ঘকাল বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৭) প্রকাশিত হয়।

'রাজাবলি'—১৮০৮ সনে বাহির হয়, পৃ. ২৯৫। আখ্যাপত্র এইরূপ—

রাজাবলি।— | সংগ্রহ ভাষাতে।— | মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৮।— |

'রাজাবলি'কে অনেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা ধরিয়া বিচার করিয়াছেন, কিন্তু আখ্যাপত্রে "সংগ্রহ ভাষাতে" দেখিয়া সন্দেহ হয়, ইহারও কোনও সংস্কৃত আদর্শ থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ গত বৎসরের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক সংস্কৃত 'রাজাবলি'র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং 'রাজাবলি'তে আলোচ্য বিষয়সমূহ লইয়া তিনি যে গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবারও হেতু নাই। সুতরাং এই বইখানিকেও অনুবাদের কোঠায় ফেলিতে হইবে। তবে ইহা যে বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন, মৃত্যুঞ্জয় অন্য প্রাদেশিক ভাষা হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশে' মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার রীতিজ্ঞানের পরিচয় দিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু 'রাজাবলি'তে পাইয়াছেন। এই পুস্তকে একাধিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে তিনি বিজাতীয় শব্দ প্রয়োগেও ইতস্ততঃ করেন নাই। 'রাজা-বলি'তে প্রথম গদ্যস্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষমতার নিদর্শন বিশেষভাবে বিদ্যমান। এই পুস্তকের আরম্ভ ও সমাপ্তি অংশ উদ্ধৃত করিলেই বাক্যপদ্ধতির ক্রমপরিবর্ত্তন স্পষ্ট হইবে। আরম্ভ এইরূপ—

> ব্রহ্মপ্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্য লোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস স্থানের ও অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্যবস্তু সকলের ও স্বস্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার ও কল্প মন্বন্তর যুগাদিরূপ কাল বিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। পৃ. ১১৭

সমাপ্তি এইরূপ—

> এইরূপে সুবে বাঙ্গালাদিতে কম্পনি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্য্যন্ত বরাবর কম্পনি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ মহারাজ দুর্ল্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ঐ আপন মুনীব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামী বৃক্ষের ফল পাইলেন অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔরসেতে মহারাজ দুর্ল্লভরামের জন্ম অতএব বিপরীত খচরস্বরূপ ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাসী সমেত কৌশলক্রমে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভেরদের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করত আছে। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কাল ক্ষেপণ করত আছেন। পৃ. ১৮৯

আরম্ভ ও সমাপ্তির মাঝে মাঝে 'রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা যে শিল্পাদর্শের দিক্ দিয়া কত উচ্চ স্তরে পৌছিয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটি হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। রসিক পাঠক ইহার মধ্যে বঙ্কিমী ভঙ্গীর সন্ধান পাইবেন।

> যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে

ভস্মবিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং উর্দ্ধবাহু হইল। পৃ. ১৩৪

১৮১৪ সনে 'রাজাবলি'র দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ২২১) প্রকাশিত হয়।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'—রচনার তারিখ (১৮১৩ খ্রীঃ) হিসাবে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র স্থান 'রাজাবলি'র পরেই, কিন্তু ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮১৯ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে লেখা কেরীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়—

Mritoonjuya, formerly Chief Pundit of the College, some years ago at my suggestion undertook the abovementioned work, to which he has given the name of Prabodha-Chundrika. It is a sketch of the whole cycle of Hindoo Literature, illustrated by familiar examples and interspersed with anecdotes intended to exemplify the different sciences described therein..... The work is now in the Serampore Press and will be printed.......

এই পত্রে মৃত্যুঞ্জয়কে এই সকল গ্রন্থরচনার পরিশ্রমের জন্য পুরস্কৃত করিবার সুপারিশ ছিল। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ পঞ্চাশ খণ্ড 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' কিনিয়া লেখককে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তাহার জন্য অপেক্ষা করেন নাই। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। ঠিক ১৪ বৎসর পরে ১৮৩৩ সনের মে মাসে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বই। পরবর্ত্তী কালে বাংলা-সাহিত্যের বহু সমালোচক ও ঐতিহাসিক এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ অধ্যয়ন না করিয়াই ইহার ভাষার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজনই মনে করেন নাই যে, মৃত্যুঞ্জয় নানা গদ্য-রীতির নমুনা দ্বারা এই গ্রন্থখানিকে স্বয়ং সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' দীর্ঘকাল কলিকাতার বাঙালী ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক ছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া নিজেরাই ইহার একটি সংস্করণ (১৮৬২ খ্রীঃ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে যুগের বাঙালীদের অনেকেরই এই পুস্তকখানির সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। এই বই লইয়া অনেক আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, এই সকল আলোচনাতে মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। পরবর্ত্তী কালে মৃত্যুঞ্জয়কে যাঁহারা সমধিক সমাদর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় অনুসৃত (১) মৌখিক রীতি, (২) সাধু বা সাহিত্যিক রীতি, এবং (৩) সংস্কৃত রীতি লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, তিনি প্রধানতঃ অনুবাদস্থলেই সংস্কৃত রীতি ব্যবহার করিয়াছেন।

বস্তুতঃ মৌখিক রীতির প্রতি যে তাঁহার প্রবণতা ছিল, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পাঠে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। পুস্তকের ভূমিকায় জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন—

This work was composed by the late Mrityunjoy Vidyalunkar, one of the most profound scholars of the age..... The work, which he left unpublished at his death, consists chiefly of narratives from the Shastrus, written in the purest Bengalee, of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens. The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour. In other parts of the work he has drawn so freely on the Sungskrit, that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance. All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of this compilation.

Considering how confined is the number of works written by natives of the country in pure Bengalee which we possess, it is to be hoped that the present work will form a valuable addition to the library of the student. Though he should be occasionally interrupted, in the perusal of it, by words and phrases of unusual occurrence, yet he will be amply repaid for his labour by the purity of its diction, and by the opportunity which it will afford him of appreciating the resources of the Bengalee language. Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language.

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র বিবিধ গদ্যরীতির নমুনা স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহা হইতেই পাঠক মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

১। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিল ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলাবিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশগণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। পৃ. ২৮৯

২। এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোবরনিবাসী এক রাজ-হংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লপন চরণ ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল এক্ষণে কোথাহইতে আইলা। মানস কাসারহইতে। সে স্থানে কি আছে। সুবর্ণ বর্ণ রাজীবরাজী পীযূষতুল্য জল নানা রত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল যারদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি প্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরণ্ময় সোপানাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর ক্রুঞ্চেরা কহিল সেখানে শামুক আছে হংস কহিল না। এই কথা শ্রবণমাত্রে কহ্বেরা হংসকে হাহী করিয়া উপহাস করিল। পৃ. ২৬৬

৩। দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজীশিরোরত্নরঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনী বিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন প্রায় অস্তমিত হইলেন। পৃ. ২৭১-৭২

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র এইরূপ—

An/Apology/for/The Present System/of/Hindoo Worship. /Written in the Bengalee Language, and Accompanied by/an English Translation. /Calcutta : /Printed by A. G. Balfour, at the Government Gazette/Press, No. I, Mission Row. /1817./

মৃত্যুঞ্জয়ের নাম না থাকিলেও ইহা যে তাঁহারই রচনা, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) বিবরণ ও 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে (১৮৪৫, জুলাই) প্রকাশিত "Vedantism—, what is it ?" প্রবন্ধ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় এক নূতন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অতি দুরূহ বেদান্ত-দর্শনও যে বাংলা ভাষায় আলোচ্য হইতে পারে, রামমোহন রায় তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কঠোর শাস্ত্রীয় বিচারও যে বাংলা ভাষায় করা যায়, ইহা মৃত্যুঞ্জয়ই প্রমাণ করিলেন। ইঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় বাংলা ভাষার বনিয়াদ পাকা হইল; পাঠ্য পুস্তকের স্তর হইতে বাংলা ভাষা একেবারে শাস্ত্রচর্চ্চার আসরে উন্নীত হইয়া সকলের শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিচারে মৃত্যুঞ্জয়ের এই ভাষাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তর পণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহঙ্কার কুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিম্বা তারদের রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথগামীরা বিপদ্গ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধবাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তিভাগী হয়। পৃ. ২০৯

২। পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ব বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন। পৃ. ২১৩

বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্ত্তি বিচার এখনও সুষ্ঠু ও যথাযথ ভাবে হয় নাই; ইহার প্রধান কারণ, মৃত্যুঞ্জয়ের সকল দিক্ একত্র করিয়া বিবেচনা করিবার সুযোগ এত দিন আমাদের ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুঞ্জয়ই সর্ব্বপ্রথম জড় বাংলা গদ্যে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিলেন; সেই প্রদোষান্ধকারে ইহা যে কত বড় কাজ, বর্ত্তমান সমৃদ্ধির উপর চাপিয়া বসিয়া তাহা হয়ত আমরা অনুভব করিতে পারিব না। তথাপি বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পিরূপে মৃত্যুঞ্জয়কে পূজা নিবেদন করিতেই হইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাট্ত্ব যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে যুগের সেই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক এবং বঙ্গভাষাবিদ্ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের প্রশস্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি—

At the head of the establishment of Pundits [at the College of Fort William] stood Mritunjoy, who, although a native of Orissa, usually regarded as the Bœtia of the country, was a colossus of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson], not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour.

—*The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i, 180.

একত্রিংশ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

১। বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ (দ্বিতীয়াংশ) ... শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ ... ১৩৭

২। ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র ... মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ... ১৫৭

৩। পুরুলিয়ার পাখী (প্রথমাংশ) ... শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল্, এফ জেড এস্ ... ১৬৪

৪। কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী... মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল ... ১৭০

৫। "বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" সম্বন্ধে মন্তব্য ... শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ... ১৭৭

ঐ আলোচনা ... শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ... ১৮০-৮১

৬। অর্থশাস্ত্রে দুর্ব্বল রাজার আত্মরক্ষা... কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্, পি-এচ্ ডি ... ১৮৭

৭। ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য— সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

মূল পত্রিকা ভারতমিহির প্রেসে, টাইটেল ও বিজ্ঞাপন কোহিনূর প্রেসে, কার্য্যবিবরণ সুধীর প্রেসে, মলাট মেসার্স ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত

ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল কলামে ৬০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃত-বাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an outcome of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis including poems by nearly thirty unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master-poets of the Padavali Literature. * * * As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।"

সুপ্রসিদ্ধ 'প্রবাসী' লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদ-রত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী, অসাধারণ কবিত্ব প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয় ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বালযোগপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী,—মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়..... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক"—"নব্য-ভারত," চৈত্র, ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে······বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ······ বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মত বই"—"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature.—"The Amrita Bazar Patrika," 8th April, 1920.

"The author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who are interested in Brindaban—its past history and present position.—"The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading. "—"The Hindoo Patriot," 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২॥০
পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৸০
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

মকরধ্বজ রসায়ন

মকরধ্বজের সহিত মুক্তাভস্ম, প্রবালভস্ম, মৃগনাভি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপাদান যোগে প্রস্তুত।

স্মৃতি. মেধা, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক অত্যুৎকৃষ্ট রসায়ন। মস্তিষ্ক চালনাকারিগণের পরমহিতকারী মহৌষধ।

অষ্টাহ ৪৲ অর্দ্ধমাস ৬৲ একমাস ১২৲

("মকরধ্বজের কথা" পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।)

মকরধ্বজ ভাণ্ডার

২৫৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সচিত্র মাসিক পত্র

বৈশাখে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে

সম্পাদক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সুনির্ব্বাচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রভৃতি সকলেরই চিত্ত জয় করিবে।

প্রতিমাসে অনেকগুলি ছোট গল্প থাকে। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস "অভিশপ্ত-সাধনা" প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি সংখ্যাতেই রঙ্গীন চিত্র ও অন্যান্য বহু চিত্র থাকে। এত সুলভ মূল্যে এরূপ সুন্দর মাসিক পত্র আর নাই।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

'বাঁশরী" কার্য্যালয়'-১৬৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ

[৩১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

দীক্ষাগ্রহণ

আজকাল কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই মধ্যে বংশগত গুরুকরণ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুকরণে যোগ্যগুরুর অনুসন্ধান শিষ্য করেন না। গুরু, শিষ্য দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত কি না, দেখেন না। গুরুর পুত্রই গুরু হইবেন এবং প্রত্যেক হিন্দুকেই দীক্ষা লইতে হইবে, এই মতের সৃষ্টি কি করিয়া হইল, বলা যায় না। তন্ত্রে যোগ্য গুরুর ও যোগ্য শিষ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—

"পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌গুরুর্নহি।"

শ্রীজীব টীকায় "লাভো ধনাদিঃ শিষ্যাৎ" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুরু ও দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর সহিত এক বৎসর এক সঙ্গে বাস করিয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিলে তবে দীক্ষা দিবেন, এই বিধি আছে।

"তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাত্বাহন্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥"

এই সমস্ত উৎকৃষ্ট বিধি থাকা সত্বেও যে বংশানুক্রমিক গুরুকরণ প্রথার কি করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা অনুসন্ধেয়।

হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ

বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই অর্থাৎ জয়দেবের কিছু কাল পরেই মুসলমানগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ পাঠানগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি রচিত হয়। তৎকালীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেশে সুশাসনের পরিচয় পাওয়া যায় না। মোগল অধিকারের সময়ে রচিত কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, কৃষ্ণদাস-(লালদাস নামান্তর) কৃত ভক্তমালের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ অপেক্ষা মুসলমান-গণের পরিচয় অধিক পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থে অনেক স্থলেই হিন্দুমুসলমানের প্রীতি-বন্ধনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মোগল বাদশাহগণ ও মুর্শীদ কুলি খাঁ প্রভৃতি বঙ্গীয় নবাবগণ হিন্দুগণের উপর অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচার করিতেন। বহুকাল এক সঙ্গে বসবাস করিবার ফলে উভয় জাতির মধ্যে বহু ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল ও তাহারা পরস্পরকে সহ্য করিতে শিখিয়াছিল। আকবরের উদার শাসননীতির ফলেও হিন্দুমুসলমানের

সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এ সব কথার সাক্ষ্য ইতিহাসও দিয়া থাকে। আমার কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব বৃদ্ধির অপর একটি কারণ মনে হইয়াছে। পরে দেখাইব যে, মহাপ্রভু বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। আকবর বাদশাহের শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন করিতে আসিবার প্রবাদও প্রচলিত আছে। তাঁহার রচিত একটি পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর শত অত্যাচারের পরিবর্ত্তে যে জাতির মহাপুরুষ অত্যাচারি-গণকে সাদর আলিঙ্গন দিয়া প্রেমদান করিলেন, সে জাতির মহত্ব দেখিয়া মুসলমানগণের পক্ষে অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ফলে হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

পাঠান শাসনকালে রাজনৈতিক অবস্থা

পাঠান শাসনকালে বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডই বিভিন্ন নীতিতে শাসিত হইত। বঙ্গের সুলতান প্রবলপরাক্রান্ত হইলে ঐ সমস্ত খণ্ড হইতে কর গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুলতান প্রবলই হউন, দুর্ব্বলই হউন, দেশে যে সামন্ত-শাসনপ্রণালী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের পরই এক মুসলমানের অধিকার ছিল।

মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার।
তার ভয়ে কেহ পথে নারে চলিবার॥
পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥ — চৈঃ চঃ।

ফেরিস্তাবর্ণিত বিবরণ পাঠে আমাদের অনুমান সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ফেরিস্তা লিখিয়াছে যে, শের শাহ্ বঙ্গরাজ্যকে কতকগুলি সমক্ষমতাপন্ন সামন্তের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া কাফি ফজিলেতকে সমগ্র রাজ্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭—১৫৪০) এ সময়ে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। "He subjected to his dominion the whole country as far as Setubandha Rameswar" (Andrew Sterling, T. R. A. A., 1831)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তাঁহার বঙ্গ আক্রমণের অভিসন্ধির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পাঠে তৎকালীন বঙ্গাধিপের (হুসেন সাহ্ অথবা নসরৎ সাহ্) পরাক্রমেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই মত আছেন বৎসর দুই চারি।
গৌড়ে উৎকলে তবে পড়িল যে ধাড়ী॥
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ।
শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাস॥

চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল॥
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দ্দূল দেখে কতক অন্তর॥
ওড্র দেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবে এত দিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভজন পাছে কর॥
কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইব উৎকলে॥
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র।
বিজয়ানগরে গেল করিবারে যুদ্ধ॥—জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল।

রামানন্দ রায়কৃত শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রভাবের পরিচয় আছে,—

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্ধরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবর্গভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতির্জ্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥—১ম অঃ ১০

হুসেন সাহ্ কিন্তু উৎকল আক্রমণ করিয়াছিলেন,—

যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশ।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ॥—চৈঃ চঃ।

বনবিষ্ণুপুর, মল্লবংশীয় রাজপুতগণের অধীনে মুসলমানগণের নিকট হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। জনৈক ফরাসী পরিব্রাজক বলিয়াছেন, এরূপ সুশাসিত দেশ ভূমণ্ডলে নাই। রাজাদিগের বড় বড় কামান ছিল এবং এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, শত্রু আসিলে তাঁহারা দেশ জলে প্লাবিত করিতে পারিতেন। এই বংশীয় বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ও হিন্দু শাসনকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই ত চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥

বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥

রঘুনাথদাসের প্রতি তাহার উক্তি—

তোমার জ্যাঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়॥—চৈঃ চঃ।

গোপীনাথ পট্টনায়ক হিরণ্যদাসের ন্যায় আর একজন হিন্দু শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া চরিতামৃতে উল্লেখ আছে। নরোত্তমবিলাস হইতে জানা যায় যে, ঠাকুর মহাশয়ের পিতা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত খেতুরীর রাজা ছিলেন। বেনাপোলের রামচন্দ্র খানও যশোহর বিভাগের কিয়দংশের শাসনাধিকারী ছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়। "অদ্বৈতপ্রকাশে" লিখিত আছে, শ্রীহট্ট জেলার—

লাউড়েতে নবগ্রামে ছিল তাঁর বাস।
দিব্যসিংহ রাজার তাঁহা রাজত্ববিলাস॥

এই সমস্ত রাজা মুসলমান অধিপতিকে কর দিতেন। কর যথাসময়ে না দিতে পারিলে তাঁহাদের কিরূপ শাস্তি হইত, তাহা চরিতামৃতে বর্ণিত গোপীনাথ পট্টনায়কের দুর্দ্দশা হইতে বুঝা যায়।

এক দিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল॥
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥—চৈঃ চঃ।
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥—চৈঃ চঃ।

অবশ্য পট্টনায়ক প্রতাপরুদ্রের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নির্য্যাতনপ্রথা মুসলমানগণের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল না। প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব বিদ্রোহী চান্দ রায়কে ধরিয়া হাতী দিয়া মারিতে গিয়াছিলেন।

মাতোয়াল করি হাতী আনহ সাক্ষাতে।
বসিলা অনেক লোক মরণ দেখিতে॥—প্রেঃ বিঃ।

করপ্রদানকারী এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার শাসন দেখিয়া মনে হয় যে, পাঠান রাজগণ দেশের আভ্যন্তরীন রাজকার্য্য নিজেরা না করিয়া হিন্দুগণের উপর ভার দিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণেতা Stewart সাহেব বলিয়াছেন,—"The Government of the Afghans in Bengal cannot be said to have been monarchical, but nearly resembled the feudal system introduced by the Goths and Vandals into Europe. It is possible that many of the Afghan officers, averse to business, or frequently called away from their homes to attend their chiefs, farmed

out their estates to the opulent Hindus, who were also permitted to retain the advantages of manufacture and commerce." জন-প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসেও (দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল) এইরূপ কথা আছে। "বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজত্ব চলিতেছিল।"

রাজদ্রোহ ও দস্যুভয়

এইরূপ করপ্রদানকারী রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার কর প্রদান না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। প্রেমবিলাসে রাজমহলের জমীদার চান্দ রায়ের কাহিনী নিম্নলিখিত ভাবে আছে,—

মহাবীর শক্তি ধরে যুদ্ধ পরাক্রমে।
শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥
চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার।
তার কথো দিনে হৈল এমন প্রকার॥
গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়।
রাজমহল থানা করি আমল করয়॥
বলবান্ দেখি সেই বিচারিল মনে।
না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে॥
পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে থানা দেয় গ্রামে।
কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল॥

চাঁদরায় স্বাধীন হইয়া রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই,—দস্যুবৃত্তি করিয়া দেশের উৎপীড়ন করিয়াছিলেন মাত্র। তৎকালে দস্যুদলে ভদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানগণও যোগদান করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ ব্যাড়ুয্যা আর ললিত ঘোষাল।
কালিদাস ভট্ট দস্যু অতি দুরাচার॥
নীলমণি মুখটি আর রামজয় চক্রবর্ত্তী।
হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্ত্তী॥
পূর্ব্বে তারা চান্দ রায়ের সৈন্য যে আছিল।
চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥—প্রেঃ বিঃ।

পাঠান অধিকারকালে দেশমধ্যে যে শান্তি ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত ঘটনাগুলি হইতে পাওয়া যায়। জগাই মাধাই—

মাধাই করিয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পরগৃহ দহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে নাহিক দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্যপান বিনা আর নাহি যায় কাল॥—চৈঃ ভাঃ।

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায়॥—প্রেমবিলাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু স্থলেই দস্যুর উৎপাতের কথা লিখিত আছে। অনেক দস্যু তান্ত্রিক আচারী ছিল।

ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥—চৈঃ ভাঃ।

বহু দূরে গমন করিতে হইলে তখন লোকে জলপথে যাইত। জলদস্যুরও অভাব ছিল না—

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে লৈল॥—চৈঃ চঃ।

দেশের যখন এরূপ অবস্থা, তখন যে পথঘাট ভীতিসঙ্কুল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে "জাও" বলি লয় প্রাণে॥—চৈঃ চঃ।

মুসলমানগণের হিন্দুসমাজের উপর অত্যাচার

মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিয়া লোককে জোর করিয়া মুসলমান করিতে চাহিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে,—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

একদিন হরিদাস কহে প্রভু স্থানে।
নিত্য ধর্ম্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে॥

দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্য সব করে লণ্ডভণ্ড॥
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলয়ে আগুনে॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলক মুদ্রা বলে চাটি খায়॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সমে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্ট মনে॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়ন করে বলিয়া পাগল॥
হেন মতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম ত রা ব নষ্ট করে॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে মুসলমানগণ যে প্রবল বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে পাই। কিন্তু নবোদিত ধর্ম্মকে বাধা দিতে যাওয়া সকল সময়ে নিরাপদ্ নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কাজীদলনের বৃত্তান্ত পড়িয়া মনে হয় যে, মহাপ্রভু মুসলমান অত্যাচারে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া, দলবল সহ মশাল হাতে করিয়া কাজীকে শাস্তি দিতে গমন করিয়াছিলেন।

কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার॥
ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥"

মহাপ্রভুকে দেখিয়া কাজি যে ভক্তিগদগদচিত্তে আসিয়া স্তুতিমিনতি করেন, এ কথা পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকে হিন্দু বিদ্রোহিগণের নেতৃরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

মুসলমান ভক্ত

যাহা হউক, সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমানকে প্রেম দান করিয়াছিলেন। বহু মুসলমান তাঁহার কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বাদশাহ্ হুসেন শাহ্ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অনেকগুলি মুসলমান উদ্ধারের কথা লিখিত আছে।

তা সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥—চৈঃ চঃ।

পরবর্ত্তী কালে অনেক মুসলমান মহাত্মা মহাপ্রভুপ্রচারিত প্রেমধর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম আলোচনা করেন। পদ্মাবৎকাব্যের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ আলওয়াল, করম আলি, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদাবলী লিখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অনেকটা প্রীতির ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

হিন্দুমুসলমানের প্রীতি সম্বন্ধ

রাজ্যশাসন-ব্যাপারে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রূপ-সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ও কেশব ছত্রী একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সনাতনের উপর পাতশাহের কতটা নির্ভর ছিল, তাহা চরিতামৃত হইতে জানা যায়।—

আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিঞা॥

মুসলমানগণ হিসাবনিকাশে পটু ছিলেন না বলিয়া হিন্দুগণের সাহায্য লইতেন। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দে মজুমদার, শিকদার প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত উপাধি হিন্দুগণের মুসলমান রাজসরকারের কর্ম্মসূচক। এক একটি বিভাগে মুসলমান আমিন সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহার অধীনে একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু মজুমদার ও একটি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু শিকদার থাকিতেন। অনেক ব্রাহ্মণের খাঁ উপাধি ছিল—যথা সুবুদ্ধি খাঁ, সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতি। মুসলমানগণ কবিরাজী মতেও চিকিৎসিত হইতেন। মুকুন্দ গুপ্ত রাজ-কবিরাজ ছিলেন।

একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥—চৈঃ চঃ।

আজকাল যেমন আমরা ইংরাজী বেশ পরিধান করিতেছি, সেইরূপ মুসলমান আমলে অনেকে মুসলমান বেশ পরিতেন।

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ পড়ি হাতে কামান ধরিবে॥—জয়ানন্দ।

মহাপ্রভুর পরে যে হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আর একটি প্রমাণ আমরা একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব দলিল হইতে পাই। মুর্শীদ কুলি খাঁর সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া-তত্ত্ব লইয়া বহু তর্ক হয়। এই তর্কের নিরাকরণ উদ্দেশ্যে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবগণ বিচার করা স্থির করিলেন। "বিচার মানিলাম, তাহা পাতশাই শুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল। তিঁহো কহিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিন তজবিজে হয় না, অতএব বিচার কবুল করিলেন।" জয়পত্রে মুর্শীদ কুলি খাঁর সহি ও মোহর আছে।

কোন বৈষ্ণব সাহিত্যিক মুসলমানগণের নিকট সাহায্য বা উৎসাহ না পাইলেও সাধারণতঃ বিদ্যোৎসাহী মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যিকগণকে অর্থ-সাহায্যে উৎসাহিত করিতেন।

THE INDIAN HISTORICAL QUARTERLY

Edited by Dr. Narendra Nath Law, M.A., B.L., P.R.S., Ph.D.

Each issue about 200 pages, Super-Royal, 8vo.

Treating of Indian History, Literature, Religion, Philosophy, Folklore, Archaeology, Numismatics, Epigraphy, Geography, Ethnology, etc.

Special Features :—Notes on the progress of oriental studies in India and foreign countries ; notices of important articles published in the contemporary oriental journals in India and foreign countries ; rare Pali and Sanskrit texts to be published as supplements.

PROF. E. W. HOPKINS of Conn.—"I am much pleased with its appearance and contents. I have sent a card to the publisher to enroll me as a subscriber and beg to congratulate you on the first appearance of *so useful a periodical*............"

PROF. L. FINOT of Hanoi :—"I warmly congratulate you for this brilliant beginning of a career which, I hope, will be long and successful.........I hope you will have my paper in hand shortly."

PROF. M. WINTERNITZ :—"It is full of highly interesting and important matter, and keeps up a high standard of scholarship.........It promises to become a great help to all students of Indian History."

PROF. HERMANN JACOBI :—"I have perused your Quarterly with great interest...... I may have occasion to contribute now and then to the Miscellany section of the Quarterly and shall send you notes if I have any."

DR. JARL CHARPENTIER :—"............Splendid issue of the new Journal. I have read with great interest."

PROF. H. HERAS, S. J. :—"I must congratulate you on its appearance. It has been a success."

PROF. JWALA PRASAD :—"You deserve congratulations on the excellent issue that you have been able to bring out for the first number."

JOHAN VAN MANEN, Esqr :—"I wish to congratulate you on the importance and quality of the production. This is indeed a publication of great value. If you can keep up this standard for the future, you will increase the gratitude which the students of India's past already owe you. I find very much that is admirable in this first number, and no less that gives high hopes for the future."

PROF. OTTO SCHRADER :—"I request you to enlist me as a subscriber to your very promising 'Indian Historical Quarterly'."

Rates of advertisement : Rs. 17/- for 1 full page, single insertion.
Rs. 6/8 for ½
Rs. 3/8 for ¼

Please write to the Manager.

Annual Subscription Rs. 6/- (inclusive of postage). Per Copy Rs. 2/-

The Calcutta Oriental Press, 107, Mechuabazar Street, Calcutta.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহ্‌তাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৭
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৯১৫	...	৮২৬
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১২	...	১৪
		৯৫৮		৮৭০

(ক) আলোচ্য বর্ষে নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। স্যর জর্জ্জ এ. গ্রীয়াস্‌ন, ৫। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ৭। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বর্ষশেষে যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে ৯ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন এবং বর্ষশেষে তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ হয়। বর্ষমধ্যে অধ্যাপক-সদস্য-সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তনের ফলে ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য-পদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে তিন বৎসরের জন্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৫। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৯১৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, একজন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় মোট ১৮০ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০৩ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৬ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইঁহাদের অধিকাংশের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হইয়াছে এবং ইঁহাদের মধ্যে ৮ জনের পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অদ্য উপস্থিত করা হইবে।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

সাধারণ-সদস্য—১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ২। W. Sutton Page, ৩। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, ৪। নগেন্দ্রনাথ সোম, ৫। নলিনাক্ষ বসু, ৬। বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৭। রায় রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, ৮। শরৎচন্দ্র ঘোষ, ৯। শিশিরকুমার বসু, ১০। সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক এবং ১১। ডাক্তার সত্যানন্দ রায়।

ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহিত পরিষদের সম্পর্কের কথা এই কার্য্যবিবরণের অল্প পরিসরের মধ্যে লেখা সম্ভবপর নহে। পরিষদের বাল্যাবস্থা হইতে তিনি ইহার সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সহকারী সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহকারী সভাপতিরূপে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং বিবিধ শাখা-সমিতির সভ্য ও

সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া এবং কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সোম পরিষদের সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও বহু শাখা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ চিত্রশালার জন্য প্রাচীন মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থাদি দান করিয়া এবং শিশিরকুমার বসু নানাবিধ মূল্যবান্ দপ্তর সরঞ্জামীর দ্রব্য বর্ষে বর্ষে দান করিয়া এবং ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় কেশবচন্দ্র সেনের চিত্র দান করিয়া পরিষদের উপকার করিয়া গিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—নারায়ণচন্দ্র মৈত্র। তিনি বহু টাকা মূল্যের পুস্তক ও সুবর্ণ মুদ্রা পরিষদের বিভিন্ন ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুর বিয়োগে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতেছেন—

১। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও ৩। রায় হেমকুমার মল্লিক বাহাদুর। ইঁহারা এক সময়ে সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৩১এ শ্রাবণ, বুধবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (ক) ডক্‌টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (খ) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের পুত্রবধূ ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ-প্রদত্ত ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয় এবং ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ৩১এ ভাদ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত "দুর্গাদেবী" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২। ১৯এ ফাল্গুন—(ক) ডক্‌টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত "সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ", (খ) ডক্‌টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন-লিখিত "দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-

যুগের ভাষা" এবং (গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধত্রয় পঠিত হয়।

৩। ৩রা চৈত্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত "রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৪। ২১এ চৈত্র—(ক) স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার-লিখিত "রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা" এবং (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" (২য় অংশ) প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

(গ) **বার্ষিক স্মৃতিসভা**—১। ২৬এ চৈত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বন্দে মাতরম্' গানের পর শ্রীশান্তি পালের "বন্দে মাতরম্" ও শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতা পঠিত হয়, শ্রীসজনীকান্ত দাসের "সীতারাম" ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে অধ্যয়ন" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয় এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'কমলাকান্তে'র অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা হয়। অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। সভায় রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র গ্রন্থ, পরিষৎ হইতে প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হয়।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতিসভা—বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব হয়। প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিপার্শ্বে অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসুর নেতৃত্বে প্রার্থনাদি হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীসন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি প্রার্থনায় যোগদান করেন। এই উপলক্ষে গান ও কবিতাদি পঠিত হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের গান হইলে পর অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার-রচিত "মধু-উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে মধুসূদনকে প্রদত্ত মানপত্রদান" সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—১। ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে শোকসভা—৩রা পৌষ। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কবিতা পাঠ করেন, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ

পাঠ করেন, এবং শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রী ডি. ডি. পোদ্দার দীনেশবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

২। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান বর্ষের ১৮ই বৈশাখ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বক্তৃতা করেন। সভায় শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—২৪এ ভাদ্র। সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার। 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপদক' এবং 'স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতিপদক' দান উপলক্ষে আহূত এই বিশেষ অধিবেশনে রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সর্ত্তানুযায়ী ডক্‌টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো এই অধিবেশনে "আমীর খুস্‌রু-কৃত 'দেবলরাণী—খিজির খাঁ' কাব্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তাঁহাকে উক্ত পদক দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা সতী ঘোষকে স্বর্ণকুমারী দেবী সুবর্ণপদক প্রদানের বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়।

(চ) **ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা**

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এ বিষয় গত বৎসরই জানান হইয়াছে। বিগত বর্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তৃগণ যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ১লা ভাদ্র, "খাদ্য সম্বন্ধে দু' একটি কথা", বক্তা—ডাক্তার শ্রীঅজিতমোহন বসু।

(২) ১৫ই ভাদ্র, "বিজ্ঞানে কালের ধারণা", বক্তা—ডক্‌টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

(৩) ২২এ ভাদ্র, "কয়লার উৎপত্তি ও স্বরূপ," বক্তা—অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(৪) ৬ই পৌষ, "বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের আবিষ্কার", বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে রমেশ-ভবনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিভিন্ন বয়সের চিত্র,

তাঁহার দুই পত্নীর চিত্র, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁহার হস্তলিপি এবং তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি সজ্জিত করা হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের আত্মীয়গণ এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার পৌত্র শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সিংহ ও শোভাবাজার রাজবাটীর গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবনে বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা সরসীবালা সিংহ-লিখিত এক প্রবন্ধ রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর পাঠ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্তা রাণী দেবী ও শ্রীযুক্তা শোভনা দাস গান করেন।

সংবর্দ্ধনা

গত ১৩৷১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের যে অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে ১৪ই ডিসেম্বর পরিষদ্ মন্দিরে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের নেতৃত্বে উক্ত সভ্যগণ পরিষদে সমাগত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য এবং কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকে পরিষদের সকল বিভাগ প্রদর্শন করান।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় শ্রীযোগেশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক—শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৎসরের শেষে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীসজনীকান্ত দাস; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বৎসরের শেষভাগে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৩। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৮। শ্রীমাখনলাল সেন, ৯। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১০। রেভারেণ্ড এ. দোঁতেন, ১১। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১২। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৭। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৮। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীমনীষিনাথ বসু।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে পুনর্নির্ব্বাচনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৯টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা দুই বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্পর্কে পরিষদের প্রবর্ত্তিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র অন্তর্ভুক্ত ২য় পুস্তক 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে এই চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ লিখিবেন এবং ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থসূচী লিখিবেন।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু পদক সমিতি'তে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

(গ) নিম্নোক্ত সদস্যগণ এই সকল অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, —১। শ্রীমন্মথমোহন বসু—ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব সমিতিতে, ২। শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশনে, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিষ্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে, শ্রীপ্রমথনাথ বিশি বার্ণপুর 'আগমনী সাহিত্য-সম্মিলনে'।

(ঘ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা সমিতি, (ঝ) প্রাইমারী এডুকেশন বিল আলোচনা সমিতি, (ঞ) উদ্বৃত্ত পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর ব্যবস্থা সমিতি, (ট) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি এবং (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

(ঙ) (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪।১৫ ডিসেম্বর '৩৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হিষ্ট্রি কংগ্রেস প্রদর্শনীতে, (২) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৩) ৮ই ফাল্গুন হইতে ১৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত বীরভূম কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে, (৪) ২৮এ মাঘ ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৫) বর্ত্তমান বর্ষের ৪।৫।৬ই জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুরের শাখা-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

(চ) স্থির হইয়াছে যে, ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান' বক্তৃতামালার অন্তর্গত একটি বক্তৃতা করিবেন।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির-সংস্কারাদি কার্য্যের জন্য চিত্রশালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। পরিষদের গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার স্থানাভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্য রমেশ-ভবনের ত্রিতলে একখানি ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য আপাততঃ একটি শো-কেস্ খরিদ করা হইয়াছে। মন্দির-সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সাজাইবার ও তজ্জন্য আবশ্যকমত শো-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত দ্রব্য-গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উল্লেখযোগ্য—৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত আকবরের একটি স্বর্ণমুদ্রা, শ্রীগুরুসদয় দত্ত-প্রদত্ত সামসুদ্দিনের একটি মুদ্রা, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়-প্রদত্ত দুইটি প্রস্তরমূর্ত্তি—(ক) মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি এবং (খ) রুদ্রের আবির্ভাব মূর্ত্তি, শ্রীঅজিত ঘোষ-প্রদত্ত কুবের-মূর্ত্তি, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-প্রদত্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি।

রমেশ-ভবনের দ্বিতলের হলে বক্তৃতামঞ্চের উপর যে পর্দ্দা খাটান হইয়াছে, তাহার পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীনন্দলাল বসু। সাহিত্যিকগণের চিত্রগুলি মেরামত করিয়া এবং উপযুক্ত ফ্রেমে বাঁধাইবার পর হলের দেওয়ালে টাঙ্গান হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বৈঠকখানা সুসংস্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বর্ষে বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিবসে ২৬এ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া থাকেন। বিগত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ঐ স্মৃতিসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এড্‌ভোকেট শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানাবাটীর জীর্ণাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া পরিষৎকে উহার সংস্কারের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়াস্থ তাঁহার বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা সংস্কারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বৈঠকখানা-বাটীর এক-চতুর্থাংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ অংশ পরিষৎকে দান করেন এবং তৎপরে কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন ঐ বৈঠকখানার তাঁহাদের স্বত্বাধিকৃত ত্রিচতুর্থাংশ (যাহা তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন) পরিষৎকে দান করেন। উভয় দানপত্র যথারীতি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। তৎপরে নৈহাটীস্থ কণ্ট্রাক্টার শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর বঙ্কিম-ভবনের সংস্কারকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ইতিমধ্যে পরিষৎ সংবাদপত্রের সাহায্যে ও পত্রদ্বারা বঙ্কিমের গুণগ্রাহী ভক্তগণের নিকট এবং পরিষদের সদস্যগণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের পক্ষে পরিষদের প্রবীণ বন্ধু শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ও সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে বহু স্থানে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়াছেন। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক ৩০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংস্কারকার্য্যে কিঞ্চিদধিক ২০০০৲ ব্যয় হইয়াছে। উহার বিল পরীক্ষান্তে বর্ত্তমান বর্ষেই শোধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও এই উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য যে সকল সংবাদ ও সাময়িকপত্র পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে ২৫এ ফাল্গুন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্তগণ এই তীর্থসদৃশ ভবনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য অনূন্য ৫০০০৲ টাকার ভাণ্ডারের প্রয়োজন। প্রার্থনা, সকলে এই ভাণ্ডার স্থাপন বিষয়ে মুক্তহস্ত হইবেন।

ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ঠাকুরদালানে ২৫এ ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহেমচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্র-

ছাত্রীগণ "বন্দে মাতরম্" গান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, শ্রীমতী রাধারাণী দেব বক্তৃতা করেন। সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু এই বৈঠকখানা সংস্কার সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র "সুবর্ণ গোলক" আবৃত্তি করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বৈঠকখানাবাটীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ ভবন সমর্পণ করেন। এই বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য যে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু তাহাতে ১০০৲ দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ১০৲, শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ ৫৲, শ্রীপ্রভাত সিংহ ১৲ এবং শ্রীশচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ সভাস্থলেই এই উদ্দেশ্যে দান করেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। নৈহাটি-নিবাসী শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানের জন্য পরিষদ্‌কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে ৪৬ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত পুথি ৩৮ খানি এবং বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি। এ পর্য্যন্ত পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত হয় নাই, এরূপ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয় বিভাগেই পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ২৮ খানি, মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ১০ খানি, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫ খানি, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৩ খানি। উপরোক্ত পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—৩২০৬	অসমীয়া পুথি	—৩
সংস্কৃত "	—২২৬৮	ওড়িয়া "	—৪
তিব্বতী "	— ২৪৪	হিন্দী "	—২
ফার্সী "	— ১৩	মোট	৫৭৪০

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দির সংস্কারের জন্য পুথিশালার সমগ্র পুথি একটি গৃহমধ্যে ছয় মাসের অধিক কাল স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। এই জন্য বৎসরের শেষ ছয় মাসে পুথিশালার কোনও কার্য্য আশানুরূপ সম্পাদিত হইতে পারে নাই। পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের মুদ্রণও অধিক অগ্রসর হয় নাই। তবে এই অবসরে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর অন্তর্গত প্রাচীন পুথির একটি বিষয়ানুক্রমিক সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ২৪৮ খানি পুথি খেরো দিয়া ও ১২০ খানি পুথি পাটা ও খেরো দিয়া বাঁধা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেকের টীকা'র (১৫৯১) রচয়িতা হরিদাস তর্কাচার্য্য বা রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতির মোটামুটি সময় নিরূপণ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার গ্রন্থে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদের লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থের যে সকল উল্লেখ আছে, তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, ১৬।৬১-৬২)।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ৪২২২৩ খানি পুস্তক পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৫৭৮ খানি পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২৬৪ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ৪৩০৬৫ হইয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য,—

প্রদাতা—শ্রীসরলকুমার নাগ চৌধুরী—১। বঙ্গদূত ১২৩৬ (সাময়িক পত্রিকা), শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। গীতানন্দলহরী, ১৭৭০ শক, ২। বৈরাগ্যশতক, ১৭৭৭ শক, ৩। মুরশিদাবাদের ইতিহাস, ১৮৬৪, ৪। ঊনবিংশ পুরাণ, ১২৭৬, ৫। পত্রচিন্তামণি গ্রন্থ, ১৭৬৭ শক, ৬। কৃষ্ণলীলারসোদয়, ১২৬১, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ১৭৮৬ শক, শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু—১। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, ২। The Prem Sagur, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। ধর্ম্মপুস্তক, ১৮৭৪, ২। ধর্ম্মপুস্তকের আদি ভাগ অর্থাৎ পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মের গ্রন্থসমূহ, ১২৬৮, ৩। Thirtyfour Conferences between the Danish Missionaries and the Malabarian Bramans.

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publication, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১১। বিশ্বভারতী, ১২। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

ক্রীত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য,—

১। বঙ্গদর্শন (মূল ও সম্পূর্ণ), ২। সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, ৩। দুর্জ্জনদমন মহানবমী, ১২৫৪, ১৭শ সংখ্যা, ৬। Calendar of Persian Correspondence, vol. II (1781-85), ৭। ইন্দিরা, ১ম সং।

মিলন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪। তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৫। দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৬। দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-যুগের ভাষা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ৭। পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৮। মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(খ) **ইতিহাস**—১। আমীর খুস্রু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-সমাজের সমস্যা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। খোদাই-চিত্রে বাঙালী—ঐ, ৪। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ—ঐ, ৫। গুপ্ত-যুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিস্থিতি—শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ৬। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস—শ্রীযদুনাথ সরকার, ৮। বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, ৯। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ (৫-৮)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ১০। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ১১। মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার—শ্রীসুশীলকুমার দে, ১২। মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ—শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৩। শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ১৫। সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ ১।২—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত—ঐ।

(গ) **দর্শন**—১। দুর্গাদেবী—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। ব্রহ্মসূত্রার্থে মতভেদ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩। বিজ্ঞানবাদ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

(ঘ) **বিজ্ঞান**—১। গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ৩। মন্দিরের অন্তর—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ এককালীন দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষে ২৪এ ভাদ্র বিশেষ অধিবেশনে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার' শাখা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনে অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য "রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপদক" (স্বর্ণ) দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কারের সর্ত্তানুসারে কালিকারঞ্জন বাবু এই বিশেষ অধিবেশনে "আমীর খুস্‌রু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সতী ঘোষকে "স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পদক" (স্বর্ণ) উক্ত বিশেষ অধিবেশনে প্রদর্শনান্তে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র তাঁহাকে একটি পদক দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে এবং একজন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের পত্নীকে এককালীন কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে (ক) ডক্‌টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (খ) শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ-প্রদত্ত তাঁহার পিতা রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং (গ) শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু-প্রদত্ত আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র

বস্থর মূর্ত্তি (Bas-relief) সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা অচ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। (ক) অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং (খ) ডকুটর দীনেশচন্দ্র সেনের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ দীনেশচন্দ্রের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত চিত্র এবং মূর্ত্তি দানের জন্য প্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্ মন্দিরে এ যাবৎ সাহিত্যিকগণের চিত্র এত অধিক সংগৃহীত হইয়াছে যে, সেগুলি যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার স্থানাভাব ঘটিতেছে। এই হেতু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন, অতঃপর ১৭"×২৩" (বিনা ফ্রেম) অপেক্ষা বড় মাপের চিত্র গ্রহণ করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত সমস্ত চিত্র মেরামত করা হইয়াছে এবং রমেশ-ভবন ও পরিষদ্ মন্দিরে সেগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই বাবদ প্রায় এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

গত বর্ষের সঙ্কল্প অনুসারে আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের সংস্কারাদি কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আশা করা যায়, তাহা এক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। নিম্নোক্ত কাজগুলি প্রধানতঃ সম্পন্ন হইয়াছে—

রমেশ-ভবনে—(ক) ছাদ মেরামত, (খ) ত্রিতলের ছাদে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখিবার ঘর নির্ম্মাণ, (গ) পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ত্রিতলের ছাদে সংযোজক সিঁড়ি, (ঘ) দ্বিতলের হলে মঞ্চ ও তদুপরি পর্দ্দা প্রভৃতি, (ঙ) রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মূর্ত্তি দেওয়াল-গাত্রে সংযোজন, (চ) পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত সাহিত্যিকগণের চিত্রের অধিকাংশ দ্বিতলের হলে সাজাইয়া রাখা এবং (ছ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থসংগ্রহ দ্বিতলের হলে স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি।

পারষদ্ মন্দির—(ক) সমগ্র মন্দিরের ভিতর ও বাহিরের খিলান প্রভৃতি মেরামত করিয়া বালির কাজ ও রং করা, (খ) পুথির ঘরের মেঝে ফেলিয়া দিয়া নূতন মেঝে প্রস্তুত করা, (গ) দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থান বন্ধ করা, (ঘ) ঐ সিঁড়ি মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যস্থলে খাটাইয়া দেওয়া, (ঙ) সদর দরজা বদল করিয়া তৎস্থানে নূতন ও মজবুদ দরজা বসান, (চ) দরজার উপরের অংশ নূতন পরিকল্পনায় পুনর্নির্ম্মাণ করা, (ছ) একটি ঘরের মার্বেল পাথর বদল করা ও পালিশ করা, (জ) দ্বিতলের বক্তৃতামঞ্চ খুলিয়া ফেলিয়া উপরে একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা, (ঝ) ত্রিতলের লোহার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থলে কাঠের সিঁড়ি প্রস্তুত করা, (ঞ) সমস্ত জানালা দরজা মেরামত ও রং করা, (ট) উপরের পুথিশালার র‍্যাক খুলিয়া নূতন ও বড় র‍্যাক প্রস্তুত করা, (ঠ) সমস্ত আলমারী, টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অধিকাংশই মেরামত ও রং পালিশ করা, (ড) নূতন শো-কেস ও কাউণ্টার প্রভৃতি খরিদ করা, (ঢ) নূতন পাখা খরিদ করা এবং (ণ) ইলেকট্রিক

আলো ও পাখার তার বদল ও নূতন লাগান, (ত) উভয় ভবনের মধ্যস্থলে দ্বিতলে শৌচাগার নির্ম্মাণ, (থ) গ্রন্থাদি রাখিবার জন্য গুদাম-ঘর প্রস্তুত করা এবং (দ) সাময়িক-পত্রাদি রাখিবার জন্য বৃহৎ র‍্যাক প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং বহু খুচরা কাজও হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের অধিকাংশই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে ও শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিষৎকার্য্যালয় হইতেই করা হইয়াছে; কিছু কাজ মেসার্স জে. সি. ব্যানার্জি কোম্পানীও করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন।

এই সকল কাজ ব্যতীত নিম্নোক্ত কাজগুলি এখনও করা দরকার,—১। পুস্তকালয়ের জন্য র‍্যাক, ২। কতকগুলি চেয়ার, ৩। নূতন একটি গুদাম-ঘর, এবং আরও কতকগুলি পাখা। এইগুলি না হইলে মন্দির-সংস্কারাদির কাজ সম্পূর্ণ হইবে না।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য-বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস-বিভাগে ১টি এবং দর্শন-বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে শিলঙে পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার উদ্যোক্তা কর্ম্মিগণ নানা ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়ায় লুপ্ত শাখার পুনঃ প্রতিষ্ঠার এবং মালদহে ও রাজসাহী-নওগাঁতে নূতন শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরপাড়া, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, মীরাট ও গৌহাটী শাখা নানারূপ অধিবেশনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান-শাখার নবগৃহের ভিত্তি আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আগ্রা-শাখাটি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই বলিয়া পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। তৎসত্ত্বেও পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম—বঙ্গীয় রাজসরকারের অর্থানুকূল্যে পরিষদ্ মন্দির সংস্কার এবং দ্বিতীয়—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ দেশবাসীর সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বৈঠকখানাবাটী সংস্কার।

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জন্য নানারূপ অসুবিধাবশতঃ ঝাড়গ্রামরাজ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের মজুত গ্রন্থগুলির হিসাব আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্রে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় নাই। উহা প্রস্তুত হইতেছে এবং পরে দেখান হইবে স্থির হইয়াছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ এবং পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়াদি দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান

২। ঐ বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)

৩। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)

৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান

৫। সাধারণ তহবিলে দান

৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান

৭। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের এবং সংরক্ষণের জন্য দান

৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান

১০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান

১১। পদকের জন্য ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্রের দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং পক্ষে স্বর্গত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র দপ্তর-সরঞ্জামীর বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষের ৩১এ ভাদ্র পরিষদের মাসিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত পরিবর্দ্ধন, সংশোধন ও পরিবর্জ্জন হইয়াছে,—

১। নূতন নিয়ম—১০ (খ) অধ্যাপক-সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

১২ (খ) মৌলবী-সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

২। পরিবর্ত্তন—২০ (গ) নিয়মের 'পাঁচ' স্থলে 'তিন' হইবে।

৩। পরিবর্জ্জন—৪২ (ঙ) সংখ্যক নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হইতে এই সকল পরিবর্ত্তিত নিয়ম কার্য্যকর বিবেচিত হইবে।

উপসংহার

পরিশেষে আমি পরিষদের হিতৈষী বন্ধুবর্গকে এবং আমার সহযোগী কার্য্যাধ্যক্ষগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রধানতঃ তাঁহাদের সাহায্যেই পরিষদ্ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে। ভগবৎকৃপায় পরিষদ্-গৃহটি আমূল সংস্কৃত হইয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছে, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের সকল আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইয়া গ্রন্থাদি রক্ষণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং রমেশ-ভবনটি হস্তগত হওয়াতে সভাধিবেশনাদি কার্য্যের সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরিষদ্ অনেকগুলি নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যথা;—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার স্বত্বাধিকারিত্ব লাভ করিয়া তাহার আমূল সংস্কার সাধন; (২) বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ প্রকাশ; (৩) বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী প্রকাশ; (৪) 'আলালের ঘরের দুলালে'র ন্যায় বঙ্গভাষার প্রাচীন গদ্যগ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ; (৫) পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকগুলির একটি বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রস্তুত করণ; (৬) এপিডায়-স্কোপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা; (৭) পরিষদ্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পরিষদের ঈদৃশ উন্নতি বিশেষ আশাপ্রদ হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ এখনও সম্পূর্ণরূপে আশঙ্কাশূন্য বলা যায় না। পরিষদের সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদার উপরেই পরিষদের সাধারণ ব্যয়নির্ব্বাহ নির্ভর করে। সুতরাং সে চাঁদা রীতিমত আদায় না হইলে, পরিষদের ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন না। ফলে অনেক টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য পরিষদ্ একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার একটি ভিত্তিও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রত্যেক হিতৈষী বন্ধুকে এই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য আমি সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবান্ হইলে অচিরে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব হইবে না। বঙ্গদেশে সহৃদয় সমর্থ দাতার অভাব নাই। আশা করি, তাঁহারা দেশের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করিতে মুক্তহস্ত হইবেন। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৭ই শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত ৬৬ বৎসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। **ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রক্ষিত হয়; এজন্য ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ।** আদায়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই ফাণ্ডের টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আর্থিক দুর্দ্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। চাঁদার হার অতি অল্প এবং **দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও আফিসের খরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়।**

সঞ্চিত মূলধন—২৫০০,০০০৲

প্রদত্ত পেনশন্—১৯০০,০০০৲

সভ্যগণ প্রতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে ব্যয় হয়।

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

সেক্রেটারী

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা।

টেলিফোন—ক্যাল ৩৪৯৪।

নবযুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারক

আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারে অগ্রণী

সি. কে. সেন এণ্ড কোং'র

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭৷৷০, ডাকমাশুল ১৵০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬৷৷০, ডাকমাশুল ১৵০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৲, ডাকমাশুল ১৵০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৲, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

২৯, কলুটোলা, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির। এখানকার মাদুলীতে সন্তান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

"..........Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland—1939.* P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

দক্ষিণা-সাহিত্য

সাহিত্যের স্বপ্নলোক
ঠাকুরমার ঝুলি
রাজসংস্করণ দেড় টাকা

অনবদ্য বই
[সম্পাদিত]
পৃথিবীর রূপকথা
রূপলিখিত
দেড় টাকা

বাংলার
ব্রতকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১৷৹

জগতে বাংলার সম্মান

নিখিল ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
রূপ গহন
দুই টাকা

লোককথিকা
(যন্ত্রস্থ)

জগতের বাংলা বই
দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র

পৃথিবীর
চিরসবুজ বই
সবুজ লেখা
সবুজ সংস্করণ দেড় টাকা

অভিনব
অনুভবনীয় দান
কিশোর
উপন্যাস সিরিজ
॥৹, ৸৹, ১৲

বাংলার
রসকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১৷৹

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম.এ প্রণীত

বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম.এ, ডি.লিট্ (লণ্ডন) লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

প্রাচীন বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রামাণ্য বিস্তৃত
ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সমালোচনা গ্রন্থ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভিমত—"বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ বিশ্লেষণ ক'রে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় ক'রেছেন। এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনা-কার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে, এজন্যে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন। (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১।১২।৩৯

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"Bangla Mangal Kavyer Itihas......... I find is the result of much labour and study. I read the book with profit."

সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য চারি টাকা মাত্র

কলিকাতা ও ঢাকার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় সমূহে অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমণা, ঢাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত নূতন গ্রন্থ

পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, মূল্য ॥০ আনা।

সূচনা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। পরিষৎ-সংক্রান্ত সকল সংবাদের সহিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির এবং পরিষদে রক্ষিত সাহিত্যিকগণের চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তির তালিকা প্রভৃতি ইহাতে পাওয়া যাইবে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবপ্রবর্ত্তিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র প্রথম পুস্তিকা।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন :—"কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ ও বিনামূল্যে দান করিয়াছিলেন এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখিয়াছিলেন, সাধারণতঃ কৃতবিদ্য লোকেরাও তাঁহার সম্বন্ধে ইহার বেশী বড় জানেন না। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত।…"কালীপ্রসন্ন সিংহ" বইখানি ছোট, ৬৩ পৃষ্ঠা পরিমিত, কিন্তু কলেবর অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক অধিক।…বইখানিতে একটিও বাজে কথা নাই। এই জন্য অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ মানুষটিকে জীবিতবৎ পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সেই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র দ্বিতীয় পুস্তিকা।

আলালের ঘরের দুলাল—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রামাণিক সচিত্র সংস্করণ। গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী এবং দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সম্বলিত। মূল্য ১॥০

সুলভে পরিষদ্গ্রন্থাবলী

নামমাত্র মূল্যে পরিষদ্গ্রন্থাবলীর নিম্নোক্ত ৬টি সেট সর্ব্বসাধারণকে বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্ গ্রহণ করিতে হইলে উহাদের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের পার্শ্বে সদস্যপক্ষে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধারণের পক্ষে উহাদের মূল্য স্বতন্ত্র।

১ নং সেট—পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১৵০ স্থলে ॥৵০

২ নং সেট—কৌলমার্গরহস্য ১।০, কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন ৸০, ধর্ম্মপূজাবিধান ॥০, গোরক্ষ-বিজয় ॥০, মৃগলুব্ধ ৶০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০। মোট ৩৵০ স্থলে ১।০

৩ নং সেট—সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, রসকদম্ব ১৲, সংকীর্ত্তনামৃত ॥৵০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয় ।০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০, মনোবিজ্ঞান ১৲। মোট ৫৸৵০ স্থলে ২॥০

৪ নং সেট—ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১।০, গ্রহগণিত ২৲, উদ্ভিদজ্ঞান (১ম ও ২য়) ১॥০, নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি ॥৵০, লেখমালানুক্রমণী ॥০। মোট ৫৸৵০ স্থলে ২।০

৫ নং সেট—মহাভারত (আদিপর্ব্ব) ২৲, ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ ১৵০, তীর্থমঙ্গল ।৵০, কবি হেমচন্দ্র ॥৵০। মোট ৪৵০ স্থলে ১॥০

৬ নং সেট—সংকীর্ত্তনামৃত ॥৵০, শ্রীকৃষ্ণবিলাস ॥৵০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় ।০, সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, রসকদম্ব ১৲, মৃগলুব্ধ ৶০, মহাভারত (আদিপর্ব্ব) ২৲, মনোবিজ্ঞান ১৲, তীর্থমঙ্গল ।৵০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০। মোট ৯৲ স্থলে ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

হাফটোন ব্লকের আধুনিকতম সরঞ্জাম নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্লক প্রস্তুত ক'রে **ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও** যে সফলতা লাভ এবং সমঝ্‌দার সুধীজনের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, আজ বিনীতভাবে সকলের কাছে তা' নিবেদন করছি।

বিশ্ববিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন— "ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও থেকে ছবির প্রতিলিপি দেখে আশাতীত আনন্দলাভ করেছি।"

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন— "এই ষ্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত আমার অনেক ছবির প্রতিলিপি করিয়াছেন—সকলগুলিই সঠিক ও কাজ হিসাবে অত্যুত্তম। গত ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইনি এই কার্য্য করিতেছেন।"

বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন—"তাঁহার কাজ সমঝ্‌দার লোকদের প্রশংসা পাইতেছে।"

আমাদের এখানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুদ্রণ-যন্ত্রে এক-বর্ণ ও বহু-বর্ণের ছবি অতি সুন্দররূপে ছাপিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ছাপার কাজ দেখলে সন্তুষ্ট হবেন।

টেলিফোন— বি, বি, ৩৩৬২ ॥ ৭২-১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ টেলিগ্রাম— মেজোটিন্ট

এই সংখ্যার সমস্ত ব্লক আমরাই করিয়াছি।

বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ।
কিন্তু বলবীর্যহীন অসুস্থের
পক্ষে বুদ্ধি ও বিত্ত নিষ্ফল।

নিয়ত মানসিক পরিশ্রমে
শরীর সুস্থ সবল রাখা শক্ত।

অশ্বগন্ধার নিয়মিত
সেবনে দৈনন্দিন
ক্ষয় পূর্ণ হইয়া দেহ
মন তেজোদৃপ্ত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রী[illegible] রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৭শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাতা, ২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-এ
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম-এ
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম-এ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ
ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, বি-এ
শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

চিত্রশালাধ্যক্ষ — শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ — শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, বি-এ, বি-ই,

কোষাধ্যক্ষ — শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম-আর-এ-এস

পুথিশালাধ্যক্ষ — শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এস্‌সি, জি-ডি-এ, আর-এ
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ২। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম এস্‌সি, ৩। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট্, ৬। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, এম-এ, ৮। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দোঁতেন, জি-এস্, ১০। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ১১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এল, ১২। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৩। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৪। শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৫। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ১৬। শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ, ১৮। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীযুক্ত শান্তি পাল, ২০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায়, এম-এস্‌সি, বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, ২৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এল, ২৭। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৮। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, এম-এ, বি-এল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১। প্রগল্‌ভাচার্য্য	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ	...	৬৯
২। সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৩	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭৮
৩। শিবচরণের গীতপদ	শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম্‌-এ, ডি-লিট	...	৮৭
৪। প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চ্চা	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম্‌-এ	...	১০৩
৫। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ	শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী	...	১১৫
৬। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ—১০	শ্রীসজনীকান্ত দাস	...	১২০
৭। ভোট-বীর কেসর্‌-এর কথা	ডক্‌টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১২৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—বহু চিত্রে সুশোভিত

মূল্য : সদস্য-পক্ষে ২৲ ; সাধারণ-পক্ষে ২৷৷৹

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার :—"সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথম শ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো।" ('ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) "Written by perfect master of the history of that period...indispensable to every student of our cultural development under the impact of English civilization from the beginning of the 19th Century."—*The Hindustan Standard* for Sep. 17, 1939.

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—"বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার জন্য এতাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব্ব ও একক।...ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল ধরিয়া source-book অর্থাৎ আকর বা আধারপুস্তক হইয়া থাকিবে।"

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী =

(মূল্যতালিকা ঃ পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ৩৲, ৪৲

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬৷৷০, ৮৷৷০

চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২৷৷০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩৷৷০, ৪৷৷০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩।০, ৪৷৷০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩।০
৩য় খণ্ড— ২৷৷০, ৩।০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২৷৷০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৷০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ১৲, ১।০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১৷৷০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১৷৷০

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১।০

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২৷৷০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৬৲

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩ খণ্ড)
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ৫৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু ১৷৷০, ২।০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী
ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১৷৷০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত ৷৷০, ৸০

কুরল
শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল অনূদিত ১৸০, ২৷৷০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬।০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৷৷০, ২৲

আলালের ঘরের দুলাল
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস ১৷৷০

কালীপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

দক্ষিণা-সাহিত্য

সাহিত্যের
স্বপ্নলোক
ঠাকুরমার ঝুলি
রাজসংস্করণ দেড় টাকা

অনবদ্য বই
[সম্পাদিত]
পৃথিবীর রূপকথা
রূপলিখিত
দেড় টাকা

বাংলার
ব্রতকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১৷৹

জগতে বাংলার সম্মান

নিখিল ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
রূপ গহন
দুই টাকা

লোককথিকা
(যন্ত্রস্থ)

জগতের বাংলা বই
দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র

পৃথিবীর
চিরসবুজ বই
সবুজ লেখা
সবুজ সংস্করণ দেড় টাকা

অভিনব
অনুভবনীয় দান
কিশোর
উপন্যাস সিরিজ
৷৹, ৸৹, ১৲

বাংলার
রসকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১৷৹

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম.এ প্রণীত

বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম.এ, ডি.লিট্ (লণ্ডন) লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

প্রাচীন বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রামাণ্য বিস্তৃত
ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সমালোচনা গ্রন্থ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভিমত—"বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ বিশ্লেষণ ক'রে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় ক'রেছেন। এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনা-কার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে, এজন্যে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন। (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১।১২।৩৮

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"Bangla Mangal Kavyer Itihas......... I find is the result of much labour and study. I read the book with profit."

সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য চারি টাকা মাত্র

কলিকাতা ও ঢাকার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় সমূহে অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমণা, ঢাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-প্রকাশিত

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল, তাহার শেষেরটিকেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে, পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে এবং যেখানে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইতেছে।

সম্পাদন-বিভাগ: **সাধারণ ভূমিকা** লিখিতেছেন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, **ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা** লিখিতেছেন—শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং **গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲। ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম মূল্য ২৫৲ এবং পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী আট-নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ আট-নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে।

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে:—

কপালকুণ্ডলা—১।০, **সাম্য**—৸০, **বিজ্ঞান-রহস্য**—৸০, **আনন্দমঠ**—১৸০, **কমলাকান্ত**—১॥০, **দুর্গেশনন্দিনী**—২৲, **মৃণালিনী**—২৲, **দেবী চৌধুরাণী**—১৲, **বিবিধ প্রবন্ধ** (১ম ও ২য় ভাগ) ২৲, **লোকরহস্য**—৸০, **গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক**—৸০, **মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত**—।০, **সীতারাম**—২৲, **কৃষ্ণকান্তের উইল**—১॥০, **Rajmohan's Wife**—**Re. 1.** **Letters on Hinduism**—**Re. 1.** **Essays and Letters**—**Rs. 2.** **রাজসিংহ**—২৲, **রজনী**—১৲ এবং **রাধারাণী**—।০

এইগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে:—

১। বিষবৃক্ষ, ২। ইন্দিরা, ৩। যুগলাঙ্গুরীয়, ৪। চন্দ্রশেখর, ৫। কৃষ্ণচরিত্র, ৬। ধর্ম্মতত্ত্ব-অনুশীলন, ৭। সহজ রচনাশিক্ষা, ৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯। বঙ্কিমের বাংলা প্রবন্ধ, ১০। বঙ্কিমের বাল্যরচনা, ১১। বঙ্কিমের লিখিত পত্রাদি এবং ১২। অপরের রচিত গ্রন্থে বঙ্কিমের লিখিত ভূমিকা প্রভৃতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৭শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
১৩৪৭

প্রগল্‌ভাচার্য্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.

বাঙ্গালার মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিভামূলে নব্য ন্যায়ের অনুমানখণ্ডের চর্চ্চা নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া যে ভাবে চারি শত বৎসর ধরিয়া (১৫০০-১৯০০ খ্রীঃ) ভারতের নানা স্থানে প্রসার লাভ করে, জগতের সারস্বত ইতিহাসে তাহা প্রায় অতুলনীয়। বাঙ্গালার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং তাহার বিবরণ সঙ্কলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। রঘুনাথ শিরোমণির অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠাহেতু তাঁহার পূর্ব্বগামী বঙ্গদেশীয় নব্য ন্যায়ের মহাগ্রন্থকারগণের নাম ও গ্রন্থ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে—একমাত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ক্ষীণ স্মৃতি এখনও বাঁচিয়া থাকিয়া নানাবিধ কাহিনীর সৃষ্টি করিতেছে। আমরা অপর একজন বাঙ্গালী মহানৈয়ায়িকের পরিচয় এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি।

রঘুনাথ শিরোমণির "অনুমানদীধিতি"র বহু স্থলে **"প্রগল্‌ভ"** নামক নব্য নৈয়ায়িকের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ নব্য ন্যায়ের প্রায় প্রত্যেক অধ্যাপক ও অধ্যেতা দীধিতির "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব" ও "পক্ষতা" প্রকরণে উল্লিখিত প্রগল্‌ভ-লক্ষণের সহিত সুপরিচিত। কিন্তু কেহই বোধ হয় ঘুণাক্ষরেও অবগত নহেন যে, এই প্রগল্‌ভ বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার এই হারানো ছেলেকে যুগযুগান্তর পরে আমরা ঘরে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিব।

কাশীর সুবিখ্যাত সরস্বতী-ভবন গ্রন্থাগারে প্রগল্‌ভ-রচিত চিন্তামণি-ব্যাখ্যার ৪ খণ্ড নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১। ন্যায় বৈশেষিক ২৯৭ সংখ্যক পুথি—শব্দখণ্ডের ১২ পত্র মাত্র। গ্রন্থারম্ভ এই :—

নারায়ণস্য চরণং শরণং প্রণম্য মাতঃ সরস্বতি তবাপি পদারবিন্দং।
ধ্যাত্বা পিতুর্নরপতেশ্চরণদ্বয়ঞ্চ শ্রীমৎপ্রগল্‌ভ ইহ কিঞ্চিদহং ব্রবীমি॥

২। ঐ ৩০০ সংখ্যক পুথি—প্রত্যক্ষখণ্ড, ১-১৭৯ পত্র, খণ্ডিত, আরম্ভবাক্য যথা—

ওঁ নমো গণপতিগীর্ভ্যাং।
বাণীসংসেব্যমানং তমজমক্ষয়মব্যয়ং।
নারায়ণমনাথৈকনাথং নত্বা সহস্রধা॥
আচার্য্যশ্রীপ্রগল্‌ভেন জাহ্নবীগর্ভসংভুবা।
পিতুর্নরপতের্ব্যাখ্যাং হৃদি কৃত্বা নিরুচ্যতে॥

৩। ঐ ২৯৯ সংখ্যক পুথি—প্রত্যক্ষখণ্ডের আদ্যন্তহীন ৩৯-১০৪ পত্র, প্রাচীনতর প্রতিলিপি, ৯২ পত্রে আছে "ইতি জ্ঞপ্তিবাদঃ সমাপ্তঃ।"

৪। ঐ ২৯৮ সংখ্যক পুথি, আদ্যন্তসমন্বিত অনুমানখণ্ড, ১-২০৮ পত্র। আরম্ভ-বাক্য অবিকল শব্দখণ্ডের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক। গ্রন্থশেষে পাওয়া যায়:—

বন্দে শ্রীনন্দপুত্রস্য পাদাম্ভোজমহর্নিশং।
যৎপ্রসাদাবহশ্চ (?) মুক্ত (ঃ) স্যাং ভবসাগরে ॥
অনেকেষাং লিপিং দৃষ্ট্বা স্বয়ং কিঞ্চিদ্বিচার্য্য চ।
লিখিতং যৎ প্রগল্‌ভেন তেন তুষ্যতি কেশবঃ ॥

ইতি শ্রীনরপতিমহামিশ্রতনয়-জাহ্ণবীগর্ভসম্ভব-রুক্মিণীপতিশ্রী প্রগল্‌ভাচার্য্যবিরচিতেঽনুমান-পরিচ্ছেদব্যাখ্যা সমাপ্তা। (২০৮ পত্র)

আদ্যন্তসমন্বিত হইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রতিলিপি অশুদ্ধিবহুল এবং স্থানে স্থানে বহু অংশ বাদ পড়িয়াছে। প্রগল্‌ভের অপর এক নাম ছিল "শুভঙ্কর"। কারণ, "কেবলান্বয়ী" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়:—

কেবলান্বয়িগোবিন্দং প্রণম্য শ্রীশুভঙ্করঃ।
রুক্মিণীকৃতনির্বাহঃ কশ্চিদাহ যথামতি ॥ (৬৫ক পত্র)

ইহা অসম্ভব নহে যে, নৈয়ায়িকসুলভ প্রগল্‌ভতাহেতুই তাঁহার দ্বিতীয় নাম উৎপন্ন হইয়াছিল এবং প্রগল্‌ভতা সহকারে নিজপত্নীর নাম গ্রন্থমধ্যে কীর্ত্তন করিয়া তিনি আত্মনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন!

হেত্বাভাসের পরবর্ত্তী ঈশ্বরবাদের টীকা তিনি বিস্তৃতভাবে করিয়াছেন—বোধ হয়, চিন্তামণির কোন প্রসিদ্ধ টীকাই এতদংশে এত বিস্তৃত নহে। বাধগ্রন্থ শেষ করিয়া তিনি পৃথক্ মঙ্গলাচরণ এই ভাবে করিয়াছেন:—

নমামি পরমানন্দমানন্দায় পুনঃ পুনঃ।
বাধাদিদোষে নিস্তীর্য্যো যস্যানুস্মরণাদহং ॥
কার্য্যত্বমীশ্বরে লিঙ্গং হেত্বাভাস(বি)বর্জ্জিতং।
উক্তগ্রন্থপ্রবন্ধেন সাধিতং বোধ্যতেঽধুনা ॥ (১৪৭ ক পত্র)

১৭৫ক পত্রে আছে,—

এবং ভক্ত্যা পরমপুরুষস্থাপনে যুক্তি(রুক্তা)
নানাশাস্ত্রপ্রথিতমতিনা শ্রীপ্রগল্‌ভেন যত্নাৎ।
এতজ্জন্যৈঃ সুকৃতনিচয়ৈ(স্তর্পিতঃ) সোঽত্র দেবঃ
শ্রীমান্ রামঃ সকল(জগতী)নায়কঃ প্রীয়তাং মে ॥

অন্যান্য প্রকরণের শেষেও এইরূপ পৃথক্ শ্লোক রচিত হইয়াছে, আমরা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।[১] বাঙ্গালার যে বিখ্যাত কুলীনবংশ প্রগল্‌ভাচার্য্য অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, আমরা আশা করি, প্রগল্‌ভের লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধারকল্পে তদ্বংশীয় কেহ তাঁহার ঈশ্বরবাদের টীকাংশ মুদ্রিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। এ যাবৎ প্রগল্‌ভ-রচিত চিন্তামণি-ব্যাখ্যার প্রতিলিপি বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

১। কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডাঃ শাস্ত্রী এবং পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী মহোদয়ের অনুগ্রহে আমরা পুথি দেখিতে সমর্থ হইয়াছি এবং তজ্জন্য আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুথির বিবরণীতে দেখা যায়, কাশী ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যত্র এবং লাহোরেও এই টীকার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২]

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এই প্রগল্‌ভরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকার এক প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। সম্প্রতি খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের নানা টীকাসমন্বিত যে সংস্করণ কাশী চৌখাম্বা গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইতেছে, এই টীকাও তাহার অন্তর্ভূত। গ্রন্থারম্ভে প্রগল্‌ভের পরিচয়সূচক শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত হইল :—

যস্মিন্ দেবা অপি সুরপুরীবাসমাস্বাদয়ন্তো
ধন্যাঃ স্মঃ কিং বয়মিতি জনিং সাদরং কাময়ন্তে।
লাঢ়ীবংশে কলুষরহিতে তত্র পুণ্যপ্রভাবাৎ
ধীরঃ শ্রীমন্নরপতিমহামিশ্রবর্য্যো বভূব॥
তস্যাত্মজঃ সকলশাস্ত্রনিরূঢ়চেতাঃ
শ্রীমচ্ছুভঙ্কর ইতি প্রথমঃ কবীনাম্।
আবির্বভূব ভুবি বিশ্রুতকীর্ত্তিচন্দ্রো
লাঢ়ীয়বংশসরসীরুহবাসরেশঃ।
তেনাক্ষুণ্ণবিচারমন্থমথনৈরুদ্ধৃত্য বিদ্যার্ণবাৎ
প্রজ্ঞানেত্রতয়া নিরূঢ়বিলসৎসৎখণ্ডনার্থামৃতং।
শ্রীমচ্ছঙ্কর-বর্দ্ধমান-রচিতোপায়ান্ বিলোড্যাপি চ
শ্রীহর্ষস্য কৃতের্ময়া কৃতিমুদে শ্রীদর্পণো রচ্যতে॥[৩]

শেষ শ্লোকটিতে একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, শঙ্কর মিশ্রের খণ্ডন টীকা দেখিয়া তিনি খণ্ডনদর্পণ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যেও বহু স্থলে শঙ্করবচনের অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রগল্‌ভের নাম কিম্বা তাঁহার "খণ্ডনদর্পণে"র বচন "খণ্ডনভূষামণি" টীকায় উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং "খণ্ডনভূষামণি"কার রঘুনাথ দীধিতিকার নহেন বলিয়া যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সন্দেহ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দীধিতিকার প্রগল্‌ভের মত বহু স্থলে অন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রগল্‌ভ যাহাকে "লাঢ়ীবংশ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বিখ্যাত "লাহিড়ী" নামক কুলীন-বংশ বটে। লাহিড়ী-বংশের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রায় সমস্ত বংশাবলীতে নরপতি মহামিশ্র ও তাঁহার অন্যতম পুত্র প্রগল্‌ভ ভট্টের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। "নরপতি" নাম ও "মহামিশ্র" উপাধি অত্যন্ত বিরলপ্রচার সন্দেহ নাই, তদুপরি ঠিক লাঢ়ী বা লাহিড়ী বংশেই প্রগল্‌ভ ভট্টের পিতৃরূপে এবং অভিন্ন সময়ে তাঁহার উৎপত্তির

২। Aufrecht. *Cat. Cat.* Vol. 1, p. 216.

৩। Descr. Cat. of Sans. Mss., Cal. Sans. College, philosophy, p. 196. মুদ্রিত সংস্করণে প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকের দুই স্থলে ভুল পাঠ আছে।

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই বস্তুপঞ্চকের একত্র সমাবেশবলে আলোচ্য গ্রন্থকারের সহিত কুলশাস্ত্রোক্ত ব্যক্তির অভেদানুমান অপরিহার্য্য এবং তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

স্বর্গত রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-প্রণীত "কুলশাস্ত্রদীপিকা" (২য় সংস্করণ, ১৩১৪) বারেন্দ্রব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রামাণিক কুলগ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল :—

পিতাম্বরস্য ত্রিভিঃ পুত্র সাধু রুদ্র লোকনাথ।

লোকনাথ লাহিড়ীর পুত্র ভূতনাথ পুত্র দিগম্বর পুত্র বেদগর্ভ পুত্র সনাতন পুত্র টুটু ওঝা পুত্র হলি, বলিবৎস অর্থাৎ বল্লভাচার্য্য, প্রভৃতি। বল্লভাচায্য পুত্র আকাই, কেশাই, দনাই।···কেশাই গেলেন নকৈড়···। কেশাইর পুত্র খেখাই পুত্র আনুয়াই, মাধাই, প্রভৃতি। (১৬৪ পৃঃ)

মাধাইর পুত্র **নরপতি, মহামিশ্র,** বারকড়ি, নিত্যানন্দ মিশ্র, তরুণ। মহামিশ্র পুত্র সর্ব্বানন্দ, গোঁসাই মিশ্র, **প্রগর্ভ ভট্ট,** রঘুপতি, মুকুন্দ। (১৬৬ পৃঃ)

প্রগর্ভ ভট্টের পুত্র রামচন্দ্র আং, শ্রীকণ্ঠ, হরিভট্ট। (১৬৭ পৃঃ)

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে (১২৩ পৃঃ) এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণখণ্ডে (২২৪ পৃঃ) সংক্ষিপ্তাকারে এই বংশাবলী মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মহামিশ্র এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যাপতির নাম পাওয়া যায়। লঘুভারতকার এই বিদ্যাপতির বংশধর ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংগৃহীত কুলপঞ্জীর মধ্যে আমরা লাহিড়ীকুলের এক খণ্ড বংশাবলী এবং পৃথক্ "করণ"-গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি (২১৬৪এ—'গ' এবং 'ঘ' পুথি)। কুলশাস্ত্রদীপিকার সহিত তুলনার জন্য এখানে কুলক্রিয়া সহ প্রয়োজনীয় অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইল[৪] :—

লাড়িকুলের বংশাবলী লিক্ষতে।

লোকনাথ হইলা লাহিড়ি। লোকনাথ পুত্র ভুতনাথ পুত্র দিগাম্বর পুত্র ভৃগর্ভ পুত্র বেদগর্ভ পুত্র সোনাতন পুত্র টুটুওঝা পুত্র হলি বলি বৎস্য সোম দিবাকর। বল্লভ আং হইলা কুলিন। (কু' উদনাচাৰ্য্যভা' 'গ' গ্রন্থের ১ক পত্র) পুত্র আকাই কেসাই দনাই। কেশাইর বংশ নকড়ি। (কু' পশুপতি ভা') কেসাইর পুত্র শ্রীনারায়ণ তস্য নাম খেখাই (কু' সিকাই সাং তপস্যভুবনা মৈ' ইসান ওঝা ঝায়াল মধুয়াই মৈ')

পুত্র আনুআই মাধাই কবাই শ্রীবৎসাই সারঙ্গাই প(ক্ষে) ইসান দামোদর। (মাধাইর কু' নন্দাই মৈ' আন্দাই মৈ' ডাকুয়াই কালিয়াই—'গ' ১৭ক পত্র) মাধাইর পুত্র (১২ক পত্রে) বাড়কৈড় সত্যানন্দ-নিত্যানন্দতরুন পক্ষে **নরপতি মহামিশ্র**।

মহামিশ্রের কুলক্রিয়া :—(১৭ ক—খ পত্রে, 'গ' পুস্তক)

"ধবাই সা' উমাপতি কুদিপুখরিয়া চকাই সা' বিঞাই মৈ' পিথাই ভা' সরবানন্দ মিশ্র সাতটা মহেশ

৪। ঢাকা পুথিশালার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ পুথিশালাধ্যক্ষ সুযোগ্য শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এর নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহার সাহায্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে এই প্রয়োজনীয় পুথি দেখা অসম্ভব হইত।

সা° মহেশ্বরাব (?) সা° সুলপানি মৈ° সুলপানি সা° উপলিসর বাসুদেব পাঠ(ক) সা° শ্রীনিবাষ মৈ° বৈষ্ণব মিশ্র সা° জগাই রুদ্বি (?) ত্রিলক্ষনাথ মৈ° মধ্যগ্রাম। মহামিশ্রর পুত্র বিদ্যাপতি মিশ্র, সর্ব্বানন্দ মিশ্র, গোসাই মিশ্র, রঘুপতি, **প্রগৃ(ভ)ভট্ট** (কু° বিজয় গুড়নৈই বৎস্য সা°), মুকুন্দ"।

উদ্ধৃত তিনটি বংশাবলীতেই কুলশাস্ত্রসুলভ বর্ণাশুদ্ধিবশতঃ প্রগল্‌ভ নামই প্রগর্ভ, প্রগৃভ এবং প্রগভ ('গ' পুস্তকের পাঠ) রূপে লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 'গ' চিহ্নিত করণ-গ্রন্থটির লিপিকাল ১১৯৫ সাল—ইহাতে উল্লিখিত কুলক্রিয়ার বিবরণ হইতে অনেক মূল্যবান্ বস্তু পাওয়া যাইতেছে—যাহা কুলশাস্ত্র-দীপিকায় মুদ্রিত হয় নাই। বল্লভাচার্য্য লাহিড়ী বংশের আদি কুলীন এবং তাঁহার সহিত সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ীর কুলক্রিয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা উভয়ে সমসাময়িক। নরপতি মহামিশ্রের নাম কুলশাস্ত্রদীপিকায় বিচ্ছেদচিহ্ন সহ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা অনবধানতা-প্রযুক্ত সন্দেহ নাই। কুলগ্রন্থানুসারে তিনি আদি কুলীন বল্লভাচার্য্যের অধস্তন ৫ম পুরুষ এবং তাঁহার মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার কুলক্রিয়ার বিস্তৃত বর্ণনা হইতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিনি তৎকালীন বারেন্দ্রসমাজের অতি শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। প্রগল্‌ভ ভট্টের তিন পুত্রের নাম ব্যতীত কুলশাস্ত্রদীপিকায় তাঁহার অধস্তন বংশাবলী মুদ্রিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত হস্তলিখিত 'ঘ' পুস্তক হইতে তাঁহার বংশাবলী প্রকাশিত করিতেছি—বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধর কেহ কোথাও বিদ্যমান আছেন কি না, তদ্বিষয়ে গবেষণা হওয়া আবশ্যক।
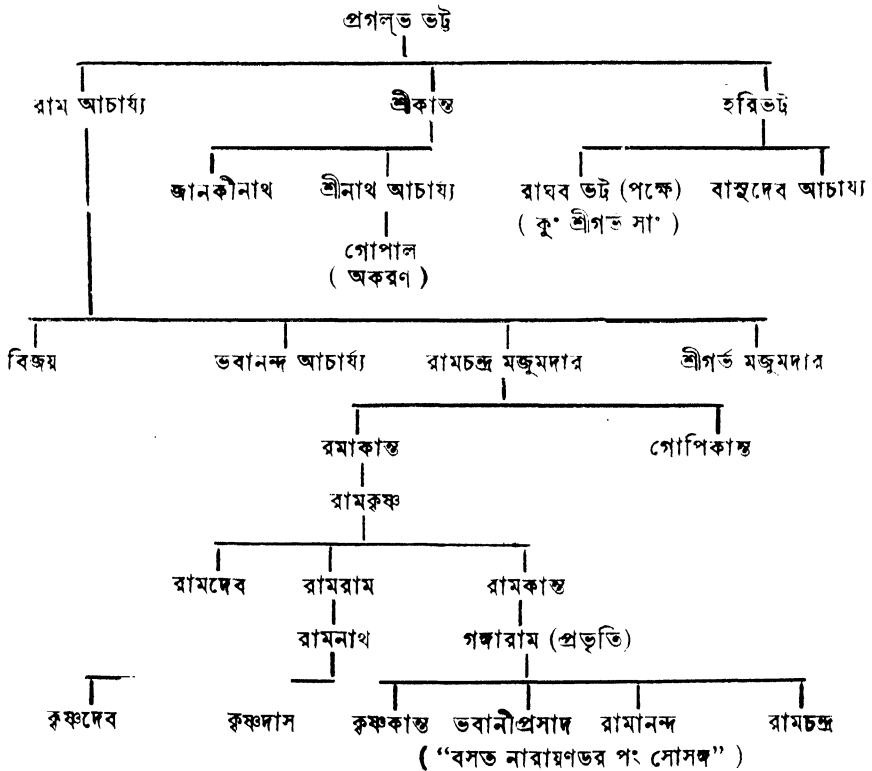
চিন্তামণিব্যাখ্যা ও খণ্ডনদর্পণ ব্যতীত প্রগল্‌ভাচার্য্য অন্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপগৌরব জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশসম্ভূত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের বিরাট্ সংগ্রহ বিদ্যমান আছে—এত পুথি এক বাড়ীতে আমরা কোথাও দেখি নাই। অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তাঁহার নিকট রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি অজ্ঞাত গ্রন্থের আদ্যন্তহীন কতিপয় পত্র (৮৮-১০৪) আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম; "পরমাণুবাদ" প্রকরণের এক স্থলে পাওয়া গেল,—

"প্রগল্‌ভাস্তু কামিনীচরণসংযোগধ্বংসজন্যাশোকপুষ্পে ব্যভিচারবারকমেতৎ—তদপি তুচ্ছং।"
(১০৩খ পত্র)

সম্প্রতি নবদ্বীপ পাবলিক লাইব্রেরির সংগৃহীত পুথি মধ্যে আকস্মিক ভাবে প্রগল্‌ভরচিত "**দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশটীকা**"র প্রায় সম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা তাড়িপত্রে লিখিত (৩৫৪ সংখ্যক পুথি), পত্রসংখ্যা ১৬৪ (একটি পত্র, ১৬৩, নাই), প্রতি পত্রে পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ৬।[৫]

গ্রন্থারম্ভ যথা,—

নত্বা নারায়ণন্দেবং মাতরঞ্চ সরস্বতীং।
আচার্য্য শ্রীপ্রগল্‌ভেন জাহ্নবীগর্ভসম্ভুবা॥
পিতুর্ন্নরপতের্ব্যাখ্যাং হৃদি কৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
দ্রব্যে চ তদুপায়ে চ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিরুচ্যতে॥

গ্রন্থশেষে পুষ্পিকা নাই এবং লিপিকারের লিখিত অংশের অনেক অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে। যথা,—

"লসং ৩৮৬ আশ্বিনস্য শু··· (উপা)ধ্যায়শ্রীমদ্ধরিকেশেন লিখিতৈষা পুস্তিকেতি।"

৩৮৬ লক্ষণসম্বৎ তৎকালপ্রচলিত গণনানুসারে ১৪৯৩-৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে; সুতরাং ইহাই প্রগল্‌ভরচিত গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রতিলিপি সন্দেহ নাই। গ্রন্থমধ্যে বহু স্থলে স্বরচিত চিন্তামণি টীকার ৩ খণ্ডের দোহাই দেওয়া আছে। তিনি যে গুণগ্রন্থের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়: যথা,—

"কর্ম্মবতি যথা ন কর্ম্মোৎপদ্যতে তথা গুণোপায়প্রকাশে বক্ষ্যতে।"—(১৬০খ পত্র)

গ্রন্থকার যে বাঙ্গালী ছিলেন, এক স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে তাহা অনুমান করা যায়। কিরণাবলীর মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় "উপায়"কার বর্দ্ধমানোপাধ্যায় রাত্রিপদের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"নিরন্তৈস্তদ্দ্বীপবর্ত্তিরবিরশ্মিজালস্য কালবিশেষস্য রাত্রিত্বাৎ" (কিরণাবলী, সোসাইটি সং, ২ পৃঃ)

রুচিদত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"দ্বীপশ্চাত্র ভারতো বর্ষো বিবক্ষিতঃ।"

বস্তুতঃ উদ্ধৃত লক্ষণ "অন্ধকার" প্রকরণে উদয়নাচার্য্য স্বয়ংই লিখিয়া গিয়াছেন (কিরণাবলী,

৫। নবদ্বীপ লাইব্রেরির সুযোগ্য বহুদর্শী সম্পাদক শ্রীযুত জনরঞ্জন রায় মহাশয়ের নিকট আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১০৪ পৃঃ) এবং তৎস্থলে বর্দ্ধমানও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দ্বীপোত্র ভারতং বর্ষং"। এই সাম্প্রদায়িক মতের বিরুদ্ধে প্রগল্‌ভের টীকা উল্লেখযোগ্য :—

অত্র দ্বীপে কঃ কালবিশেষো রাত্রিপদবাচ্য ইতি প্রশ্নে এতল্লক্ষণং। তথা চ, এতদ্দ্বীপবিনষ্টসম্বন্ধ-প্রাগভাবকরবিরশ্মিসমূহবালসূর্য্যাধিকরণং কালো রাত্রিরিত্যর্থঃ। **এতদ্দ্বীপপদং বিশিষ্য গৌড়-দেশপরং** ন চানমুগমঃ লক্ষ্যাণামপ্যাসন্নগতত্বাৎ, এবঞ্চ তত্তদ্দেশগর্ভে তত্তদ্রাত্রিলক্ষণং বোধ্যং। যত্তু, ভারতভূমিপর(মিতি তন্ন) উৎকলদেশে একদণ্ডরাত্রৌ রাত্রিদণ্ডদ্বয়ে বাহ্যব্যাপ্তেঃ, তদা কামরূপাদৌ সূর্য্যরশ্মিসত্বাৎ তত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রস্য প্রমাণত্বাৎ।" (১-২ পত্র)

সম্ভবতঃ রুচিদত্ত প্রগল্‌ভের মতই 'কেচিত্তু' বলিয়া কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে উল্লেখ করিয়াছেন (কিরণাবলী, ৩ পৃঃ)। প্রগল্‌ভাচার্য্য মৈথিল হইয়া থাকিলে কখনও উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিতেন না।

প্রগল্‌ভাচার্য্যের কালনির্ণয় বিচারসাপেক্ষ। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। "খণ্ডনদর্পণ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রের উল্লেখ থাকায় প্রগল্‌ভ তাঁহার কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন ধরা যায়। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে শঙ্কর মিশ্রের অভ্যুদয়কাল খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর ২য় ও ৩য় পাদ (১৪২৫-৭৫ খৃঃ)।[৬] ১৪১০ শকেও তিনি জীবিত ছিলেন। কারণ, ঐ বৎসর তাৎপর্য্যটীকার এক প্রতিলিপি—"সর্ষপগ্রামে মহামহো-পাধ্যায়-সন্মিশ্র-শ্রীমচ্ছঙ্করাণাং চৌপাড্যাং গৌড়ীয়াম্বষ্ঠশ্রীমদ্‌বাসুদেবেন" লিখিত হইয়াছিল।[৭] নব্যবর্দ্ধমানের অধ্যাপক বিধায় শঙ্কর মিশ্রের গ্রন্থরচনার কাল ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে ধরা যায় এবং প্রগল্‌ভের অভ্যুদয়কালও তাহার পূর্ব্বে নহে ধরিতে হইবে।

অপর পক্ষে, প্রগল্‌ভাচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বয়োজ্যেষ্ঠ, সমসাময়িক ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চিন্তামণি ব্যাখ্যার বিবরণ প্রদান করিয়াছি।[৮] এই টীকার আদ্যন্তহীন একমাত্র নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতী-ভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। সার্ব্বভৌম "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব" প্রকরণে একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"**উত্তানাস্তু** সাধ্যাভাববতি যদ্‌বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বং লক্ষণমাহুঃ, তন্ন···" ইত্যাদি। (সরস্বতীভবনস্থ ন্যায়বৈশেষিক ২৮০ সং পুথির ১৪ক পত্র)।

রঘুনাথ শিরোমণিও "অনুমানদীধিতি" গ্রন্থে অবিকল এই ব্যাপ্তিলক্ষণই 'যত্তু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং একমাত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ ব্যতীত দীধিতির সমস্ত টীকাকারগণ ইহা প্রগল্‌ভের তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মথুরানাথের মতে উহা বিশারদের লক্ষণ :—

৬। J. A. S. B., 1915, pp. 270 & 395.
৭। H. P. Sastri : *Darbar Library Cal.* (1905), p. 19.
৮। I. H. Q., XVI., pp. 63-64.

"বিশারদলক্ষণমুপক্ষস্য দূষয়তি যত্বিত্যাদিনা।"[৯]

কিন্তু মথুরানাথের উক্তি সম্প্রদায়বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য, আর সার্ব্বভৌমও 'উত্তানাস্ত' বলিয়া নিজপিতৃদেবের উপর কটাক্ষ করিতে পারেন না, বিশারদ পদে যদি তাঁহার পিতাকেই বুঝাইয়া থাকে। উত্তান পদে সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর কটাক্ষ সূচিত হয় এবং প্রগল্ভ, সার্ব্বভৌমের প্রথম অভ্যুদয়কালে রচিত নব্যন্যায়গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়ায় আমরা অনুমান করিতে পারি যে, প্রগল্ভের গ্রন্থরচনার কাল ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য-কিরণাবলীপ্রকাশ টীকার লিপিকালদ্বারাও ইহা সমর্থিত হয়—ঐ টীকা চিন্তামণি টীকার পরে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং আপাততঃ প্রগল্ভাচার্য্যের গ্রন্থরচনার কাল আমরা ১৪৬০-১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ণয় করিলাম।

কুলশাস্ত্রের বিবরণের সহিত এই কালনির্ণয়ে বিরোধ ঘটে না। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে লেখা আছে, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কুল্লূক ভট্টাদির সহিত একযোগে কৌলীন্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন :—

স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী।
কুল্লূকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরস্তথা।
মঙ্গলোঝেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধবংশজং।
কুলগৌরবরক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষু চ।
করণং পরিবর্ত্তঞ্চ তিলকং শ্রোত্রিয়েষু চ। (গৌড়ে ব্রাহ্মণ ধৃত, ১০৪ পৃ.)

লঘুভারতকারের মতে কুল্লূক ভট্ট উদয়নাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন :—

ছাত্রৈঃ কুল্লূকভট্টাদ্যৈঃ সহ তীর্থেষু পর্য্যটন্।
ব্যচারীত্তাহিরপুরে বৌদ্ধনিগ্রহহেতবে।
স এবোদয়নাচার্য্যশ্চিকায় কুসুমাঞ্জলিং।
তীর্থপর্য্যটনে লব্ধং তস্মাদ্ গৌড়ে প্রচারিতং।
(লঘুভারত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০-৬১)

লঘুভারত গ্রন্থে এত কল্পিত বস্তু স্থানলাভ করিয়াছে যে, ইহার উক্তির প্রামাণ্য অন্যান্য গ্রন্থের সমর্থন ব্যতিরেকে গ্রহণীয় নহে। পূর্ব্বোক্ত কুলগ্রন্থের উক্তির সহিত এখানে সামঞ্জস্য থাকায় উদ্ধৃত হইল। কুল্লূক ভট্টের আবির্ভাবকাল বর্ত্তমানে অনেকটা নিশ্চিত—চণ্ডেশ্বর রাজনীতিরত্নাকর গ্রন্থে[১০] তাঁহার মনুটীকার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং কুল্লূক ভট্ট ও উদয়নাচার্য্যকে খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর শেষ পাদে স্থাপন করা যায় এবং উদয়নাচার্য্যের সম্মানভাজন কুলীনাগ্রগণ্য বল্লভাচার্য্যের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ প্রগল্ভাচার্য্যও ১৫শ শতাব্দীর

৯। অনুমানদীধিতির মাথুরী টীকা দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ইহার পূর্ব্বখণ্ডের (সামান্যাভাব পর্য্যন্ত) এক প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। (সংস্কৃত ১০৩৮ সংখ্যক পুথি)—ব্যাপ্তিবাদের ৪৩ক পত্র দ্রষ্টব্য।

১০। রাজনীতিরত্নাকর, ২য় সং, (পাটনা,) পৃঃ ২।

পরার্দ্ধে স্থাপিত হইতে পারেন। কুলগ্রন্থানুসারে বল্লভাচার্য্য উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃ. ১৫৫)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং রঘুনাথ শিরোমণি ব্যতীত অন্ততঃ দুই জন মৈথিল মহা-নৈয়ায়িক প্রগল্‌ভের বচন স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের আদি পুরুষ মহেশ ঠক্কুর-রচিত "আলোকদর্পণ" গ্রন্থের প্রত্যক্ষখণ্ডে কতিপয় স্থলে প্রগল্‌ভের উল্লেখ আছে। যথা,—

"শ্রীপ্রগল্‌ভস্তু উভয়বাদিসিদ্ধং প্রামাণ্যগ্রাহকত্বং যস্যাস্তদ্ভিন্না
যাবতী জ্ঞানগ্রাহিকা সামগ্রী তদ্‌গ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বমিত্যাহ।" ১১

এই মহেশ ঠক্কুরের ভ্রাতা ভগীরথ বা মেঘ ঠক্কুরও বিখ্যাত টীকাকার বটেন এবং পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহানৈয়ায়িক পদ্মনাভ মিশ্র প্রশস্তপাদভাষ্যের "সেতু" টীকায় এবং "কিরণাবলীভাস্করে" প্রগল্‌ভ ভট্টাচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়াছেন। পদ্মনাভের পিতা বলভদ্র মিশ্র প্রগল্‌ভের ছাত্র ছিলেন।[১২]

বাঙ্গালার নৈয়ায়িক-সমাজের চিরপ্রচলিত প্রবাদ যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম নব্য ন্যায়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাসুদেবের পূর্ব্বগামী প্রগল্‌ভাচার্য্য তাঁহার পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া পিতার ব্যাখ্যানুসারেই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং মৈথিল গ্রন্থকারগণও নামোল্লেখপূর্ব্বক যে ভাবে প্রগল্‌ভের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কেহ কেহ তাঁহার শিষ্যত্বও স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অনুমান হয় যে, গঙ্গেশের সময় হইতেই নব্য ন্যায়ের চর্চ্চায় গৌড়-মিথিলার মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে, যদিও সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকরূপে মৈথিল পণ্ডিতদের প্রভাব স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

১১। কাশীর সরস্বতীভবনস্থ ন্যায়বৈশেষিক ৩০১ সং ও ৩৫১ সং পুথির যথাক্রমে ৪২খ ও ৪৩-৪৪ পত্র দ্রষ্টব্য। ৩০১ সং পুথির পরিচয়লিপি "মাহেশী আলোকটীকা" কাটিয়া অনবধানতাবশতঃ 'প্রত্যক্ষমণিমাহেশ্বরী' লিখিত হওয়ায় অমূলক কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে যে, ইহা সার্ব্বভৌম-পিতা মহেশ্বর বিশারদ-রচিত।

১২। কিরণাবলীভাস্কর, Introd. p. 6. পদ্মনাভ মিশ্রের অভ্যুদয়কাল খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় নির্ণয় করিয়াছেন। *Ibid*, p. 9.

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকাধ্যক্ষ

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে একটি পুস্তকাগার ছিল। এই পুস্তকাগারে মুদ্রিত পুস্তক ছাড়া হস্তলিখিত বহু মূল্যবান্ পুথিও সংগৃহীত হইয়াছিল। এখনকার ন্যায় তখনও পুস্তকাগারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক জন পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন। খ্যাতনামা পণ্ডিতেরাই এই পদে নিযুক্ত হইতেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার

১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হয়। ১১ই জানুয়ারি তারিখ হইতে মাসিক ৬০৲ বেতনে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

লক্ষ্মীনারায়ণের পিতার নাম গদাধর তর্কবাগীশ। গদাধর ১৮০৫ সনের নবেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ২১ মে ১৮৩০ তারিখ হইতে তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ পেন্সন দিবার ব্যবস্থা হয়, এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর। পেন্সনের টাকা তিনি কটক কালেক্টরীর খাজানাখানা হইতে মাসে মাসে লইবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।* ইহা হইতে মনে হয়, গদাধর উৎকল-নিবাসী ছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাহার পর তিনি পূর্ণিয়া জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত হন। তিনি এই পদে অনেক দিন যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এক জন পত্রপ্রেরক লেখেন :—

> শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল পূরণিয়া জিলায় থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত অধিকন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল সদর আমীনের বেতন মাত্র প্রাপ্ত হন···।

লক্ষ্মীনারায়ণ স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে; আমরা যতগুলির সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহাদের তালিকা দিলাম :—

(১) **দায়াধিকারিক্রমদত্তকৌমুদী**। ১৮২২ সন। (সংস্কৃত শ্লোক ও পয়ারে বঙ্গানুবাদ সহ)

---

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Dept. Miscellaneous No. 571*, p. 49.

(২) **মিতাক্ষরা দর্পণ।** ১৮২৪। পৃ. ৪৩৬।

(3) *Daya Krama Sangraha*, A Compendium of the Order of Inheritance, by Krishna Terkalankara Bhattacharya. *Daya Tatwa*, a Treatise on the Law of Inheritance, by Raghunandana Bhattacharya. *Vyavahara Tatwa*, A treatise on Judicial Proceedings, by Raghunandana Bhattacharya. 1828.

তিনখানি পুস্তক একত্রে বাঁধা ও প্রকাশিত। সমগ্র অংশ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত।

(4) *Dayabhaga*, or Law of Inheritance, by Jimutavahana, with a commentary by Krishna Terkalankara. 1829.

(5) *The Mitakshara*: A Compendium of Hindu Law; by Vijnaneswara. Founded on the text of Yajnawalkya. The Vyavahara Section, or Jurisprudence. 1829.

(৬) **হিতোপদেশ।** ১২৩৭ সাল (=১৮৩০)। পৃ. ৫১৪।

শ্লোকগুলি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত; বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ-সম্বলিত।

(৭) **ব্যবস্থারত্নমালা।** ১৭৫২ শক (=১৮৩০)। পৃ. ১৩০।

(৮) **কবিকল্পদ্রুম।** বোপদেবকৃত ধাতুপাঠঃ দুর্গাদাসকৃতা ধাতুপাঠদীপিকা চ। ১৭৫২ শক, ২ পৌষ।

(৯) **কবিরহস্যং**—হলায়ুধ। ১৭৫২ শক।

(১০) **ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান।** সম্বত ১৮৯৫, আষাঢ় ১০ (=১৮৩৮), পৃ. ৩৬।

"ব্যবহার বিচারোপযোগি পারস্য শব্দের সাধুগৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদ।"

১৮৩০ সনের মাঝামাঝি লক্ষ্মীনারায়ণ 'শাস্ত্রপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ১৮৩১ সনের মার্চ মাসে তিনি পূর্ণিয়া আদালতের জজ-পণ্ডিত হইলে 'শাস্ত্রপ্রকাশে'র প্রচার বন্ধ হইয়াছিল। 'শাস্ত্রপ্রকাশ' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাধব রাও

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের শূন্য পদে তাঁহার সহকারী মাধব রাও, এবং চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন যুগ্ম-পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উভয়েরই বেতন মাসিক ৩০৲ হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ১৬ মার্চ ১৮৩১ তারিখে কর্ম্মে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে ১১ মার্চ ১৮৩১ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেবের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

The Secretary of the Sanskrit College begs to apprize the Committee that Lakshminarayan, the Librarian of the Institution, has been appointed Law Pundit of the Zillah Court of Purneah.

In order to supply the vacancy thus occasioned in the establishment, the Secretary would propose that Madhava Rao, the present assistant Librarian, and one of the former pupils of the College, who has passed through it with credit Chaturbhuja, be appointed Joint Librarians the salary of the Librarian being divided equally between them or 30 Rupees a month each.

11 March 1831.

Wm. Price
Secretary.

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিবাস আটপুর; তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ২ মার্চ ১৮২৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহাতে প্রকাশ, তিনি কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাচ বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র রীতিমত ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ৬ এপ্রিল ১৮৩৬ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে সংস্কৃত কলেজে যুগ্ম-পুস্তকাধ্যক্ষের পদ লোপ পায় এবং মাধব রাওই পুস্তকাধ্যক্ষ থাকেন।

মাধব রাও সংস্কৃত কলেজের এক জন প্রাক্তন ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর একখানি পত্রে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২) তাঁহার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে প্রকাশ:—

...his general knowledge of Sanscrit books and his particular acquaintance with the various alphabets of India are best known to you. His former good conduct under Colonel Mackenzie and since he has been employed in the College, his great age, and the miserable dissoluteness to which he would find himself reduced by the loss of his situation far from his native place which is Tellicherry on the Malabar Coast ...

মাধব রাও অনেক দিন পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ৭ জুলাই ১৮৪৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নীলমাধব শর্ম্মা

মাধব রাওয়ের স্থলে ১ আগষ্ট ১৮৪৪ তারিখ হইতে নীলমাধব শর্ম্মা মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১ আগষ্ট ১৮৪৪ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্তের পত্রে প্রকাশ:—

F. J. Mouat Esq.
Secy. to the Council of Education.

Sir,

I beg to report that in conformity to the orders of the Council of Education Nilmadhav Sarmana has been this day appointed Librarian of

the Sanscrit College in the room of Madhavam Rao deceased, on a salary of thirty Company's Rupees per month.　　I have etc.
Calcutta Sanscrit College,　　　　Russomoy Dutt,
The 1st August 1844.　　　　Secy. Sanskrit College

নীলমাধব অল্প দিনই এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী ৯ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

নীলমাধব শর্ম্মার মৃত্যু হইলে তাঁহার শূন্য পদে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৬ই নবেম্বর ১৮৪৪ তারিখে মাসিক ৩০৲ বেতনে পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। তিনি এই প্রতিষ্ঠান হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ :—

....Dwarakanath Vidyabhusan ... studied for twelve years seven months .... Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic, Logic, Theology, Law and English .... "On quitting the College he held a Senior Scholarship of the first grade. He left the College in January 1844.
Fort William
1st January 1845.

১৩ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে কাজ করিবার পর দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

দ্বারকানাথের পর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে মাসিক ৩০৲ বেতনে গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের এক জন প্রাক্তন ছাত্র।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ২৪-পরগণার অন্তঃপাতী রাজপুর গ্রামে গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। কলিকাতায় তাঁহার পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাঠী ছিল। গিরিশচন্দ্র ৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পিতার নিকট আগমন করেন। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাঠীতে আসিয়া নানা গল্প করিতেন।* তাঁহারই প্রস্তাবে বিদ্যাবাচস্পতি গিরিশচন্দ্রকে

* গিরিশচন্দ্র স্বরচিত "বাল্যজীবনে" তর্কবাগীশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"হালিসহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।... গঙ্গাধর ৪০৲ টাকা বেতন পাইতেন এবং কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার

সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিতে দেন। এই প্রতিষ্ঠানে ১২ বৎসর ৫ মাস রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া গিরিশচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 125

Government Sanscrit College of Calcutta

We hereby certify that Greesh Chunder Bedyaratna has attended at the Government Sanscrit College for 12 years 5 months and studied the following branches of Hindoo Literature Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic, Logic, Theology and Law, that he has attained considerable proficiency on the subject of these studies and that he conducted himself well. On quitting the College he held the Senior Scholarship of 2nd grade and was adjudged entitled to a first grade Senior Scholarship at the time of quitting the College in January 1844.

Fort William
1st Jany. 1845.

C. H. Cameron
F. Millett
Charles C. Egerton

James Alexander
F. J. Mouat
Raja Radhakanta Deb
Russomoy Dutt.

Members Council of Education.

Russomoy Dutt
Secretary.

১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে গিরিশচন্দ্র পঞ্চম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র ৩৭ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিন সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চাকুরি-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্যকাল
পুস্তকাধ্যক্ষ ও ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৩০৲	১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫—১১ নবেম্বর ১৮৫১
৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৪০৲	১২ নবেম্বর ১৮৫১—১৪ জুন ১৮৫৫
৩য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৪৫৲	১৫ জুন ১৮৫৫—৩১ মার্চ ১৮৬০
২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৫০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০—১১ জুন ১৮৬৩
ঐ	৬০৲	১২ জুন ১৮৬৩—২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪
সংস্কৃত, অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	৭৫৲	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬
ঐ	৮০৲	১ মার্চ ১৮৬৬—৩০ জুন ১৮৭৩
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক	১০০৲	১ জুলাই ১৮৭৩—১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	১৫০৲	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪—৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখ পর্যন্ত চাকরি করিয়া গিরিশচন্দ্র পর-বৎসরের ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে পেন্সন গ্রহণ করেন। তাঁহার পেন্সনের পরিমাণ ছিল ৭৫৲ টাকা। ৩ ডিসেম্বর ১৯০৩ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পুত্র গোবিন্দ বাস করিতেন। ঐ গোবিন্দ সংস্কৃত কালেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১২ বৎসরের পর শিরোমণি উপাধি পাইয়া তৎকালে স্থাপিত জেলা হুগলীর কালেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"—'৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত'- হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯০৯), পৃ. ৯।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৯-৮০) আলোচনা করিয়াছি।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প দিন পরে ১৯০৯ সনে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার যে 'জীবন-চরিত' প্রকাশ করেন, তাহাতে "পিতৃদেবের গ্রন্থ" সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত কালেজে চাকরি করিবার সময় পিতৃদেব কতকগুলি সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন। ঐগুলি "সমস্যাকল্পলতা" নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।···

পিতৃদেব কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, আর কতকগুলি গ্রন্থ টীকাসমেত প্রকাশ করিয়াছেন। ইং ১৮৫২ সালে মল্লিনাথ-কৃত সঞ্জীবনীটীকাসমেত সমগ্র "রঘুবংশ" প্রকাশিত করেন···। পরে ইং ১৮৫৬ (সন ১২৬৩) সালে আশ্বিন মাসে সংস্কৃত দশকুমার-চরিতের বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। "বিধবা বিষম বিপদ" নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক—বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় বিধবাবিবাহ-প্রচলনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময়—(ইং ১৮৫৮ সালে) রচনা করেন। পরে ইং ১৮৬০ (১৭৮২ শাক) সালে বৈশাখ মাসে "শব্দসার" নামক একখানি ব্যুৎপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাংলা অভিধান প্রকাশ করেন। "উৎকর্ষবিধান" নামে একখানি বালকপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক ইং ১৮৭০ (সন ১২৭৭) সালে শ্রাবণ মাসে প্রণয়ন করেন। ইং ১৮৭১ সালে জানুয়ারি মাসে "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ" সরল টীকা, পদান, শব্দ ও ধাতুসাধন এবং পাণিন্যাদি ব্যাকরণের সূত্রোল্লেখসমেত প্রকাশ করেন। প্রথমশিক্ষার্থী বালকদিগের জন্য "মুগ্ধবোধসার" নামক একখানি ব্যাকরণও ইং ১৮৮০ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। "কাদম্বরী কথা" সরল টীকা-সম্বলিত উত্তরভাগ ইং ১৮৮৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ও পূর্ব্বভাগ ১৮৮৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন। উত্তরভাগটী বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য হওয়াতে উহা প্রথমেই প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এল্. এ. পরীক্ষার্থ সংস্কৃত দশকুমার-চরিত হইতে একটী সংগ্রহ করিয়া ইং ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত করেন। উহা চারি বৎসর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে।···

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, পিতৃদেবের চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছিল। পরে যখন তিনি চক্ষু পুনর্লাভ করেন, তখন স্বহস্তে ভগবদ্গীতাখানি লিখিয়াছিলেন, এবং "শ্রীকৃষ্ণাষ্টক" নামে ৮টী শ্লোকও রচনা করেন।

পেন্‌সন লইবার পর পিতৃদেব আরও ২খানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১ম—মনুসার, ২য়—কাশীখণ্ডসার। (পৃ. ৯৬-৯৭)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পর কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ হন। তিনি ১২ মার্চ ১৮৪৭ তারিখে মাসিক ৪০৲ বেতনে ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বয়স অধিক হওয়ায় তাঁহার দ্বারা পাঠনার সুবিধা হইতেছিল না; এই কারণে ১৮৫১ সালের জুন মাস হইতে তাঁহাকে পুস্তকাধ্যক্ষের পদে বদলি করিয়া, পুস্তকাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। এই পরিবর্ত্তনের কয়েক মাস পরে ৮ই নবেম্বর তারিখে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন পরলোক গমন

করেন। সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনাকালে কাশীনাথ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলে ১২ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখ হইতে তারাশঙ্কর (চট্টোপাধ্যায়) তর্করত্ন মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তারাশঙ্করকে এই পদের জন্য সুপারিশ করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১০ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

... Tarasankar Sharma be appointed to succeed Pundit Kasinath Tarkapanchanan.

Tarasankar is one of the most distinguished students of the Institution. He left the college in September last completing the full period allowed for study. He held a senior scholarship of the first class for five years and, for the last three years successively, kept the first place in the General list. His character is unexceptionable. In addition to his eminent proficiency in Sanscrit, he possesses a fair knowledge of English literature. When, in June last, the overcrowded state of the Grammar classes required a subdivision of the pupils he was temporarily appointed to take charge of a class and discharged his duties very satisfactorily. Of all the ex-students of the Institution, who are still employed, he is decidedly the best. If the Council be pleased to appoint Tarasankar to the Librarian's post I shall derive great assistance from him.

তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রবার্ট কাষ্ট্‌ সাহেব-প্রদত্ত ৫০৲ টাকার পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় ২১ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষক জি. টি. মার্শেল শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিয়াছিলেন :—

F. J. Mouat, Esq.
Secy. to the Council of Education.

Sir,

I have the honor to report for the information of the Council that on the 21 Nov. I examined 10 candidates for the Annual Prize of 50 Rupees given by Mr. [R. N.] Cust to be awarded to the author of the best Sanscrit Poetical Essay.

The subject proposed by me was "What are the advantages and disadvantages of a Town and Country Life and which of the two deserves the preference ?"

Only two of the candidates, Tarasunker and Srish Chunder gave in the prescribed number of verses namely 25. I am of opinion that the Essay of Tarasunker deserves the Prize...

College of Fort William
27 Decr. 1845.

I have the etc.
Sd. G. T. Marshall

তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজে তের বৎসর রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 150

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Tarasankar Tarkaratna has attended at the Sanscrit College for thirteen years and studied the following branches of Sanscrit Literature—Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Mathematics, Law and Logic, that he has attained eminent proficiency on the subject of these studies; that he has made fair progress in the English Language and Literature; and that his conduct has been perfectly satisfactory. At the time of leaving the College he held a Senior Scholarship six years.

Fort William
The 9th January 1852.

James Wm. Colville
President, Council of Education.
F. J. Mouat
Secretary, Council of Education
Eshwar Chandra Sharma
Principal.

তারাশঙ্কর ১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি মাসিক ১০০৲ বেতনে নদীয়ার সাব-ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। ১ মে ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া, দক্ষিণ-বঙ্গের অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুলস-এর পদ লাভ করেন। শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য তাঁহাকে জন-কয়েক সাব-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্ন অন্যতম। তারাশঙ্করের স্থলে সংস্কৃত কলেজে পরবর্ত্তী ১৫ই জুন হইতে জগন্মোহন শর্ম্মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৮ সালে যখন 'কাদম্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তারাশঙ্কর জীবিত। ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৬০-৬১ সালের শিক্ষা-রিপোর্টের শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬০ তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে; এই তালিকায় তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না; সম্ভবতঃ তিনি ইহার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর বাংলায় এক জন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত যে কয়খানি বাংলা পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

(১) **ভারত বর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা।** ১৮৫০।

এই পুস্তিকা সম্বন্ধে ৭ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র লেখেন :—

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক।—শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করিয়া গত বৎসর শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভাহইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এপর্য্যন্ত অস্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর দ্বারা তাহার এক খানি পাওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় অবলাদিগের সকল প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহারদের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণ দর্শাইয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন।…

১৮৫১ সালে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৫৮) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ইহার এক খণ্ড আছে।

(২) **পশ্বাবলী**। ১৮৫২।

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ সালে লসন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পীয়র্স কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর কর্ত্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮৫২ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৬শ কার্য্যবিবরণে (পৃ. ১) প্রকাশ :—

The new edition of Lawson's Animal Biography, in Bengali, re-written by Pandit Tarasankar, appeared in June last,...

(৩) **কাদম্বরী**। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ১৮৫৪।

পুস্তকে "প্রথম বারের বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "৩রা আশ্বিন, সংবৎ ১৯১১"।

(৪) **রাসেলাস**। ১৮৫৭। পৃ. ২৪২।

পুস্তকে প্রথম বারের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "১৫এ ভাদ্র। সংবৎ ১৯১৪।" "ইঙ্গরেজী ভাষায় জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত"।

শিবচরণের গীতপদ

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম্-এ, ডি-লিট্

উদাসী শিবচরণের নাম জানে না, এমন কেহ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বৌদ্ধসমাজে নাই। এই সমাজের গায়ককুল ও কথকগণ "গেঙ্খুলি" নামে পরিচিত। তাঁহারাই শিবচরণ-রচিত অথবা তাঁহারই নামে প্রচলিত গীতপদগুলি ভক্তিভরে ঘরে ঘরে গান করিয়া তাঁহার অক্ষয় অবদান আজ পর্যন্ত জাগাইয়া রাখিয়াছেন। গীতপদগুলির সংখ্যা সাত বলিয়া জনশ্রুতি থাকিলেও, মাত্র ছয়টাই চাকমা জাতির ইতিবৃত্তলেখক ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাগ্রহে সংগ্রহ করিয়া সযত্নে তাঁহার পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।[1] গীতগুলি সমস্তই "গোজেন" বা "গোঁসাই"-বিষয়ক এবং পালাক্রমে "তান-লয়সমন্বয়ে" গীত হইয়া থাকে। এ সকল গীত গাহিবার রীতি ও অবকাশ সচরাচর "গোজেন লামা" বা "গোসাই পালা" নামে সুবিদিত। "গোজেনর লামা"[2] অর্থে "গোঁসাইর (পরমেশ্বরের) স্তোত্র" অভিমত প্রকাশ করিয়া ঘোষ মহাশয় আংশিক ভুল করিয়াছেন। "লামা" শব্দের অর্থ "স্তোত্র" নহে, "পালা"। প্রথম লামার শেষে উক্ত হইয়াছে, "গীত এক লামা পুরেয়ে", দ্বিতীয় লামার শেষে—"গীত দ্বি লামা ফুরেল", তৃতীয়ের শেষে "গীত তিন লামা ফুরেলুং", চতুর্থের শেষে "গীত চার লামা ফুরেই যায়", পঞ্চমের শেষে "গীত পাচ লামা ফুরেই যার", এবং ষষ্ঠের শেষে "গীত ছয়[3] লামা ফুরেয়ে"। এ স্থলে "গীত এক লামা" অর্থে "গান এক পালা", "গীত দ্বি লামা" অর্থে "গান দুই পালা", "গীত তিন লামা" অর্থে "গান তিন পালা" ইত্যাদি।

গেঙ্খুলি ভেদে গীতগুলির পাঠভেদ হইবারই কথা। মদীয় ছাত্র শ্রীমান্ বিপুলেশ্বর দেওয়ান বি-এ সংগৃহীত পুথিগুলি হইতে পাঠভেদের স্বরূপ ও পরিমাণ পরে বুঝিতে পারা যাইবে। ঘোষ-প্রদত্ত পাঠ হইতে উহাদের ভাষা ও ভাবগত বিশেষত্ব নির্ণয় করা চলে। ভক্ত সাধকের খেদব্যঞ্জক ও মর্মস্পর্শী ভাবগুলি বিভিন্ন আকার ও পদব্যঞ্জনে প্রায় প্রত্যেক গীতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কাজেই সমস্ত একত্রে মিলাইয়া পড়িলে উহাদের উক্তিগুলি কি হইতে পারে, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। আমরা প্রধানতঃ এ ভাবেই উহাদের যথার্থ বিচার করিতে পারি। উহাদের বিচারের অপর এক প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে—চাকমাসমাজে প্রচলিত এবং প্রায় সমভাবে আদৃত "ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান", "কিবাবির (কৃপা বিবির) বারমাস" এবং

১। চাকমা জাতি, পৃ. ৩১০-৭৮।

২। চাকমারা প্রায়ই "গোজেন লামা"ই বলেন, "গোজেনর লামা" নহে।

৩। ঘোষ মহাশয়ের ভুল পাঠ "গীত হয় লামা"। ভুলটী আপাতদৃষ্টিতে ছাপারই।

"উভগীত"[৪] প্রভৃতির সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিয়া গীতগুলি হইতে চাক্‌মা জাতির ভাষা, ভাব ও চরিত্রের, আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় লাভ করা। উহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, উহাদের মধ্যে বাংলার ভাগ্য-বিপর্যয়গ্রস্ত বৌদ্ধ ভাবধারা কি পরিমাণে রক্ষিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আলোচনা করা আবশ্যক, শিবচরণের জীবনী সম্বন্ধে আমরা কি জানি, তাঁহার নামে পরিচিত গীতগুলি তাঁহার স্বরচিত কি না, উহাদের সংখ্যা সাত কিংবা ছয়, উহাদের রচনাকালই বা কত এবং উহারা সর্বাংশে ঠিক কোন্ জাতীয় রচনা ?

শিবচরণের জীবনী সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানি, তাহা আমাদের উপস্থিত প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। কথিত আছে যে, চাক্‌মা জাতির "কান্তেই" বা "কান্তী" গোছায় তাঁহার জন্ম হয়। চাক্‌মা "গোছা" জৈন "গুচ্ছ" শব্দেরই অনুরূপ শব্দ। চাক্‌মাদের মূল চারি গোছা কালে নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া একত্রিশ গোছায় পরিণত হয়। কান্তেই বা কান্তী গোছা এই একত্রিশের অন্যতম।[৫]

শিবচরণ আশৈশব উদাসভাবাপন্ন ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের[৬] এরূপ ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে হইলে বিবাহবন্ধনই পরীক্ষিত উপায় ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। নিরুপায় দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তিনি তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে কখন কোথায় চলিয়া যাইতেন, কেহ তাহা জানিতে পারিত না। আহারের সময় স্নেহশীলা জননী পুত্রকে কাছে না পাইয়া তাঁহার জন্য ভাতের পুটলীতে আহার্য রাখিয়া দিতেন। দুই তিন মাস পরেও তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলে দেখা যাইত, পুটলীবদ্ধ অন্ন-ব্যঞ্জন বেশ গরম আছে ; এমন কি, সদ্য পাক করা অন্নব্যঞ্জনের ন্যায় তাহা হইতে বাষ্প উঠিতেছে। অবশেষে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী এবং চিরতরে নিরুদ্দেশ হন। তিনি ঠিক কত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই এবং ঠিক কত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা বলা অসম্ভব।

এ স্থলে প্রশ্ন উঠে—প্রচলিত গীতগুলি তাঁহার স্বরচিত হইলে, উহারা তাঁহার জীবনের কোন্ অংশের রচনা ? এবং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে, উহারা তাঁহার গৃহত্যাগের পূর্বেরই রচনা। ইহার অনুকূলে এই মাত্র বলা চলে যে, গীতগুলি উদাসভাবব্যঞ্জক ও আক্ষেপসূচক। ইহাদের মধ্যে মানবচিত্ত "জ্ঞানী ধ্যানী" "তপস্বী ধর্ম্মশীল সন্ন্যাসী"র প্রতি আকৃষ্ট এবং গুরুচরণ সেবা দ্বারা কূল পাবার জন্য ব্যাকুল। স্বতঃই মনে হয়, যেন গীতগুলি কোন সিদ্ধাইর বা সিদ্ধ পুরুষের উক্তি অথবা রচনা নহে।

৪। চাক্‌মা জাতি, পৃ. ৩৩৬-৪৪, ৩৪৭-৫১, ৩৭৯-৮০।

৫। চাক্‌মা জাতি, পৃ. ৫৯ ৩৭০।

৬। ঘোষ মহাশয়ের মতে একমাত্র পুত্রের। গৈরিকায় প্রকাশিত জীবনী হইতে জানিতে পারা যায়, শিবচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণের বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

আসল প্রশ্নের এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রচলিত গীতগুলিকে আমরা নির্বিবাদে উদাসী শিবচরণের স্বরচিত পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি? প্রশ্নটী গুরুতর, ইহার সদুত্তর প্রদানও দুষ্কর। ঘোষ মহাশয় গীতগুলিকে সরাসরি শিবচরণের রচনা বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।[৭] গানের সভায় গায়কগণ সচরাচর যে আকারে ও যে ভাবে পালাগান করেন, ঠিক সে আকারে ও সে ভাবে গীতপদগুলি রচিত। প্রত্যেক পালারম্ভে আছে--নতশিরে এবং অতি বিনীতভাবে প্রধান গায়কের ইষ্টদেবতার চরণবন্দনা, শেষে আছে পালাসমাপ্তিসূচক উক্তি। যদি গীতগুলি এই আকারে শিবচরণেরই রচনা হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে বুঝিতে হয়—আসামের বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের ন্যায় শিবচরণ নিজেই গীতপদগুলি রচনা করিয়া গেঙ্খুলিবেশে তাহা গান করিয়া লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ গীতপদগুলির মধ্যে কোথাও উহারা শিবচরণের রচনা বলিয়া দাবী অথবা সঙ্কেত করা হয় নাই। কেবলমাত্র দ্বিতীয় গীতের তৃতীয় চরণে উক্তি আছে—"আগে ছালাম্ দেয় শিবচরণ।" অপরাপর গীতে এ জাতীয় উক্তিতে বচনটী থাকে "ছালাম্ দ্যং", "সেলাম্ দিতেছি।" এ স্থলে "দেয়" পাঠ শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইলে, উহার অর্থ দেবের পরিবর্ত্তে "দেয়" বা "প্রদাতব্য" মনে করাই সমীচীন। চাক্‌মা "দেয়" শব্দ "দাও" অর্থেও গ্রহণ করা চলে। তাহা এ স্থলে প্রসঙ্গবিরুদ্ধই মনে হয়। শিবচরণ আপাতদৃষ্টিতে শিবের চরণ। অথবা যদি মনে করি, গায়ক উদাসী শিবচরণকে উদ্দেশ করিয়াই প্রণাম জানাইয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিতে হয়, প্রচলিত গীতগুলি আদৌ শিবচরণের স্বরচিত পদ নহে; জনপ্রসিদ্ধ শিবচরণের কতকগুলি উদাস ভাব এবং খেদোক্তি অবলম্বনেই কোন প্রতিভাশালী গেঙ্খুলি গীতপদগুলি রচনা করিয়া থাকিবেন। ৬ষ্ঠ গীতে গীত সাধনার সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "এগার হাজার চৌরাশী সন"; বারের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।[৭ক] এই সন চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত মঘী সন অথবা বঙ্গাব্দ। মঘাব্দ গণনা করা হয় ৬৩৭ কিংবা ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ঘোষ মহাশয় সত্যই ধরিয়াছেন যে, উদ্ধৃত উক্তিতে "হাজার" সংখ্যাটী "শত" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সহস্র শব্দে শত এবং শত শব্দে সহস্র বুঝায়, এরূপ উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যেও বিরল নহে। শ্রীমান্ বিপুলেশ্বর দেওয়ানের পুথিতে "শত" পাঠই আছে। এ ভাবে এগার হাজার চৌরাশীকে ১১৮৪ মঘাব্দে পরিণত করিয়া বলিতে পারা যায়—গীতগুলির প্রথম রচনার কাল ১৮২১ কিংবা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। তাহা শিবচরণের জীবিতকাল হওয়া আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে—শিবচরণ গীতগুলির ঠিক রচয়িতা না হইলেও তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহারই চিরস্মরণীয় অবদান অবলম্বনে ঐ সমস্ত রচিত ও গীত হয়। তখন ধরম বক্স খাঁ (১৮১২—৩২ খ্রীঃ অব্দ)

৭। চাকমা জাতি, পৃঃ ৩৭৮।

৭ক। কোন কোন পুথিতে বারের নাম আছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছি।

চাক্‌মা রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। বঙ্গাব্দ মনে করিলে, গীতগুলির রচনাকাল ১৭৭৬ কিম্বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গীতগুলির সংখ্যা সাত কিংবা ছয়, তাহা এখনও আলোচনা করা হয় নাই। শ্রীমান্ বিপুলেশ্বর দেওয়ানের পুথিতে সাতটী গীতই রক্ষিত আছে। সাত সংখ্যার প্রতি চাক্‌মাসমাজের বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় গীতে আছে—"সাত বার সাধিলে", চতুর্থে ও ষষ্ঠে "সাত ভেই সাত ভোন্" এবং পঞ্চমে "সাত পুত চাই।" সাত বার গীত সাধনার জাতীয় প্রেরণা থাকিবারই কথা। এ ভাবে দেখিলে গীতপদগুলির পূর্ণসংখ্যা সাত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু চাক্‌মাসমাজের অনেকের মতে পূর্বে গীতপদগুলি ছিল সংখ্যায় পাঁচ এবং উহাদের সঙ্গে পরের রচিত দুইটী যোগ করিয়া হইয়াছে সাত। প্রথম পাঁচ, ক্রমে ছয় এবং শেষে সাত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। আমরা ছয়টী গীত যে ভাবে বিন্যস্ত আছে দেখিতে পাই, তাহাতে সপ্তম গীতের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। প্রথম গীতে পালারম্ভের এবং ষষ্ঠে পালা শেষের উপযুক্ত ভণিতা আছে। মধ্যের চারিটীতে এরূপ দীর্ঘ ভণিতা নাই। অতএব ছয় গীতেই "গোঙ্গেন লামা" সম্পূর্ণ মনে করিতে বাধা দেখি না। লামা শব্দের অর্থ ভুল করিয়া ঘোষ মহাশয় গীত বা গীতপদগুলিকে স্তোত্র আখ্যা দিয়াছেন। এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, লামা শব্দের অর্থ স্তোত্র নহে, "নামা",[৮] "অবতরণ", "দফা", "পালা"। প্রথম গীতে গায়ক মা সরস্বতীকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন, যেন তিনি সভায় গান করিবার জন্য গীতপদ কণ্ঠে যোগাইয়া দেন। উহার শেষ ভাগে আছে গীত সাধনার কথা। অপরাপর গীতে আছে "তঁদা সাধনা" বা "কণ্ঠ (অর্থাৎ সুর) সাধনা"র কথা, এবং তৃতীয়ে আছে ধর্মসাধনার কথা। তদনুসারে গীত, কণ্ঠ এবং ধর্ম, এই তিনই সাধনার বস্তু, সাধনার বিষয়। গীতগুলির মধ্যে আছে—গোঁসাইর চরণ ভজনার কথা, চন্দ্র-সূর্য্যের বন্দনার কথা, গুরু ও পিতামাতার চরণ ভজনার কথা, বিবিধ বর প্রার্থনার কথা। তথাপি উহারা সর্বাংশে স্তোত্র নহে। ভজনা ও বন্দনা উহাদের ভণিতা মাত্র। প্রধান উক্তিসমূহ হইতে বিচার করিলে উহারা নীতি উপদেশাত্মক ভাবের গীত।

রচনা হিসাবে গীতপদগুলি গান নহে, কবিতা। ঘোষ মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হইলে, উহারা কবিতা হইলেও "সঙ্গীতের পাশ" হইতে মুক্ত নহে; নানা রাগরাগিণীতে উদ্গীত হইলেও রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকাগুলিকে যেমন কবিতাসমষ্টি ধরা হয়, এই-গুলিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বলিতে গেলে, এই গীতপদগুলি 'গাথা' জাতীয় রচনা। পক্ষান্তরে এই গীতগুলিকে বৌদ্ধ চর্য্যাপদ এবং দোঁহার ছায়া বলা যায়। দ্বিপদী শ্লোকেই গীতগুলি রচিত এবং প্রত্যেক শ্লোকের দুই চরণের শেষ শব্দে মিত্রাক্ষর পয়ারের ন্যায় মিল আছে। কিন্তু অক্ষরসংখ্যায় প্রায় সর্বত্রই অমিল।

৮। প্রথম গীতোক্ত "লামনি ধার" হইতে লামা শব্দের ঠিক এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়।

কাজেই বর্ণবৃত্তির দিক্ হইতে ছন্দের বিচার করা চলে না, মাত্রাবৃত্তির দিক্ দিয়াই তাহা বিচার করিতে হইবে। অতএব গায়কের উচ্চারণ-ভঙ্গীর উপরে অনেকাংশে ছন্দরক্ষার জন্য নির্ভর করিতে হয়। আবার গায়কের উচ্চারণভঙ্গীও সংযোজিত সুর ও তালের অধীন।

গীতগুলির রচনা সরল, সহজ, প্রাণস্পর্শী এবং স্থানে স্থানে গভীরভাবদ্যোতক। উহাদের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও, চাকমা কথ্য ভাষার ছাঁচে ঢালা। রচনার মধ্যে কোথাও কষ্টকল্পনা নাই। ভাষার গতিও স্বচ্ছন্দ। নিহিত ভাবগুলি স্বভাবসিদ্ধ, দ্যোতনা চমৎকার। স্বভাবকবি ও গায়কের স্বভাবসুলভ ভাবস্ফূর্ত্ত রচনায় এই গীতপদগুলি প্রোজ্জ্বল। সত্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে প্রস্ফুটিত মধুভরা সুন্দর বনকুসুমের ন্যায় গীতপদগুলি সুন্দর ও মধুর।

গীতগুলির মধ্যে প্রাণের যে ব্যাকুলতা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সমগ্র চাকমা বৌদ্ধ জাতিরই নিভৃত হৃদয়ের বেদনা। এই অনুভূত বেদনায় আমরা দেখি, অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা, এবং সর্ব্বজাতি ও সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও ভাষা অধ্যয়নের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানী, ধ্যানী, শিক্ষার্থী, শিক্ষিত ও পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের অভাবে বিশেষ আক্ষেপ অনুভব। দ্বিতীয় গীতে গায়ক বলিতেছেন, "অপার পানি সাগরে। ত্রিশ তিন জাতি ভাজ পড়তুম্ গই আগরে॥" আধুনিক বাঙ্গালায় বলিতে গেলে,

"সাগরে অপার জল, প্রবল জ্ঞানের তৃষা,
তেত্রিশ জাতির ভাষা শিখিতে কতই আশা!"

ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যানে উক্ত আছে যে, রাজা বিজয়গিরি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া এমন এক দেশে গিয়া পড়িলেন, যেখানে শিক্ষার্থী ও পণ্ডিত কেউ ছিল না। তাহা জানিয়া তিনি সৈন্যগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন:

"পড়োয়া পণ্ডিত নেই যে দেশং
যেদং নয় সৈন্যগণ সে দেশং।"

"যে দেশে বিদ্যার্থী ও পণ্ডিত নাই, হে সৈন্যগণ! সে দেশে যাইব না।"

৫ম গীতে বর্ণিত গৃহীর প্রত্যাশিত জাগতিক পদমর্য্যাদাগুলি সমস্তই চাকমা জাতির মধ্যে তখনও বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। সকলের উপর রাজপদ, রাজার নীচে দেওয়ান, দেওয়ানের নীচে জুমিয়া (জুম্মোয়া) এবং জুমিয়ার নীচে কৃষক (হাল্যা)।

গীতগুলিতে আমরা যে চাকমা কথ্যভাষার ব্যবহার পাই, তাহা বহু স্থলে চট্টগ্রাম জিলার কথ্যভাষার অনুরূপ। এই দুই কথ্যভাষার "ন" অব্যয় পদটী ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে, যথা: ন আছিল = নহি ছিল (শূন্যপুরাণ), ছিল না; ন বুঝে = বোঝে না; ন বুঝি = বুঝি না; ন কদ = কহিত না; ন কত্ত = করিত না; ন ধত্ত = ধরিত না; ন পিত্তুং = পাইতাম না; ন হতুং = হইতাম না; ন হদ = হইত না; ন শুন্দুং = শুনিতাম না। কতিপয় স্থলে ক্রিয়ার পূর্ব্বে "ন"র অবস্থান বাংলা ভাষায় সর্বত্র সাধারণ, যথা: ন পেয়ে = না পাইয়া; ন পাল্লে = না পারিলে; ন র'লে = না রহিলে, না থাকিলে।

বহু স্থলে চাক্‌মা কথ্যভাষার শব্দগুলি গদ্য ও পদ্যে সমান, কতিপয় স্থলে ছন্দ রক্ষার জন্য বিভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে, গদ্যে "ভাই" শব্দের উচ্চারণ "ভাই", কিন্তু ছন্দের খাতিরে এবং দুই চরণের শেষ শব্দের মিল রক্ষার জন্য গীতপদগুলিতে স্থল-বিশেষে আমরা পাইতেছি 'ভেই'। দ্বিতীয় গীতে "মায়া"র অপভ্রংশে পাই "মেইয়া"—শুধু পূর্ব্বচরণের শেষ শব্দ "দিয়া"র সহিত মিল রাখিবার জন্য। পূর্ব্ববঙ্গের "মাইয়া" = পশ্চিমবঙ্গের "মেয়ে" অথবা মায়া (দয়ামায়ার মায়া)। চাক্‌মা "ন হদ" = হ'ত না, কিন্তু তৃতীয় গীতে শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের "ন শুন্দুং"এর সহিত মিল রাখার জন্য প্রথম চরণে "হ'ত না" অর্থে পাই "ন হদুং"। গদ্যে "হাতী" শব্দের উচ্চারণ "হাতী", কিন্তু পঞ্চম গীতে ছন্দের খাতিরে "হাতী" হইয়াছে "হেৎ"। এই গীতের এক শ্লোকের প্রথম চরণে "মনের সাধে"র স্থলে পাই "মনের সাধ," শুধু দ্বিতীয় চরণের "হাদে হাদ্" কথার সহিত সঙ্গতি স্থাপনের জন্য। যদিও "চমৎকার" শব্দের সহিত সাদৃশ্য বিধানে প্রথম গীতে "জলংকার" শব্দটী নির্মিত হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও ছন্দপ্রসূত। এরূপে ছন্দের খাতিরে কবিতায়, বিশেষতঃ গাথা জাতীয় রচনায় শব্দের কত কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ললিতবিস্তরের দীর্ঘ ভূমিকায় তালিকা করিয়া দেখাইয়াছেন। ছালাম, দজগ্, হুজুর ও খাজানা ব্যতীত মুসলমানী শব্দ গীতগুলিতে নাই বলিলেও চলে। সম্ভবতঃ বর্মিজ শব্দ "সিকুফয়া" ("নমস্কার") রূপান্তরিত হইয়া "সেখাভূয়া" হইয়াছে।

গীতগুলির মূল ও অনুবাদ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বিচার্য্য—উহাদের মধ্যে বাংলার বৌদ্ধ চিন্তাধারা কি পরিমাণে রক্ষিত আছে? আমরা প্রত্যেক গীতের প্রারম্ভে দেখি, গায়ক "গোজেনর" বা "গোঁসাইর" চরণ ভজনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি বর ভিক্ষা করিতেছেন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব প্রভাবে "গোঁসাই" শব্দে ভগবান্ বুদ্ধকে বুঝেন। কিন্তু গীতগুলিতে "গোঁসাই" শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মায়াময় ঈশ্বর বা পরমেশ্বরই জ্ঞাপিত হইয়াছেন। তিনি হইতেছেন প্রধানতঃ শিবরূপী, "দেবকমল" বা বিষ্ণুও বটেন। তবে তিনি পার্ব্বতীর সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ শিব অথবা কমলার সহিত যুক্ত বিষ্ণু নহেন। প্রথম গীতের প্রারম্ভে গায়ক যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শূন্যপুরাণ এবং বাংলা দেশে প্রচলিত শৈব আগমাদিতে প্রদত্ত সৃষ্টিবর্ণনার অনুরূপ। তাহা মূলতঃ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তের বর্ণনারই অনুযায়ী। গায়ক কবি বলিতেছেন—তখন নদী সরিতাদি সৃষ্টি কিছুই ছিল না, ছিল সমস্তই জলাকার। গোঁসাই জলের উপর স্থল নির্মাণ করিলেন। পূর্ব্বে নিজের জন্ম প্রস্তুত করিয়া পরে সকল জীব সৃজন করিলেন। ঈশ্বর-নির্ম্মাণবাদ বৌদ্ধ চিন্তার প্রায় সর্ব্বস্তরে খণ্ডিত হইলেও, চট্টগ্রামবাসী গৃহস্থ বৌদ্ধগণ এই ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শতকে বিরচিত গুণকারণ্ডব্যূহে আদিবুদ্ধ বৈদিক প্রজাপতির এবং সমাধি বৈদিক তপের স্থান অধিকার করিয়াছে। যেমন প্রজাপতি তপঃপ্রভাবে বিশ্বসংসার ও জীবসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন

আদিবুদ্ধ সমাধিপ্রভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবপ্রমুখ সকল দেবতা, মানব ও চরাচর সৃজন করিয়াছেন। বাংলার বৌদ্ধগণের নিকট শিব প্রধান উপাস্য দেবতা হওয়ার পক্ষে বাধা দেখি না। কারণ, পালযুগে পূর্ব্বাঞ্চলে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে, এই লোকমত দাঁড়াইয়াছিল যে, যে-ই বুদ্ধ সে-ই শিব, যে-ই শিব সে-ই বুদ্ধ।[৯]

প্রথম গীতে চন্দ্রসূর্য্যকে দুই সহোদর ভাই বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা যেমন একদিকে ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের দীর্ঘতমা সূক্তে পাওয়া যায়, তেমন বাংলার সাধারণ লোকের মুখেও প্রাতিদিন শুনা যায়। পালি দেবধম্মজাতকেও প্রায় এইরূপ বর্ণনাই দৃষ্ট হয়। অতএব ইহা দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় না।

গীতগুলিতে বুদ্ধ অথবা সঙ্ঘের উল্লেখ আদৌ নাই। ধর্ম্ম সাধনার কথা অবশ্যই আছে। তথাপি স্বীকার করিতে হয় যে, গীতগুলির অন্তর্নিহিত চিন্তার ধারা বৌদ্ধ, মহাযানী ও হীনযানী বিমিশ্রিত। ৬ষ্ঠ গীতে গায়ক, মা বসুমতী বা বসুন্ধরাকে দানের সাক্ষী করিয়া হস্তে পাত্র হইতে জল ঢালিবার কথা বলিতেছেন। ইহা সম্পূর্ণভাবে অতি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রথা। তৃতীয় ও চতুর্থ গীতে "হীনকুলে ন যিদুং" (হীন কুলে যাইতাম না, অর্থাৎ জন্ম হইত না), "দুঃখ্যাকুলে ন হদুং" (দুঃস্থ পরিবারে জন্মিতাম না), "হাদে ন করতুম্ জীববধ" (স্বহস্তে জীবহত্যা করিতাম না), "যুগে যুগে ন পড়্তুম্ দজগৎ" (যুগে যুগে, বিভিন্ন জন্মে নরকে পতিত হইতাম না), ইত্যাদি যে সকল খেদোক্তি আছে, উহার পশ্চাতে আছে পালিভাষায় সন্নিবদ্ধ গৃহী জনের উচ্চ অভিলাষ: "হীনকুলে ন যায়ামি জাতি জাতি ভবাভবে" যাহা সঙ্ঘের সমক্ষে স্বহস্তে পাত্র হইতে জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে দায়কগণ ব্যক্ত করেন। "কানে ন শুন্দুং কুকথা" (কানে কুকথা শুনিতাম না), "পরে ন কথ কুকথা" (অপরে কুবাক্য বলিত না), "পড়োয়া পণ্ডিত যেই দেশে, জন্ম হদুং গৈ সেই দেশে" (যে দেশে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত আছেন, সে দেশে গিয়া জন্ম লইতাম), ইত্যাদি আক্ষেপ-সূচক উক্তির পশ্চাতেও রহিয়াছে পালিভাষানিবদ্ধ বৌদ্ধ গৃহী জনের পুণ্যানুষ্ঠানের ফল-স্বরূপে হৃদয়ের কামনা:

"ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন মা মে বাল-সমাগমো।
সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বান-পত্তিয়া।"[১০]

"এই পুণ্যকর্ম্মের ফলে নির্বাণ না পাওয়া পর্যন্ত যেন মূর্খের সহিত আমার সংসর্গ না হয়, সতের সহিতই সম্পর্ক হয়।"

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমস্তেই পালি শাস্ত্রোক্ত শ্রাবকযানীয় বা হীনযানীয় গৃহস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান আছে। নীতির প্রাধান্যেও এই ধর্ম্মের প্রভাব বিলক্ষণ সূচিত হয়। প্রথম গীতে জম্বুদ্বীপে জন্মলাভের গৌরবও এই সিদ্ধান্তের

৯। Indian culture, Vol. 1, p. 284, শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকারের Siva Buddha in old Javanese Records শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০। শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির-সঙ্কলিত বুদ্ধবন্দনা, পৃ. ৪২।

অনুকূলে। পক্ষান্তরে গীতগুলিতে পরবর্তী মহাযানের অন্তর্গত সহজসিদ্ধির প্রভাবও সুস্পষ্ট। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, এই গীতপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চর্য্যাপদের ছায়া। তাহা ছাড়া উহাদের মধ্যে আছে গুরুবাদ, গুরুনামের মাহাত্ম্য, গুরুপদসেবার উপকারিতা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয় গীতে আছে—নিজের সর্বস্বদানে সকল মানুষের উদ্ধার সাধনের সঙ্কল্প। চিত্ত ও মনের একীকরণের ব্যগ্রতার মধ্যে আমরা দেখি, ঐ একই পরবর্তী মহাযান বৌদ্ধধর্মের যুগনদ্ধবাদের অভিব্যক্তি। অধিকন্তু, চর্য্যাপদের ভাবে দেহ বা আত্মভাবকে পরমবৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে লৌকিক মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণ হইতে পারিল কিরূপে? তাহার উত্তরে আমি বলিব—তাহা না হইলেই বরং আশ্চর্যের কথা হইত। চট্টগ্রাম জেলার বহু স্থান হইতে, বিশেষতঃ আনোয়ারা থানার অন্তঃপাতী বটতলী ও ঝিয়ারী হইতে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে আমরা বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত একত্র সমাবেশে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও তারা প্রভৃতি মহাযানীয় বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাই। ইহাদের কোন কোনটীর পাদপীঠে অথবা পৃষ্ঠে সংস্কৃত ভাষায় লেখাও উৎকীর্ণ আছে। ঐ লেখানিবদ্ধ দাতৃগণ প্রবর মহাযানসম্প্রদায়ী আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। মূর্ত্তি ও লেখাগুলির বৈচিত্র্য পরীক্ষা করিলে উহাদিগকে পালযুগের নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্তে ইহারা খ্রীষ্টীয় ৮ম কিংবা ৯ম এবং ১১শ কিংবা ১২শ শতকের মধ্যে চট্টগ্রামেই নির্মিত হয়।[১১] এই মূর্ত্তিগুলির দেহাবয়বের বৈচিত্র্যের মধ্যে বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের মিলনক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ১৪শ কিংবা ১৬শ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আরাকান হইতে পালিশাস্ত্রমূলক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হয়। আরাকান হইতে আনীত এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত পালিসূত্রগুলি চাকমাসমাজে "আগরতারা" নামে পরিচিত। রাজা ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিভান্বিতা, মহীয়সীকীর্ত্তি, প্রাতঃস্মরণীয়া ও অলোক-সামান্যা পত্নী রাণী কালিন্দী ঐ সমস্ত সংগৃহীত করিয়া রক্ষা করেন। তারাগুলির নাম চাকমা, ভাষা আরাকানী-উচ্চারণ-বিকৃত পালি এবং বড়ুয়া ও চাকমা উচ্চারণ-বিকৃত বর্মিজ। উহাদের কোন কোনটীতে মূলের পাশে পাশে বর্মিজ ভাষায় তর্জমা সন্নিবেশিত আছে।

শিবচরণের গীতপদগুলির ঐতিহাসিক বিশেষত্ব এই যে, উহাদের মধ্যে আমরা সরল ও সহজ ভাষায় হীনযান ও মহাযান, এই উভয় যানেরই লৌকিক ধারার সুন্দর সমাবেশ পাই,

১১। Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, pp.332 f. ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার Some images and traces of Mahayana Buddhism in Chittagong শীর্ষক প্রবন্ধ এবং Archaeological Survey of India, Reports for 1927—28, p. 184; 1928—29 p. 125; 1929—30, pp.194—95. দ্রষ্টব্য।

এবং তাহা গায়ক, কবি ও ভক্ত সাধকের স্বাধীন অনুভূতি দ্বারা সঞ্জীবিত ও উদ্যোতিত হইয়াছে।

(১)

গোজেন লামা মূল—চাক্‌মা ভাষা	গোঁসাই পালা অনুবাদ—আধুনিক বাংলা
উজানি ছরা লামনি ধার,১২	উজান স্রোত, নিম্নগ ধার,
ন আছিল সৃষ্টি, জলৎকার।	ছিল না সৃষ্টি, সব জলাকার।
জল উপরে গর্য্যে স্থল,	জলের উপরে স্থল নির্মাণ করিল,
বানেল গোজেনে জীব সকল।	সর্বজীবে গোঁসাই ত সৃজন করিল।
আরেয়ে বানেয়ে জনম যার,	সব অগ্রে নির্মাইল জনম যাঁহার
আগে ছালাম্ দ্যং চরণ তার।১২ক	প্রথম প্রণাম দিই চরণে তাঁহার।
চাঁনে সূর্য্যে সহোদর ভেই,	চন্দ্রসূর্য্য যাঁরা দুই ভাই সহোদর
ছালাম্ দ্যং উদ্দিশে ভূমিৎ থেই।	উদ্দেশে প্রণাম দিই ভূমির উপর।
সমুর্খে ছালাম্ দ্যং পূগেদি,	সম্মুখে প্রণাম দিই যাহা পূর্বদিক,
পছিমে ছালাম্ দ্যং পিজেদি।	পশ্চিমে প্রণাম দিই যাহা পৃষ্ঠ দিক।
উত্তরে ছালাম্ দ্যং বাঙেদি,	উত্তরে প্রণাম দিই যাহা বাম দিক,
দক্ষিণে ছালাম্ দ্যং দেনেদি।	দক্ষিণে প্রণাম দিই যাহা ডান দিক।
মোরে বিধিয়ে দয়া হোক,	বিধির হউক দয়া সদা মোর প্রতি,
তিনদেবচরণৎ ছালাম্ রোখ।	ত্রিদেব চরণে যেন সদা রহে নতি।
ন বুঝে তিন দেবে যেই সকল	ত্রিদেবে বুঝে না যেই মনুষ্য সকল
সেই সকল বড় কমল ফুলকমল।১৩	তারা বড় কমল, আসলে ফুলকমল।
মা সরস্বতী ছালামৎ	বন্দি মাতা সরস্বতী, [বন্দি তাঁর পদ]
যোগাই দিত গাই গীতপদ।	যোগাইতে কণ্ঠে গাহিবারে গীতপদ।
ছালাম মানেই তপাসী১৪	সেলাম জানাই যত তপস্বী সুজন
ধর্মশীলা সন্ন্যাসী	ধার্মিক সন্ন্যাসী যাঁরা উদাসীন রন।
একা মনে ভজত্তর ;	একমনে ভজিতেছি তাঁদের সকলে,
ছালামৎ জানেলুম্ দেব কমল।	সেলামে জানাই তাহা শ্রীদেবকমলে।
পূজার গুরু মানেলুং,	যথার্থ পূজার গুরু করিনু স্বীকার,
হাজার ছালামে জানেলুং।	জানানু সবারে করি সেলাম হাজার।
মর্ত্ত্যে পড়ি জনম যার	মর্ত্যে অবতরি হইল জনম যাঁর
তার চরণে নমস্কার।	তাঁহার চরণে শত শত নমস্কার।
দশমাস দশদিন দুখ পিয়ে	দশ মাস দশ দিন গর্ভদুঃখ পেয়ে,
জম্বুদিবৎনি জন্মিয়ে।	জম্বুদ্বীপ মাঝে (শেষে) জনম লভিয়ে,

১২। অর্থ সুস্পষ্ট নহে। মনে হয়, এ স্থলে উজানি ছরা অর্থে উজান স্রোত বা জোয়ার এবং লামনি ধার অর্থে নিম্নগ ধার (ধারা) বা ভাটা। আদিতে জলাকারে সং নিশ্চল অবস্থায় ছিল।

১২ক। ঘোষ মহাশয়ের পাঠে—যায় জনম ও তার চরণ। পাঠভেদে ১ম চরণের প্রথমাংশ—আরিয়ে মানিয়ে, আরিয়ে মিতি। কোন কোন পুথিতে এই শ্লোকটী গীতের প্রথমেই আছে।

১৩। ফুলকমল শব্দের অর্থ বোকা বাবু। ১৪। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—তপসী।

মূল	অনুবাদ
পুরি চেলুং চোখ ভরি,	অগ্রভাগে চাহিলাম আমি চোখ ভরি,
মা বাপ পারা নেই দেশভরি।	মাতাপিতার অপেক্ষা নাই দেশভরি।
পড়োয়া বুঝে আখরৎ,	বিদ্বান্ পণ্ডিত যাঁরা বুঝেন অক্ষরে,
এজের মানেই লোক সংসারৎ।১৫	কেমনে আসিছে নর এ ভবসংসারে।
মাবাপ চরণে ভজিলেই	ভজনা করিলে মাতাপিতার চরণ
সকল তিথ্যফল পাই ভেই।	সর্বতীর্থফল ভাই পাই রে তখন।
জ্ঞানী ধ্যানী ছালাম্ তাং,	জ্ঞানী ধ্যানী সকলেরে করি নমস্কার,
পড়োয়া পণ্ডিত বুঝিলাং।	বিদ্বান্ পণ্ডিত বুঝি লও মানে তার।
সবায় ছালাম মুই দিলুং,	আপামর সকলেরে সেলাম দিলাম,
গীতসাধনান সাধিলুং।	গীতসাধনার কার্য আমি সাধিলাম।
গীত একলামা পুরেয়ে,	গীত এক পালা এবে পূর্ণ হইয়াছে,
বুঝিল বুঝিব মানেয়ে।	বুঝিব মানবগণ সবে বুঝিয়াছে।

(২)

মূল	অনুবাদ
ভঁদাৎ বেরেই ধোপ কাপর	শুভ্র বসন জড়িয়ে গলে
গোজেন চরণৎ ভজঙর।	ভজি গোঁসাইর চরণ তলে।
আগে ছালাম দেই শিবচরণ,	প্রথমে প্রণমি শ্রীশিবচরণ
মাগং গোজেনত্তুন্ দুই চরণ।	মাগি [পরে] গোঁসাইর দু' চরণ।
ছেয়ার তলে রখে-দ,	পদছায়াতলে রেখে দাও মোরে,
একালে ওকালে তরে-দ ;	একালে ওকালে তরে নাও মোরে।
জন্মে জন্মে দেখা হক্,	জন্মে জন্মে তব দেখা যেন হয়,
চিত্তে মনে একা হক্ ,	ধ্যানে যোগে চিত্ত-মন যেন এক হয়,
দেবাংশি গোজেন ন দুঝি;১৬	দেবর্ষি গোঁসাইরে দোষিতে কি পারি ?
অবুঝা মনেরে ন বুঝি।	অবোধ মনুষ্যে আমি বুঝিতে না পারি।
শুন শুনরে পড়োয়া ভেই,	শুন শুন যত সুশিক্ষিত ভাই,
দ্বি-বা অক্ষরে তরি যেই।	দ্বি-অক্ষর [গুরু] নামে চল তরি' যাই।
গুরু সাধি ন পেয়ে,	না পাইয়া গুরপদ সাধিতে এবার,
অনাগুরুয়ে পার হয়ে।	গুরু বিনা যাইতেছি মরণের পার।
সাধি আনং আর জনম,	সাধি আনিতেছি আর এক জনম,
সকল দান করঙর এই জনম।	সব দান করিতেছি এই যে জনম।
জুরি ন পাল্লে কুয়ৎ পেব ?	যোগাতে না পারি যদি কোথায় পাইব ?
ভজিলে চরণে কুল পেব।	চরণ ভজিলে কূল অবশ্য পাইব।

১৫। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—সংসারে। ইহাতে প্রথম চরণের সহিত সঙ্গতিরক্ষা হয় না।

১৬। ঘোষ-প্রদত্ত পাঠ "দোষি"। কিন্তু দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দের সহিত মিল রাখিতে হইলে "দুঝি" পাঠই গ্রহণীয়।

মূল

ন র'লে ধনমান সাধনে,
তরিব মানেই লোক ফুল-দানে।
গুরুচরণ সার করে,
বংশ-ধন কি পার করে ?
একা মনে ভজিলে
সকল তিথ্যফল পাইবিলে।
দয়া দে-লে সার করে,
সাধিলে দজগৎ পার করে।
অপার পানি সাগরে,
ত্রিশ তিন জাতি ভাজ্
　　পড়তুম্ গই আগরে।
ভজে মানেই লোক এই কালে,
যমে ন ধরিব ঐ কালে।
যে বর মাগে সে বর পায়,
গোজেনে বর দিলে ন ফুরায়।
গোজেন মেইয়া উদ'নেই
বুঝি পারি কি ভাই সেই ?
পরম বৃক্ষে[১৭] ভর দিয়া
বুঝি পারে কে সেই মেইয়া ?
সকল জীবে বেদায় হক্
চিত্তে মনে একা হক্।

পরম গোজেন কিয়ৎ থায় ?
সাতবার সাধিলে সেই ন পায় !
ওঁদা সাধি আনিব,
পরম গোজেনে ভুজিব।
চরণে ছালামে ভুঝিলে
ধর্ম সাধনান পাইবিলে।[১৮]
ছালাম দিবার কাছেল যে,
গীত দ্বিলামা ফুরেল যে।
দ্বিলামা ফুরেলে[১৯] ন যেবং,
গোজেন-সমুকুখে বর লবং।

অনুবাদ

ভাগ্যে যদি নাহি থাকে বহু ধনমান,
তরাইব সর্ব্ব নরে করি পুষ্পদান।
তরাইব করি গুরুচরণই সার,
বংশ-ধন যশোমান করে কিহে পার ?
একমনে গোঁসাইর চরণ ভজিলে
সকল তীর্থের ফল তোরা পাইবিরে।
সর্বজীবে দয়া, ধরমের সার,
সাধিলে নরক হতে করেন বটে পার।
সাগরে অপার জল, [প্রবল জ্ঞানের তৃষা,]
তেত্রিশ জাতির ভাষা শিখিতে কতই আশা !
নরে যদি ভজে পদ সবে ইহকালে,
যমে তবে ধরিবে না কভু পরকালে।
যে বর চায়রে তারা সেই বর পায়,
গোঁসাই বর দিলে তাহা না ফুরায়।
গোঁসাইর মায়ার অন্ত কিছু নাই,
বুঝিতে পারি কি তাহা, ক্ষুদ্র আমি ভাই !
ভাবিয়া পরম বৃক্ষ মূল্যহীন কায়া
কেহ কি বুঝিতে পারে তাঁর সেই মায়া ?
সকল জীবের সনে হউক দর্শন,
ধ্যানযোগে এক হউক মোর চিত্ত মন।

থাকেন কোথায় পরম গোঁসাই ?
সাতবার সাধি সারা যে না পাই !
আমি কণ্ঠ সাধি' আনিব,
পরম গোঁসাই ভজিব।
প্রণমি চরণ ভজিলে।
ধর্মসাধন পাইবি রে।
সেলাম দেবার সময় এল যে,
গীত দুই পালা শেষ হল যে।
যাব না দুপালা শেষ হ'লে পর,
গোঁসাইর কাছে লইব যে বর।

১৭। এ স্থলে 'পরম বৃক্ষ' অর্থে দেহে স্থিতি, আত্মভাব। বৌদ্ধ চর্য্যাপদে আছে—"কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল," অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধবিশিষ্ট জীবদেহ বা ব্যক্তিত্ব।

১৮। ঘোষ-প্রদত্ত পাঠ—পাই বেলে (=পাই বলিয়া)। তাহা এ স্থলে অসঙ্গত। পূর্বচরণের শেষ শব্দের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে 'পাইবিলে' পাঠই গ্রহণীয়।

১৯। ঘোষপ্রদত্ত পাঠ—ছিরেলে, অর্থাৎ সমাপ্ত হইলে।

মূল	অনুবাদ
(৩)	
উঁদাৎ বেরেই কাপড়ে	জড়িয়ে গলে [শুভ্র] বসন
আরাধন করঙর হাত যোড়ে।	করযোড়ে করি আরাধন।
দুখ্যাকুলে যার জনম	দীনকুলে জনম যাহার
দঁদা সাধঙর তার২০ জনম।	বর্ণিতেছি জনম তাহার।
হীনকুলে ন যত্তুং,২১	হীনকুলে যেতে নাহি হ'ত।
দুখ্যাকুলে ন হত্তুং।	দুঃখিকুলে জনম না হ'ত।
হাদে ন কর্‌তুম্ জীববধ,	জীববধ না করিতাম স্বহস্তে কখন,
যুগে যুগে ন পড়্‌তুম্ দজগৎ।	যুগে যুগে নরকেতে হ'ত না পতন।
পরম বৃক্ষি মোর ন হদ,	হ'ত না পরমবৃক্ষ দেহের ধারণ,
চিদাচর্জা ন থদ২২।	থাকিত না চিত্তচর্য্যা চিন্তার কারণ।
কথা ন কদ তলদি২৩	নীচু হয়ে কথা নাহি কহিতে হইত,
লোকে ন কত্ত কলঙ্কি।২৪	করিতে না পারিত রে লোকে কলঙ্কিত।
রোগে বেদে ন ধত্ত,	রোগ ব্যাধি [জরা মৃত্যু] কভু না ধরিত,
অজল নীজ দাৎ ন হদ।	উচ্চ নীচ অসমান দন্ত না হইত।
পোড়া ন পিত্তুং ধনেদি২৫	ধনধান্যে পোড়া ভাগ্য পেতে নাহি হ'ত,
উনা ন হত্তুং গই২৬ জনেদি।	জনভাগ্যে কম হয়ে জন্ম না হইত।
অবুঝ জনম ন হুত্তুং২৭	অবোধ জনম মোর হ'ত না কখন,
তিতা কথা ন শুন্দুং।	তিক্ত বাক্য কর্ণে মম হ'ত না শ্রবণ।
কানে না শুন্দুং কুকথা,	কানে না শুনিতে হ'ত কখনো কুকথা,
পরে ন কথ কুকথা।	অপরেও কহিত না আমারে কুকথা।
পড়োয়া পণ্ডিত যেই দেশে	শিক্ষিত পণ্ডিত আছে যেই দেশে
জন্ম হদুং সেই দেশে।	জন্ম লভিতাম আমি সেই দেশে।
আরনি রাজার দেশ২৮ লাক্ ন পাং,	পাগল রাজার দেশ দেখা নাহি হ'ত,
অগাধে অপথে যে ন পাং।	অগাধে বিপথে কভু যেতে নাহি হ'ত।

২০। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পায়। তাহা এ স্থলে অর্থ শূন্য।

২১। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ- যেত্তুং। ইহাতে মিল রক্ষা হয় না।

২২। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—খেদ। পূর্ব্বচরণের হদের সহিত খেদের মিল থাকে না।

২৩। তলেদি।

২৪। কলঙ্কী।

২৫। ধনেদি, অর্থ "ধান্যে"।

২৬। হত্তুং গোই।

২৭। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—জন্ম ন হত্তুং। ইহাতে পরচরণের "শুন্দুং"এর সহিত মিল থাকে না।

২৮। আরনি=বাং আরনি। ঘোষ মহাশয়ের মতে, আরনি অর্থ আরও।

মূল	অনুবাদ
দেজক্ চিন্তা থায় ন জান্দুং,	আছে যত চিন্তা নাহি জানিতাম,
জেদক্ পোড়া ধোয়া ন পাদুং২৯ ।	পোড়া বাসি যত নাহি পাইতাম ।
গীত তিন লামা ফুরেলুং	গীত তিন পালা হ'ল অবসান,
সভায় হুজুর জানেলুং ।	সভায় জানাম্নু, [কর অবধান] ।

(৪)

তঁদাৎ বেরেই কাপড়ান	জড়িয়ে গলে বসনখানি
ভজিলুং গোজেন-চরণান ।	ভজি গোঁসাইর চরণ খানি ।
গীতে রঙে উল্লাসে	গীতে বাদ্যে নৃত্যরঙ্গে উল্লাসে
সাধঙর সাধনান খোলাসে ।	গীত সাধনা সাধিরে বিলাসে ।
দুখ্যা জনম্ ন হদুং গোই,৩০	হ'ত না মোর দুঃখের জনম,
সুখ্যা জনম্ হদুং গোই,	হ'ত আমার সুখের জনম
বারে এ দ গম্ দেনে৩১ ;	ভাল বারে শুভদিনে [সুক্ষণে] ;
জন্ম দিত সুক্ষেণে ।	পিতা জন্ম দিত মোরে সুক্ষণে ;
সাদি ঘরং উবশ তুম্ ।	ভাল ঘরে জন্মিতাম,
মন খোলাসে খেলে দুং ।	খোলা মনে খেলিতাম ।
জাতে কুলে হদুং গোই,	জাতে আর কুলে উচ্চ হইতাম,
থানে ঠমগে৩২ হদুংগোই ।	স্থানে ও ঠমকে জন্ম লইতাম ।
ধর্মি৩৩ মাবাপ লাগ্ পেদুং৩৪	ধর্মশীল মাতাপিতা দেখা পাইতাম,
চিদসুখে মনসুখে দুধ খেদুং ।	চিত্তসুখে মনসুখে দুধ খাইতাম ।
সাত ভেই সাত ভোন লাগ্ পেদুং,৩৫	সাত ভাই সাত বোন দেখা পাইতাম,
ননেয়া খুলা বোয়া মুই হদুং ।	স্নেহপাত্র ছোট বউ আমি হইতাম ।
সোনা-ধুলনৎ ধুলেদাক্,	সোনার দোলায় মোরে দুলাইত,
দার ভঙানি ভঙেদাক্ ।	দেবতার ভাবে মোরে ঘুরাইত ।
জেত্তা সমারে জেদেঙা,	জেঠার সহিত মিলিত জেঠীমা,
খুত্তা সমারে খুড়েঙা৩৬ ।	খুড়ার সহিত থাকিত খুড়ীমা ।
কালি কুখ্যারি৩৭ বের বাড়ক্ ,	কালিকুখ্যারি ধানগাছ বাড়েরে যেমন
গুত্তি গুদরি হেল বাড়ক্ ।	জ্ঞাতিগোষ্ঠী আত্মজন বাড়িত তেমন ।
ধনে জনে হদ মোর,	ধনে জনে পূর্ণ গৃহ হইত আমার

২৯। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পেদুং ।
৩০। ঘোষ মহাশয়ের অসম্পূর্ণ পাঠ—হদুং ।
৩১। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ - দিনে ।
৩২। স্থানে ও ঠমকে, অর্থাৎ পদমর্য্যাদায় ।
৩৩। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ— ধর্ম্মী ।
৩৪। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পিদুং ।
৩৫। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পেদুং ।
৩৬। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—খুড়াঙা ।
৩৭। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—কালী কুখ্যারী । কালীকুখ্যারী ধানগাছ শাখাপ্রশাখা সহ সহজে বাড়িতে থাকে।

মূল	অনুবাদ
পান খুজি দুধ খুজি দুবাবোর৩৮।	... ... ।
সমারি বন্ধু পাং পুরা,৩৮ক,	সঙ্গী বন্ধু সখা পূর্ণভাবে পাইতাম,
লোকে কুডুমে সব পুরা।	আত্মীয় কুটুম্বে সবে পূর্ণ হইতাম।
কথানি হলে মু-মেদা।৩৯	কথাগুলি হ'লে মুখ মিষ্ট হ'ত,
গীতে রঙে গম তেঁদা।৪০	গীতোৎসবে কণ্ঠস্বর ভাল হ'ত।
মাদাজগা চুল ধরোক্,	সমস্ত মাথায় গজাইত চুল,
ঝুর্গা হদ দ্বিবা চোক্।৪১	দ্বিচক্ষের দৃষ্টি হইত মধুর।
বেঙা হদ চোখ-ভং,	চক্ষুভ্রু হইত বক্র [সুবঙ্কিম],
মুজুং দাতভুন হদ সং।	সম্মুখের দাঁতগুলি সম [অপ্রতিম]।
চেবার গম্ হদ উত্তানি,	চাহিতে সুন্দর হইত ওষ্ঠখানি,
গোজেনে বানেদ হাত্তানি।	গোঁসাই স্বয়ং নির্মাইত হাতখানি।
তঁদা পেদুং দেবগড়ন,	দেবের গড়া কণ্ঠ মিলিত।
বারা অজার বুকভরণ।	মাংসল বক্ষ হ'ত বিস্তৃত।
ছানে শিক্যায় গড়নে,	সৌন্দর্য্যের ছাঁচে গড়া দেহের বেলা,
রূপে রঙে পিদুং সবখনে।৪২	সর্বত্র হইত রূপরঙের মেলা।
রাজা বাদার পান খেদুং,	রাজার বাটা হ'তে পান খাইতাম,
গুরু সাধি নাম৪৩ পেদুং।	গুরু সাধি আমি নাম পাইতাম।
সাদি ঘরৎ উবুসুতুং,৪৪	বড় ঘরে আমি জন্মিতাম,
পড়োয়া পণ্ডিত মুই হদুং।৪৫	বিদ্বান্ পণ্ডিত হইতাম।
দর্গ্যা করলি পাই গণং,	সমুদ্রবালি যত গণিতে পারিতাম,
আকাজে চান্ তারা হাদে গণং।	আকাশের চন্দ্রতারা হস্তে গণিতাম।
সাধি পেদুং মুই বিয়া,	মনসাধে কন্যা বিবাহ দিত,
লোকে মাদেত হাজিয়া।	হাসিমুখে লোকে কথা কহিত।
সর্বলোকে পূজিতাক্৪৬	সর্বত্র সকলে পূজিত,
দে'লে শত্তুরে ভজিদাক।৪৭	দেখিলে শত্রুও ভজিত।
হাতে পেদুং লেখা বর,	হাতে পাইতাম লেখা বর,
কেইয়াৎ পেদুং রূপ বর।	দেহে পাইতাম রূপ বর।

৩৮। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—দুবাবের অর্থ আমার নিকট সুস্পষ্ট নহে।

৩৮ক। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পারা।

৩৯। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—মিদা।

৪০। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—গলা।
এস্থলে তেঁদা—তঁদা, "কণ্ঠ"।

৪১। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—মদুরগা হদ দ্বিবা চোখ।

৪২। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—সবখানে।

৪৩। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—নাং।

৪৪। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—উবুসুতুম্।

৪৫। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—হদুং।

৪৬। নিহিত চিন্তা—বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।

৪৭। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—ভজদাক্।

মূল	অনুবাদ
গীত চার৪৮ লামা ফুরেই যার ।৪৯	গীত চারি পালা ফুরিয়ে যায়,
তঁদা সাধঙর আর বার ।	সযত্নে সাধি কণ্ঠ পুনরায় ।

(৫)

তঁদাৎ বেরেই কাপড়ান,	জড়িয়ে গলে বসনখানি
ভজিলুং গোজেন৫০ চরণান ।	ভজি গোঁসাইর চরণখানি ।
চরণে ছালামে ভজিলে	প্রণমি শ্রীচরণ ভজিলে
সকল তিথ্যফল পাইবিলে ।৫১	সব তীর্থফল পাইবিরে ।
পাঁচফুল দানফল পেদুংগোই,	পঞ্চপুষ্পদানের ফল পাইতাম,
রথে৫২ বলে৫৩ হুদুংগোই ।	রথে বলে শক্তিশালী হইতাম ।
গোজেন সমুখে কর পাদং,	গোঁসাই সকাশে পাতিয়া কর
সাতপুত চাই যদি বর মাগং ।	সপ্ত পুত্র চাই, যদি মাগি বর ।
ডেনে মাগং ধন বর,	ডানে চাহি বর মণি-মুক্তা-ধন,
বাঙে মাগং জন বর ।	বামে চাহি বর আত্মীয়স্বজন ।
ধনে সম্পদে সব পুরা	ধন সম্পদ্ সব পূর্ণ ভাণ্ডার
জুরি পাত্তুংগোই হেৎ ঘুড়া৫৪ ।	হাতি ঘোড়া যত হইত যোগাড় ।
যে বড় মাগঙর মনের সাধ	মনসাধে মাগিতাম যেই বর
সেই বর পেদুংগোই হাদে হাদ ।	হাতে হাতে লভিতাম সেই বর ।
হাল্যা উবুজিলে৫৫ লেই সাধি,	জন্মিলে কৃষক ঝুড়ি লাভ হ'ত,
জুম্মোয়া৫৬ উবুজিলে তংং৫৭ সাধি ।	জুমিয়া হইলে টংঘর মিলিত ।
দেওয়ান উবুজিলে বীর৫৮ সাধি,	যদি দেওয়ান তবে শক্তিমান,
রাজা উবুজিলে সেখাভুয়া৫৯ সাধি ।	জনমিলে রাজা হইত সম্মান ।
কেইয়াৎ পেদুং সাজানা,	অঙ্গে বেশভূষা অতি মনোহর,
ত্রিশতিন জাতিখুন পেদুং গোই খাজানা ।	তেত্রিশ জাতিতে পাইতাম কর ।

৪৮। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—চারি।

৪৯। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—যায়।

৫০। ঘোষপ্রদত্ত পাঠ—গোজেনের।

৫১। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পাই বেলে। ইহাতে প্রথম চরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

৫২। অর্থাৎ, গমনশক্তিতে।

৫৩। অর্থাৎ, দৈহিক শক্তিতে।

৫৪। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—ঘোড়া।

৫৫। উবুজিলে=উপজিলে, উৎপন্ন হইলে, জন্মিলে।

৫৬। জুম করে যে, সে জুম্মা, জুম্মোয়া, জুমিয়া। হলকর্ষণের সাহায্যে জুম করা হয় না।

৫৭। তং=টংঘর, নহবৎখানার ন্যায় উচ্চাকারে নির্ম্মিত ক্ষেত্র পাহারা দেওয়ার মঞ্চবিশেষ। পালি টংকিতমঞ্চ, টং আকারে নির্ম্মিত মঞ্চ।

৫৮। অর্থাৎ পলোয়ান।

৫৯। বর্মিজ 'সিকুফরা' (নমস্কার)।

মূল	অনুবাদ
খাদে পালঙে ব-খদ্নং,	খাটে ও পালঙে দিব্বি বায়ু সেবিতাম।
ত্রিশত্তিন জাতি ভাজ্ মুই পত্তং।	তেত্রিশ জাতির ভাষা আমি শিখিতাম।
যে বর মাগঙর মনের সাধ	মনসাধে চাহিতেছি যেই বর
সে বর পেত্তুং হাদে হাদ।	হাতে হাতে লভিতাম সেই বর।
গীত পাঁচলামা ফুরেই যার,	গীত পাঁচ পালা হইতে চলিল শেষ,
কঁদা সাধঙর আরবার।	কণ্ঠ সাধিতেছি পুনঃ, [পাবে নাক ক্লেশ]

(৬)

মূল	অনুবাদ
কঁদাৎ বেরা কাপড় লই	গলার বসন লয়ে গলে
গোজেন ভজঙর গুজি হই।৬০	গোঁসাইরে ভজি নতশিরে।
মাথা পাতি বত্তা লং,	মাথা পাতি আমি আশীর্ব্বাদ লই,
সাত ভেই সাত ভোন্ বর মাগং।	মাগি বর সাত বোন সাত ভাই।
হাদে ঢালি পানিয়ে	হস্তে ঢালি পাত্র হতে জল অনিবার
দিব মা বহ্মমতী সাক্ষিয়ে৬১।	সাক্ষী দিব বসুন্ধরা জননী সবার।
এগার হাজার চোরাশী সন৬২,	এগার হাজার চৌরাশী চলিত সনে,
ফল্না বারে সাধঙর একা মন।	বিশিষ্ট বারেতে সাধি গীত একমনে।
চরণে ছালামে ভজঙর,	গোঁসাইর চরণে ভজি করিয়া প্রণাম,
যেবার ছালাম মেলঙর।	চাহি ভিক্ষা অবসর, বিদায় প্রণাম।
গীত ছয়৬৩ লামা ফুরেয়ে,	ফুরাইল জান এবে পালা ছয় গীত,
বুঝিলে বুঝিব মানেয়ে।	বুঝিলে বুঝিব সত্য মানুষের হিত।
দেবর কুলে দেব মানাই,	দেবকুলে রাজি করি দেবতা সকলে,
মানেই কুলে লোক মানাই;	নরকুলে রাজি করি এবে সর্ব্ব নরে,
কুনি গেলা সঙ্গী ভেই?	কোথা গেলে আছ যত মোর সঙ্গী ভাই?
সাধি সমারি চলি যেই।	সাধি গীত, সাঙ্গ করি চল চলি যাই।

৬০। গুজি হই=কুব্জ হইয়া, নত হইয়া, নত শিরে।

৬১। পাত্র হইতে অবিরল ধারায় জল ঢালিয়া দানীয় বস্তু উৎসর্গ করা চিরপ্রচলিত বৌদ্ধরীতি; আর্যপ্রথাও বটে। উদ্দেশ্য—পৃথিবী-দেবতা মা বসুন্ধরাকে সাক্ষী করিয়া রাখা। কথিত আছে যে, বোধিসত্ত্বও মারজয়ের পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বকৃত দান বিষয়ে মারের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য বসুন্ধরাকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন এবং তাঁহার আহ্বানে পৃথিবী দেবতা সশরীরে আবির্ভূতা হইয়া অজস্র ও বিপুল ধারায় জল প্রবাহিত করিয়া তাঁহার অতুলনীয় দানমাহাত্ম্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছিলেন। জাতকাদি বহু পরবর্তী বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা বর্ণিত আছে।

৬২। শ্রীমান্ বিপুলেশ্বর দেওয়ান আমাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পুথিতে 'এগার হাজার'এর পরিবর্ত্তে 'এগার শত' পাঠই আছে। ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠিকই মন্তব্য করিয়াছেন যে, গীতোক্ত "এগার হাজার চোরাশী সন" সম্ভবতঃ উহার রচনার সময়, এ স্থলে 'শত' অর্থেই "হাজার" সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রচলিত সন মঘাব্দকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ১১৮৪ সন বা মঘাব্দ=১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়েই শিবচরণ বাঁচিয়া থাকার কথা। কারণ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে ছয় পুরুষ গত হইলে তাহা মাত্র ১২০।১৩০ বৎসরের কথা। গীতোক্ত সন বঙ্গাব্দ হওয়াও বিচিত্র নহে। তাহা বঙ্গাব্দ হইলে গীতগুলির রচনাকাল মনে করিতে হইবে ১৭৭৬।১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। ৬৩। ঘোষপ্রদত্ত ভুল পাঠ "হয়"।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চ্চা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম. এ.

১

ইতিহাস রচনার ইচ্ছা অর্থাৎ নিজের, পূর্বপুরুষের, স্বদেশের ও স্বজাতির কীর্তি-রক্ষার আকাঙ্ক্ষা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এ কথা সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের পক্ষেই খাটে। একমাত্র ভারতবাসীরাই আদিম কাল হ'তে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বস্তুত অতি পুরাকালে ভারতবাসীদেরও ইতিহাস রচনা এবং ইতিহাস রক্ষার আগ্রহ ছিল, এমন প্রমাণ আছে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার যে অজস্র প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, তার থেকেই ওই সুপ্রাচীন যুগেও ঐতিহাসিক সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বেদগুলি পার্থিব ঘটনার বিবরণ নয়, ওগুলির উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। তাই বৈদিক সাহিত্যে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। তথাপি যে বৈদিক সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনার বহু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তার থেকে অনুমান হয়, বেদ-রচনার সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস-রচনার কার্যও অব্যাহত গতিতেই চলছিল। সুখের বিষয়, এ অনুমানের সমর্থক প্রকৃষ্ট প্রমাণও ওই বৈদিক সাহিত্যেই রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস কথাটির অস্তিত্ব এবং তার প্রাচীনতার দ্বারাও প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক চেতনা ও ইতিহাসচর্চ্চার একান্ত অভাব ছিল না। বস্তুত অথর্ববেদ-সংহিতাতেই (১৫।৬।১১-১২) ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি কথার উল্লেখ আছে। যথা—"তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্। ইতিহাসস্য চ বৈ পুরাণস্য চ গাথানাং চ নারাশংসীনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ।" সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, অথর্ববেদের যুগেই ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী—এই চার প্রকার লৌকিক সাহিত্য সুপ্রচলিত ছিল। এই চারটি নামের অর্থগত পার্থক্য যথাযথ ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নারাশংসী শব্দের অর্থ সম্ভবত মহান্ নর বা বীরের প্রশংসাপূর্ণ স্তুতি অর্থাৎ এক ধরণের প্রশস্তি-কাহিনী। গাথা শব্দের অর্থ খুব সম্ভব, লোকচিত্তাকর্ষক কোনো বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত গীতিকবিতা বা ব্যালাড্। ইতিহাস (=ইতি+হ+আস= ইহাই ছিল অর্থাৎ ইতিবৃত্ত) এবং পুরাণের পার্থক্যটাই সব চেয়ে অস্পষ্ট। মহাভারতে বহু স্থলে দ্বিতীয়ার একবচনে "ইতিহাসং পুরাতনম্" কথার ব্যবহার দেখা যায়। পুরাণ অর্থেই পুরা-কালের আখ্যান বা কাহিনী বুঝায়। সুতরাং 'পুরাতন ইতিহাস' এবং পুরাণ অভিন্নার্থক বলেই মনে হয়। যদি তাই হয়, তবে স্বীকার করতে হবে যে, পুরাণ শব্দের আসল মানে সম্ভবত (tradition-মূলক) প্রাচীন ঘটনার কাহিনী এবং ইতিহাস অপেক্ষাকৃত

অর্বাচীন ঘটনার বিবরণ। মহাভারত গ্রন্থখানি ইতিহাস নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে; আর এ কথাও সুবিদিত যে, উক্ত গ্রন্থের বিশ্রুতনামা রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারতের মূল ঘটনা অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সমকালবর্তী বলেই কথিত আছে। তার থেকেও অনুমান হয় যে, অনতিপুরাকালের বিবরণই মূলত ইতিহাস নামে কথিত হ'তো। কিন্তু ক্রমশ এই অর্থগত পার্থক্য তিরোহিত হয়েছিল। কারণ, অথর্ববেদে ইতিহাস এবং পুরাণ স্বতন্ত্র ব'লে স্বীকৃত হ'লেও পরবর্তী কালে ও-দুটি কথা সমাসবদ্ধ হ'য়ে একবচনান্ত শব্দ-রূপেই (পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ, উভয় রকম প্রয়োগই দেখা যায়) ব্যবহৃত হয়েছে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।১,২,৭ দ্রষ্টব্য)। তা ছাড়া, 'ভবিষ্যং পুরাণ' নামটার মধ্যেই যে অর্থগত বিরোধ রয়েছে (ভবিষ্যৎ শব্দের দ্যোতনা হচ্ছে ভাবী কালের দিকে এবং পুরাণ কথার ইঙ্গিত হচ্ছে অতীত কালের দিকে), তার থেকেও মনে হয়, অতি পুরাকালেই পুরাণ শব্দের মৌলিক অর্থের ব্যত্যয় ঘটেছিল। ভবিষ্যৎ পুরাণের নাম আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রেই (২।৯।২৪।৬) উল্লিখিত হয়েছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, উক্ত গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, সেই প্রাচীন কালেই 'পুরাণ' শব্দটি তার মৌলিক অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। কালক্রমে 'ইতিহাস' কথাটিও খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হ'তে থাকে এবং পুরাণও ইতিহাসেরই অন্তর্গত বলে গণ্য হয়; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেই তার প্রমাণ আছে; যথাস্থানে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাবে। যা হোক, ওই সুপ্রাচীন কালে অর্থাৎ অথর্ববেদ-সংহিতার যুগেই ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থেকে সহজেই বুঝা যায়, ভারতবাসীরা আদিকালে ঐতিহাসিক চেতনা-হীন বা ইতিহাস রচনায় উদাসীন ছিলেন না। শুধু তাই নয়, শতপথ ব্রাহ্মণে ইতিহাস-পুরাণকে নিত্যপাঠ্য 'স্বাধ্যায়' পর্যায়ভুক্ত ব'লে গণ্য করা হয়েছে (যথা—ইতিহাস-পুরাণং গাথা নারাশংসীরিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে—১১।৫।৬।৮); এমন কি, উক্ত ব্রাহ্মণেই পুরাণকে বেদ ব'লে স্বীকার করতেও কুণ্ঠা বোধ হয় নি (যথা—পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত—১৩।৪।৩।১৩)। বায়ুপুরাণে (৬০।২১) আছে,—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কুলকর্মভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥

এর থেকে জানা যাচ্ছে যে, আখ্যান, উপাখ্যান এবং গাথা নিয়ে পুরাণ রচিত হ'তো। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।২৫) 'আখ্যানবিদ্' কথার উল্লেখ পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫।২।৩) 'সূত'কে 'রাজকৃৎ' এবং রাজসভার অন্যতম 'রত্নী' ব'লে অভিহিত করা হয়েছে; আর বায়ু-পুরাণে (১।৩১-৩২) বলা হয়েছে, ঋষি এবং রাজগণের বংশানুচরিত রক্ষা (ঋষীণাং রাজ্ঞাং চামিততেজসাং বংশানাং ধারণম্) অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণ রক্ষা করাই হচ্ছে সূতগণের মুখ্য 'স্বধর্ম'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বৈদিক সংহিতা ও বৈদিক ব্রাহ্মণ রচনার কালে ইতিহাস-পুরাণ বেদতুল্য 'স্বাধ্যায়' ব'লে গণ্য হ'ত এবং 'সূত' বা 'আখ্যানবিদ্' নামধেয় এক শ্রেণীর লোক ইতিহাস-পুরাণ রচনা ও রক্ষার কার্যে নিযুক্ত ছিল। উপনিষদের যুগেও ইতিহাস-

পুরাণের প্রচুর মর্যাদা ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।৪ ; ৭।১,২,৭) তার প্রমাণ আছে। উক্ত উপনিষদের এক স্থলে বলা হয়েছে, ইতিহাস-পুরাণ হচ্ছে পুষ্প এবং অথর্ব্ববেদ হচ্ছে মধুকর (অথর্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাস-পুরাণং পুষ্পম্) ; এবং অন্যত্র ইতিহাস-পুরাণকে 'পঞ্চম বেদ'রূপে গণ্য করা হয়েছে ; নারদ স্বীয় অধীত বহু বিদ্যার মধ্যে ইতিহাস-পুরাণকে চতুর্বেদের পরেই স্থান দিয়েছেন—তার থেকেই তৎকালপ্রচলিত বিদ্যাসমূহের মধ্যে ইতিহাস-পুরাণের স্থান কত উচ্চে ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তৎপরবর্তী 'সূত্র' রচনার যুগেও ইতিহাস-পুরাণের ভূয়সী প্রতিষ্ঠার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সাংখ্যায়ন (১৬।২।২৭) ও আশ্বলায়ন (১০।৭) শ্রৌত সূত্র, আপস্তম্ব (২।৯।২৪।৬) ও গৌতম (১১।১৯) ধর্মসূত্র এবং বৌদ্ধ সুত্তনিপাত (৩।৭) গ্রন্থে এই শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে 'ইতিহাস'কে 'পঞ্চম' (বেদ) ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবত-পুরাণেও (১।৪।২০) বলা হয়েছে, "ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে"।

২

কিন্তু ইতিহাসের সব চেয়ে বেশি মর্যাদা দেখা যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে—"সামর্গ্‌যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী। অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ" (১।৩) অর্থাৎ সাম, ঋক্ ও যজুঃ, এই তিন বেদ নিয়ে ত্রয়ী ; এই ত্রয়ী এবং অথর্ববেদ ও ইতিহাস-বেদকে নিয়ে সমগ্র বেদ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৌটিল্যের মতেও ইতিহাসবেদ প্রকারান্তরে পঞ্চম বেদ ব'লেই স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বে দেখেছি, শতপথ ব্রাহ্মণে পুরাণকে বেদ ব'লে মানা হয়েছে এবং ইতিহাস-পুরাণকে নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়রূপে গণ্য করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রেও এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে, ক্ষত্রিয় বা রাজন্যগণ প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে হস্তী, অশ্ব, রথ ও প্রহরণ চালনার বিদ্যা শিক্ষা করবে এবং অপরাহ্ণে ইতিহাস শ্রবণ করবে—"পশ্চিমমিতিহাসশ্রবণে" (১।৫)। এই উপলক্ষে "জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা" ইত্যাদি মহাভাতের শ্লোকটি (উদ্যোগ, ১৩৬।১৮) স্মরণীয়। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি—অথর্বসংহিতা এবং শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময় থেকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সময় পর্যন্ত যে যুগ, সে যুগে ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনা ও ইতিহাসচর্চার কখনও বিরাম ঘটে নি। বস্তুত সেটাই ছিল ভারতবর্ষে ইতিহাস-চর্চার সব চেয়ে গৌরবের যুগ।

এই প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে 'ইতিহাস' কথার ব্যাখ্যাটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্রের মতে "পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ" (১।৫)। অর্থাৎ এই মতে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, সবই ইতিহাসের অন্তর্গত। অতএব দেখা যাচ্ছে, কৌটিল্যদত্ত ইতিহাস শব্দের সংজ্ঞার্থ খুবই ব্যাপক। কিন্তু ইতিহাস কথার এই ব্যাপক সংজ্ঞা সকলে স্বীকার করতেন না। মনুসংহিতায় (৩।২৩২) আছে—

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥

অতএব মনুর মতে ইতিহাস শব্দের সংজ্ঞা খুবই সংকীর্ণার্থক; কেন না, স্বাধ্যায় (অর্থাৎ বেদ) এবং খিল (যথা—হরিবংশ), এ দুটি ছাড়াও আখ্যান, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, কোনোটিই ইতিহাসের অন্তর্গত ব'লে গণ্য হয় নি। ইতিহাস শব্দের সংকীর্ণার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অর্থশাস্ত্রেও (৫।৬, পৃ. ২৫৭) আছে—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বোধয়েদর্থশাস্ত্রবিৎ"। পাঠান্তরে আছে—"ইতিবৃত্ত-পুরাণাভ্যাম্"। এই পাঠান্তরটিকে স্বীকার করলে একই শব্দের দ্বিবিধার্থক প্রয়োগের দোষ ঘটে না। লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে অর্থশাস্ত্রবিৎকে ইতিবৃত্ত ও পুরাণজ্ঞানের অধিকারী ব'লে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিবৃত্ত, পুরাণ ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক কালেও অর্থশাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ রাজনীতিজ্ঞগণের পক্ষে ঐতিহাসিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক ব'লে গণ্য হয়। যা হোক্, ইতিহাস শব্দের কৌটিল্য-ধৃত ব্যাপক সংজ্ঞার্থের সার্থকতা কি, যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। আপাতত এ শব্দটির পূর্ব্বোক্ত বৃহত্তর অর্থ গ্রহণের এই সুবিধা দেখা যায় যে, তাতে ইতিহাসের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা কিছু সহজ হয়। প্রথমত ইতিবৃত্ত বল্‌তে বুঝা যায় কোনো অনতিপ্রাচীন ঘটনার বিবরণ অর্থাৎ ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু। যেমন, মহাভারতে (১।১।১৫-১৬) পাই—

ব্রবীমি কিমহং দ্বিজাঃ।
পুরাণ-সংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্ম্মার্থ-সংশ্রিতাঃ।
ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাণাম্ ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥

এখানেও পুরাণকে ইতিবৃত্ত থেকে স্বতন্ত্র ব'লে গণ্য করা হয়েছে। বুঝা যাচ্ছে, রাজা ও ঋষিদের বিবরণ ইতিবৃত্তের আলোচ্য বিষয়। আর পুরাণ মানে প্রাচীন কাহিনী এবং এ রকম কাহিনী প্রায়শই ধর্মবিষয়ক হ'তো ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ ইতিবৃত্তকে history proper এবং পুরাণকে mythological ও legendary কাহিনী ব'লে গ্রহণ করাই সঙ্গত বোধ হয়। কৌটিল্য-কথিত আখ্যায়িকা (বৃত্তান্ত) এবং উদাহরণ (দৃষ্টান্ত-চ্ছলে কথিত উপাখ্যান বা episode), এই বিষয় দুটির সার্থকতা কি, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৌটিল্য ধর্মশাস্ত্র (অর্থাৎ আইন-শাস্ত্র বা code of laws) এবং অর্থশাস্ত্র (অর্থাৎ পলিটিক্‌স্‌কেও) ইতিহাসের অন্তর্গত ব'লে গণ্য করেছেন। তার ফলে ইতিহাসের পরিধি খুবই বিস্তৃত হয়েছে। এদিক্ থেকে বিবেচনা করলে কৌটিল্যের ইতিহাস এবং আধুনিক হিস্‌টরি অর্থের ব্যাপকতায় ও বিষয়ের বৈচিত্র্যে প্রায় সমকক্ষ ব'লেই মনে হবে। কেন না, আধুনিক কালে হিস্‌টরি বল্‌তে আমরা যেমন রাজা-প্রমুখ রাষ্ট্র-নায়ক এবং ধর্ম-প্রবর্তক ও সংস্কারক ঋষিদের (যেমন যীশু, মহম্মদ, লুথার, ক্যাল্‌ভিন) ইতিবৃত্ত বুঝি, তেমনি পৌরাণিক legendসমূহ, রাষ্ট্র-প্রবর্তিত বিবিধ আইন (অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র) এবং রাজনীতি বা পলিটিক্‌স্ (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র)-ঘটিত সমস্ত বিষয়ের আলোচনাও

বুঝি। সেই প্রাচীন যুগেও যে কৌটিল্য ইতিহাস-বেদকে প্রায় সমগ্রভাবেই আধুনিক অর্থে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সেটা খুবই বিস্ময়ের বিষয়। ইতিহাস কথাটিকে এমন ব্যাপক অর্থে গ্রহণের অন্য দৃষ্টান্তও আছে ; যথা—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥

—আপ্তেকৃত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে পূর্ববৃত্ত মানে পুরাবৃত্ত বা ইতিবৃত্ত এবং কথা মানে আখ্যান বা আখ্যায়িকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৌটিল্যের সংজ্ঞার সঙ্গে এটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, কৌটিল্যের সংজ্ঞা অনুসারে পুরাণকে ইতিবৃত্ত থেকে স্বতন্ত্র ব'লে গণ্য করা হয়েছে এবং কাম-মোক্ষকে ইতিহাসের অন্তর্গত ব'লে ধরা হয় নি। কিন্তু এই সংজ্ঞার মতে পূর্ববৃত্ত বল্‌তে পুরাণকেও বোঝাচ্ছে ব'লে মনে হয় এবং কাম ও মোক্ষ-বিষয়ক উপদেশকে স্পষ্টতই ইতিহাসের অন্যতম উদ্দেশ্যের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। বস্তুত এই সংজ্ঞা অনুসারে মানুষের জীবনের সমস্ত বিষয়ই ইতিহাসের আলোচ্য ব'লে ধরা হয়েছে ; এদিক্ থেকে এ সংজ্ঞা আধুনিক ইতিহাসের ধারণা থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়।

যা হোক, এ কথা আর বলা চলে না যে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের চর্চা ছিল না কিংবা ভারতবাসীর ঐতিহাসিক চেতনাই কখনও জাগরিত হয় নি। বরং তখন ইতিহাসকে অন্যতম বেদ এবং মানব-জীবনের সকল বিষয় সম্বন্ধে বিপুল জ্ঞানের ভাণ্ডার ব'লে গণ্য করা হ'তো, তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আরও দেখেছি, সাঙ্গ চতুর্বেদের সঙ্গে ইতিহাস-পুরাণও নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত ব'লে গণ্য হ'তো। শুধু তাই নয়, ইতিহাস-পুরাণ পাঠ না করলে বেদপাঠও অসম্পূর্ণ থাকৃত ব'লে মনে করা হ'তো। "পুরাণ-পূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতি-জ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ", মহাভারতের এই উক্তি (আদি, ১।৮৬) থেকেই ওই কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। তা-ছাড়া, বায়ুপুরাণেও (১।১১৯-২০) স্পষ্টই বলা হয়েছে—

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্‌বিচক্ষণঃ ॥
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥

মহাভারতেও অনুরূপ শ্লোক আছে (আদি, ২।৩৮২ এবং ১।২৬৭)। বস্তুতঃ ইতিহাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা এর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। ইতিহাস-বেদকে যে ঋক্ প্রভৃতি চতুর্বেদের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং ইতিহাস-পাঠ ব্যতীত শুধু সাঙ্গ বেদপাঠের দ্বারা যথেষ্ট বিচক্ষণতা হয় না, বরং তাতে বেদেরই ক্ষতি সাধন করা হয়, এই যে উক্তি করা হয়েছিল—এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে ইতিহাসকে কত উচ্চ স্থান দেওয়া হ'তো। বস্তুতঃ আধুনিক ইতিহাসের জন্মভূমি প্রাচীন গ্রীস্ ব্যতীত আর কোথাও ইতিহাসের এতখানি মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে কি না, জানি না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে,

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসকে যেমন অন্যতম বেদ ব'লে গণ্য করা হ'তো, প্রাচীন গ্রীসেও তেমনি ইতিহাসকে বেদ ব'লেই স্বীকার করা হ'তো। কেন না, history বা গ্রীক্ historia শব্দের মৌলিক অর্থই হচ্ছে বেদ বা বিদ্যা। অর্থাৎ 'history' শব্দ এবং 'বেদ' শব্দ উভয়ই মূলত এক ; কারণ, উভয় শব্দেরই মূলে রয়েছে বিদ্ ধাতু, যার অর্থ হচ্ছে 'জানা' (বৃহৎ অক্স্‌ফোর্ড-অভিধান এবং ওয়েবস্টারের অভিধান দ্রষ্টব্য)। history এবং বেদ শব্দের এই মৌলিক একার্থতা খুবই বিস্ময়কর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যবন (অর্থাৎ গ্রীক) এবং ভারতবাসী, এই উভয় আর্য জাতিই ইতিহাসকে বেদ-জ্ঞানে চর্চা করত। তফাৎ এই যে, যবনদের বেদ মানেই হচ্ছে ইতিহাস এবং ইতিহাসই ছিল তাদের একমাত্র বেদ বা জ্ঞানের ভাণ্ডার, আর আমাদের বেদ মানে ইতিহাস নয় এবং ইতিহাস ছিল আমাদের কাছে পঞ্চম বেদ মাত্র, প্রথম বা একমাত্র বেদ নয়। অর্থাৎ গ্রীকদের কাছে ইতিহাসই ছিল মুখ্য বেদ এবং আমাদের কাছে ইতিহাস ছিল গৌণ বেদ অথবা মুখ্য বেদের অনুষঙ্গ বা অনুপূরক মাত্র। এর থেকেই ইতিহাসের প্রতি গ্রীক ও ভারতীয় মনোভাবের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়।

৩

আমরা দেখলাম, বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণের বহু উল্লেখ আছে। তাতে সহজেই অনুমান হয়, তৎকালে ইতিহাস ও পুরাণের বহুল প্রচলন ছিল। এ অবস্থায় স্বভাবতই তৎকালপ্রচলিত ইতিহাস ও পুরাণ-বিষয়ক গ্রন্থাদির পরিচয় জান্‌তে মনে ঔৎসুক্য জাগে। আঠারোটি পুরাণ ও অনেকগুলি উপপুরাণ আধুনিক কালেও প্রচলিত আছে। কিন্তু এগুলি যে পুরাণ-সাহিত্যের আদি রূপ নয়, এ কথা মনে করার হেতু আছে। আদিম পুরাণ-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমান পুরাণগুলি আদিম পুরাণের পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত অর্বাচীন সংস্করণ মাত্র। আপস্তম্বধর্মসূত্রে (২।৯।২৪।৬) 'ভবিষ্য' পুরাণের উল্লেখ আছে ; কিন্তু তৎকালপ্রচলিত ভবিষ্য পুরাণ ও আধুনিক ভবিষ্য পুরাণ অভিন্ন বলে মনে হয় না। এই ভবিষ্য পুরাণ ছাড়া আর কোনো পুরাণের নাম ঐ সময়কার সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই তো গেল পুরাণের কথা। ইতিহাস-সাহিত্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাচীন সাহিত্যে তো কোন ইতিহাস-গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়ই না, অষ্টাদশ পুরাণের ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থের কোনো আধুনিক সংস্করণও আমাদের কাছে পৌঁছেনি। তা হ'লে কি এত বহুল উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তৎকালে ইতিহাস-বিষয়ক কোনো গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে সময়ে অনেকগুলি ইতিহাসই প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা যায়, কিন্তু একখানি মাত্র প্রাচীন ইতিহাসের নাম পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইতিহাস-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলি সবই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং যে ইতিহাসখানির নাম পাওয়া গিয়েছে, সেখানিকেও অজস্র রূপ পরিবর্ত্তনের ফলে এখন আর চেনা যায় না।

এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি হচ্ছে 'মহাভারত'। মহাভারতের যথার্থ সাহিত্যিক রূপ কি, এ বিষয়ে প্রাচীন কাল থেকেই বহু সংশয় দেখা দিয়েছে। মহাভারতেরই নানা স্থানে দেখতে পাই, এই গ্রন্থ পর্য্যায়ক্রমে পুরাণ, আখ্যান, ইতিহাস, সংহিতা ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত হয়েছে (আদি, ১।১৭-২১ দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থকে বেদ, ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি বহু বিদ্যা-সমন্বিত 'কাব্য' ব'লেও দাবী করা হয়েছে (আদি, ১।৬১-৭২,২।৩৯০)। শুধু তাই নয়, ধর্ম্মার্থ-কাম-শাস্ত্রত্বের দাবীও ছাড়া হয় নি (আদি, ২।৩৮৩)। যথা—

অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা।

এমন কি, কোথাও কোথাও মোক্ষশাস্ত্রত্বের অর্থাৎ বেদত্বের দাবীও উত্থাপিত হয়েছে; এক স্থলে এই গ্রন্থ 'কার্ষ্ণ বেদ' অর্থাৎ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-রচিত বেদ ব'লেও বর্ণিত হয়েছে (আদি, ২।২৬৮)। যা হোক, এই রকম বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হ'লেও ইতিহাস নামের দাবীটাই যে সর্বাগ্রগণ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ মহাভারতে অন্যান্য নামের ব্যবহার যত বার দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি বার এই গ্রন্থ ইতিহাস ব'লে কথিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সুত্তনিপাত ও অর্থ-শাস্ত্রে ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। আর, মহাভারতেও পঞ্চম বেদ ব'লে গণ্য হবার দাবী আছে, যথা—"বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্" (আদি, ৬৩।৮৯)। সুতরাং মহাভারত যে মূলত ইতিহাস, সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে না। অর্থাৎ কার্ষ্ণ বেদই হচ্ছে পঞ্চম বেদ; কেন না, কার্ষ্ণ বেদ হচ্ছে মূলত ইতিহাস-বেদ। ভাগবত-পুরাণেও (১।৪।২০-২২) মহাভারতকে প্রকারান্তরে ইতিহাস ব'লেই বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও তদীয় টীকায় বলেছেন, "ভারতাখ্যমিতিহাসং বা। ...... কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ।" ইতিহাস শব্দের পরে যে কথাটি মহাভারতের প্রতি সব চেয়ে প্রযোজ্য ব'লে মনে হয়, সেটি হচ্ছে 'আখ্যান'। একাধিক স্থলে এই গ্রন্থ 'আখ্যান-বরিষ্ঠ' ব'লে অভিহিত হয়েছে (আদি, ১।১৮,৫৫)। কিন্তু আখ্যান কথাটি ইতিহাস অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ব'লে মনে হয়। কেন না, একাধিক স্থলে এই গ্রন্থকে 'ইতিহাসোত্তম' ব'লেও বর্ণনা করা হয়েছে (আদি, ২।৩৯,৩৮৫)। আখ্যান-বরিষ্ঠ এবং ইতিহাসোত্তম কথা দুটিকে অভিন্নার্থক ব'লেই বোধ হয়। তা ছাড়া, আখ্যানকেও পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে ("আখ্যান-পঞ্চমৈর্বেদৈঃ"—উদ্যোগ, ৪৩।৪১)। সুতরাং পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও আখ্যান একই বস্তু ব'লে গ্রহণ করাই সমীচীন। অন্যত্র (আদি, ১।৫৪-৫৫) আছে,—

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ।
তদাখ্যান-বরিষ্ঠং স কৃত্বা দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ। ইত্যাদি। (আদি, ৬৩।৫২ দ্রষ্টব্য)

মহাভারত যখন ইতিহাস-বেদ অর্থাৎ পঞ্চম বেদ, তখন এর কার্ষ্ণ বেদ ব'লে গণ্য হবার দাবী অসঙ্গত নয়। আর পূর্বে ইতিহাসের "ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্" ইত্যাদি যে সংজ্ঞার্থ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তদনুসারে মহাভারতের যুগপৎ বেদ (বা মোক্ষশাস্ত্র), ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র ব'লে গণ্য হবার দাবীও অগ্রাহ্য নয়। সুতরাং কৌটিল্য ইতিহাস শব্দের যে ব্যাপক সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন, তাকে অসমীচীন মনে করা যায় না এবং ওই সংজ্ঞার্থ মহাভারতের পক্ষে সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। কৌটিল্য লিখেছেন, রাজন্যগণের পক্ষে প্রত্যহ অপরাহ্ণে ইতিহাস শ্রবণ কর্ত্তব্য। আর, মহাভারতেও আছে—"ইতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা"। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে কৌটিল্যের গ্রন্থের উদ্দিষ্ট রাষ্ট্র-নায়ক হচ্ছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। যদি তাই হয়, তবে স্বীকার করতে হবে, চন্দ্রগুপ্তের পক্ষেও প্রত্যহ অপরাহ্ণে মহাভারত (বা অন্য কোন ইতিহাস) শ্রবণ করা কর্তব্য ব'লে গণ্য হ'তো।

এই সিদ্ধান্তের একটি বিশেষ সার্থকতাও আছে। পণ্ডিতেরা নানা প্রমাণ সহ দেখিয়েছেন যে, মহাভারত কালক্রমে বিপুলায়তন হ'য়ে উঠেছে এবং ক্রমে ক্রমেই এই গ্রন্থে বহু উপাখ্যান সংযুক্ত হয়েছে। আদিতে এই গ্রন্থে উপাখ্যানাদি ছিল না এবং কাজেই গ্রন্থও খুবই ক্ষীণ-কলেবর ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কলেবর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থের নামও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে যখন এটি ক্ষীণকায় ছিল, তখন তার নাম ছিল "জয়" অর্থাৎ তখন পাণ্ডবগণের বিজয়-কাহিনীই ছিল মূল মহাভারতের বিষয়-বস্তু। এই গ্রন্থের আদি নাম যে "জয়" ছিল এবং তখন যে এটি "ইতিহাস" ব'লেই গণ্য হ'তো, তার প্রমাণ মহাভারতেই আছে (আদি, ৬২।২০ ; উদ্যোগ, ১৩৬।১৮)। তা ছাড়া, মহাভারতের প্রথমেই আছে,—

> নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
> দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

এখানেও 'জয়' শব্দটিকে 'জয়-নামক ইতিহাস' অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন মনে হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠও এটিকে অন্যতর অর্থ ব'লে স্বীকার করেছেন। যা হোক্, মহাভারতে যে বিজিগীষুর পক্ষে জয়-নামক ইতিহাস শ্রবণের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং অর্থশাস্ত্রেও যে রাজন্যগণের পক্ষে ইতিহাস শ্রবণের বিধান আছে—এটা কিছুই বিচিত্র নয়। কেন না, "মহীং বিজয়তে ক্ষিপ্রং শ্রুত্বা শত্রূংশ্চ মর্দতি"; চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে বিজিগীষু আখ্যা খুবই প্রযোজ্য, আর তিনি শত্রু-মর্দন এবং মহী-বিজয়ও করেছিলেন। অতএব তিনি যদি মহাভারত অর্থাৎ জয়-নামক ইতিহাস থেকে বিজিগীষার প্রেরণা লাভ ক'রে থাকেন, তা হ'লে সেটা খুব সঙ্গতই হয়েছিল।

যা হোক, আধুনিক মহাভারতের মধ্যে সেই মূল 'জয়'-নামক ইতিহাসখানি বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই জয় ছাড়া আরও ইতিহাস তৎকালে প্রচলিত ছিল ব'লে অনুমান হয়। কেন না, মহাভারতকে একাধিক স্থলে 'ইতিহাসোত্তম' ও 'আখ্যান-বরিষ্ঠ' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বহু ইতিহাস বা আখ্যান বিদ্যমান না থাক্‌লে

এ অভিধার কোনোই সার্থকতা থাকে না। অন্যত্র বলা হয়েছে, "যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদ-সমূহের মধ্যে আরণ্যক, ওষধি-সমূহের মধ্যে অমৃত, হ্রদ-সমূহের মধ্যে সমুদ্র এবং চতুষ্পদ জীবের মধ্যে গোরু শ্রেষ্ঠ, তেমনি ইতিহাসসমূহের মধ্যে (ইতিহাসানাম্) মহাভারত শ্রেষ্ঠ" (আদি, ১।২৬৪-৬৫)। এখানে স্পষ্টতই বহু ইতিহাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুত প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাস শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওসব ইতিহাসের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। আমরা পুরাণ পেয়েছি আঠারোখানি, কিন্তু ইতিহাস পেয়েছি মাত্র একখানি অর্থাৎ 'জয়'। কিন্তু ওই একখানি ইতিহাসও বিপুল মহাভারতের মধ্যে এমন ভাবেই লুপ্ত বা গুপ্ত হ'য়ে আছে যে, ওখানিকে থেকেও নেই ব'লেই মনে করতে হয়। অবশ্য এমনও হ'তে পারে যে, ও সব বিলুপ্ত-নামা ইতিহাসগুলির মধ্যে অনেকগুলিই মহাভারতের বিপুল পরিসরের মধ্যে আত্মগোপন ক'রেই কোনো মতে অস্তিত্ব বজায় রাখ্‌ছে, অর্থাৎ বিশ্ব-কোষরূপী মহাভারতের অঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়েছে ব'লেই হয়তো আমাদের কাছে তাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

৪

সুতরাং দেখা গেল, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচনার সূচনা হয়েছিল খুব সগৌরবেই, কিন্তু ইতিহাস রচনা ও রক্ষার উৎসাহ ওই সূচনার পরে আর অগ্রসর হয় নি। যদি ওই উৎসাহ অব্যাহত থাকৃত, তা হ'লে তৎকাল-রচিত ইতিহাসগুলি লুপ্ত হ'তো না, 'জয়'-খানিও বিরাট্ মহাভারতের মধ্যে চাপা পড়ত না এবং ইতিহাস-রচনার ধারা ক্রমশ পরিপুষ্ট হ'য়ে, সংস্কৃত সাহিত্যে আরও অনেক ইতিহাস-গ্রন্থ আবির্ভূত হ'তো। পুরাণগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। পুরাণগুলির যে অংশ বস্তুত ইতিহাস, সেই বংশানুচরিতগুলি চর্চার অভাবে ক্রমশ ক্ষীণ ও বিকৃত হয়েছে এবং মহাভারতের ন্যায় ক্রম-বর্ধমান অবান্তর বিষয়-বস্তুর মধ্যে ক্রম-ক্ষীয়মাণ ঐতিহাসিক অংশগুলি গৌণ হ'তে গৌণতর স্থান দখল করেছে। তথাপি সুখের বিষয় এই যে, ওই বংশানুচরিত রচনার ধারা প্রাক্-মৌর্য যুগেই থেমে যায় নি, বরং গুপ্ত-যুগের পূর্বকাল পর্যন্ত কোনক্রমে অগ্রসর হয়েছিল; তার পরে ওই ক্ষীণকায় ও শুষ্ক বংশ-তালিকার ধারাও থেমে গেল। সুতরাং বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনার দীপ-নির্বাণ ঘটেছিল। কাজেই তৎপরবর্তী যুগের ইতিহাসের উপর অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘনতর হ'য়ে উঠেছিল, এটা কিছুই বিচিত্র নয়। তাই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম ভাগে বৈদেশিক মনস্বী আবু রিহান মুহম্মদ অল্‌বিরুনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন,—

"Unfortunately the Hindus do not pay much attention to the historical order of things; they are very careless in relating the chronological succession of their kings, and when they are pressed for information and

are at a loss, not knowing what to say, they invariably take to tale-telling" (Dr. E. C. Sachan-সম্পাদিত Alberuni's India, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০-১১)।

এই উক্তির সার্থকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে এই উক্তির সমর্থক বহু প্রমাণ আছে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস-পুরাণ রচনার যে সূচনা হয়েছিল, কালক্রমে তা পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর না হ'য়ে বিপরীত পথ ধ'রে বিনাশের দিকেই অগ্রসর হয়েছিল। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,—

"The *rudiments* of history are preserved in the Puranas and the Epics" (Ancient Indian History and Civilisation, পৃঃ ১০)।

এই উপলক্ষ্যেই স্বর্গীয় ঐতিহাসিক র‍্যাপ্‌সন সাহেব বলেছেন,—

"The struggles between native princes, the rise and fall of empires, have indeed not passed into utter oblivion. Their memory is *to some extent* preserved in the epic poems, in stories of sages and heroes of old, in genealogies and dynastic lists. Such in all countries are the *beginnings* of history; and *in ancient India its development was not carried beyond this rudimentary stage.*" (Camb. History of India, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭-৫৮।)

এই উক্তির সার্থকতা সর্বতোভাবেই স্বীকার্য।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইতিহাস-রচনার উদ্যম এই ভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরদান উপলক্ষ্যে র‍্যাপ্‌সন সাহেব বলেছেন,—

"The explanation of this *arrested progress* must be sought in a state of society which, as in mediaeval Europe, tended to restrict intellectual activity to the religious orders. Literatures controlled by Brahmans, or by Jain and Buddhist monks, must naturally represent systems of faith rather than nationalities. They must deal with thought rather than with action, with ideas rather than with events." (ঐ)।

এই উক্তিকে সম্পূর্ণ সত্য ব'লে স্বীকার করা যায় না। যে সামাজিক অবস্থায় (State of Society) ইতিহাস-রচনার প্রাথমিক সূচনা হ'তে কোনো বাধা হ'লো না, সেই সামাজিক অবস্থায় ঐতিহাসিক সাহিত্য-রচনা আর অগ্রসর হ'লো না কেন, র‍্যাপ্‌সন সাহেবের উক্ত মন্তব্যে তার সন্তোষজনক উত্তর মেলে না। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, কাব্য, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি সকল বিষয়েই অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাস-রচনায় কেউ উৎসাহ বোধ করেন নি। সেই জন্যেই দেখি, 'অশ্বমেধ-পরাক্রম' সমুদ্রগুপ্তের কথাও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে স্থান পায় নি এবং বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবস্থল রাজর্ষি অশোকের রাজত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্যেও একজন বৌদ্ধ ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হ'লো না। তার কারণ কি? র‍্যাপ্‌সন সাহেবের মতে মধ্য যুগের ইউরোপের মতো ধর্মচর্চার একান্ত প্রাধান্যই এই ইতিহাস-বিমুখীনতার জন্যে দায়ী। কেন না, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ, বৌদ্ধ শ্রমণ এবং জৈন সন্ন্যাসীরাই প্রধানত সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের কর্ণধার ছিলেন এবং তাঁরা স্বভাবতই সাহিত্যের ধারাকে ধর্মের খাতে

প্রবাহিত করেছিলেন। তার ফলে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই ধর্মের অনুষঙ্গ হিসাবেই চর্চা করা হ'তো, ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে কোনো শাস্ত্রেরই আলোচনা হ'তো না। আমরা জানি, প্রাচীন কালে সবগুলি প্রধান শাস্ত্রই বেদ-চর্চার অঙ্গ হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং সে ভাবেই ওগুলি স্বীকৃত ও আলোচিত হ'তো। শিক্ষা (উচ্চারণ-তত্ত্ব), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দার্থ-পরিচায়ক শাস্ত্র বা অভিধান), জ্যোতিষ এবং কল্প (শ্রুতি-সম্মত যাগ-যজ্ঞের বিধানমূলক 'শ্রৌত'-সূত্র, যজ্ঞ-বেদী প্রভৃতির পরিমাপ-বিধায়ক 'শুল্ব'-সূত্র, গার্হস্থ্য জীবনের বিধি-বিধান-বিষয়ক 'গৃহ্য'-সূত্র এবং রাষ্ট্র ও সমাজ-নিয়ামক 'ধর্ম'-সূত্র অর্থাৎ আইন-শাস্ত্র নিয়েই এই 'কল্প'), এই ছয়টি প্রধান শাস্ত্রকেই যে তৎকালে 'বেদাঙ্গ' ব'লে অভিহিত করা হ'তো, তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তখন কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই বেদ তথা ধর্ম-নিরপেক্ষ ব'লে গণ্য করা হ'তো না। এই ষড়্‌বেদাঙ্গের মধ্যে কয়েকটি শাস্ত্র (যেমন—শিক্ষা এবং কল্পান্তর্গত তিনটি শাখা) কখনও বৈদিক ধর্মের প্রভাব-মুক্ত হ'তে পারে নি। তন্মধ্যে কল্পান্তর্গত শুল্ব-সূত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন না, এই শুল্ব-সূত্রেই ভারতীয় ক্ষেত্রগণিত বা জ্যামিতির সূচনা হয়েছিল ; কিন্তু বেদের প্রভাব-মুক্ত হ'তে পারে নি ব'লেই এই শাস্ত্র গ্রীসের ন্যায় ভারতবর্ষে কখনও স্বতন্ত্র লৌকিক শাস্ত্র ব'লে গণ্য হ'তে পারে নি। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের ষড়্‌দর্শনও অভ্রান্ত বৈদিক আপ্তবাক্যের অধিকারকে কখনও অস্বীকার করতে পারে নি, সে চেষ্টাও করে নি ; চার্বাক-দর্শন সে চেষ্টা ক'রে বহু অপবাদ নিয়ে প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে ; বৌদ্ধ দর্শনও বৈদিক আশ্রয় ত্যাগ ক'রে আত্ম-রক্ষা করতে পারে নি, ভারতবর্ষ থেকেই তিরোহিত হয়েছে। এমন কি, অর্থশাস্ত্র এবং কাম-শাস্ত্রকেও আত্মরক্ষার্থে বেদ ও ধর্মের আবরণে দেখা দিতে হয়েছিল। তথাপি এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবর্ষেও কয়েকটি ধর্ম-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান সগৌরবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ; যেমন—পাটীগণিত, বীজগণিত, শল্য ও ভৈষজ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র (অর্থাৎ আয়ুর্বেদ), নাট্যশাস্ত্র, অলঙ্কার-শাস্ত্র ইত্যাদি। এমন কি, পূর্বোক্ত ষড়্‌বেদাঙ্গের অন্তর্গত কয়েকটি শাস্ত্রও কালক্রমে বেদ তথা ধর্মের প্রভাব-মুক্ত হ'য়ে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছিল ; যেমন—ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান এবং জ্যোতিষ। সুতরাং ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্মের আওতাতেই গ'ড়ে উঠেছিল, র‍্যাপ্‌সন সাহেবের এই উক্তি সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য নয়। তাই যদি হয়, তা হ'লে একমাত্র ইতিহাসই কেন অর্ধ-বিকশিত হ'য়েই শুকিয়ে গেল, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তো মিলল না। চারটি বেদাঙ্গ কালক্রমে বৈদিক আশ্রয় ত্যাগ ক'রে লৌকিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ইতিহাসের স্থান বেদাঙ্গেরও উপরে ছিল ; কেন না, ইতিহাস-বেদ পঞ্চম বেদ ব'লেই গণ্য হ'তো (পূর্বোদ্ধৃত "যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্" ইত্যাদি শোক-দ্বয় স্মরণীয়)। কিন্তু পঞ্চম বেদরূপ ইতিহাস-শাস্ত্র ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ হ'য়ে গেল। বহু বিরোধের পর অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ ব'লে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল। কিন্তু ইতিহাস-বেদ পঞ্চম বেদ ব'লে স্বীকৃত হ'য়েও আত্মরক্ষা করতে পারল না। স্বতন্ত্র লৌকিক শাস্ত্ররূপে না হোক্, অন্তত

ধর্মের আশ্রয়েও তো ইতিহাসের ধারা অক্ষুন্ন থাকতে পারত। বস্তুত পুরাণগুলির আশ্রয়ে ধর্মের আবরণের মধ্যে রাজবংশের তালিকাসমূহ অত্যন্ত ক্ষীণ ধারায় কিয়দ্দূর অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের মরুভূমিতে এই ক্ষীণ ধারাটি হারিয়ে গেল। বৈদিক যুগের বিখ্যাত অগাধ-সলিলা সরস্বতী নদীটি পরবর্তী কালে যেখানে মরুভূমির নীরস বালুকারাশিতে বিনষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, প্রাচীন ভারতে ঐ স্থানটি 'বিনশন' নামে পরিচিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের যে যুগটিতে বৈদিক কালের ইতিহাস-পুরাণ-সরস্বতীর ক্রমক্ষীয়মাণ ধারাটি চিরতরে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল, সে যুগটিকেও আমরা ভারতবর্ষের 'ঐতিহাসিক বিনশন' নামে অভিহিত করতে পারি। কবি বলেছেন,—

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

তত্ত্বের ক্ষেত্রে কবির এই বাণী খুবই সত্য হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিনষ্ট ধারাটি সম্বন্ধেও কি কবির ওই উক্তি প্রযোজ্য?

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী (ডক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত)

আচার্য্য বল্লভ-কর্তৃক প্রখ্যাত ব্রহ্মবাদই আজকাল সাধারণত 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন দার্শনিক আচার্য্য শঙ্কর-কর্তৃক প্রখ্যাপিত অদ্বৈতবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষাদ্বৈতব্রহ্মবাদকেই ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন দেখা যায়। যথা 'ব্রহ্মসূত্রে'র স্বকৃত ভাষ্যে—যাহা 'শ্রীকরভাষ্য' নামে পরিচিত,[১] আচার্য্য শ্রীপতি পণ্ডিত (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দোপলকাল) লিখিয়াছেন,—

"অতএব ভগবতা ব্যাসেন জগন্মিথ্যাত্ববারণায় 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য' ইতি তজ্জন্যপ্রপঞ্চস্য তৎস্বরূপত্বং নির্দিষ্টং। অধ্যারোপস্তু তস্য তদন্যস্য বা। নাদ্যঃ। ব্রহ্মণঃ শরীরেন্দ্রিয়শূন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ ॥ শ্রু ॥ 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসী'দিত্যাদৌ সৃষ্টেঃ প্রাক্ দ্বিতীয়বস্তুনিষেধদর্শনাৎ। তদন্যস্য স্বীকারে শুদ্ধাদ্বৈতভঙ্গপ্রসঙ্গাচ্চ।… অদ্বৈতানামধ্যাসাসম্ভবাৎ…।"[২]

"ততো রজ্জুসর্পবজ্জগজ্জীবমিথ্যাত্ববোধকশুদ্ধাদ্বৈতং…।"[৩]

"…নির্ব্বিশেষব্রহ্মসান্নিধ্যেন প্রধানস্য জগৎকারণত্বব্যবস্থাপকং সর্বদা জীবব্রহ্মাভেদপ্রধানশুদ্ধাদ্বৈতমতং…।"[৪]

"তথা শুদ্ধাদ্বৈতমতং দর্শয়তি ॥ উৎক্রমিষ্যতঃ স্বাবিদ্যোপাধিকং ত্যজতঃ জীবস্য ঘটাকাশমহাকাশবৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ সর্বদা ব্রহ্মাভিন্নতয়া জীবোপক্রমণং।…অথবা রজ্জ্বারোপিতসর্পভ্রান্তিনিবৃত্তৌ রজ্জুমাত্রপরিশেষবৎ।…"[৫]

"শুদ্ধাদ্বৈতমতস্থানামবিরোধিতয়া অদ্বৈতব্রহ্মণি দ্বৈতপ্রপঞ্চস্বীকারাদ্ভেদাভেদয়োর্ন চৈকত্র বিরোধঃ।"[৬]

আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। এই সকল উক্তিমূলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের যে কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই,—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। অবিদ্যাবশত উহা জীব ও জগৎ-রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। রজ্জুসর্পভ্রান্তি স্থলে সর্পভাব যেমন রজ্জুতে আরোপিত, তেমনই জীব ও জগদ্ভাব ব্রহ্মে অধ্যারোপিত। রজ্জুসর্প যেমন মিথ্যা, জীব এবং জগৎও সেইরূপ মিথ্যা। ব্রহ্মে কোনপ্রকার ভেদ নাই। প্রতীয়মান ভেদপ্রপঞ্চ ঔপাধিক। একই আকাশ যেমন ঘট উপাধিবশত ঘটাকাশ ও মহাকাশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমন একই ব্রহ্ম অবিদ্যোপাধিবশত জীব ও ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটাকাশ যেমন বস্তুত আকাশই, তেমন জীবও বস্তুত ব্রহ্মই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। সর্পভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে যেমন কেবলমাত্র রজ্জুই পরিশেষ থাকে, তেমন অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে নির্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মই থাকে। ইহা অদ্বৈতবাদ বা নির্বিশেষাদ্বৈতবাদই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহাকেই শ্রীপতি শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন।

১। শ্রীকরভাষ্য, অধ্যাপক সি, হয়বদন রাও কর্তৃক সংশোধিত, বাঙ্গালোর, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

২। ঐ, ১। ১। ১; ৬ পৃষ্ঠা।

৩। ঐ, ১। ১। ১০, ৫৭ পৃষ্ঠা।

৪। ঐ, ১। ৪। ১৫; ১৭১ পৃষ্ঠা।

৫। ঐ, ১। ৪। ২০-২১; ১৭৪ পৃষ্ঠা।

৬। ঐ, ১। ৪। ২০-২১, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

বল্লভ ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্বমতের প্রচারকালে তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর হইয়াছিল ধরিলেও দেখা যায়, তাঁহার শতাধিক বর্ষ পূর্বে শ্রীপতি শঙ্করমতকেই শুদ্ধাদ্বৈতমত বলিয়াছেন। এইরূপে জানা যায়, বল্লভ একটা প্রাচীন নামেই আপনার মতবাদকে অভিহিত করিয়াছেন।[৭] তাহার কারণ কি? শঙ্করকর্তৃক প্রখ্যাপিত মতবাদকে যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হইত, এ কথা কি তিনি জানিতেন না? শ্রীপতির ব্রহ্মসূত্রভাষ্য কি তিনি দেখেন নাই? এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর আমরা জানি না। তবে এই কথা বলা উচিত যে, শ্রীপতি ব্যতীত অপর কাহাকেও শঙ্করের মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিতে আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

আচার্য্য শঙ্করের মতে, মায়াশবল ব্রহ্মই জগতের কারণ। উহার খণ্ডন প্রসঙ্গে বল্লভের বংশধর গোস্বামী গিরিধর লিখিয়াছেন যে, "তন্মতে কার্য্য ও কারণের সাঙ্কর্য্য আপতিত হয়। উহা নিবৃত্তির জন্যই আচার্য্য (বল্লভ তাঁহার অদ্বৈতবাদকে) 'শুদ্ধ' বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন।"

> "এতন্মতে সুনিষ্পন্নং সাঙ্কর্য্যং কার্য্যকারণে।
> তন্নিবৃত্ত্যর্থমাচার্য্যৈঃ পদং শুদ্ধং বিশেষিতম্॥" ('শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড', ২৬ শ্লোক)

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম মায়াসম্বন্ধরহিত বলিয়াই শুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। শুদ্ধ ব্রহ্মই কার্য্য ও কারণ, মায়িক ব্রহ্ম নহে।

> "মায়াসম্বন্ধরহিতং শুদ্ধমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
> কার্য্যকারণরূপং হি শুদ্ধং ব্রহ্ম ন মায়িকম্॥"—(ঐ, ২৮)

বল্লভের মতে, একমাত্র ব্রহ্মই যে মায়ারহিত শুদ্ধ, তাহা নহে; নাম ও রূপ, জীব ও ঈশ্বর, এবং কার্য্য ও কারণও সেই প্রকার মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম (অণুভাষ্য, ১৷১৷৯)। তাই গিরিধর বলেন, শুদ্ধাদ্বৈত পদের সমাসবিশ্লেষণ হয় ত "শুদ্ধং চ তং অদ্বৈতং" (কর্ম্মধারয়) অথবা "শুদ্ধয়োঃ অদ্বৈতং" (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) করিতে হইবে।

'শুদ্ধ' পদের 'মায়াসম্বন্ধরহিত' অর্থ গিরিধর 'কঠরুদ্রোপনিষৎ' (৩৮৷২ শ্লোক) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। তথায় আছে—,

> "মায়োপাধিবিনির্ম্মুক্তং শুদ্ধমিত্যভিধীয়তে॥"

৭। বিষ্ণুস্বামীর (ত্রয়োদশ খ্রীষ্টশতক) প্রাচীন মতের আধারে বল্লভ আপন মতবাদ প্রপঞ্চিত করেন, তাহা সুবিদিত আছে। কিন্তু বিষ্ণুস্বামী স্বমতকে 'শুদ্ধাদ্বৈতমত' বলিতেন কিনা জানা নাই। তাই আমরা বলিয়াছি যে, ঐ নামকরণ বল্লভই করিয়াছেন। যদি ঐ নাম প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুস্বামীই দিয়া থাকেন, তবে বল্লভের প্রতি কোন অভিসন্ধি আরোপ করা যায় না। কিন্তু বল্লভবংশীয় পণ্ডিত গিরিধরের মতে, ঐ নাম বল্লভই দিয়াছেন। (পরে দেখ)।

কিন্তু ঐ শ্রুতির মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ। যথা—

"তদ্বিদ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানসুখাদ্বয়ম্।
সংসারে চ গুহাবাচ্যো মায়াজ্ঞানাদিসংজ্ঞকে॥"—(কঠরুদ্র, ১০)
"সদ্রূপং পরমং ব্রহ্ম ত্রিপরিচ্ছেদবর্জিতম্॥"—(ঐ, ২৭।২)
"নির্বিশেষে পরানন্দে"—(৩।১)
তদ্ব্রহ্মানন্দমদ্বন্দ্বং নির্গুণং সত্যচিদ্ঘনম্।"—(৩৪।১)
"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যত্বাদিলক্ষণে।
নির্ভেদং পরমাদ্বৈতং বিন্দতে যো মহাযতিঃ॥"—(২৬)

তথায় আরও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ নির্বিশেষ ব্রহ্মই মায়া, অবিদ্যা এবং অন্তঃকরণ উপাধিসম্পর্কে ব্যবহারদৃষ্টিতে ("ব্যবহারতঃ") গুরু, ঈশ্বর, জীব, প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও ফল—এই সপ্তবিধ ভেদরূপে কথিত হইয়া থাকে (ঐ, ৩১-৩৮।১)। মায়োপাধিবিনির্মুক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মই শুদ্ধ ব্রহ্ম।

'মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদে'ও নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই "শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্ম" বলা হইয়াছে।

"শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মাহমিতি বিদ্যাদখণ্ডং নিরঞ্জ" ইত্যাদি। (২।৪)

"শুদ্ধাদ্বৈতাজাড্যসহজামনস্কযোগনিদ্রাখণ্ডানন্দপদানুবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তো ভবতি।"—(২।৫)

"শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধির্ভেদাভাবাৎ। এতদেব পরমতত্ত্বম্।"—(৫)

এখানে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মে কোন প্রকারের ভেদ নাই। অন্যত্র ইহাও স্পষ্টত বলা হইয়াছে যে, ভেদপ্রপঞ্চ মনঃকল্পিত, মিথ্যা। জ্ঞান হইলে উহার বিলয় হয়।

"প্রপঞ্চলয়ঃ সম্পদ্যতে প্রপঞ্চস্য মনঃকল্পিতত্বাৎ। ততো ভেদাভাবাৎ কদাচিদ্বহির্গতেঽপি মিথ্যাত্বভানাৎ" ইত্যাদি।—(২।৩)

অপর পক্ষে 'ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষদে' সবিশেষ ব্রহ্মসম্পর্কে "শুদ্ধাদ্বৈত" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়।

"ততঃ পিতামহঃ পরিপৃচ্ছতি ভগবন্তং মহাবিষ্ণুং ভগবন্ শুদ্ধাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণ-পরব্রহ্মণস্তব কথং বিরুদ্ধ-বৈকুণ্ঠপ্রাসাদপ্রাকারবিমানাদ্যনন্তবস্তুভেদঃ। সত্যমেবোক্তমিতি ভগবান্ মহাবিষ্ণুঃ পরিহরতি। যথা শুদ্ধসুবর্ণস্য কটকমুকুটাঙ্গদাদিভেদঃ। যথা সমুদ্রসলিলস্য স্থূলসূক্ষ্মতরঙ্গফেনবুদ্বুদকরকলবণপাষাণাদ্যনন্তবস্তুভেদঃ। যথা ভূমেঃ পর্বতবৃক্ষতৃণগুল্মলতাদ্যনন্তবস্তুভেদঃ। তথৈবাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণপরব্রহ্মণো মম সর্বাদ্বৈতমুপপন্নং ভবত্যেব। মৎস্বরূপমেব সর্বং মদ্ব্যতিরিক্তমণুমাত্রং ন বিদ্যতে।"—(৮ম অধ্যায়)

বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতসংজ্ঞা এবং বাদ পরিকল্পনার মূল এইখানে বলা যাইতে পারে। উহার পরিচয় দিতে গিরিধর লিখিয়াছেন,—

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি পঠ্যতে॥৪॥
সর্বং ব্রহ্মাত্মকং বিশ্বমিদমাবোধ্যতে পুরঃ।
সর্বশব্দেন যাবদ্ধি দৃষ্টশ্রুতমদো জগৎ॥৫॥
বোধ্যতে তেন সর্বং হি ব্রহ্মরূপং সনাতনম্।
কার্যস্য ব্রহ্মরূপত্বে ব্রহ্মৈব স্যাত্তু কারণম্॥৬॥"—(শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড)

স্বর্ণ এবং স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারের দৃষ্টান্তও তিনি দিয়াছেন (২০ শ্লোক)[৮]। কিন্তু ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মৈক্যভাবনার এবং ব্রহ্মভবন বা ব্রহ্মনির্বাণের সুস্পষ্টোল্লেখ আছে।

"উপাসকস্ততোঽন্ত্যোত্ত্যেবংবিধং নারায়ণং ধ্যাত্বা প্রদক্ষিণনমস্কারান্ বিধায় বিবিধোপচারৈরভ্যর্চ্য নিরতিশয়াদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণো ভূত্বা তদগ্রে সাবধানেনোপবিশ্যাদ্বৈতযোগমাস্থায় সর্বাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণাখণ্ডামিততেজোরাশ্যাকারং বিভাব্যোপাসকঃ স্বয়ং শুদ্ধবোধানন্দময়ামৃতনিরতিশয়ানন্দতেজোরাশ্যাকারো ভূত্বা মহাবাক্যার্থমনুস্মরন্ ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা। অহং ব্রহ্মেতি ভাবনয়া যথা পরমতেজো মহানদীপ্রবাহপরমতেজঃপারাবারে প্রবিশতি। যথা পরমতেজঃপারাবারতরঙ্গাঃ পরমতেজঃপারাবারে প্রবিশন্তি তথৈব সচ্চিদানন্দাত্মোপাসকঃ সর্বপরিপূর্ণাদ্বৈত-পরমানন্দলক্ষণে পরব্রহ্মণি নারায়ণে ময়ি সচ্চিদানন্দাত্মকোঽহমজোঽহং পরিপূর্ণোঽহমস্মীতি প্রবিবেশ। তত উপাসকো নিস্তরঙ্গাদ্বৈতাপারনিরতিশয়সচ্চিদানন্দসমুদ্রো বভুব। যস্ত্বনেন মার্গেণ সম্যগাচরতি স নারায়ণো ভবত্যসংশয়মেব।"

—(ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ, ৮ অধ্যায়)

কিন্তু বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে ঐগুলি স্বীকৃত হয় না। বরং উহার নিন্দা আছে। অপর পক্ষে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে উহারা যথাযথ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। ক্রমভেদাভেদবাদ এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদেও অভেদ উপাসনা এবং ব্রহ্মনির্বাণ স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং একমাত্র ঐ দুই বিষয়ের সদ্ভাব হইতে অনুমান করা যায় না যে, 'ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষদে' অদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে। তাই আমরা অধিক প্রমাণ দিতেছি। "মূলাবিদ্যাপ্রলয়" বর্ণনা প্রসঙ্গে তথায় বিবৃত হইয়াছে যে,—

"ততঃ সবিলাসমূলাবিদ্যা সর্বকার্যোপাধিসমন্বিতা সদসদ্বিলক্ষণানির্বাচ্যা লক্ষণশূন্যাবির্ভাবতিরোভাবাত্মিকানাদ্যখিলকারণকারণানন্তমহামায়াবিশেষণবিশেষিতা পরমসূক্ষ্মমূলকারণমব্যক্তং বিশতি। অব্যক্তং বিশেদ্ব্রহ্মণি নিরিন্ধনো বৈশ্বানরো যথা। তস্মান্মায়োপাধিকং আদিনারায়ণস্তথা স্বস্বরূপং ভজতি। সর্বে জীবাশ্চ স্বস্বরূপং ভজন্তে। যথা জপাকুসুমসান্নিধ্যাদ্রক্তস্ফটিকপ্রতীতিস্তদভাবে শুদ্ধস্ফটিকপ্রতীতিঃ। ব্রহ্মণোঽপি মায়োপাধিবশাৎ সগুণপরিচ্ছিন্নাদিপ্রতীতিরুপাধিবিলয়ান্নির্গুণনিরবয়বাদিপ্রতীত্যুপনিষৎ।"—(৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপে নির্গুণ ও নিরবয়ব। কিন্তু মায়োপাধিবশত সগুণ ও সাবয়ব বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্ফটিক ও জপাকুসুম। স্ফটিক স্বভাবত শুদ্ধ বা বর্ণহীন। কিন্তু লাল জপাকুসুমের সান্নিধ্যে শুদ্ধ স্ফটিক লাল বলিয়া প্রতিভাত হয়। ঐ জপাকুসুম অপসারিত হইলে স্ফটিক যেমন আপন শুদ্ধ স্বরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ মায়োপাধি বিনাশে ব্রহ্ম স্বস্বরূপে অবস্থান করে। জীবসমূহও তখন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতীয়মান ধর্ম্মসমূহ অধ্যস্ত, তাঁহার স্বরূপগত নহে। সমগ্র জগৎ মূলাবিদ্যাবিলাস মাত্র। উহা

৮। সুবর্ণ ও সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত আচার্য্য শঙ্করও দিয়াছেন।

"সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বং চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বং চ তথা ভবেৎ॥"—(অপরোক্ষানুভূতি, ২১)

এই বচনটি বস্তুত 'যোগশিখোপনিষদে'র (৪।৭)। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মকে সর্বাত্মক বা সর্বকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করা নহে। সর্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করত একমাত্র ব্রহ্মবুদ্ধি উদ্বোধিত করাই, শঙ্করের মতে, উহার তাৎপর্য্য।

সর্ব্বকার্য্যোপাধিসমন্বিতা, সদসদ্বিলক্ষণা, অনির্বাচ্যা এবং লক্ষণশূন্যা। উহা অনাদি, আবির্ভাব-তিরোভাবান্বিতা, অখিলকারণকারণ, অনন্ত এবং মহামায়াবিশেষণবিশেষিতা। ইহাই উপনিষৎ।

অনন্তর "মহামায়াতীত অখণ্ডাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণ পরব্রহ্মের পরমতত্ত্বস্বরূপ নিরূপণ" শ্রুতি এই প্রকারে করিয়াছেন,—

"ওঁ ততস্তস্মান্নির্ব্বিশেষমতিনির্ম্মলং ভবতি। অবিদ্যাপাদমতিশুদ্ধং ভবতি। শুদ্ধবোধানন্দলক্ষণকৈবল্যং ভবতি। ব্রহ্মণঃ পাদচতুষ্টয়ং নির্ব্বিশেষং ভবতি। অখণ্ডলক্ষণাখণ্ডপরিপূর্ণসচ্চিদানন্দসপ্রকাশং ভবতি। অদ্বিতীয়মনীশ্বরং ভবতি।...কার্য্যকারণোপাধিভেদাজ্জীবেশ্বরভেদোঽপি দৃশ্যতে।

কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।
ঈশ্বরস্য মহামায়া তদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনী।

...এতাং মহামায়াং তরন্ত্যেব যে বিষ্ণুমেব ভজন্তি নান্যে তরন্তি কদাচন। বিবিধোপায়ৈরপি অবিদ্যা-কার্য্যাণ্যন্তঃকরণান্যতীতা কালানন্তু তানি জায়ন্তে। ব্রহ্মচৈতন্যং তেষু প্রতিবিম্বিতং ভবতি। প্রতিবিম্বা এব জীবা ইতি কথ্যন্তে। অন্তঃকরণোপাধিকাঃ সর্ব্বে জীবা ইত্যেবং বদন্তি। মহাভূতোত্থসূক্ষ্মাঙ্গোপাধিকাঃ সর্ব্বে জীবা ইত্যেকে বদন্তি। বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যং জীবা ইত্যপরে মন্যন্তে। এতেষামুপাধীনামত্যন্তভেদো ন বিদ্যতে। সর্ব্বপরিপূর্ণো নারায়ণস্তুনয়া নিজয়া ক্রীড়তি স্বেচ্ছয়া সদা।"—(৪র্থ অধ্যায়)

(অবিদ্যাবিলয়ে) ব্রহ্ম অতিনির্ম্মল এবং নির্বিশেষ হয়। উহা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সপ্রকাশ হয়। অদ্বিতীয় এবং অনীশ্বর হয় অর্থাৎ ঈশ্বরভাব তখন থাকে না।...কেন না, ব্রহ্মের ঈশ্বরভাব ও জীবভাব ঔপাধিক। কার্য্যোপাধি সম্পর্কে ব্রহ্ম জীব এবং কারণোপাধি সম্পর্কে ঈশ্বর বলিয়া কথিত হয়। মহামায়া ঈশ্বরের অধীন, (আর জীব মহামায়ার অধীন)।...বিষ্ণুর ভজন দ্বারা জীব মহামায়ার কবল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বিবিধ উপায়ে জীব অবিদ্যাকার্য্য অন্তঃকরণসমূহ অতিক্রম করিতে পারে। ঐ সকল কালে উৎপন্ন হয়। অনন্তর ব্রহ্মচৈতন্য উহাদিগেতে প্রতিবিম্বিত হয়। জীবসমূহ প্রতিবিম্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণোপাধি অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যই জীব, এমনও বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চমহাভূতাত্মক সূক্ষ্মাঙ্গোপাধি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। অপরে মনে করেন, বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। ঐ সকল উপাধিও অত্যন্ত ভিন্ন নহে। কেন না, ঐ সকল নারায়ণই (ব্রহ্মই)। ব্রহ্মই উপাধিরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

এই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, উপাধিবাদ, বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ এবং জীবেশ্বরজগন্মিথ্যাবাদ একমাত্র শঙ্করের অদ্বৈতবাদেই স্বীকৃত হইয়া থাকে, অপর কোন বাদে নহে। এইরূপে দেখা যায়, 'ত্রিপাদ্‌বিভূতিমহানারায়ণোপনিষদো'ক্ত শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মবাদও বস্তুত নির্বিশেষাদ্বৈতবাদই। সবিশেষাদ্বৈতবাদের সঙ্গে উহার সমন্বয় তথায় কি প্রকারে সাধিত হইয়াছে, তাহার আরও বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১০)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তারিণীচরণ মিত্র

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্‌শী তারিণীচরণ মিত্র ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ জন্ গিল্‌ক্রাইষ্টের উৎসাহে তৎসম্পাদিত *The Oriental Fabulist or Polyglot Translations of Esop's and Other Ancient Fables from The English Language*...পুস্তকের বাংলা অংশ অনুবাদ করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দখল করিয়া আছেন। 'দি ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' পুস্তকের ফার্সী ও হিন্দুস্থানী অনুবাদও তারিণীচরণকৃত।

তারিণীচরণ মিত্রের কীর্ত্তি ও জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর জানা যায় না। কলিকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৫ সংখ্যক গ্রন্থ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট'-এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিণীচরণ সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ দিয়াছেন, ততটুকুই আমাদের উপজীব্য। তারিণীচরণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সেখান হইতেই সঙ্কলিত হইল।

তারিণীচরণ কলিকাতার লোক ছিলেন। কলিকাতার উত্তর-সিমলা বা পুরাতন-সিমলা অঞ্চলে কোথাও তাঁহার বাস ছিল। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার যুগের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন; ইংরেজী, উর্দ্দু, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষাতে তাঁহার কয়েকটি মূল ও অনুবাদপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে তারিণীচরণ জন্ গিল্‌ক্রাইষ্টের অধীনে মাসিক এক শত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্‌শীরূপে নিযুক্ত হন। প্রধান মুন্‌শী হন মীর বাহাদুর আলী। তারিণীচরণ কলেজের দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, স্বীয় কর্ম্মনিপুণতায় তিনি দ্রুত উন্নতি করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর হিন্দুস্থানী বিভাগের তৎকালীন প্রধান মুন্‌শী মীর সের আলী আফশোষের মৃত্যু হইলে তারিণীচরণ মাসিক দুই শত টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩০ সনের মে মাস পর্য্যন্ত তিনি দক্ষতার সহিত এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক এক শত টাকা পেন্‌শনে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর।

'দি ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি' ১৮১৭ সনের ৪ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারিণী-চরণ সূত্রপাত হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের

প্রথম বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির সদস্যরূপে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তারিণীচরণ সমিতির দেশীয় সম্পাদক (নেটিব সেক্রেটরী) ছিলেন। এই সমিতির উদ্যোগে বাংলা, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়; অধিকাংশই অনুবাদ। অনুবাদে তারিণীচরণের হাত ছিল। তারিণীচরণ দীর্ঘকাল কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন; ১৮৩০-৩১ সনের কার্য্যবিবরণেও সদস্য হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এদেশীয় হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া "ধর্ম্মসভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন; সতীনিবারণ-আইনের বিরুদ্ধে ইঁহারা আন্দোলন করিয়াছিলেন। তারিণীচরণ এই সভার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, জানা যায় নাই।

দুইখানি বাংলা অনুবাদ-পুস্তকের সহিত তারিণীচরণের নাম সংযুক্ত আছে। ১। 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট'। ২। 'নীতিকথা'।

ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট (The Oriental Fabulist ··) জন্ গিল্‌ক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে কলেজের অর্থানুকূল্যে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মূল ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দুস্থানী, ফার্সী, আর্বী, ব্রজভাষা, বাংলা ও সংস্কৃত, এই ছয় ভাষার অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র পুস্তকটি রোমান হরফে মুদ্রিত। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ—

The /Oriental Fabulist /or/ Polyglot Translations /of/ Esop's and other/ Ancient Fables /from/ The English Language, /into / Hindoostanee, Persian, Arabic, /Brij B,hak,ha Bongla, /and/ Sunskrit, /in the/ Roman Character, /By/ Various Hands /Under/ The Direction and Superintendence /of/ John Gilchrist, /For The Use of/ The College of Fort William. /Calcutta, /Printed At The Hurkaru Office./ 1803./

এই পুস্তকের বাংলা অংশ যে তারিণীচরণের অনুবাদ, তাহা গিল্‌ক্রাইষ্টের ভূমিকা হইতে জানা যায়। তিনি বলিতেছেন—

The names of the Learned Natives who have generally been employed on this Polyglot Translation, are as follows :
Tarnee Churun Mitr, Bungla, Persian & Hindoostanee.
It behoves me now more particularly to specify, that to TARNEE CHURUN MITR's patient labour and considerable proficiency in the English Tongue, am I greatly indebted for the accuracy and dispatch, with which the Collection has been at last completed. The public may yet feel, and duly appreciate the benefit of his assiduity and talents, evident in The Bungla Version, ... (Pp. xxiv-xxv).

গিল্‌ক্রাইষ্টের ভূমিকা হইতে আরও জানা যায় যে, বাংলা অংশকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অনুবাদের দিক্ দিয়া বাংলা অংশকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। ব্লুমহার্টের লণ্ডনের বাংলা পুস্তকতালিকায় স্বতন্ত্র বাংলা সংস্করণের উল্লেখ নাই।

তারিণীচরণ মিত্রের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল; মাঝে মাঝে ইংরেজী বাক্যভঙ্গী অনুসৃত হইলেও কমা সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন প্রয়োগে সহজেই অর্থবোধ হয়। দৃষ্টান্ত-

'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

FROM THE ANCIENTS. 103

mahin nak,hyo. Kifan kuhyo, re koo jati kritug,h-nee! tuen mohi b,hulo fik,ha,yo ki oopukar ujog uo upatru pue kurnon ketee mooruk,hta hue. Yih kuhi, bufoola oot,ha,e famp kuo took took ki,yo.

Sid-d,hant, K,hoten kee fuha,yuta kurnee, kue du,ya oonpue kurnee jo upatr huen fo apnee fujjunuta,ee gunwa,onee hue.

BONGLA.

Ufhto dofbo kot,ha Grobuft,ho o Shorper.

Ek bifhifhto Grohoft,h,oo dek,hilek je ek Shorp ek berar tula,e fheete jora ho,i,ya pra,e mrityoo bot ho,i,yach,he, ihate tahar du,ya ho,ilo; ebong tahake g,hure ani,a, ognir nikot rak,hilek ar tatka doogd,ho k,hawa,ilek. E,iprokar ahar o pofhone Shorpo tok,honi fhojeeb ho,ilo kintoo hingfha koroner bilok,hyon shamort,ho na pa,ite,i Grohoft,her ftreer proti duorilo, ebong tahar pootrodiger ek jon ke dongfhilek; pore fhomofto poribar ke byoft,hotate o b,ho,yete p,helilek. Grohoft,ho kohilek, ore kritog,hno pafhondo! too,i amake bilok,hyon fhik,ha,ili je neech o ojogyer proti oopokar koron kemon obichar. E,i kohi,ya, ek koot,haree oot,ha,i,ya fhorpoke kati,ya k,hondo k,hondo korilek.

P,hol, doofhter poofhti koron ot,hoba ojogyer proti onoogroho koron amardiger shoob,ho ch inton brit,ha nofhto koron iti.

SUNSKRIT.

Ufhtadufhu kut,ha Grameenu B,hoojungumu,yoh.

Eko Grameenus fumeecheennu munoofhyuh kufyafhchit tirufkurinyas tule ekum Sureefripum fheetartum murunapunnum drifhtwa, unookum-

স্বরূপ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্টে'র "তৃতীয় কথা পেট ও শরীরের খণ্ডের" কাহিনী অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি।

একবার এমন সঙ্ঘটন হইল যে শরীরের খণ্ড সকল পেটের চরিত্র হইতে রুষ্ট হইয়া এই স্থির করিলেক, যে পূর্বাপর মতে ইহাকে আর খাদ্য যোগাইব না। প্রথম জিহ্বা দুষ্ট ভাষাতে তাহাদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেক; এবং হাতে পায়ের কৃতিত্ব ও পরিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া কহিলেক, এ কি প্রমাদ আর অসঙ্গত হইল যে এমন স্থূল ও অলস উদর, যে নিতান্ত অকেজুয়া, আপনার কর্ম্ম আপনি করিতে অশক্ত, এবং অতিশয় লোভী তাহার নিমিত্তে আমাদিগের শ্রমের ফল নষ্ট হইবেক। এই কথা সকল অঙ্গেরা একত্র হইয়া প্রশংসাপূর্বক গ্রহণ করিলেক তৎক্ষণাৎ হস্ত কহিলেক আমি আর

শ্রম করিব না ; পা বলিলেক নাড়াভুঁড়ীর ভার, যাহাতে অদ্যাবধি আমি আক্রান্ত ছিলাম আর বহিব না ; বরং সেই দাঁত অমান্ত হইল যে তাহার কারণ এক গ্রাসও চাবাইব না। এমত উৎপাতে পেট তাহাদিগে ব্যগ্রতা করিলেক যে তোমরা অবধানপূর্ব্বক বিচার করহ ; আর নির্বুদ্ধি স্থায় হুলস্থুল করিও না। তোমারদিগের মধ্যে এমন কেহ নাহি যে জানে না, তোমরা আমাকে যাহা দেও তাহা তৎক্ষণাৎ তোমাদিগের কর্মে আইসে, আর তোমাদিগের সকলের হিতের নিমিত্তে আমার উপলক্ষ্যে সকল শরীরে প্রবেশ হয়। কিন্তু তাহার এ বাদানুবাদ বৃথা হইল, তাহার কারণ এই যে যতক্ষণ রাগের প্রাদুর্ভব থাকে জ্ঞানের কথা প্রায় অনবধান করে। অতএব এ উপদ্রব থামান তাহার অসাধ্য হইল। তাহাদিগে'র অসহায়তায় সে উপবাস করিলেক, শরীর শুখাইয়া অস্থিসার হইল। অঙ্গ সকল ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া শেষে আপনাদিগের ভুল বুঝলেন, এবং স্বস্ব কর্মে নিযুক্ত হইতে মনস্থ করিলেন…

এই পুস্তকের কোনও পরবর্ত্তী সংস্করণ আমরা দেখি নাই।

'নীতিকথা'—(*Fables, in the Bengalee Language, for the use of Schools.* First part.) এই পুস্তকখানি তারিণীচরণ একেলা লেখেন নাই। ইংরেজী ও আরবী হইতে তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'নীতিকথা' প্রকাশ করেন।

পুস্তকটির আখ্যাপত্র এইরূপ—

নীতিকথা | পাঠশালার নিমিত্তে | কলিকাতা স্কুল | বুক সোসাইটী | দ্বারা | বাঙ্গলা ভাষায় | তর্জ্জমা করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল। C. S. B. S. | কলিকাতা | শ্রীবিশ্বনাথ দেবের | ছাপাখানায় ছাপা হইল | ইং ১৮১৮ | এপ্রিল মাস |

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৫। কোন্ কাহিনী কাহার অনুবাদ, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমরা ভাষা ও রচনারীতি দেখাইবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্তু বলদের বলাধিক্য হওন প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পরে তাহাকে ছলিবার জন্যে নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে বলদ আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি অতএব আমার বাশনা এই যে অদ্য রাত্রে তুমি আমার গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া ভোজন কর বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেক…

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেই 'নীতিকথা' প্রথম ভাগের তিনটি সংস্করণ হয়, ১ম সং ৫০০, ২য় সং ১০০০ এবং ৩য় সং ৪০০০। পরে বহু সংস্করণ হইয়াছিল। ঐ বৎসরেই 'নীতিকথা'র দ্বিতীয় খণ্ডও বাহির হয় ; এই খণ্ড সংকলন করেন—মে, হার্লি ও পীয়ার্সন। তারিণীচরণ ইহার হিন্দী অনুবাদ করেন। 'নীতিকথা' ১ম ভাগ তৃতীয় সংস্করণে, পুস্তকে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন সম্বন্ধে একটি কৌতুককর মন্তব্য আছে। তাহা এই—" , এরূপ চিহ্ন দ্বারা যে বিচ্ছেদ দেওয়া যায় সে স্থানে এক এই উচ্চারণ করিতে যে সূক্ষ্ম কালবিলম্ব হয় তাহার জ্ঞাপন। ; দ্বিতীয় চিহ্ন পূর্ব্বচিহ্ন হইতে দ্বিগুণ বিলম্ববোধক।"

কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের (১৯১৭) ৪৪ পৃষ্ঠায় 'নীতিকথা' সম্পর্কে এই মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে—

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষা হইতে সংগৃহীত। বর্দ্ধমান খৃষ্টীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কেরাণী তারাচাঁদ মিত্র রাজাবাহাদুরকে ইহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করেন। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই পুস্তক প্রকাশ করেন।

এই উক্তি সর্ব্বৈব ভুল।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' নামক মাত্র একখানি পুস্তকের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজীবলোচনের নাম। তাঁহার অন্য কোনও পুস্তক বা রচনার কথা জানা যায় নাই। রাজীবলোচনের জীবনকাহিনীও যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত; "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ২ সংখ্যক গ্রন্থ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কলেজের কার্য্যবিবরণাদিতে এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে লেখকের পরিচয় এইরূপ দেওয়া ছিল—"descended from the family of the Rajah" অর্থাৎ রাজীবলোচন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (কৃষ্ণনগর) পরিবারসম্ভূত ছিলেন। এইটুকুই তাঁহার বংশ-পরিচয়। তাঁহার কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমরা এইটুকুমাত্র অবগত হইয়াছি যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে উইলিয়ম কেরীর অধীনে রাজীবলোচন মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেরীর উৎসাহে তিনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারই হস্তে প্রদান করেন। কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ রাজীবলোচনের ১০০৲ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং পুস্তক ছাপা হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সনে প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতগণের তালিকায় রাজীবলোচনের নাম নাই। কেরীর জীবনীকার এস্. পীয়র্স সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে রাজীবলোচনের কেরীর সহিত দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসরকাল যুক্ত থাকার কথা লিখিয়াছেন।

পরবর্ত্তী কালে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্রের প্রতিকৃতি ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের ভাষা সর্ব্বত্রই সংস্কৃতানুসারী, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র মত আর্বী ফার্সীর কোনও প্রভাব এই পুস্তকে পরিলক্ষিত হয় না। বাক্যরীতি সরল এবং ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জল। পরবর্ত্তী কালে এই পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিয়া মনে হয়, এই ভাষা সেকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কিছু নমুনা দিতেছি।

এক দিবস অন্তঃকরণে হইল শিকারে যাইব পরে ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন আমি মৃগয়া করিতে যাইব তোমরা সকলে সসজ্জ হও আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারিদিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে২ অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপূর্ব্ব স্থান আমি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা

রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা কর যেন কোনরূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুতা হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন চারিদিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকনের স্থান করিলেন বড়২ কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে বাদ্যাগার তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদূর্দ্ধে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করিবেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। পৃ. ৪৪-৪৬

প্রথম সংস্করণ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২০।

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য

চরিত্রং।

শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন

রচিতং।

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৫।

ভোট-বীর কেসর্-এর কথা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১। ভোট বা তিব্বতী জাতি ও বোন্-ধর্ম

ভোট-দেশ বা তিব্বত এখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ-সমূহের মধ্যে অন্যতম। তিব্বতের সংস্কৃতির মধ্যে শোভন ও সুন্দর এবং মার্জ্জিত যাহা কিছু, তাহার প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষের দান। তিব্বতীরা ভাষায় এবং রক্তে চীনা, বর্মী ও থাই বা শ্যামীদের জ্ঞাতি। এই কয় জাতির পূর্ব-পুরুষ Tibeto-Chinese অর্থাৎ ভোট-চীন জাতি, খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে Yang-tsze-Kiang য়াঙ্-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীর উৎপত্তি-স্থলে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি-গত বিশিষ্টতা লাভ করে। পরে ইহাদের এক দল উত্তর-পূর্বে উত্তর-চীনদেশে গমন করিয়া সেখানে উপনিবিষ্ট হয়, এবং উত্তর কালে এই দল চীনা জাতিতে পরিণত হয়, চীনদেশে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বেই একটী বিরাট্ মৌলিক সভ্যতা গড়িয়া তুলে। 'থাই' নামে পরিচিত একটী, এবং 'ম্রন্-মা' নামে পরিচিত আর একটী—এই দুইটী দল, দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসে, এবং যথাক্রমে উত্তর-শ্যামদেশে ও উত্তর-ব্রহ্মদেশে উহারা উপনিবিষ্ট হয়, ও পরে যথাক্রমে কম্বোজ ও দ্বারাবতী অর্থাৎ দক্ষিণ-শ্যামদেশের এবং 'রামঞ্ঞদেস' অর্থাৎ দক্ষিণ-বর্মার হিন্দু সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত Khmer 'খ্মের্' এবং Rman 'র্মঞ্' বা Mon 'মোন্' জাতিদ্বয়ের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া, উহাদের নিকট ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া, আধুনিক শ্যামী ও বর্মী জাতিতে পরিণত হয়। আর একটী দল ভোট-দেশ বা তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হয়—আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্য ভাগে কোনও সময়ে। এই দলের নিজস্ব নাম ছিল Bod 'বোদ্'—এখন এই শব্দ ইহাদের মুখে Pö 'প্যো' বা Phö 'ফ্যো' রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য-ভাষী জাতি এই নামকে নিজেদের উচ্চারণ অনুযায়ী করিয়া, 'ভোট'-রূপে বদলাইয়া লইয়াছে। Bod 'বোদ্' = Bho*ta* 'ভোট' = Pö 'প্যো' বা Phö 'ফ্যো' জাতি, অর্থাৎ তিব্বতীয় জাতি, বহুদিন ধরিয়া বর্বর বা অর্ধ-সভ্য অবস্থায় ছিল। ইহাদের কতকগুলি শ্রেণী হিমালয় অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-হিমালয় ও ভারতের মধ্যেও আসিয়া উপনীত হয়। এই ভাবে, ভারতের সভ্য জগতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শ ঘটে; ফলে, ইহাদের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ইহাদের মধ্যে এক পরাক্রান্ত রাজা জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার নাম ছিল Srong-btsan-sgam-po 'স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো'। ইনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন, ইঁহার চেষ্টায় ভোট-দেশের পণ্ডিত Thon-mi-sambho*ta* 'থোন্-মি-সম্ভোট' ভারতবর্ষে যান, ভারতীয় লিপি-বিদ্যার প্রচার স্বজাতির মধ্যে করেন, এবং তিব্বতী-লিপি গঠিত করেন। স্রোঙ-ব্ৎসন্-স্গম্-পো নেপালের হিন্দু রাজার কন্যা এবং চীন-দেশের সম্রাটের কন্যা এই দুই রাজকুমারীকে

বিবাহ করেন। তাঁহার আমলেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ভোট-জাতি যে ধর্ম পালন করিত, তাহার নাম Bon 'বোন্' ধর্ম। উত্তর-ইউরোপ এবং উত্তর- ও মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন আদিম মোঙ্গোল শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ভূত-প্রেতে বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্মের প্রচার এখনও দেখা যায়, যাহার ইউরোপীয় নামকরণ হইয়াছে Shamanism (মধ্য-এশিয়ার বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মের পুরোহিত Shaman বা 'শ্রমণ'-এর নাম হইতে এই নাম), এই বোন্-ধর্ম সেই Shamanism-এর পর্যায়ের ধর্ম ছিল। মন্ত্র-জপ ইত্যাদি দ্বারা অতি-প্রাকৃতিক দৈব বা ভৌতিক শক্তিকে মানুষের বশে আনা, এই ধর্মের অন্যতম মুখ্য আদর্শ। নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন, এবং বলি ও ভেট দ্বারা দৈব বা প্রেত শক্তির সন্তোষ সম্পাদনও এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, এবং জাদু ও ভোজবিদ্যায় আস্থা এই ধর্মে একটু বেশী করিয়াই লক্ষিত হয়। আমাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত বোন্-ধর্মচর্যার অনেক মিল আছে। আমাদের হিন্দুদের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মত, চীনাদের অনুরূপ Yang-Yin 'য়াঙ্-য়িন্' বা পুরুষ-প্রকৃতির মত, তিব্বতীদের মধ্যেও Yab-Yum 'য়ব্-য়ুম্' অর্থাৎ 'পিতা-মাতা' বা পুরুষ-প্রকৃতির কল্পনা বিদ্যমান আছে। অনুমান করা যাইতে পারে যে চীনাদের Yang-Yin কল্পনার মত তিব্বতীদের Yab-Yum তাহাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা-প্রণালী হইতেই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। স্বর্গরাজ ও স্বর্গরাজ্ঞী এই দেবতাদ্বয়, আমাদের শিব-উমার মত, এই পুরুষ-প্রকৃতিময়ী কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে অবশ্য পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ, ব্রহ্ম-মায়া, সদসৎ, ব্যক্তাব্যক্ত প্রভৃতি যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, অনুরূপ গভীর দার্শনিক চিন্তা চীন-দেশের Yang-Yin বা তিব্বতীয় বোন্-ধর্মের Yab-Yum-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। তবুও এশিয়া-খণ্ডের তিনটী বিশিষ্ট জাতির মধ্যে এই কল্পনার স্বাধীন অস্তিত্ব লক্ষনীয়। প্রাচীন চীনা জাতির য়াঙ্-য়িন্ ও তিব্বতী য়ব্-য়ুম্, মূল ভোট-চীন ভাব-ধারার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রাচীন চীনের Tao তাও-ধর্মের আনুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক রূপ (ইহার দার্শনিক বিচার ততটা নহে) এই বোন্-ধর্মের সহিত মূলতঃ সম্পৃক্ত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ভোট-জাতির মৌলিক প্রকৃতিতে, সুন্দর অপেক্ষা ভীষণের মধ্যেই অদ্ভুত ও আধ্যাত্মিক রস আস্বাদন বোধ হয় অনুকূল ছিল, এবং সেই জন্য বোন্-ধর্মে এবং ভোটদের গৃহীত বৌদ্ধ ধর্মে, ভীষণাকার দেবতাদের কল্পনা খুব বেশী করিয়া ঘটিয়াছিল। শ্যামল-শষ্প-শ্রী-বিহীন, তুষারময় পর্বতে ও মরুময় প্রান্তরে পরিপূর্ণ তিব্বতের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিকের ভীষণতার প্রভাব, ভোট-জাতির মনে এই ভাবেই কার্য করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

তিব্বতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎ কাল পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মকে সুদৃঢ় করিবার বহু চেষ্টা হইয়াছে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বোন্-ধর্মকেও বিদূরিত করিয়া দিবার প্রয়াসও হইয়াছে—কিন্তু বোন্-ধর্ম একেবারে মরে নাই। সব দেশেই যাহা দেখা যায়, তিব্বতেও তাহাই ঘটিয়াছে। ভারত হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম, ও ভোটদের স্বকীয় বোন্-ধর্ম—এই দুইটী পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ—উহার অনেক ভাব-ধারা, অনেক ক্রিয়া-কলাপ প্রচ্ছন্ন-রূপে অবস্থিত বোন্ ভাব-ধারা ও বোন্ ক্রিয়া-কলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বোন-ধর্মের রঙ্গে রঙ্গানো হইয়াছে বলিয়া, তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম তাহার বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে। আবার বোন্-ধর্ম নিজেও আর অবিকৃত নাই, ইহার প্রায় সব দিকেই, ভারতের—পাল-যুগের বাঙ্গালা ও বিহারের, এবং নেপালের—

বৌদ্ধ ভাব-ধারা, দেব-বাদ ও আচার-অনুষ্ঠান ইহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বোন্-ধর্ম তিব্বতের বৌদ্ধ শাসক-বর্গ দ্বারা স্বীকৃত না হইলেও, ইহার অস্তিত্ব দেশের মধ্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বোন্-ধর্মের পুরোহিত, এবং বোন্ ধর্মের মন্দির ও মঠ এখনও আছে। কিন্তু কোথাও শুদ্ধ বোন্ ধর্মের নিদর্শন এখন আর পাওয়া কঠিন।

এখন তিব্বতে যে মিশ্র বোন্-ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহাকে Gyur-Bon 'গ্যুর্-বোন্' অর্থাৎ 'বিকৃত বোন্' বলে। ইহার মধ্যে বহু উচ্চ আদর্শ আছে। এই ধর্মের প্রধান কথা—বিশ্ব-প্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তার (Gyung-drung 'গ্যুঙ্-দ্রুঙ্' অর্থাৎ 'সনাতন'-এর) সহিত লীন বা একাত্ম হইয়া যাওয়াই হইতেছে মানব-জীবনের কাম্য, এবং সমস্ত জীবের হিতসাধন করাই হইতেছে মানুষের কর্তব্য। এই সনাতনের সাধনায় ও বিশ্বমৈত্রীর পথে দুই প্রকারের বাধা দেখা যায়—এক, পাপময় অপদেবতাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাধা, ও দুই, মানব-মনের নৈতিক 'বিষ' বা অবনতি-জনিত বাধা। মন্ত্র-জপ ও নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা অপদেবতার বিতাড়ন, এবং সচ্চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা মনে উন্নয়ন,—সাধন-পথে কৃতকারিতার উপায় এই দুইটী। প্রসন্ন ও ভীষণ দুই প্রকার দেবতার কল্পনা বোন্-ধর্মে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রসন্ন-প্রকৃতির দেবতারা মানুষের বন্ধু ও সহায়ক, এবং ভীষণ প্রকৃতির দেবতা বা অপদেবতারা সাধারণতঃ মানুষের শত্রু। প্রাচীন শুদ্ধ বোন্-ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এখনও নির্ণীত হয় নাই—তবে বিকৃত বোন্-ধর্মে ইহার মূল কথা একেবারে চাপা পড়ে নাই, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অন্যথায় বৌদ্ধ ধর্ম ইহাকে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইত।

২। গ্লিঙ্-রাজ কে-সর্ (বা গে-সর্)

আমাদের দেশের রামচন্দ্র বা অর্জুনাদি পাণ্ডবদের উপাখ্যানের মত সমগ্র তিব্বতে এক জনপ্রিয় উপাখ্যান বা কথা বিদ্যমান—সেটী হইতেছে রাজা কেসর্-এর কথা। রাজা কেসর্ তিব্বতের কোথায় এবং কোন্ সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কে-সর্-সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, আংশিক ভাবে ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আংশিক ভাবে ইনি পৌরাণিক। প্রায় সকল দেশের প্রাচীন্ যুগের লোকোত্তর নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে একথা বলা যায়। রাজা কেসর্ সম্বন্ধে [১] গান, [২] গদ্য-পদ্য-মিশ্র ছোট গাথা, [৩] গদ্য-পদ্য মিশ্র বড় গাথা, ও [৪] গদ্য-পদ্য-মিশ্র বিশাল আকারের—প্রায় আমাদের মহাভারতের মত বড়—পুরাণ গ্রন্থ, তিব্বতে পাওয়া গিয়াছে। [১] গান এবং [২] ছোট গাথা—মুখ্যতঃ পশ্চিম-তিব্বতে, কাশ্মীরের অধীন Ladakh লদখ্ রাজ্যের তিব্বতীদের মধ্যে, পাওয়া গিয়াছে। অল্প-স্বল্প পৃথক্ দুইটী রূপে এগুলির সংগ্রহ করিয়াছেন পরলোকগত A. H. Francke ফ্রাঙ্কে নামে এক জরমান মিশনারি, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে। [৩] গদ্য-পদ্য-মিশ্র বড় গাথা বা পালা-গান, কয়েক-দিন ধরিয়া যেগুলি গাওয়া বা পাঠ-করা হয়, পূর্ব-তিব্বতে Khams বা Kham খম্-অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে ; এবং [৪] 'কেসরায়ণ' আখ্যা যাহাকে দিতে পারা যায় এমন বৃহৎ গ্রন্থ মধ্য-তিব্বতে মিলিয়াছে। এই-সমস্তর ভাল করিয়া আলোচনা বা অনুবাদ কোনও ইউরোপীয় ভাষায় এখনও হয় নাই।

কেসর্-এর উপাখ্যান মধ্য-এশিয়ায় Mongol মোঙ্গোল্‌দের মধ্যেও মিলে। মোঙ্গোল-জাতি ধর্মে বৌদ্ধ, এবং তিব্বতী গুরুদের শিষ্য।—তিব্বত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম যখন তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয়, খ্রীষ্টীয় বারর ও তেরর শতকে, তখন কেসর্-এর কাহিনীও তাহাদের দ্বারা গৃহীত হয়। তাহার পর, মোঙ্গোলদের জ্ঞাতি মাঞ্চুদের মধ্যে এই কাহিনী প্রসার লাভ করে।

এবং সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে মাঞ্চুগণ কর্তৃক চীন-বিজয়ের পরে, মাঞ্চুদের নিকট হইতে তাহাদের প্রজা চীনা-জাতিও কেসর্-কাহিনীর সহিত আংশিক ভাবে পরিচিত হয়। অতএব বলা যায় যে, তিব্বতী কেসর্-কথা এখন সমগ্র মধ্য- ও পূর্ব- এশিয়ার মোঙ্গোল-শ্রেণীর জাতিগুলির সাধারণ সম্পত্তি।

মনোহারিত্বের জন্য ও নিজ বিশিষ্ট রসের জন্য কেসর্-কথা সমগ্র মানব-জাতির একটী আদরণীয় সাহিত্য-সম্পত্তি বা কথা-সম্পত্তি হইবার যোগ্য।

কেসর্-এর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কিছুই ঠিক জানা যায় নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কোনও মতে ইনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের লোক—রাজা স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো-র সময়ের; এবং সম্ভবতঃ এই ঐতিহাসিক রাজার অনেক কীর্তি ও গুণ ইহাঁতে আরোপিত হইয়াছে। অন্য মতে, এই সময়ের পরের লোক ইনি; আবার অন্য মতে, ইহার ঢের আগেকার, খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে ইনি ভোটদের National Hero অর্থাৎ "জাতীয় বীর";—আদর্শ মানব, আদর্শ যোদ্ধা ও আদর্শ রাজা সম্বন্ধে ভোটদের যে ধারণা, তাহা যেন ইহাঁতেই মূর্ত হইয়াছে। ভারতের যেমন রামচন্দ্র বা অর্জুন, পারস্যের যেমন Rustam রুস্তম, প্রাচীন গ্রীসের যেমন Herakles হেরাক্লেস্ ও Akhilleus আখিল্লেউস, জরমানিক জাতির যেমন * Sigiwarduz সিগিৱর্দুস্ (Sigurd সিগুর্ড্ বা Siegfried সীগ্‌ফ্রীদ্), প্রাচীন ব্রিটিশ জাতির যেমন রাজা Arthur আর্থর, প্রাচীন আইরীশ জাতির যেমন Cuchulainn কুথুলাইন্ ও Finn ফিন্, ইহুদীদের মধ্যে যেমন রাজা David দাবিদ,—ভোট-দেশের কে-সর্ বা গে-সর্ তেমনি একটী সমগ্র জাতির নরত্ব-বিষয়ে আদর্শের আশ্রয়-স্থল হইয়া, তিব্বতী মোঙ্গোল্ ও মাঞ্চুদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিব্বতী ও মোঙ্গোলেরা বিশ্বাস করে যে রাজা কে-সর্ (গে-সর্) এখন স্বর্গবাস করিতেছেন, আবার তিনি মধ্য-এশিয়ার জাতিগণের উদ্ধার-কল্পে অদূর ভবিষ্যতে জগতে পুনরবতীর্ণ হইবেন বা পুনরাগমন করিবেন।

কেসর্-কথা এখন যে-সকল বিভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত ফ্রাঙ্কে সাহেবের সংগৃহীত গান ও ছোট গাথায় ইহার দুইটী সরল ও সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান। ইহার অতিরিক্ত বড় গাথা এবং বৃহৎ গ্রন্থগুলিতে মূল উপাখ্যানকে বিশেষভাবে পল্লবিত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বড় গাথায় ও বৃহৎ গ্রন্থে কেসর্-এর উপাখ্যানকে তিব্বতী বৌদ্ধ মত-বাদ ও দেবতা-বাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাব বিজড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—এই আকারে যে কেসর্-কথা মিলে, সেগুলি দেখিয়া মনে হয়, কেসর্-কথা বুঝি তিব্বতের কোনও বৌদ্ধ-পুরাণই হইবে। কিন্তু গান ও ছোট গাথায় বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে নাই বলিলেই হয়; কিছু অল্প পরিমাণে অবশ্য আছে—কিন্তু গান ও ছোট গাথায় যে ধর্মের, যে আধ্যাত্মিক জগতের পট-ভূমিকা মিলিতেছে, তাহা বৌদ্ধ-পূর্ব যুগের বোন্-ধর্মের ও বোন্ আধ্যাত্মিক জগতের বলিয়াই মনে হয়; এক কথায়, কেসর্-কথার যে সরলতম ও সুন্দরতম রূপ লদখ্-এ ফ্রাঙ্কে-সাহেব বাহির করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়—ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার পূর্বে ভোট-জাতির মধ্যে প্রচলিত বোন্-ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যেই কেসর্-কথার উদ্ভব হইয়াছিল।

ফ্রাঙ্কে সাহেবের সংগৃহীত গানগুলি Indian Antiquary পত্রিকায় ১৯০১ ও ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। ফিন্‌লাণ্ডের হেল্‌সিংফর্স্ নগরের সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় ইনি প্রথম পশ্চিম-ভোট প্রান্তে লদখ্-এর Sheb শেঃ-গ্রামে সংগৃহীত ছোট গাথাটী প্রকাশিত করেন, জরমান অনুবাদের সহিত; সেটী অংশতঃ ঐ দুই বৎসরের Indian Antiquary-তে ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী সমেত বাহির করেন। তৎপরে কলিকাতার এশিয়াটিক

সোসাইটী হইতে Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় তিনি লদখ্-এ Khalatse খলৎসে-গ্রামে প্রাপ্ত কেসর্-বিষয়ক আর একটী গদ্যপদ্যময় কাব্য-গাথা মূল তিব্বতী ও ইংরেজী সংক্ষিপ্ত সার এবং টিপ্পনী সমেত প্রকাশিত করেন। ১৮৩৬ সালে, শতবর্ষাধিক হইল, জরমান পণ্ডিত I. J. Schmidt শ্মিট্ কেসর্-কথার এক মোঙ্গোল-ভাষায় লিখিত কাব্য জরমানে অনুবাদ করিয়া রুষ-দেশের সেণ্ট্-পিটর্স্বর্গ নগরী হইতে প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত-ভ্রমণকারিণী শ্রীযুক্তা Alexandra David Neel আলেক্সান্দ্রা দাভিদ্-নীল নামক জনৈক ফরাসী মহিলা, Khams খম্ বা পূর্ব-তিব্বতে কেসর্ বা গেসর্ সংক্রান্ত একটী বড় গাথা শুনিয়া তাহা লিখিয়া লন, এবং তাহার ফরাসী ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। এইগুলিই হইতেছে কেসর্-কথা অনুশীলন করিবার জন্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত মুখ্য সামগ্রী। তিব্বতী মূল বিরাট্-কাব্য গ্রন্থগুলি হস্ত-লিখিত অবস্থাতে নানা স্থানে আছে। সেগুলি প্রকাশিত, অনূদিত ও আলোচিত হইলে, এই কাহিনীর উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। ইতালীয় পণ্ডিত Giuseppe Tucci জুসেপ্পে তুচ্চি এইরূপ ছাপা কেসর্-কথা Spiti স্পিতি-তে একটী তিব্বতী মন্দিরে দেখিয়াছিলেন। কেসর্-কাব্যগুলি তিব্বতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের মত কাঠের ফলায় খুদিয়া ছাপানো হইয়াছিল; কিন্তু হস্তলিখিত পুথির মধ্যেই এই কথা বা কাব্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ আছে বলিয়া, সহজ-লভ্য নহে। কলিকাতার রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ্-বেঙ্গল-এর ভূত-পূর্ব সম্পাদক শ্রীযুত Johan van Manen যোহান্ ফান্ মানেন্ এইরূপ বিরাট্ কাব্যের একটী হস্তলিপির আংশিক নকল করাইয়া লইয়াছেন।

এখন নীচে সংক্ষেপে ফ্রাঙ্কে-সাহেব কর্তৃক আহরিত ছোট গাথা অবলম্বনে কেসর্-এর গাথার মূল কথা-বস্তু প্রদত্ত হইতেছে।

এই পৃথিবীতে Gling গ্লিঙ্ বা Ling লিঙ্ রাজ্যে রাজত্ব করিবার জন্য, স্বর্গরাজ Dbang-po-rgya bzhin দ্বঙ্-পো-র্গ্যা-ব্ঝিন্ (অর্থাৎ 'সর্বঙ্কর-রূপ-বিশিষ্ট মহারাজ')-এর তৃতীয় পুত্র Don-grub দোন্-গ্রুব্ (অর্থাৎ 'অমোঘসিদ্ধি') অবতীর্ণ হইলেন। কি অবস্থার মধ্য দিয়া দোন্-গ্রুব্-এর অবতার-গ্রহণের আবশ্যকতা হইল, এবং কি উপায়ে তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক কথা আছে। দোন্-গ্রুব্ পৃথিবীতে 'কে-সর্' এই নামে পরিচিত হইলেন। (Ke-sar কে-সর্ নামটী মধ্য-তিব্বতে Ge-sar 'গে-সর্' রূপে মিলে, এবং মোঙ্গোলদের মধ্যেও এই 'গে-সর্' বা Ge-ser 'গে-সের্' রূপ প্রচলিত; লদখ্-এ Kye-sar 'ক্যে-সর্' রূপও পাওয়া যায়—'ক্যে-সর্' প্রাচীন তিব্বতী Skye-gsar 'স্ক্যে-গ্সর্' শব্দের আধুনিক রূপ; 'স্ক্যে-গ্সর্' অর্থে 'নব-জাত' বা 'পুনর্জাত'। তিব্বতীতে 'কে-সর' বা 'গে-সর্' শব্দের অর্থ 'ফুলের কেসর' অথবা 'জাফরান' —শব্দটী সংস্কৃত হইতে তিব্বতীতে আসিয়াছে, অথবা সংস্কৃত 'কেসর' শব্দ মূলে তিব্বতীর 'গে-সর্' বা 'কে-সর্', তাহা বলা যায় না)। কেসর্ তরুণ বয়সেই সর্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি নানা সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

সেই সময়ে ঐ দেশে একজন সঙ্গতিশালী ব্যক্তির 'Bru-gu-ma "ব্রু-গু-ম' নামে সুন্দরী কন্যা ছিল (['ব্রু-গু-ম] অর্থে 'শস্য-কণা'; নামটী মধ্য-তিব্বতে প্রচলিত কে-সর্ বা গে-সর্ কথায় 'Brug-mo "ব্রুগ্-মো'—উচ্চারণে ডুগ্‌মো—রূপে পাওয়া যায়; লদখ্-এ প্রাপ্ত অন্য রূপ—'Bri-gu-ma "ব্রি-গু-ম'—ইহার অর্থ, 'তরুণী চমরী-গাবী'। মোঙ্গোল কাব্যে এই নাম Rogmo 'রোগ্‌মো' রূপ ধারণ করিয়াছে)। কে-সর্ ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাঁহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীকে কে-সর্ পরাস্ত করেন। কন্যার নিকট ও

কন্যার আত্মীয়দের নিকট কে-সর্ নিজেকে প্রথম একজন পথচারী ভিক্ষুক বালকের আকারে দেখা দেন। আদিম অর্ধ-বর্বর সমাজের উপযোগী নানা প্রকারের রহস্যময় ও হাস্যকর ঘটনার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ও 'ব্রু-গু-ম-কে অপ্রস্তুত করিয়া, পরে কে-সর্ আত্মপরিচয় দেন, ও শেষে 'ব্রু-গু-ম-কে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে দুই জনে গ্লিঙ্ রাজ্যে সানন্দে বাস করিতে থাকেন। 'ব্রু-গু-ম-কে বিবাহ করিবার পরে গ্লিঙ্-রাজ্যের প্রধানেরা তাঁহার বীরত্ব ও অন্য গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেশের রাজা বলিয়া মানিয়া লয়।

ইহার পরে কেসর্-চীন-দেশে যান, এবং সেখানে নানা অদ্ভুত বীরত্বময় কার্য-কলাপ প্রদর্শন করেন। কে-সর্ চীন-দেশের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরেন, ও দুই স্ত্রীর সহিত সুখে রাজ্য করিতে থাকেন। কেসর্-কাহিনীতে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী এই চীন-রাজকন্যার আর কোনও স্থান নাই।

দেবী Ane-bkur-dman-mo অনে-ব্কুর্-দ্মন্-মো-র (অর্থাৎ 'পূজনীয়া ঈশ-পত্নী'র) অনুরোধে কে-সর্ উত্তর দেশের এক অতিকায় অসুর বা রাক্ষসকে দমন করিতে যান। (এই দেবী আর কেহই নহেন, ইনি স্বর্গরাজ্ঞী, স্বর্গে যখন দোন্-গ্রুব্ রূপে কে-সর্ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন কেসর্-এর মাতা। কেসর্-কথায় বহুস্থলে ইনি কেসর্-এর রক্ষয়িত্রী রূপে দেখা দেন)। পত্নী 'ব্রু-গু-ম-র নিকট হইতে কে-সর্ বিদায় লন; এই বিদায় অবলম্বন করিয়া বহু সুন্দর গান আছে। কে-সর্ অনেক কষ্টে উত্তর দেশে উপস্থিত হন। উত্তরের অসুরের স্ত্রী Dzemo-Bamza-bum-skyid দ্জে.মো-বম্-জ.-বুম্-স্কিদ্ (অর্থাৎ 'শতগুণ-আনন্দ') কেসর্-এর প্রেমে পড়ে, এবং তাহারই সাহায্যে কে-সর্ উক্ত অসুরকে বধ করিতে সমর্থ হন। দ্জে.মো-বম্-জ.-বুম্-স্কিদ্ কেসর্‌কে মন্ত্র-পড়া পানীয় ও খাদ্য আহার করাইয়া তাঁহার স্মরণ-শক্তি হরণ করিল। কে-সর্ নিজ রাজ্য গ্লিঙ্ ও প্রিয় পত্নী 'ব্রু-গু-ম-কে ভুলিয়া গিয়া মায়াবিনী দ্জে.মো-বম্-জ.-বুম্-স্কিদ্-এর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। উভয়ের একটী কন্যাও হইল।

ইতিমধ্যে কেসর্-এর অনুপস্থিতিতে 'ব্রু-গু-ম-র বিপদ্ ঘটিল। Hor হোর্ রাজ্যের রাজা Gur-dkar গুর্-দ্কর্ (বা গুর্-কর্, অর্থাৎ 'সাদা-তাঁবু') শুনিল যে, রাজা কে-সর্ বহুদিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ। অবসর বুঝিয়া গুর্-দ্কর্ 'ব্রু-গু-ম-কে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিল। 'ব্রু-গু-ম-র আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, হোর্-রাজ 'ব্রু-গু-ম-কে ধরিয়া লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেল। কে-সর্ ও 'ব্রু-গু-ম-র একটী পুত্র হইয়াছিল, হোর্-রাজ তাহাকে বধ করিল। হোর্-রাজের নিকট কিছুকাল বন্দিনী থাকিবার পরে, কেসর্-পত্নী তৎপ্রতি ধীরে-ধীরে অনুরক্তা হইল, বহুদিন অনুপস্থিত কেসর্-এর কথা তাহার মন হইতে যেন মুছিয়া গেল। স্বেচ্ছায় সে হোর্-রাজের পত্নীত্ব স্বীকার করিল। তাহাদের দুইটী সন্তানও জন্মগ্রহণ করিল—একটী কন্যা ও একটী পুত্র।

এদিকে কে-সর্ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় মায়াবিনীর কবলে রহিয়াছেন। তাহার সঙ্গে একদিন পাশা খেলিতে খেলিতে কে-সর্ আকাশে উড্ডীয়মান বক-পংক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের ডাক শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল—স্বদেশের এবং প্রাণপ্রিয়া পত্নীর কথা মনে পড়িল। তিনি বমন করিয়া মায়াবিনী প্রদত্ত খাদ্য ও পানীয় হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ হইলেন। দ্জে.মো-কে এবং তাহার গর্ভজাত শিশুকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কে-সর্ বহির্গত হইলেন। দ্জে.মো ইহাতে নিজ সন্তানকে হত্যা করিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কে-সর্ দেখিলেন, অন্য একজন যোদ্ধা তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে, এবং তাঁহার স্ত্রী হোর্-রাজ্যের অধীনে। তিনি লোক সংগ্রহ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, এবং তৎপরে স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে ও হোর্-রাজকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইলেন।

হোর্-রাজ্যে পঁহুছিয়া তিনি এক লৌহকারের আশ্রয় লইয়া শত্রুর ও শত্রুর অধীনস্থ স্বীয় পত্নীর কার্যাবলী অবলোকন করিতে লাগিলেন। এখানে কে-সর্ বহু অসম-সাহসের ও শক্তির কার্য করিলেন। এই অবস্থায় 'ব্রু-গু-ম কেসর্-এর সহায়তা না করিয়া, নানা বিষয়ে হোর্-রাজ গুর্-দ্কর্-এরই পোষকতাও সহায়তা করে। কে-সর্ শেষে হোর্-রাজকে পরাভূত করেন, এবং হোর্-রাজের কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও দেবী অনে-ব্কুর্-দ্মন্-মো-র নির্দেশে তাহাকে বধ করেন। এইরূপে 'ব্রু-গু-ম-কে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। গুর্-দ্কর ও 'ব্রু-গু-ম-র সন্তানদ্বয় কেসর্-এর অনুমতি অনুসারে (অথবা স্বয়ং কেসর্-এর দ্বারা) নিহত হয়।

'ব্রু-গু-ম-র অপরাধের জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার নানারূপ শাস্তি হয়। পরে এই শাস্তির দ্বারা তাহার পরিশুদ্ধি হইলে, কে-সর্ পুনরায় তাহাকে বিবাহ করেন, ও অবশিষ্ট জীবন উভয়ে সুখে যাপন করেন।

৪। বিশ্ব-সাহিত্যে কেসর্-কথার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য

ইহাই হইল কেসর্-কথার সংক্ষিপ্ত-সার। লদখ্-এ প্রাপ্ত এই কথা-বস্তুর সঙ্গে তিব্বতের অন্যত্র এবং মোঙ্গোলদের মধ্যে প্রচলিত কেসর্-কাব্যের কথা-বস্তুর সঙ্গে ছোট-খাট নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। আদি যুগের বোন্-ধর্মাবলম্বী ভোটদের মধ্যে উদ্ভূত এই কাহিনীটীর মূল কথা—কেসর্-এর জন্মপর্ব, কেসর্-এর তরুণ-লীলা, কেসর্-'ব্রুগুম-বিবাহ, উত্তরের অসুর-বিজয়, কেসর্-এর আত্মবিস্মৃতি, হোর্-রাজ কর্তৃক 'ব্রুগুম-হরণ, কেসর্-কর্তৃক হোর্-রাজের বধ ও নিজ পত্নীর উদ্ধার—সর্বত্র এক।

গল্পটী যে মোটের উপর চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নাই। ইহাতে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা প্রচুর-পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, ইহার মধ্যে মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও যথেষ্ট আছে। কেসর্-পত্নীর চরিত্র, আদর্শ নারী-চরিত্র নহে—আমাদের সীতার অথবা প্রাচীন আয়র্লাণ্ডের বীরাঙ্গনা Noisi নোইশি-পত্নী Derdriu দের্দ্রিউ-র চরিত্রের কথা স্মরণ করিলে, 'ব্রুগুম-কে নিতান্ত রক্ত-মাংসের শরীরের প্রবৃত্তি-মুখিনী নারীই বলিতে হয়; 'ব্রুগুম-র উপাখ্যান পাঠ করিলে, প্রাচীন গ্রীক পুরাণের নায়িকা Helena হেলেন-কে, প্রাচীন ব্রিটিশ কাহিনীর রাজা Arthur আর্থর্-এর পত্নী Gwenhwyfar গ্বেন্হ্বিভার্-কে, আইরীশ বীরগাথার Graine গ্রাইনে এবং জরমানিক Sigurd সিগুর্ড-কে, কাহিনীর অন্যতর নায়িকা Gudrun গুড্রুন্-কেই মনে পড়ে; কিন্তু তথাপি, সমগ্র কাহিনীটীতে মানব-চরিত্র-চিত্রণ সুন্দর হইয়াছে। সব দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে, এই কাহিনীটীকে রোমান্স-এর এক লক্ষণীয় আকর বলিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন, বিভিন্ন ভোট-চীন জাতিগণের মধ্যে এই একমাত্র epic বা মহাকাব্যোচিত উপাখ্যান উদ্ভূত হইয়াছে—চীনা, শ্যামী, বর্মী প্রভৃতি অন্য ভোট-চীন বর্গের জাতিগণের মধ্যে, একমাত্র তিব্বতী ছাড়া আর কোনও জাতি এইরূপ একটী গাথা-বস্তু রচনা করিতে পারে নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ epic tales বা মহা-অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া কেসর্-গাথাকে মানিয়া লইতে হয়। সেই হিসাবে, বিশ্বসাহিত্য-রসিকগণের নিকট ইহার আদর না হইয়া পারে না। অধিকন্তু, প্রাচীন কালের অবিমিশ্র ভোট-জাতির মানসিক ও অন্যবিধ সংস্কৃতির স্মৃতি সহজ ও সুন্দর পরিচয় ইহাতে আছে। এই কাহিনীর প্রাচীন ও অর্বাচীন ধারা হইতে প্রাচীন বোন্-ধর্মের অনেক তথ্য বাহির করিতে পারা যাইবে। কেসর্-কথার বিভিন্ন উপাখ্যানের ও চরিত্রের অভ্যন্তরে অধুনা-লুপ্ত বহু আদিম ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবতা-বাদের সম্বন্ধে তথ্য লুকানো আছে—সেগুলির অন্তর্নিহিত ব্যাস-কূট ধীরে-ধীরে সমাধান করিবার বিষয়। সেগুলি হইতে আমরা ভোট-চীন-জাতীয় আদিম মানবের মনের—বিশ্ব-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে তাহার চিন্তা-ধারার—অনেক পরিচয় পাইতে পারি। এই সব দিক্ দিয়া দেখিলেও এই কাহিনীটী নৃতত্ত্ববিদ্ ও ধর্মতত্ত্ববিদ্গণের নিকট যত্নের সহিত আলোচ্য॥

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত ৬৬ বৎসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। **ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রক্ষিত হয়; এজন্য ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ।** আদায়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই ফাণ্ডের টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আর্থিক দুর্দ্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। চাঁদার হার অতি অল্প এবং **দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও আফিসের খরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়।**

সঞ্চিত মূলধন—২৫০০,০০০৲

প্রদত্ত পেনশন্—১৯০০,০০০৲

সভ্যগণ প্রতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে ব্যয় হয়।

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

সেক্রেটারী

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা।

টেলিফোন—ক্যাল ৩৪৯৪।

নবযুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারক

আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারে অগ্রণী

সি. কে. সেন এণ্ড কোং-র .

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭॥০, ডাকমাশুল ১৵০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬॥০, ডাকমাশুল ১৵০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৲, ডাকমাশুল ১।৵০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৲, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

২৯, কলুটোলা, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির। এখানকার মাদুলীতে সন্তান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

"..........Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland—1939*. P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্যানুরাগীদের পড়িবার মত কয়েকখানি বই

সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার-প্রণীত

মারাঠা জাতীয় বিকাশ

মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস

—মূল্য আট আনা—

* *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বাংলা সাময়িক-পত্র

১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

বাংলা সাময়িক পত্রের

বিস্তৃত সচিত্র ইতিহাস

—মূল্য তিন টাকা—

*

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যের ইতিহাস

—মূল্য এক টাকা—

*

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা

উচ্চশিক্ষিতা মোগল রমণীদের ইতিবৃত্ত

—মূল্য আট আনা—

* *

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-প্রণীত

Treatment of Love in Sanskrit Literature

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের স্থান

—মূল্য এক টাকা—

* *

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন-প্রণীত

বাঙ্গালা-সাহিত্যে গদ্য

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা

—মূল্য দুই টাকা—

* *

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

অধুনা দুষ্প্রাপ্য কয়েকখানি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ

লেখকদের গ্রন্থপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ

কলিকাতা কমলালয়	১৲
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৲
বেদান্ত চন্দ্রিকা	১৲
ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৲
স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক	১৲
নববাবুবিলাস	১৲
পাষণ্ড পীড়ন	১৲
হুতোম প্যাঁচার নক্শা	২॥০
বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ	॥০
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ	॥০
কৃপারশাস্ত্রের অর্থ-ভেদ	৫৲

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

সমগ্র রচনাবলী

—মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী—

—মূল্য তিন টাকা—

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৭শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

হাফটোন ব্লকের আধুনিকতম সরঞ্জাম নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্লক প্রস্তুত ক'রে **ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও** যে সফলতা লাভ এবং সমঝ্‌দার সুধীজনের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, আজ বিনীতভাবে সকলের কাছে তা' নিবেদন করছি।

বিশ্ববিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও থেকে ছবির প্রতিলিপি দেখে আশাতীত আনন্দলাভ করেছি।"

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"এই ষ্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত আমার অনেক ছবির প্রতিলিপি করিয়াছেন—সকলগুলিই সঠিক ও কাজ হিসাবে অত্যুত্তম। গত ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইনি এই কার্য্য করিতেছেন।"

বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন—"তাঁহার কাজ সমঝ্‌দার লোকদের প্রশংসা পাইতেছে।"

আমাদের এখানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুদ্রণ-যন্ত্রে এক-বর্ণ ও বহু-বর্ণের ছবি অতি সুন্দররূপে ছাপিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ছাপার কাজ দেখলে সন্তুষ্ট হবেন।

টেলিফোন— বি, বি, ৩৯৬২ ‖ ৭২-১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ‖ টেলিগ্রাম— মেজোটিন্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ—১১	শ্রীসজনীকান্ত দাস	...	১৩৩
২। বাংলা সাময়িক-পত্র	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৪২
৩। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ	...	১৪৯
৪। সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৪	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৫৯
৫। শব্দ ও অর্থ	শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল	...	১৬৬
৬। প্রাচীন বাঙ্লার ধন-সম্বল	শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম্-এ, ডি-লিট	...	১৭৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—বহু চিত্রে সুশোভিত

মূল্য : সদস্য-পক্ষে ২৲ ; সাধারণ-পক্ষে ২৷৷৹

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার :—"সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথম শ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো।" ('ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) "Written by perfect master of the history of that period...indispensable to every student of our cultural development under the impact of English civilization from the beginning of the 19th Century."—*The Hindustan Standard* for Sep. 17, 1939.

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—"বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার জন্য এতাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব্ব ও একক।...ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল ধরিয়া source-book অর্থাৎ আকর বা আধারপুস্তক হইয়া থাকিবে।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত পুস্তক ছয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য— ঐ
৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার— ঐ
৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— ঐ
৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন— ঐ
৬। রামরাম বসু— ঐ

প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর')-প্রণীত

আলালের ঘরের দুলাল

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে পরিষৎ-প্রকাশিত বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইহা যে প্রামাণিক সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থসম্বলিত। মূল্য ১॥০

"এ পর্য্যন্ত 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত পুস্তকের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ ছিল না। যে-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাচীন প্রথার সঙ্কীর্ণ পথ হইতে মুক্ত করিয়া, প্রথম সহজ গদ্যের ও সরস সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার যে কোনও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ এতকাল ছিল না, তাহা বাঙ্গালা দেশের মত দেশেই সম্ভব। এই অভাব পূর্ণ করিয়া কৃতী ও সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহা যে কেবল মূল আদর্শ অনুযায়ী নিখুঁতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার ভূমিকায় লেখক ও রচনা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রমাণসহ নিপুণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে এমন অনেক চলতি কথা ও বাক্যবিন্যাস আছে, যাহার অর্থ এখন সর্ব্ববোধগম্য নহে ; এই সকল অপ্রচলিত ও প্রবাদবাক্যের অর্থ বিশেষ যত্নের সহিত পরিশিষ্টে সংগৃহীত হইয়া এই সংস্করণের মূল্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্করণটি কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই, সাধারণ পাঠকেরও উপকারী ও উপযোগী করা হইয়াছে। পুস্তকটি এখন বাংলা দেশের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে ; বর্ত্তমান সংস্করণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যলভ্য হইয়া, আশা করা যায়, ইহার বহুল প্রচার ও আলোচনার সহায়তা করিবে।" —শ্রীসুশীলকুমার দে

—প্রবাসী, ১৩৪৭, শ্রাবণ।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

দক্ষিণা-সাহিত্য

সাহিত্যের
স্বপ্নলোক
ঠাকুরমার ঝুলি
রাজসংস্করণ দেড় টাকা

অনবদ্য বই
[সম্পাদিত]
পৃথিবীর রূপকথা
রূপলিখিত'
দেড় টাকা

বাংলার
ব্রতকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১৷৷০

জগতে বাংলার সম্মান
নিখিল ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
রূপ গহন
দুই টাকা
লোককথিকা
(যন্ত্রস্থ)
জগতের বাংলা বই
দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র

পৃথিবীর
চিরসবুজ বই
সবুজ লেখা
সবুজ সংস্করণ দেড় টাকা

অভিনব
অনুভবনীয় দান
কিশোর
উপন্যাস সিরিজ
৷৷০, ৸০, ১৲

বাংলার
রসকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১৷৷০

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম.এ প্রণীত

বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম.এ, ডি.লিট্ (লণ্ডন) লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

প্রাচীন বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রামাণ্য বিস্তৃত
ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সমালোচনা গ্রন্থ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভিমত—"বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ বিশ্লেষণ ক'রে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় ক'রেছেন। এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনা-কার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে, এজন্যে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন। (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১।১২।৩৯

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"Bangla Mangal Kavyer Itihas........ I find is the result of much labour and study. I read the book with profit."

সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য চারি টাকা মাত্র

কলিকাতা ও ঢাকার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় সমূহে অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমণা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী

সাহিত্য

সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ। মূল্য ১৲

আধুনিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, "কৃষ্ণচরিত্র", "রাজসিংহ", বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি ষোলটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য চৌদ্দ আনা।

লোকসাহিত্য

ছেলেভুলানো ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য দশ আনা।

সাহিত্যের পথে

সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, কবির কৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, সৃষ্টি প্রভৃতি প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত সাহিত্য-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সবই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ছন্দের অর্থ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, গদ্যছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের হসন্ত হলন্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

বাংলা শব্দতত্ত্ব

এই সংস্করণে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচনা সংকলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে "শব্দচয়ন" বিভাগে বহুসংখ্যক ইংরেজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

কবি-মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে সাহিত্যানুরাগী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের সুযোগ

নানা চিন্তা : "দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব", "আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত" প্রভৃতি। ২৲ স্থলে ১৲

প্রবন্ধমালা : "আর্য্যধর্ম্ম ও সাহেবিআনা", "সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী। ১৷৷৹ স্থলে ৸৹

কাব্যমালা : "যৌতুক না কৌতুক", "গুম্ফ আক্রমণ কাব্য", মেঘদূত", প্রভৃতি। ১৷৷৹ স্থলে ৸৹

গীতাপাঠ : গীতার ব্যাখ্যান ১৷৷৹ স্থলে ৸৹

চিন্তামণি : "হারামণির অন্বেষণ" ও "সারসত্যের আলোচনা"। ১৲ স্থলে ৷৷৹

পাঁচখানি একসঙ্গে লইলে তিন টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৪৭

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১১)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী

চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর জীবন-কাহিনী আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার মাত্র দুইটি কীর্ত্তির উল্লেখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিবরণী-বহিগুলিতে (Buchanan, Roebuck) পাওয়া যায়—১। 'তোতা ইতিহাস', ২। ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ। প্রথম পুস্তকখানি বহু সংস্করণের মধ্য দিয়া আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়খানির কোনও সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিবরণী-বহিগুলি, *Primitiae Orientales* (তিন খণ্ড) পুস্তকে মুদ্রিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পুস্তকমালার বিজ্ঞাপন এবং ভারত-সরকারের দপ্তরে রক্ষিত *Home Miscellaneous* No. 559 প্রভৃতি হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিল এবং তাহা ছাপাখানার জন্য প্রস্তুত ছিল। পুস্তক ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র 'তোতা ইতিহাসে'র উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

চণ্ডীচরণের বাড়ী কোথায় ছিল এবং কবে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না। কলেজের বাংলা-বিভাগ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পণ্ডিত ও মুন্‌শী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় চণ্ডীচরণের উল্লেখ নাই। তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের পরে কোনও সময়ে উক্ত বিভাগে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত উইলিয়ম কেরীর পত্রে চণ্ডীচরণের উল্লেখ দেখা যায়। কেরী লিখিতেছেন—

Sir, ...
Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee,—and very fit for a Class Book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him.
Sd. W. Carey. [Home Misce. Vol. No. 559, p. 304]

সভায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণকে বাংলা ভাষায় তুতিনামা অনুবাদের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসেই (৫ অক্টোবর, ১৮০৪) কাউন্সিলের নিকট লিখিত কেরীর অন্য একটি পত্র এই :

To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by the institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishnunagar) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmans, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy of the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh nameh, by Chundee Churun I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am,
Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
Sd. W. Carey.
[Home Misce. Vol. No. 559, p. 384-5]

College,
5th October, 1804.

১২ নবেম্বর তারিখে কেরীর এই পত্র কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়। স্থির হয় যে, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাস ও চণ্ডীচরণের তুতিনামার অনুবাদ প্রত্যেকটি এক শত খণ্ড করিয়া কলেজের জন্য খরিদ করা হইবে। কলেজের পুস্তকাগারে রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের একটি করিয়া সুলিখিত নকল করাইবার আদেশ দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাসের জন্য রাজীবলোচনকে ১০০ সিক্কা টাকা ও ভগবদ্গীতার অনুবাদের জন্য চণ্ডীচরণকে ৮০ সিক্কা টাকা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের অধিবেশনে বিভাগীয় কর্ত্তা কেরী কর্ত্তৃক প্রেরিত বাংলা সংস্কৃত ও মারাঠা ভাষার শিক্ষকদের যে তালিকা (প্রত্যেকের বেতন সহ) পঠিত হয়, তাহাতে দেখা যায় (নং ৫৫৯, পৃ. ৪৪৫), চণ্ডীচরণ সে সময়ে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন সার্টিফিকেট পণ্ডিত ("Certified teacher") ছিলেন।

Home Miscellaneous vol. 559-এর ৩৫০-৫৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পুস্তকের যে তালিকা (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে) আছে, তাহাতে "Ready for the Press" শিরোনামায় যথাক্রমে ২২ ও ২৩ সংখ্যক পুস্তক হইতেছে চণ্ডীচরণের ভগবদ্গীতা ও তোতা ইতিহাস।*

চণ্ডীচরণ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নবেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি দিবসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল-অধিবেশনের বিবরণীতে (Home Misce. vol. 560, p. 554) নিম্নলিখিত সংবাদটি আছে :

Chundee Churn, a Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26th November, 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December, 1808 to succeed him.

চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না।

---

* এই তালিকা Primitiae Orientales, vol. III. (p. XXXIV) এবং বুকাননের *The College of Fort William in Bengal* (p. 219-35) পুস্তকেও মুদ্রিত হইয়াছে।

'তোতা ইতিহাস'—শুকপক্ষী বা তোতা পাখীর মুখনিঃসৃত বহু কাহিনী প্রাচ্য ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় শুকসপ্ততি-জাতীয় গল্প-সংগ্রহ এই সকল কাহিনীর মূল হইতে পারে। চণ্ডীচরণ মুন্‌শী কিন্তু পুস্তক-রচনায় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ কাদিরি* প্রণীত ফার্সী তুতিনামার হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেন হাইদর বক্স—এই 'তোতা-কাহানী'† সে যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীচরণ হাইদর বক্সের 'তোতা-কাহানী'টিই বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে মোট ৩৫টি কাহিনী আছে। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যাপত্র সহ ছিল ২২৪। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল :

তোতা ইতিহাস।— | বাঙ্গালা ভাষাতে | শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৫।— |

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের কোনও কোনও ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, সে যুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির বিশেষ প্রচার ছিল না—সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে এগুলির প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। শুধু 'তোতা ইতিহাসে'র প্রচার দেখাইয়া প্রমাণ করা যায়, এই ধরণের উক্তি ভ্রান্ত। এই পুস্তকগুলি শুধু সে যুগে নয়, দীর্ঘ পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বহুল প্রচারিত হইয়াছিল; শুধু সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে নয়, বহু সংগ্রহ-পুস্তকে স্থান পাইয়া এবং পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া ছাত্রছাত্রীগণের ভাষা-শিক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। যে কয়টি 'তোতা ইতিহাসে'র সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহার তালিকা দেখিলেই আমাদের উক্তির প্রমাণ মিলিবে।

'তোতা ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ঠিক পর বৎসরেই (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার একটি সংস্করণ বাহির হয়। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২১৪। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৮। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন একটি অতি পুরাতন বিচিত্র সংস্করণ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম; ডাহিনে বাংলা এবং বামে ইংরেজি। এতদ্ব্যতীত Sir G. C. Haughton ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত তাঁহার *Bengali Selections*... পুস্তকের গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র দশটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। J. Wenger কর্ত্তৃক প্রকাশিত Rev. W. Yates-এর *Introduction to the Bengali Language* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের

* Primitiæ Orientales, Vol. III (p. XXX)—"Tota Kuhanee; from the Persian of Qadir Bukhsh, by Moonshee Huedur Bukhsh, Nustaleek Character."

† *Tota kuhanee* a Translation into the Hindoostanee Tongue, of the popular Persian Tales, entitled Tootee Namu, by Sucyid Huedur Bukhsh Hueduree, under the superintendence of John Gilchrist . . . . . printed at the Hindoostanee Press in one Vol. 4to 1804. Roebuck, App. II, p. 24.

(কলিকাতা, ১৮৪৭) গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র ১৮টি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Duncan Forbes-এর *The Bengali Reader* পুস্তকের প্রারম্ভে দশটি কাহিনী (হটনের নির্ব্বাচিত কাহিনীগুলিই) উদ্ধৃত হইয়াছে। হটন,* ইয়েটস্ ও ফরবৃস প্রত্যেকেই নির্ব্বাচিত অংশের অনুবাদ, শব্দসূচী, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া এগুলির বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থের মারফতে 'তোতা ইতিহাস' এদেশে সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল।

বিষয়-বস্তুর দরুণ সামান্য ফার্সী-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত হইলেও 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষা সে যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। Yates-Wenger তাঁহাদের সংগ্রহের পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

> The style of these tales, which are translated from the Persian or the Urdu, is by no means pure, but deserving of attention as a very fair specimen of the colloquial language and its almost unbounded negligence.

ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature*...পুস্তকে (পৃ ১৮৮-৯০) চণ্ডীচরণের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষার বিশেষত্ব দেখাইতেছি :—

এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।—

সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেলে চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইলে খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তোতা বুদ্ধিবান কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ ?। তোতা উত্তর করিলেক যে আপনি প্রধান লোকের পরিজন কিন্তু তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি উত্তম কি নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি যদি তিনি ভাল জাতি হন তবে তাঁহার সহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষেতি নাই এবং অপরামর্শও নয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্তু তাহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব তোতা উত্তর করিলেক যে ভাল মন্দ মনুষ্যের কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক শৃগালের কথা শুন নাই। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সে কি প্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ। তোতা কহিতে লাগিল।—

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জালা হইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আর২ জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎ জন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও কাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শৃগাল অল্প ক্ষুদ্র পশুরদিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত শিবারা প্রথম সারিতে এবং খেঁকশিয়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে

---

* 'A Glossary, Bengali and English to explain the Tota-itihas' . . . . By Sir Graves Chamney Haughton, pp. 124. London. 1825.

হরিণেরা ও তৃতীয় সারিতে বানরেরা চতুর্থ সারিতে গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে হস্তীরা সপ্তম সারিতে সকলে এই প্রকার দাঁড়াইয়া থাকিত যখন শিবারা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত এ কারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র আর হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলে যে ও কর্ত্রী ভালমন্দ সকলের কথার দ্বারা জানা যায় অতএব আপন বন্ধুর নিকট যাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন কর পরে সকল ভালমন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর খোজেস্তা যাইতে ইচ্ছা করিলেই কুক্কুট শব্দ করিল প্রাতঃকাল হইল এজন্যে গমন হইল না ॥—

—প্রথম সংস্করণ, ১৮০৫, পৃ. ১১১—১৪

চণ্ডীচরণের ভাষা সর্ব্বত্র এইরূপ। দুই চারিটি ফার্সী শব্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও এই বাংলা মূলতঃ সংস্কৃতানুসারিণী এবং কোথাও দুর্ব্বোধ্য নহে। চণ্ডীচরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে কদাচিৎ লঙ্ঘন করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত গল্পটি যেমন হিতোপদেশের নীলবর্ণ শৃগাল-কথাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই 'তোতা ইতিহাসে'র অন্যান্য দুই একটি গল্পের আদর্শও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় 'শুকোপাখ্যান' নাম দিয়া চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র একটি সংশোধিত সংস্করণ (পৃ. ১২৪) প্রকাশ করেন।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে* রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-রচিত ও ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদের উল্লেখ আছে। সেখানে ভ্রমক্রমে "রামকিশোর তর্কালঙ্কার" লেখা হইয়াছে। ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতদের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতরূপে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ সনের ১লা জুন পর্য্যন্ত তিনি যে চাকুরিতে বাহাল ছিলেন, ঐ তালিকা হইতে তাহা বুঝা যায়।

রামকিশোরের হিতোপদেশের সন্ধান আমরা পাই নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং অন্যত্র আখ্যাপত্রহীন বহু বাংলা হিতোপদেশ আমাদের নজরে পড়িয়াছে, এগুলির কোনওখানি রামকিশোরের হিতোপদেশ হইলেও হইতে পারে। অনুমানে কিছু স্থির করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে কেহ এই লুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান করিবেন, এই আশায়

* *The Annals of the College of Fort William* (1819)—Thomas Roebuck, p. 29 (Appendix No. II). "Fables— হিতোপদেশ by Ramkishoru Turkalunkaru, 8vo. 1808."

আমরা এখানে রামকিশোর সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। Home Miscellaneous No. 559, ৪৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের কাউন্সিল-অধিবেশনের যে বিবরণী আছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তখনই সংস্কৃত ও বাংলা-বিভাগে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন লকেটের নিকট লিখিত উইলিয়ম কেরীর ১০ আগষ্ট, ১৮১৯ তারিখের পত্রে (Home Misce. No 565, pp. 492-93) জানা যায় যে, বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত শিবচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হয় এবং তাঁহার স্থলে কেরী রামকিশোরকে নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর তারিখে লিখিত কেরীর পত্রে (Home Misce. No. 565, p. 569) আমরা জানিতে পারি যে, রামকিশোরের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার নাবালক পুত্র রামগতি শর্ম্মা পিতার মৃত্যুতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতেছেন।

ভগবদ্গীতার টীকা

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন এ. লকেটের নিকট লিখিত কেরীর পত্রে (Home. Misce. No 563, pp. 67-68) আমরা জানিতে পারি যে, কোনও পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ভগবদ্গীতার একটি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেরও সন্ধান আমরা পাই নাই। কেরীর পত্রে এই টীকার যে সামান্য পরিচয় আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:

> A Pundit has written in the Bengalee language a commentary on the Bhagvut Geeta which is well executed and highly deserving of a reward, it being calculated to combine the study of the Bengalee language with a vaulable piece of assistance in the study of Sanskrit. I therefore request that a small reward, not less than Rs. 50, be given him for the work. At the same time I propose to print the Geeta in Sanskrit with this commentary in the Bengalee language at my own private expence, if the College Council have no objection to its being thus made public.

হরপ্রসাদ রায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-অধ্যায়ের শেষ লেখক হরপ্রসাদ রায় সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি কবি বিদ্যাপতি-প্রণীত 'পুরুষপরীক্ষা' নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহার এইটুকুই সম্পর্ক। রেভারেণ্ড জে. লং তাঁহার *Returns relating to Native Printing Presses & Publications in Bengal*…(১৮৫৫) পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদকে কাঁচরাপাড়ার লোক বলিয়াছেন।* মুদ্রাকরপ্রমাদে হরপ্রসাদ "হরিপ্রসাদ" হইয়াছেন।

* "Hari Prasad Roy, of Kanchrapara, (1) Puresh Parikha, Moral Tales."

উইলিয়ম কেরী ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সহকারী সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন রোবাককে যে পত্র দিয়াছিলেন (Home Misc. No. 563, p. 343), তাহাতে আছে :

Hura Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sanskrit work called Pooroosha Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies. . . . .

কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি তাঁহার ৩০ মার্চ তারিখের পত্রে (ঐ, পৃ. ৩৪৪) বিজ্ঞাপিত করেন যে, প্রতি খণ্ড দশ টাকা হিসাবে এক শত খণ্ড 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রহণ করিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হইয়াছেন। Home Misc. No 564, ১৯৬ পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি আছে :

Huru Prusad's bill for 100 copies of Purush Pariksha (amounting to 890-8-0 Rs.) received into the Library, sanctioned for payment by Government on 3 August 1816.

কেরীর পত্র হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, হরপ্রসাদ কলেজের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং রোবাকের পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশিত পণ্ডিতগণের তালিকায় তাঁহার নাম নাই।

"পুরুষপরীক্ষা" অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রন্থ, ইহাতে পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-নির্দ্দেশক মোট ৪৪টি গল্প আছে। তা ছাড়া কয়েকটি অধ্যায়ে লক্ষণ-বিবরণও আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :

অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন···। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।

···পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।

'পুরুষপরীক্ষা'ও বহুল-প্রচারিত পুস্তক। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৭৩ (আখ্যাপত্র ও এক পৃষ্ঠা "অসঙ্গত সঙ্গত" সহ)। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা | পুরুষপরীক্ষা।— | শ্রীহরপ্রসাদ-রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮১৫। |

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ-লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় (১৮৪৩) ও লং-সংগৃহীত ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় কলিকাতা হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে একটি সংস্করণ

(পৃ. ২৪২) প্রকাশিত হয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিষৎ-গ্রন্থাগারে আমরা আখ্যাপত্রহীন দুইটি সংস্করণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেগুলি যে ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নয়, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। যে সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৬, তাহারই আর একটি সম্পূর্ণ খণ্ড আছে। সেটি কলিকাতা "জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত" ও ১২৫৮ সালে মুদ্রিত। অন্যটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৫। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ১৮৫০ ও ১৮৬৫ সনের সংস্করণ আছে। তালিকা-কর্ত্তা কিন্তু এই দুইটি সংস্করণের তারিখ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নহেন। এগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ১৮৬ ও ১৮৫। ১৮৫ পাতার একটি সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়মেও আছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে কলিকাতার বঙ্গবাসী অফিস 'পুরুষ-পরীক্ষা'র যে-সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে গ্রন্থকার বলা হইয়াছে। হটন, ইয়েটস-ওয়েঙ্গার ও ফর্‌ব্‌স-এর সংগ্রহ-পুস্তকে 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কয়েকটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া 'পুরুষপরীক্ষা'র ভাষা স্বভাবতঃই সংস্কৃতানুসারিণী। স্থানে স্থানে কঠিন শব্দপ্রয়োগে দুর্ব্বোধ্য হইলেও হরপ্রসাদ তাঁহার ভাষাকে বিশেষ ওজস্বিতাগুণসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া হরপ্রসাদের ভাষার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলাম।

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনরহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানেব অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ লব্ধসিদ্ধি কথা।—

উজ্জয়িনী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্যবাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া

যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামী বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিবর্গের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যে২ সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেই২ সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিবর্গকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। (পৃ. ২৬৮-৭১)

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই বাংলা সাহিত্যের উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনরীদের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং রামমোহন রায়, রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে সে যুগের বাঙালী সমাজ সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজের গোড়াপত্তন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পত্তন ও বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রচার—দ্বিতীয় যুগের এইগুলিই স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য এই যুগে পাদরি ও অন্যান্য সাহেবদেরও কীর্ত্তি নিতান্ত অল্প নহে। মালদহে এলার্টন, বর্দ্ধমানে স্টুয়ার্ট, চুঁচুড়ায় হার্লি, মে ও পীয়র্সন, শ্রীরামপুরে ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পীয়র্স, ম্যাক, ইয়েট্স প্রভৃতি সহৃদয় বৈদেশিকেরা এদেশের শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাদের কীর্ত্তি দ্বিতীয় যুগের গোড়াতেই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে।

'বাংলা সাময়িক-পত্র'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'বাংলা সাময়িক-পত্র' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম—

> এই পুস্তকে আমি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি।...১৮৬৭ পর্য্যন্ত ইতিহাসই দুষ্প্রাপ্য; আমিও যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এমন মনে করিবার কারণ নাই।

এখনও পূর্ণ এক বৎসর অতীত হয় নাই; দেখিতে পাইতেছি, আমার আশঙ্কা অমূলক নহে। সম্প্রতি একটি সম্পূর্ণ নূতন মাসিক পত্রের সন্ধান পাইয়াছি; চোখে না দেখিয়া একটি সাময়িক-পত্রের অপরোক্ষ পরিচয় দিয়াছিলাম—সেটি দেখিতে পাইয়াছি; 'সাহিত্য সংক্রান্তি' নামীয় মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যাটি সংগ্রহ হইয়াছে; এবং 'সত্যার্ণব' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্র সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। আমি বর্ত্তমান নিবন্ধে এই সকল পত্র-পত্রিকারই সামান্য সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শিল্প কল্প লতিকা

এই মাসিক পত্রিকাটি ইতিপূর্ব্বে চোখে ত দেখিই নাই, ইহার উল্লেখও সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোনও সাময়িক-পত্রে বা পুস্তক-তালিকায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অথচ দেখিতে পাইতেছি, এই পত্রিকাটি কি বিষয়-গৌরবে, কি রচনা-গৌরবে, বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। ঠিক এই ধরণের, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এমন একটি পত্রিকাও আমাদের চোখে পড়ে নাই।

১২৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে এই "মাসিক পত্রিকা"র প্রথম সংখ্যা "কলিকাতা। শাঁখারিটোলা নং ১৯ ভবনে, নিউ বেঙ্গাল যন্ত্রে মুদ্রিত" হইয়া প্রকাশিত হয়। "শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দের সাহায্যে" অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ইঁহাদের অন্য কোনও পরিচয় জানিবার উপায় নাই। ১২৬৮ সালে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রে এই পত্রিকার চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়; প্রতি মাসে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। ১২৬৯ সনে এই পত্রিকার কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

প্রথম সংখ্যার "বিজ্ঞাপন"টি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

> শিল্প কল্প লতিকা।
>
> প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমাদিগের অশন, আচ্ছাদন, নিকেতন ও ভ্রমণানুকূল দ্রব্যের উৎপাদনে আবশ্যক যন্ত্র ও কৌশল; এবং সুখ ও চমৎকারিতা সাধন

বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করণের প্রথা, এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য প্রকরণ, ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া, এবং দেশীয় কারখানায় যে রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া লেখা যাইবে। যেমন আমরা সাহস করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে দেশীয় আঢ্য, বিদ্যামোদী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে সংকল্পিত বিষয়টি অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।······

শ্রীঅভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

প্রথম সংখ্যায় এই কয়েকটি প্রস্তাব ছিল: ১। প্রেরিত পত্র (ক) যানাদির উৎপত্তির সম্ভবিত কারণ—শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ প্রেরিত; (খ) সূচীকর্ম্মের যন্ত্র—শিল্প বিদ্যোৎসাহী; ২। শিল্প কল্প লতিকা—সম্পাদকীয়। ৩। শস্যাদির উৎপত্তি—সম্পাদকীয়। ৪। সংবাদ (ক) খসখসের টাটিতে জল দিবার কল; (খ) প্রস্তর কর্ত্তনের আশ্চর্য্য প্রকরণ; (গ) এতদ্দেশীয় সূত্রধরদিগের শিরীষ কাগজ; (ঘ) দেশীয় দিয়েশেলাই প্রস্তুতকরণ; (ঙ) সামান্য বর্ত্মে চালনোপযোগী বাষ্পীয় শকট; (চ) স্থায়ী কলপ। ৫। গতি—সম্পাদকীয়।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

শিল্প কল্প লতিকা।···ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দ্বারা শিল্প (Art) শব্দটির নানা প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, এবং ইহার অগ্রে অনেক প্রকার বিশেষণের সংযোগ করিয়া অনেক প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যথা (Useful art) ব্যবহার্য্য শিল্প, (Entertaining art) চমৎকারিতা সাধন শিল্প, (Fine art) সুকুমার শিল্প, (Industrial art) শ্রমসাধ্য শিল্প ইত্যাদি, ফলতঃ প্রায় সকল শিল্পই ব্যবহার্য্য, চমৎকারিতাসাধন, সুকুমার ও শ্রমসাধ্য। তবে এইরূপ পৃথক্ করা এক একটি সংজ্ঞক শিল্পের দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদিত অথবা ব্যবহৃত, তাহাদিগেরই ব্যবহার্য্যতা, চমৎকারিতাসাধন, সুকুমারতা, ও শ্রমসাধ্যতা বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে। ফলতঃ শিল্প এই শব্দটির অর্থ "যন্ত্র, শ্রম ও কৌশল সহকারে দ্রব্যের উৎপাদন, অবস্থান্তর ও উপভোগ" এই রূপ স্বীকার করিলাম, এবং এই রূপ অর্থের যত দূর অধিকার তাহাই এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইবে। শিল্প নৈসর্গিক নিয়মের উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করে, প্রয়োজন (প্রাণী, উদ্ভিদ কিম্বা আকরীয়) পদার্থ সকলের শরীরগত গুণ, এবং তাহাদের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা অবস্থান্তরে রূপান্তর ও গুণান্তর বিষয়ের সিদ্ধান্তও বিশেষ রূপে আবশ্যক হইবে, সুতরাং তাহাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। শিল্প কার্য্যের ক্রমশঃ উন্নতির দ্বারাই পৃথিবীর আধুনিক অবস্থা সুখকর হইয়াছে, নতুবা ব্যবহার্য্য দ্রব্যের যথেষ্টতার অভাব বশতঃ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অনিষ্টকর ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটিত, এবং লোক সংখ্যাও এক্ষণকার মত বৃদ্ধি পাইত না, আর পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইত না। শিল্প ও পদার্থ-বিজ্ঞান মানব জাতির প্রধান প্রয়োজন ও সুখ সাধন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের দেশে শিল্প কর্ম্মের উন্নতি অতি মন্দ। অতীব প্রাচীন কালে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী গুলির অদ্যাবধি অণুমাত্রও বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্ত হয় নাই। এখানে

দরিদ্র ও নীচ জাতিই শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত, তাহাদিগের প্রায় সকলেই মূর্খ, সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা কোন বিষয়ের সমুন্নতির প্রত্যাশা প্রায় অসম্ভব। যদিও তাহাদের কেহ কখন দৈবাৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তনের মনস্থ করে, তথাপি পরীক্ষার উপযোগী অর্থের অভাবে কিছু করিতে পারে না। লাভের (সফলতার) প্রত্যাশায় সন্দেহ থাকিলে এতাদৃশ ব্যক্তি কখনই সাহস করিতে পারে না। যাঁহাদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন আছে, তাঁহারাও এমন সকল বিষয়ে ক্ষতির ভয়ে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। বাণিজ্যের বিস্তার ও শিল্পের সমুন্নতি যে উপার্জ্জন আধিক্যের একমাত্র সোপান, আমাদের দেশের সম্পন্ন মনুষ্যের মধ্যে অল্প লোকেই তাহার মর্ম্ম জানেন। কেবল কোম্পানির কাগজের সুদ আর দাসবৃত্তি এই দুইটি উত্তমরূপ বুঝিয়াছেন। আহা! অর্থ ও শ্রম যদি এক উৎস হইতে নির্গত হইত, তাহা হইলে লোকের আর ভাবনা কি ছিল?

আমাদিগের দেশে শস্য উৎপাদনের যন্ত্র প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন, (লাঙ্গল ও মই ইত্যাদি) ঐ সকল যন্ত্র দেখিয়া এমন বোধ হয় না যে যত দূর প্রত্যাশা করা যায় তাহা-দের তত দূর ক্ষমতা আছে, কিন্তু উহাদেরই দ্বারা ভারতবর্ষের ৭৪২০০০ বর্গ ক্রোশ পরিমিত ভূমি (জলের অংশ ব্যতীত) চসা গিয়া থাকে, এবং সেই ভূমিতে উৎপন্ন শস্য দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের অর্দ্ধেক অশনীয় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি ভারতভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি এরূপ প্রবল না হইত তাহা হইলে এরূপ ফল কদাচ সম্ভবিত না। আর যদি ঐ সকল যন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহা হইলে এ দেশের যে কত দূর পর্য্যন্ত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা যায় না।

আমাদের ব্যবহারের অন্যান্য দ্রব্য সকল যাহা এই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে সকলের ও ভিন্ন দেশ হইতে আহৃত দ্রব্য সমূহে যে প্রভেদ তাহা দেখিলে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারিবে, যে আমরা শিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত অপারদর্শী এবং তাহার দ্বারা যে উপকার হইতে পারে তাহাও অনুভব করিতে নিতান্ত অসমর্থ অথবা অমনোযোগী।

ভারতবর্ষবাসি মনুষ্যের আহার ও ব্যবহারে আবশ্যক নানাবিধ দ্রব্য অতীব প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত ভিন্ন দেশের অণুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রত্যেক কার্য্যের প্রথম কর্ম্মকার যে কৌশল ও প্রকরণ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র পরম্পরা কোন অংশে তাহার সমৃদ্ধিসাধন কিম্বা ব্যতিক্রম করেন নাই, বোধ হয় কেহ প্রয়াসও পান নাই। আমাদিগের দেশে ধারাবাহিক কোন কার্য্যেই ব্যতিক্রম হয় না, সেই জন্যে অনেক মহোপকারী কার্য্য করিতেও আমাদের দেশের লোক পরাঙ্মুখ থাকেন, সেই জন্যেই দেশাচারের এত দূর ক্ষমতা। কোন একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হইলে অন্যান্য দেশের লোকে প্রতিনিয়তই তাহার সুবিধার আধিক্য সাধন করিতে চেষ্টা করে, এবং (কোন বার সফল কোন বার বিফল) চেষ্টা করিতে করিতে তাহার আশ্চর্য্য রূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সমস্ত গুণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণি প্রভৃতি সভ্য দেশের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে। আর ইণ্ডিয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল অদ্যাপি তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, যদিও কিছু হইয়া থাকে তাহাও অতি অল্প ও অকিঞ্চিৎকর।

অধুনা সহরের ধনী লোক এবং যাঁহারা ইংরাজদিগের চাকরিতে নিযুক্ত ইঁহারা যেমন হউক

সভ্য দেশসুলভ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন এতদ্ভিন্ন সামান্য বাঙ্গালিদের পরিচ্ছদ, পাদুকা, অশনীয়, যান ও সুখসেব্য দ্রব্য সকলই পূর্ব্বতন কাল প্রচলিত শিল্প কৌশলের অপ্রতিহত আদর্শ। সেই ধুতি দোবজা, সেই চটি, নাগোরা জুতা ও খড়ম, সেই সিদ্ধান্ন পক্কান্ন প্রভৃতি, এবং সেই ছোট ছোট আরসি কাষ্ঠের চিরনি আর মালা ঘুনসি অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। সেই সকল কাঁচা রঙ মাখান কাদার পুতুল। সেই ডুলি আর নৌকা। আর ইংরাজদিগের দ্বারা সেই সমস্ত উদ্দেশের দ্রব্য সকলের সঙ্গে এ সকলের কত তারতম্য। ইংরাজদের যে স্থানে যাইবে সেই স্থানেই মনোহর সামগ্রী সকল দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হইবে। উত্তম সামগ্রী আহার করিলে, উত্তম গৃহে থাকিলে এবং উত্তম দ্রব্য দর্শন ও ব্যবহার করিতে পাইলে মনুষ্যের মন পরিতৃপ্ত ও স্বাস্থ্যলাভ হয়, এবং তাহার দ্বারা সুখ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই রূপ উপভোগের সামগ্রী শিল্প বিদ্যার সমুন্নতি ব্যতিরেকে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের উচিত হয় যে, যাহাতে শিল্প বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হয়, এরূপ চেষ্টা করি। আমরা এ বিষয়ে অন্য সকল দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট আছি। আর যাহাতে আমাদের দেশে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পকর্ম্মালয় সংস্থাপিত হয়, সে বিষয়ে প্রয়াস পাওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

স্থায়ী কলপ। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবু নামক একজন চিকিৎসক পক্ক কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার এক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত ঔষধ শুভ্র কেশে মাখাইলে কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যাইবে, এবং সেই কৃষ্ণ বর্ণ চিরকাল রহিবে। ইহার পূর্ব্বে এক জন সাহেব এই রূপ একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার এই ঔষধ যদি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়, তবে বোধ করি ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলে উক্ত ঔষধের ব্যবসায় করিবার (Patent) একাধিকার পাইতে পারেন। তাহা হইলে ইহা সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা।

অবকাশবন্ধু

'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র ৩২৭-২৮ পৃষ্ঠায় এই মাসিক পত্রের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নব-প্রবন্ধ' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যার পরিচয় দিতেছি। এই পত্রের ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যার প্রকাশ-কাল—আশ্বিন ১২৭৪ সাল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২।

প্রথম সংখ্যার শেষে এই বিজ্ঞাপন ছিল :—

বিজ্ঞাপন। এই অবকাশবন্ধু পত্র সাহিত্য বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধে প্রকটীত হইবে। ইহা দরমাহাটা ষ্ট্রীটে (খোড়ুয়া পোস্তা ১৭ নম্বর ভবনে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে, বার্ষিক মূল্য ।৹ আনা ষাণ্মাসিক ।৹ আনা ত্রৈমাসিক দুই আনা প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন পয়সা।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক

প্রথম সংখ্যার সূচী এইরূপ :—

ভূমিকা	যৌবনের উন্নত আশা [কবিতা]
জন্মভূমি	অন্তিমচিন্তা [কবিতা]
কিং কাঙ্গো পশুর বিবরণ	পরদোষ কথন (গোলেস্তাঁ হইতে) [কবিতা]

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "ভূমিকা" এইরূপ :—

ভূমিকা। এক্ষণে অস্মদ্দেশে মাসিক, সাপ্তাহিক দৈনিক প্রভৃতি নানা প্রকার পত্রিকা দিন দিন বাহির হইয়া বঙ্গভাষার ভূয়সী উন্নতি সংসাধন করিতেছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মুসলমানদিগের সময়ে আমাদিগের দেশে বঙ্গভাষার যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, মহাত্মা ইংরাজদিগের প্রযত্নে ইহার সেইরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং বোধ হয় ইঁহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের মাতৃ ভূমি সত্বরে তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা এই অবকাশবন্ধু নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্র খানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থাতে অনেকানেক জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপ্রদ প্রবন্ধ পূর্ণ পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত থাকাতে, আমাদিগের এই সামান্য ক্ষুদ্র পত্র জনসমাজে যে আদরণীয় হইবে এমত আশা কখনই হয় না। আমরা বামন হইয়া অত্যুচ্চ হিমগিরি উল্লঙ্ঘনের ন্যায় এবং ভেলক দ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার ন্যায় এই পত্র প্রকাশে ব্রতী হইলাম। বলিতে পারি না ইহাতে কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিব। যাহা হউক এক্ষণে সভ্য ভব্য জনগণের প্রতি নিবেদন, যেন তাঁহারা ইহার দোষ ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহ দান দ্বারা চিরবাধিত করেন।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ "জন্মভূমি" প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে জন্মভূমির প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ মনে করা ও সকল মনুষ্যই পরম পিতার সন্তান বলিয়া সকলেরই হিতসাধনে নিযুক্ত থাকাই উচিত। কিন্তু যদিও উদারচরিতেরা বসুধাশুদ্ধ লোককে কুটুম্ব মনে করেন তথাপি সচরাচর লোকে অভ্যাস, স্বভাব বা সংস্কার বশতঃ স্বদেশকেই প্রেম করেন। প্রত্যেকে যদি স্ব স্ব দেশের বিদ্যা সভ্যতার উন্নতি ও আচার ব্যবহারের সংশোধনে যত্ন করেন, তাহা হইলেই পৃথিবীর উন্নতি হয়। এক এক ব্যক্তি এক দেশে থাকিয়া তাহারই মঙ্গল সাধন করিবেন জগদীশ্বরেরও এই অভিপ্রায়।

দ্বিতীয় সংখ্যার (কার্ত্তিক ১২৭৪) প্রকাশকাল দেখিতেছি—৩০ কার্ত্তিক এবং পত্রিকা-শেষে মুদ্রাকর-নিশান এই ভাবে দেওয়া আছে :—

Printed by K. D. Chuckerbutty, at the Calcutta Brahmo Somaj Press for the proprietor. 15th Nov. 1867.

এই সংখ্যার সূচী :—

অবকাশ কাল	অভিজ্ঞতা
জীবনের শৃঙ্খলা	তাড়িত বার্ত্তাবহ [কবিতা]
চণ্ডকৌষিক। প্রথম অঙ্ক	

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামার পরেই এই শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে :—

"কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা।"

সাহিত্য সংক্রান্তি

আমার পুস্তকের ২৯৫ পৃষ্ঠায় এই মাসিক পত্রটির পরিচয় আছে। সম্প্রতি প্রথম সংখ্যাটি দেখিয়াছি।

১২৭০ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ ইহা "কলিকাতা। চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দাস ঘোষ দ্বারা প্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। মূল্য ✓০ দুই আনা।" প্রতি মাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬।

প্রথম সংখ্যার সূচী :—

আরম্ভ [কবিতা]
নভোমণ্ডল [কবিতা]
পরাধীনা বঙ্গকন্যা
কুঁড়ের কাছে ফুলের বাগান [কবিতা]
বীর্য্যবতী হিন্দুনারী [কবিতা]

"আরম্ভ" এইরূপ :—

এলেম আমরা আজি লোকের গোচরে,
নির্ভয় হৃদয়ে, শুদ্ধ সরল অন্তরে।
নিলেম সে ভার, যাহে আজো কোন জন
হন নাই উৎসাহী করিতে হস্তার্পণ।
কি রূপ সে কার্য্যভার, কি তার আভাস,
ক্রমে তাহা এ সংক্রান্তি করিবে প্রকাশ।
প্রতিজ্ঞা রহিল এবে অন্তরে গোপন ;
কার্য্যেতে করিতে চাহি তাহার পালন।

সত্যার্ণব

আমার পুস্তকের ১৭৫-৭৭ পৃষ্ঠায় এই পত্রিকার একটি বিবরণ আছে। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের 'সত্যার্ণব' দেখিয়াছি।

প্রথম দুই বৎসর 'সত্যার্ণব' মাসিক পত্ররূপে চলিয়াছিল, এ কথার উল্লেখ আমার পুস্তকে আছে। তৃতীয় কাণ্ড হইতে উহা দ্বৈমাসিক (দুই মাস অন্তর) পত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় কাণ্ড, ১ম সংখ্যার শেষে প্রকাশ :—

"বিজ্ঞাপন পত্রমেতৎ। সত্যার্ণব গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি সমাদর পুরঃসর বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে এই পত্র এতৎকালাবধি মাসি২ প্রচারিত না হইয়া মাসদ্বয়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।...

দ্বৈমাসিক পত্রে পরিণত হওয়ায় 'সত্যার্ণব' পত্রের তৃতীয় বর্ষে ছয় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৮৫২—জুলাই ১৮৫৩) এবং চতুর্থ বর্ষে ছয় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৮৫৩—জুলাই ১৮৫৪) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আরও এক বৎসর (অর্থাৎ পাঁচ বৎসর) চলিয়াছিল বলিয়া মার্ডক উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পঞ্চম বৎসরের কোন সংখ্যা আমি এখনও দেখি নাই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। 'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র ১৯২ পৃষ্ঠায় 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি :—"বাংলায় ইহাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।" 'সত্যার্ণব' 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র অগ্রজ এবং ইহার প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি ও দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় দুইখানি করিয়া চিত্র থাকিত। কেহ কেহ এই কারণে আমার পূর্ব্বোক্ত উক্তিতে দোষ ধরিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্যং করেন নাই যে, 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় 'পশ্বাবলী'র বর্ণনায় প্রত্যেক

সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর কাঠখোদাই চিত্রের উল্লেখ আমিই করিয়াছি। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'কেই "প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র" বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। সচিত্র পত্রিকা বলিতে আমরা যাহা বুঝি 'পশ্বাবলী' বা 'সত্যার্ণব' সে-পর্য্যায়ে পড়ে না। তবু এগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র বর্ণনায় "প্রকৃতপক্ষে" বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাঙ্গাল গেজেটি

'বাঙ্গাল গেজেটি' ও 'সমাচার দর্পণ'—এই দুইখানির মধ্যে কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, এই লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি 'বাঙ্গাল গেজেটি' সম্বন্ধে একটু নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' হইতে 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (জানুয়ারি ১৮১৯, পৃ. ৫৯) নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and European residents.

'ওরিয়েণ্টাল স্টার' এখানে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কথাই বলিতেছেন, কারণ শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়—২৩ মে ১৮১৮ তারিখে।

কিন্তু 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র উদ্ধৃতিটি হইতে 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি।

১৪ই মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' "প্রকাশিত হইবে" ("intends to publish"), আবার 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে—"the publication of a Bengalee Newspaper has been commenced," অর্থাৎ ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের মধ্যে উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার বাহির হইত, সুতরাং ১৫ই মে (শুক্রবার) উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। এখন বিবেচ্য, ১৪ই মে তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' "বাহির হইবে," এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পরদিনই—১৫ই তারিখে কাগজ বাহির হওয়া সে-যুগের পক্ষে সম্ভব কি না। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন ইহার মধ্যে কোন গলতি থাকা সম্ভব। ১৪ই তারিখের কাগজে যাঁহারা "intends to publish" বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাঁহারা ১৫ই তারিখে কাগজ বাহির করিয়া বসিলেন, এবং ১৬ই তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিলেন ও তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই তারিখে সেই মন্তব্য প্রকাশিত হইল—সহজে ইহা মানিয়া লইতে বাধা আছে। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের মধ্যে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে; "আয়োজন"কে তাঁহারা "ঘটনা"র মর্য্যাদা দিয়াছেন; "publication...has been commenced" শব্দের দ্বারা সম্পাদক মহাশয় হয়ত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

১৮১৮ সনে প্রকাশিত, সহমরণ-বিষয়ক রামমোহন রায়ের প্রথম পুস্তিকা—'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'—ঐ বৎসর 'বাঙ্গাল গেজেটি'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। (*Asiatic Journal*, July 1819, p. 69.)

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

ঈশান নাগরের প্রসিদ্ধ "অদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ খ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে (তত্ত্বনিধির সং, ২৫৮ পৃঃ) নির্দ্দেশ আছে। এই সময়ে বাঙ্গালার সারস্বত কেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতি চর্চ্চার প্রথম তাণ্ডবলীলা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল এবং বিদ্বৎসমাজের প্রায় প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি অন্যতর বিষয়ে পরম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া নানাবিধ বিচিত্র উপাধি ধারণপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা প্রকটিত করিতেছিলেন। কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে চৈতন্যদেবাদির পাণ্ডিত্যসূচক কোন উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তজ্জন্য অনেকের মনে খেদ হওয়ার সম্ভাবনা; ঈশান নাগর সে অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অদ্বৈতের ক্ষুদ্র "আচার্য্য" উপাধিই চিরপ্রচলিত। ঈশান নাগরের মতে তিনি ষড়্দর্শন সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া "শান্ত বেদান্তবাগীশ" নামক অধ্যাপকের নিকট দুই বৎসর বেদ পড়িয়া "বেদপঞ্চানন" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (পৃঃ ২০, ২২)। চৈতন্যদেবও সর্ব্বশেষে অদ্বৈতাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতেই "বেদ" অধ্যয়ন করিয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি পাইয়াছিলেন :—

এই নিমাঞি সর্ব্বশাস্ত্রে অতিবিচক্ষণে।
বিদ্যাসাগর উপাধি মুঞি করিলুঁ স্থাপনে ॥ (১২৬ পৃঃ)

চৈতন্যের আদিলীলার বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ "নিমাই বিদ্যাসাগরে"র (পৃঃ ১২৮, ১৩৩, ১৪০) নাম উল্লেখ করিয়া ঈশান নাগর আমাদিগকে এই অভিনব উপাধির কথা বিস্মৃত হইতে দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে "নিমাই বিদ্যাসাগর" এক স্থানে জনৈক "তর্ক-চূড়ামণি"কে তর্কশাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন (পৃঃ ১৩৩) এবং অন্যত্র তদ্দেশীয় বিদ্বৎসমাজ তাঁহার পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন :—

বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাঁহার রচিত। (পৃঃ ১৩৪)

এই টীকা কোন্ শাস্ত্রের উপর রচিত হইয়াছিল, ঈশান নাগর তাহা পরিব্যক্ত করেন নাই। "সর্ব্বশাস্ত্রের" মধ্যে বেদান্তদর্শনে আনন্দপূর্ণ-রচিত কতিপয় টীকাগ্রন্থের নাম "বিদ্যাসাগরী"; কিন্তু আনন্দপূর্ণ চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ অবাঙ্গালী ছিলেন। মহাভারতের অন্যতম (বাঙ্গালী) টীকাকার বিদ্যাসাগর অনেক পরবর্ত্তী ছিলেন জানা যায়। স্মৃতি কিম্বা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর নামে কোন টীকাকারের উল্লেখ নাই। ঈশান নাগরের নিজ উক্তিমতে নিমাই-রচিত তর্কশাস্ত্রের অর্থাৎ নব্য ন্যায়ের টীকা (পৃঃ ২১২) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিভাষ্য (পৃঃ ২১১) লোকলোচনের গোচর হওয়ার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং "নিমাই বিদ্যাসাগর"-রচিত "বিদ্যাসাগরী টীকা"র কথা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত

এবং আমাদের ধারণা, "অদ্বৈত-প্রকাশে" উল্লিখিত প্রায় সমস্ত কথাই এইরূপ কাল্পনিক, যাহা প্রামাণিক গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয় না।

ঈশান নাগর অজ্ঞাতসারে যে বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতের কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া, তদ্দ্বারা চৈতন্যদেবের অজ্ঞাতপূর্ব্ব লীলা কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহার নাম **পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য** এবং নব্য ন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে ইহাঁর রচিত 'বিদ্যাসাগর নামে টীকা' বর্ত্তমানে বিলুপ্তপ্রায় হইলেও ঈশান নাগরের গ্রন্থ রচনাকালে প্রচারিত ছিল সন্দেহ নাই। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ব্বগামী একজন নৈয়ায়িকরূপে তাঁহার প্রসঙ্গ আমরা অদ্য উত্থাপন করিলাম।

এ যাবৎ আমরা **পুণ্ডরীকাক্ষ**-রচিত ১০ খানা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছি। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। **চণ্ডীর টীকা** :—কলাপব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নরসিংহ চক্রবর্ত্তি-রচিত চণ্ডীটীকা এক সময়ে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল—ইহার প্রতিলিপি পূর্ব্ববঙ্গে এখনও সুপ্রাপ্য। নরসিংহ বহুতর প্রাচীন টীকাকার ও বৈয়াকরণের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মূল্যবান্ গ্রন্থখানিকে ভরিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে বহু স্থলে "বিদ্যাসাগর" কিম্বা "সাগরে"র মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়[১] এবং তাহাদের কয়েকটা যে বিদ্যাসাগর-রচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক চণ্ডীটীকা হইতে উদ্ধৃত, তাহা নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি কুমিল্লার রামমালা পাঠাগারের পুথিশালায় বিদ্যাসাগর-রচিত চণ্ডীটীকার দুইটী প্রতিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে।[২] একটি ১৭১৫ শকে লিখিত, তাহার পুষ্পিকা এই :—

> ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
> চণ্ডীটীকায়াং মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তং।

এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা ; কারণ, ইহাতে গ্রন্থান্তরে বিজৃম্ভমান তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও প্রাচীন মতের বিস্তৃত খণ্ডনমণ্ডন একেবারেই বিদ্যমান নাই। মাত্র দুই স্থলে "চাতুর্ভুজী" টীকার এবং এক স্থলে কোষকার "গঙ্গাধরের" মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়।

২। **কাতন্ত্রপ্রদীপ** :—ইহা দুর্গসিংহরচিত "কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা"র উপর অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কলাপব্যাকরণের দুইটি বিভিন্ন প্রস্থান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল—পঞ্জীকার ত্রিলোচনদাসের ও "টীকা"কার দুর্গসিংহের। কালক্রমে "টীকা"র পঠনপাঠন শিথিল হইয়া গিয়া পঞ্জীগ্রন্থই বহুল প্রচার লাভ করে—বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রায় সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থই

১। অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ২৬, ৫১, ৬২, ৭৪, ৭৮-৭৯, ৯৪ পত্র দ্রষ্টব্য। এই পুথির লিপি-কাল ১৭৩৬ শক, পত্রসংখ্যা ৯৬। নরসিংহ এক স্থলে পরিশিষ্টপ্রবোধকার গোপীনাথের মত উল্লেখ করিয়াছেন (৫১ পত্রে) এবং তাহার গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রতিলিপির তারিখ ১৫৯৫ শক (H. P. Sastri, *Notices.* I. 186.)। অনুমান হয়, তাঁহার গ্রন্থরচনার তারিখ খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইবে।

২। পুরাণ, ২২ ও ২৩ সং পুথি।

বৃত্তি ও পঞ্জীর উপর রচিত ; যথা, সুষেণ কবিরাজ, হরিরাম, রামদাস, রামচন্দ্র প্রভৃতিরচিত গ্রন্থ। মূল "টীকা"গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য এবং তাহার ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলেরই গ্রন্থ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে : যথা, কুলচন্দ্র, হেমকর, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। বিদ্যাসাগর-রচিত "কাতন্ত্রপ্রদীপে"র কতিপয় বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কতক অংশ মুদ্রিতও হইয়াছে। গুরুনাথ বিদ্যানিধির কলাপব্যাকরণের বিরাট্ সংস্করণে ১৩১২ সনে সর্ব্বপ্রথম কারকপ্রকরণের মাত্র ১২টি সূত্রের উপর বিদ্যাসাগরী টীকা মুদ্রিত হয়। পরে ধাতুসূত্রের উপর, "ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ" সূত্রের উপর এবং আখ্যাতের সপ্তমাধ্যায়ের কতিপয় (৩৬৭-৭৬ সংখ্যক) সূত্রের উপর বিদ্যাসাগরীও উক্ত সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত অংশ "সপ্তমমঙ্গলা" নামে মুদ্রিত হইলেও উহা যে বিদ্যাসাগর-রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারকপ্রকরণের ১২টি সূত্রের টীকা ক্ষুদ্র অক্ষরে ঘনভাবে বৃহদাকার পত্রে মুদ্রিত হইয়াও ৬৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বটে ; ইহা হইতে এই গ্রন্থের আকার অনুমান করা যায়। যাঁহারা ধৈর্য্য-সহকারে এই অশুদ্ধিবহুল মুদ্রিত ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লইয়া বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ছিলেন বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয়, কলাপ-ব্যাকরণের এক দুরূহ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বিলয়প্রাপ্ত হইল ; বাঙ্গালী তাহার সম্যক্ আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত। বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য, তিনি অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বগামী বৈয়াকরণদের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের মতের খণ্ডনমণ্ডন করিয়াছেন। তিনি কাতন্ত্রের টীকাকার হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য পাণিনিতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাল হইতে পাণিনিতন্ত্রের যে এক বিশিষ্ট প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার গ্রন্থসমূহ হইতে তিনি প্রচুর উপকরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ন্যাসকার, ইন্দুমিত্র (অনুন্যাসকার), মৈত্রেয় রক্ষিত, পুরুষোত্তম, শরণদেব, শীরদেব প্রভৃতির সন্দর্ভ তিনি পদে পদে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয় রক্ষিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৈত্রেয়-রচিত "ধাতুপ্রদীপ" গ্রন্থ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "তন্ত্র-প্রদীপ" বাঙ্গালার বাহিরে প্রচারিত হয় নাই। মুদ্রিত কারকপ্রকরণের ক্ষুদ্র অংশেই বিদ্যাসাগর কিঞ্চিন্ন্যূন একশত বার এই গ্রন্থের মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন—অধিকাংশ স্থলে "রক্ষিত" নামে, অনেক স্থলে "মৈত্রেয়" নামে এবং কতিপয় স্থলে "তন্ত্রপ্রদীপ" গ্রন্থ নামে। মৈত্রেয় রক্ষিতই বিদ্যাসাগরের পরমপ্রমাণস্বরূপ ছিলেন[৩] এবং অনুমান হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি নিজ গ্রন্থের নাম "কাতন্ত্রপ্রদীপ" রাখিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কাতন্ত্রপ্রদীপের দুইটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে—একটি কারকপ্রকরণের (মুদ্রিত কারকাংশ তন্মধ্যে আছে) ও সমাসের কতিপয় সূত্রের উপর এবং অপরটি কৃৎপ্রকরণের বিচ্ছিন্ন অংশ। সৌভাগ্যক্রমে শেষোক্ত পুথিতে পুষ্পিকা আছে ;

৩। "বস্তুতস্তু কিমত্রান্ধযুদ্ধেন মৈত্রেয়পাদা এব প্রমাণং" (কারকপ্রকরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ সংখ্যক পুথির ৭১ক পত্র)।

তাহা এই :—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমচ্ছ্রীকান্তপণ্ডিতাত্মজশ্রীপুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যবিরচিতে কাতন্ত্রপ্রদীপে কৃৎসু পঞ্চমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ। (৪৩৪৮ সং পুঁথির ৫৮খ পত্র ; ১৭১৫ শকের পুথি)

এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর স্বরচিত অধুনালুপ্ত তিনখানি নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। **ন্যাসটীকা,** যথা,—

তচ্চিন্ত্যমিতি ন্যাসঃ (?) টীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।৪

৪। **কারককৌমুদী,** যথা—

কারকমাত্রস্যৈব হি করণত্বং সম্ভবতি ইতি কারককৌমুদ্যাং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।৫

৫। **তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ**, যথা—

অনয়োশ্চ মতয়োর্বলাবলম(স্ম)ৎ-কৃতে তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশেঽনুসন্ধেয়ং।৬

৬। **কলাপদীপিকা** :—ভট্টিকাব্যের বিখ্যাত টীকা। বহু বৎসর হইল, ইহার চারি সর্গ গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় "ভট্টিকাব্যস্য পরিশিষ্টং" নামে মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়াছিলেন।৭ এই টীকা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহার প্রতিলিপি এখনও দুষ্প্রাপ্য নহে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে—ঢাকা, কুমিল্লা ও নবদ্বীপের পুথিশালায়ও ইহার খণ্ডিত অংশ রক্ষিত আছে। পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত টীকাকার ভরত মল্লিক স্বরচিত টীকামধ্যে বিদ্যাসাগরের টীকারই প্রায় হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন—বিদ্যাসাগর হইতে অনূদিত অংশ বাদ দিলে ভরত মল্লিকের টীকার বৈশিষ্ট্য প্রায় বিলুপ্ত হয়। বিদ্যাসাগরের এই টীকাও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ; আমরা একটিমাত্র সর্ব্বজনপরিচিত স্থলে তাঁহার টীকাংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। ১ম সর্গের তৃতীয় শ্লোকের "বসূনি তোয়ং ঘনবদ্ব্যকারীৎ" বাক্যে ব্যাকরণানুসারে 'তোয়' পদের ক্রিয়ান্বয় ঘটে না—জয়মঙ্গলাকার, মল্লিনাথ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ ইহা ধরিতেই পারেন নাই। বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন :—

যদ্যপি যথা ঘনস্তোয়ং বিকিরতি তথা স বসূনি ব্যকারীদিতি নান্বয়ঃ সম্ভবতি ঘনশব্দস্য বৃত্ত্যুপ-

---

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ সং পুথির ১২খ পত্র। এই পুথি ৯৭পত্রে সম্পূর্ণ—লিপিকার রামকান্ত শর্ম্মা "অন্যদাদর্শে নাস্তি" লিখিয়া শেষ করিয়াছেন।

৫। ঐ, ৩৬৭৮ সং পুথির ৭৩ক পত্র দ্রষ্টব্য। মুদ্রিত কারকপ্রকরণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়—৭, ১৩ ও ৪৬ পৃঃ। কারককৌমুদী নামক এক অজ্ঞাতকর্ত্তৃ ক্ষুদ্র নিবন্ধ পাওয়া যায় (L. 1161, অস্মন্নিকটেও আছে), তাহা বিদ্যাসাগর-রচিত নহে।

৬। মুদ্রিত কারকপ্রকরণ, ৫৬ পৃঃ। ৩৬৭৮ সং পুথির ৫৭খ পত্র। আমরা পূর্ব্ববৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার কর্ত্তৃপক্ষ এবং বিশেষতঃ পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এর নিকট আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৭। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রারম্ভাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণীতে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে—L. 2154. বিদ্যানিধির মুদ্রিতাংশ আদর্শদোষে অশুদ্ধিবহুল।

সর্জ্জনতয়া ক্রিয়াসম্বন্ধাভাবেন তোয়মিত্যস্যানন্বিতত্বাৎ, তথাপি তোয়শব্দোঽয়ং গৌণ্যা বৃত্ত্যা তৎসদৃশে বর্ত্ততে—তোয়তুল্যানি বস্তুনি ঘনতুল্যো ব্যকারীৎ দত্তবান্। যথা ঘনস্য দানে ফলানপেক্ষা তথা রাজ্ঞোঽপি দানকালে বস্তুনামনপেক্ষণীয়ত্বেন তোয়তুল্যতা। তোয়শব্দোঽয়মুপাত্তস্বসংখ্য এব বস্তুসমানাধিকরণ ইতি নোপচারে বচনপরিত্যাগঃ, অনেকেষামপি বস্তুনামেকতোয়তুল্যতেত্যাশয়াঃ। অতএব সাঙ্গাঙ্গং চত্বারি যোজনানীত্যাদৌ নোপচারে বচনপরিত্যাগ ইতি কাতন্ত্রপ্রদীপাদাবুক্তং।

ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমূহে ভট্টিকাব্য অধ্যয়নকালে এই শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী টীকাকারের গ্রন্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে—গুরুনাথের অনতিপ্রচলিত সংস্করণ ব্যতীত কেহই এই সুপ্রাপ্য টীকার আলোচনা করেন নাই।

কাতন্ত্রপ্রদীপ ব্যতীত এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর স্বরচিত আরও তিনটি টীকাগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

৭। **বামনটীকা**

৮। **কাব্যপ্রকাশটীকা**, যথা—

অলঙ্কারলক্ষণং বামনটীকায়াং কাব্যপ্রকাশটীকায়াঞ্চ প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।[৮]

৯। **কাব্যাদর্শদীপিকা**, যথা,—

অন্যে তু, ঊর্জিত্যমথ সৌখ্যঞ্চ গাম্ভীর্যমথ বিস্তরঃ।
সংক্ষেপঃ সম্মিতত্বঞ্চ ভাবিকত্বং গতিস্তথা।
রতিশক্তিস্তথা প্রৌঢ়িঃ প্রেয়ানথ সুশব্দতা॥

ইত্যেতানপ্যধিকান্ গুণানাহুঃ। এতেষাং লক্ষণং মৎকৃতকাব্যাদর্শদীপিকায়ামনুসন্ধেয়ম্।[৯]

বিদ্যানিধি মহাশয় আদর্শ-দোষে গ্রন্থকারের নাম "পুণ্ডরীক" বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন।[১০] তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, কলাপদীপিকার আরম্ভ-শ্লোকে স্পষ্ট 'পুণ্ডরীকাক্ষ' রহিয়াছে। ৫ম সর্গের শেষেও পাওয়া যায়,—

ইতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষো দক্ষঃ সৎপক্ষরক্ষণে।
প্রকীর্ণকাণ্ডং ব্যাচষ্ট স্পষ্টং কাতন্ত্রবর্ত্মনা॥ (৬৩খ পত্র)

১০। **কাতন্ত্রপরিশিষ্টের টীকা**:—বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে ইহারও কতিপয় পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। লণ্ডনে এই গ্রন্থের এক সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।[১১]

৮। দশম সর্গের ১ম শ্লোকের টীকায় অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ১৫১খ পত্র। কাতন্ত্রপ্রদীপেও কাব্যপ্রকাশটীকার উল্লেখ আছে; যথা, "প্রয়োজনাধীনা লক্ষণা ইত্যপি কার্য্যমাত্রে পরিভাষা ন তু নিয়ম ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (ঢাকার ৩৬৭৮ সং পুথির ৯৫খ পত্র)।

৯। বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির সম্পূর্ণ পুথির ১৭০ক পত্র। আমাদের পুথিতে (১৬৫ক পত্র) "কাব্যাদর্শ টীকায়াং" পাঠ আছে (১১শ সর্গের ১ম শ্লোক)।

১০। কলাপব্যাকরণ (৩য় সংস্করণ, ১৩১২ সন), ভূমিকা, ।৶০ পৃষ্ঠা।
ভট্টিকাব্যের পরিশিষ্ট, ৭৯ পৃঃ (২য় সর্গের পুষ্পিকা)।

১১। কাতন্ত্রপরিশিষ্টম্ (১৩২১ বঙ্গাব্দ), ৫০৯-১৪ পৃঃ।
Eggeling: *Ind. Off. Cat*, p. 769.

পরিশিষ্টের টীকাকার হইলেও বিদ্যাসাগর কাতন্ত্রপ্রদীপে পুনঃ পুনঃ তীব্র ভাষায় শ্রীপতির মত খণ্ডন করিয়াছেন। পরমতখণ্ডনকালে বিদ্যাসাগরের দম্ভোক্তি অনেক সময় উপভোগ্য। কৃৎপ্রকরণে আছে,—

"তদসদুপাধ্যায়সেবাবিজৃম্ভিতদুর্বুদ্ধিবৈভবাদেব।" (৫৩খ পত্র)

"ইতি চক্ষুষী নিমীল্য পরিভাবয়ন্তু ভবন্তঃ।" (৫৪ক পত্র)

বঙ্গদেশে নব্য ন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র চর্চ্চার ইতিহাস বিষয়ে বিদ্যাসাগরের এ যাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থাংশ হইতেই অনেক মূল্যবান্ উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশে কলাপব্যাকরণের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ধাতুবৃত্তিকার রমানাথ 'মনোরমা' গ্রন্থে এক স্থানে কাতন্ত্রপ্রদীপের উল্লেখ করিয়াছেন।[১২]

অন্যে তু স্বরব্যঞ্জনয়োরাদেশে স্থানিবদ্ভাবো নাস্তীতি হ্রস্বমাচষ্টে হ্রাসয়তি ইত্যত্র দীর্ঘমিচ্ছন্তীতি কাতন্ত্রপ্রদীপঃ।

'মনোরমা' ১৫৩৬ কিম্বা ১৫৪৬ খ্রীঃ রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরকে "মহান্তঃ" বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন। সুষেণ কবিরাজ ও নরহরি তর্কাচার্য্য বহু স্থলে উক্ত "মহান্তঃ" পদোল্লেখপূর্ব্বক বিদ্যাসাগরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত "বিদ্যা-সাগর" কিম্বা "সাগর" নামে রঘুনন্দন আচার্য্যশিরোমণি (কলাপতত্ত্বার্ণবে), হরিরাম চক্রবর্ত্তী, রামদাস চক্রবর্ত্তী, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি ১৭শ শতাব্দীর বহু কাতন্ত্রমতের গ্রন্থকার তাঁহার সন্দর্ভ তুলিয়াছেন।[১৩]

ভরত মল্লিক ব্যতীত সুপদ্মমতের কন্দর্প চক্রবর্ত্তী বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার প্রসিদ্ধি উল্লেখ করিয়াছেন :—

বিদ্যাসাগরটীকায়াং কাতন্ত্রপ্রক্রিয়া যতঃ।
সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাৎ তস্যামেব প্রণীয়তে।

১২। মনোরমা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে : শ্রীনাথ শিরোমণির "গণমালা" (১ম সং, ১২৯১ সন) ৩১৯ পৃঃ ও (২য় সং, ১৩১১) ৩০৮ পৃঃ, "গণতত্ত্বদীপিকা" (১৩০৬, ঢাকা) ২৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। মনোরমা "বসু-বাণ-ভুবনগণিতে" (১৪৫৮) শকে রচিত (I. O. 775 : অস্মদীয় পুথিতেও এই শকাঙ্কই আছে), কিন্তু ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন পুথিতে "বসুরসভুবনগণিতে" (১৪৬৮) পাঠ আছে (H. P. Sastri : *Darbar Library Cat.*, II. 214.)

১৩। কবিরাজ, আচার্য্যশিরোমণি ও হরিরাম গুরুনাথের সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। নরহরি তর্কাচার্য্যের পঞ্জীব্যাখ্যা (আখ্যাতের) দুষ্প্রাপ্য নহে, অস্মদীয় খণ্ডিত পুথির ৪, ১৬, ১৮-১৯ প্রভৃতি পত্র দ্রষ্টব্য। রামদাসের 'কাতন্ত্রচন্দ্রিকা'ও দুষ্প্রাপ্য নহে—অস্মদীয় পুথির চতুষ্টয়ের ৬ পত্র দ্রষ্টব্য। রামনাথ অমরকোষের টীকায় "বিদ্যাসাগরে"র নাম করিয়াছেন—Z. D. M. G. XXVIII. p. 123। এই টীকা ১৫৫৫ শকে রচিত—A. Borooah's Ed. of Amarakosa (1887-88) p, 145.

সংক্ষিপ্তসারীয় নারায়ণ বিদ্যাবিনোদও বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১৪] কাতন্ত্রমতের প্রাচীন দুইটী ভট্টিটীকায় তাঁহার বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে—আমরা প্রসঙ্গক্রমে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব্ব এই গ্রন্থকারদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। মহামহোপাধ্যায় **শ্রীমুকুন্দ শর্ম্মা** "কলাপচন্দ্রিকা" নামে ভট্টিটীকা রচনা করেন—ইহার একটী খণ্ডিত প্রতিলিপি (৬২ পত্র, কিঞ্চিদধিক ৪ সর্গ) আমাদের নিকট আছে। তাঁহার টীকা প্রায়শঃ বিদ্যাসাগরের টীকার প্রকারান্তরে অনুবাদ মাত্র, দুই স্থলে (২১ খ ও ২৯ ক পত্রে) "বিদ্যাসাগর" নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পাদটীকায় উদ্ধৃত তাঁহার একটী সন্দর্ভ হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট হইবে। তিনি ১৬শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন অনুমান করা যায়।[১৫]

২। কায়স্থকুলতিলক **মহোপাধ্যায় কামদেব ঘোষ** নামে কাতন্ত্রমতে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন—তদ্রচিত ভট্টিকাব্যের "পদকৌমুদী" নামক টীকার একটি খণ্ডিত তাড়িপত্রে লিখিত সুপ্রাচীন প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে (৩৯৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি)। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকদ্বয়ের ত্রুটিত পাঠ উদ্ধৃত হইল :—

* * * বর্বৈরি
ব্রাতশ্রীকন্দকীর্ত্তিপ্রলয়কৃতিকৃতিপ্রৌঢ়কীর্ত্তিপ্রতানং।
রামং সত্যাভিরামং বিবুধগণসখং চারু নত্বাবিরামং
সশ্রীকঃ কামদে (বঃ কি)মপি বিতনুতে ভট্টিকাব্যস্য টীকাং।
যঃ কাশ্যা··· ··· ··· পত্নীসমেতঃ পরং
লোকং প্রাপ্য সমাগমৎ সমুচিতং শ্রীলার্দ্ধনারীশ্বরং।
তস্মৈ শ্রীলসুদর্শনায় গুরবে কৃত্বা নমো ভক্তিত-
ষ্টীকেয়ং পদকৌমুদী বিরচিতা কাতন্ত্রতন্ত্রা(ধ্বনা)।

১৪। কন্দর্পটীকা : *I. O.*, p. 262. বিদ্যাবিনোদের ভট্টিটীকা : *ibid.* p. 262. এই টীকায় বিদ্যাসাগরের নাম বস্তুতই আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

১৫। "বয়ন্তু ব্রূমঃ,—ফলেগ্রহিশব্দস্য দ্বয়ী গতিঃ, রূঢ়্যা বৃক্ষবিশেষোপস্থাপকত্বং যোগেন সামান্যোপস্থাপকত্বঞ্চ মণ্ডপশব্দবৎ। যত্র (রূঢ়িমাদায়ান্বয়ো) ন ঘটতে তত্র যোগমাদায়ৈবান্বয়ঃ মণ্ডপং ভোজয়েতিবৎ, প্রকৃতে চ মুনয় এব প্রকৃতাঃ। অতএব মণ্ডপং ভোজয়েত্যাদৌ লক্ষণয়া পুরুষোপস্থিতিরিতি চিন্তামণিকৃৎপক্ষো 'যোগেনৈবান্বয়বোধসম্ভবে কথং লক্ষণে'ত্যুক্ত্বা **যজ্ঞপতিনা** দূষিতোঽস্মাভিরন্যথা ব্যাখ্যায় স্থাপিতঃ। তথাহি, মণ্ডপশব্দস্য ত্রয়ী গতিঃ, রূঢ়্যা গৃহবিশেষোপস্থাপকত্বং যোগেন মণ্ডপানকর্ত্তৃপুরুষবিশেষোপস্থাপকত্বং লক্ষণয়া পুরুষমাত্রোপস্থাপকত্বঞ্চ। তত্র তৃতীয়পক্ষমাদায় চিন্তামণিকৃদ্বচনং ন বুদ্ধা যজ্ঞপতিনা দূষিতমিতি।" (১৮ পত্র)। তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড, শক্তিবাদ (সোসাইটি সং, ৬৯৯ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের নামোল্লেখ ও মতখণ্ডন প্রাচীনতার পরিচায়ক।

প্রথম সর্গের পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের নাম ও উপাধি পাওয়া যায় :—

ইতি মহোপাধ্যায়শ্রীকামদেবঘোষকৃতায়াং ইত্যাদি (১৩খ পত্র)

গ্রন্থকার নামোল্লেখ না করিয়া বিদ্যাসাগরের মত তীব্র ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন। দুইটী স্থল প্রদর্শিত হইল। প্রথম শ্লোকে "গুণ" শব্দের ব্যুৎপত্তির বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন,—"ঘঞিতি জয়মঙ্গলায়াংপ্রমাদঃ" (৫৫ পৃঃ)। কামদেব জয়মঙ্গলার সন্দর্ভ উদ্ধারপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইদন্তু ন বুদ্ধ্বা কেচিজ্জয়মঙ্গলায়াং প্রমাদকৃতপাঠ ইতি ব্যাচক্ষতে" (৪ক পত্র)।[১৬] দ্বিতীয় সর্গে "প্রণিহন্মি" (৩৫ শ্লোক) পদের ব্যাখ্যায় বিদ্যাসাগর ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন,—"নের্ণদগদেত্যাদিনা উপসর্গস্থ ণত্বং, ধাতোস্তু বমোর্ব্বেতি বিভাষয়া।" (৭৪ পৃঃ) কামদেব ইহা ঠিক ধরিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন,—"ইতি কশ্চিৎ প্রলপতি, তদতীব বিরুদ্ধং যতো ণকারেণ ব্যবধানাৎ।" (২৪ খ পত্র)[১৭]। কামদেব এই গ্রন্থের বহু স্থলে (৬৯, ৮১, ৮৭, ৯৭, ১০৮ ও ১১৪ পত্র দ্রষ্টব্য) স্বরচিত "কাতন্ত্রদুর্ঘটপ্রবোধ" গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় তদ্রচিত শব্দরূপবিষয়ক "শব্দরত্নাকর" গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (৭৫ পত্র, ১৬৫৭ শক লিপিকাল, পুথিসংখ্যা ৫১২ গ) আছে। সুষেণ কবিরাজ (সন্ধি, ৫ম পাদ, ১০ সূত্র) "**কামঘোষস্তু**" বলিয়া ইহারই অপর এক টীকাগ্রন্থের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং কামদেব খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

কাব্যপ্রকাশের "সারবোধিনী" টীকাকার শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভট্টাচার্য্য স্বগ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—

"এবং চ "বৈয়াকরণে বক্তরি কষ্টত্বং গুণঃ" ইত্যস্য স্বয়ং গ্রন্থকৃতা বক্ষ্যমাণত্বেন ভট্টিকাব্যস্য ব্যাকরণার্থনিরূপণৈকতাৎপর্য্যস্য পদ্যমিদং শ্রুতিকটুত্বে কথমুদাহৃতমিতি ন জানীমঃ" ইতি বিদ্যাসাগরোক্তং দূষণং তেযামেব।"—(ঝলকীকরসম্পাদিত কাব্যপ্রকাশ, ২য় সং, ৩৬১ পৃঃ)

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত সন্দর্ভ বিদ্যাসাগর-রচিত কাব্যপ্রকাশের (সপ্তমোল্লাসের) টীকা হইতে গৃহীত। ভট্টিটীকার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও অনুরূপ মত লিখিত হইয়াছে :—

"অতএব শ্রুতিকটুত্বাদিদোষো নাত্র শঙ্ক্যতে, প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। অতএব বৈয়াকরণে

১৬। আমাদের নিকট বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার যে পুথি আছে, তাহাতেও লিপিকার এক স্থলে বিদ্যাসাগরের 'গুণ' শব্দের ব্যাখ্যায় ত্রুটি দেখাইয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

ঘঞি প্রমাদো জয়মঙ্গলায়াং যৈরুক্তমেষাঞ্চ মহান্ প্রমাদঃ।
অলোপি ঘো বাধক ইত্যগূঢ়ং বিচারমালোকয়তাত্র তত্ত্বাৎ॥ (১৩৩ খ পত্র)

১৭। অস্মদীয় বিদ্যাসাগরী টীকার পুথিতে লিপিকার যোজনা করিয়াছেন,— "ণত্বে সতি নিমিত্তত্বব্যবধানাৎ বিভাষয়া ণত্বমিতি প্রমাদলিখনমেব" (১৮খ পত্র)। পরেও লিখিত হইয়াছে—"ধাতোস্তু বমোর্ব্বেতি বিভাষয়েতি লিখনাদেব মহান্তো ন বিমর্ষণীয়া লেখকস্যৈব তদ্দোষাদিতি গুরুভিরনুগৃহীতং।" (১৩৩ খ পত্র) 'মহান্তঃ' পদে যে বিদ্যাসাগরকে বুঝাইত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বক্তরি তস্যাদোষত্বমিতি কাব্যপ্রকাশ ইত্যাহুঃ।" শ্রীবৎসলাঞ্ছন কমলাকর ভট্ট ও জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের পূর্ব্ববর্তন এবং তাঁহার টীকার একটি প্রতিলিপির তারিখ "অনুমান ১৫৫০ খ্রীঃ।"[১৮] সুতরাং বিদ্যাসাগর ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ধরা যায়।

কাতন্ত্রপ্রদীপের স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগর নব্য ন্যায়ঘটিত বিচারের অবতারণা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। কারকপ্রকরণে কর্ম্মলক্ষণ-সূত্রের ব্যাখ্যায়—"ন্যায়ভাস্করাদয়ঃ," ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোত, "খণ্ডন-টীকায়াং দিবাকরাদিভিঃ," "রত্নকোষ"—এই গ্রন্থচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যত্র গঙ্গেশের মতও বহু বার গৃহীত হইয়াছে। "ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় রত্নকোষ, বর্দ্ধমান-রচিত (প্রমাণ)তত্ত্ববোধ, কন্দলীকার ও দিবাকরাদির মতের আলোচনা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তত্ত্বচিন্তামণির কোন টীকাকারের নাম পাওয়া যায় না—যজ্ঞপতি কিম্বা পক্ষধর মিশ্রেরও নহে। বাঙ্গালার নব্যন্যায়সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে এযাবৎ দিবাকররচিত খণ্ডনটীকা কিম্বা ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোতের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। শেষোক্ত গ্রন্থ শঙ্কর মিশ্রের অন্যতম প্রমাণস্বরূপ ছিল। প্রগল্ভাচার্য্য কিম্বা বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তৎশিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর তত্ত্বচিন্তামণি-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রগল্ভ কিম্বা বাসুদেবের সমসময়ে তাঁহার অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়।

কারকপ্রকরণে এক স্থলে (৩২ পৃঃ) গোয়ীচন্দ্রের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—তাঁহার প্রমাণাবলীর মধ্যে গোয়ীচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন (অনুমান ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক)। ভট্টিটীকার এক স্থলে ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের নাম গৃহীত হইয়াছে (৮ম সর্গ, ১৩১ শ্লোক):—

"একমেবেদং পদ্যং গঙ্গাদাসাদিনোক্তম্" (১৩৪ ক পত্র)

গঙ্গাদাস খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন নিশ্চিত। বিদ্যাসাগর কর্তৃক তাঁহার নামোল্লেখ, গঙ্গাদাসের কাল নির্ণয় বিষয়ে একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ বটে।

বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ছিল শ্রীকান্ত পণ্ডিত। ভট্টিটীকা ও কাতন্ত্রপ্রদীপের পুষ্পিকা হইতে বুঝা যায়, "পণ্ডিত" তাঁহার বিদ্যার উপাধি ছিল। তৎকালে এই উপাধি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল এবং ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে 'পণ্ডিত' উপাধিধারী বহু ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ আছে। এক স্থলে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে (১৩০ পৃঃ),—

ত্রিবিক্রমেণৈব মুখেন সার্দ্ধং, রসচ্যুতিঃ পণ্ডিতকোপনাম্না।

বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতার উপদেশ অনুসারেই গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতাও একজন পরমপণ্ডিত ছিলেন। কাতন্ত্রপ্রদীপে ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যায় (১৩ পৃঃ),

---

১৮। ঝলকীকর-সম্পাদিত কাব্যপ্রকাশের প্রস্তাবনা, ৩৩-৩৪ ও ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। Eggeling: *I. O. Cat.*, p. 325

কারকপ্রকরণে (৬০ পৃঃ) এবং ভট্টিটীকায় (৪র্থ সর্গ, ৯ শ্লোক) "অস্মৎপিতৃচরণাঃ" বলিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভট্টিটীকার শেষে বিদ্যাসাগরের বিনয়োক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার পিতার ও পিতামহের নাম তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

ক বয়ং কূপমণ্ডুকাঃ ক চায়ং কাব্যসাগরঃ।
তাতোপদেশসেতোস্তু হেতোরেতং প্রতেরিম॥

অস্মিন্নতিপ্রথিতদুর্গমকাব্যসিন্ধা-
বন্ধীভবন্তি শতশোপি মহাকবীন্দ্রাঃ।
বালস্য মে চপলতাং তদহো ক্ষমধ্বং
যদ্ব্যাকৃতাবপি কৃতোস্য ময়া প্রযত্নঃ॥

রত্নাকরো জয়তি যদ্বচনামৃতানি
পীত্বা প্রযান্তি বিবুধাঃ পরিতঃ প্রমোদং।
শ্রীকান্তধীর ইতি তস্য সুতোভিজজ্ঞে
তস্যাত্মজেন রচিতা খলু টিপ্পনীয়ম্॥

এই ক্ষুদ্র নির্দ্দেশ ব্যতীত বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান ও কুলপরিচয়াদি কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। শ্রীহট্টে "বাণীনাথ বিদ্যাসাগর" নামে একজন পণ্ডিতের বংশ বিদ্যমান আছে এবং ইনিই কলাপের টীকাকার বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। বরিশালের নিকটবর্ত্তী কাশীপুর গ্রামে এক পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন, তাঁহাকেও কলাপের টীকাকার হইতে অভিন্ন ধরা হইয়াছে,[১৯] কিন্তু উভয় উক্তিই প্রমাণহীন বলিয়া ঈশান নাগরের উক্তির ন্যায় অগ্রাহ্য বটে। কাশীপুরের বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিন্তু গবেষণা হওয়া আবশ্যক। আমরা অতি ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া বিদ্যাসাগরের কুলপরিচয়বিষয়ে একটা অনুমান বিদ্বৎসমাজের আলোচনার জন্য উপস্থিত করিতেছি। প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম বন্দ্য আখণ্ডলবংশীয় ছিলেন। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আখণ্ডল বংশের যে নামমালা মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত ও অপ্রামাণিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় মহেশ-রচিত "নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা"র ৪ খণ্ড প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে আখণ্ডলবংশে সার্ব্বভৌমের পিতামহের নাম পাওয়া যায় "রত্নাকর" এবং "তৎসুতা :—শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী বিশারদ ভট্টাচার্য্য **শ্রীকান্ত পণ্ডিতাঃ।**"[২০] শ্রীকান্তের অধস্তন পুরুষের নাম কোন পুথিতেই নাই। দুই পুরুষের নামের মিলে এবং অভ্যুদয়-কালের সামঞ্জস্যে ইঁহাকেই বিদ্যাসাগরের পিতা বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়; বিদ্যাসাগর তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের খুল্লতাতভ্রাতা হন।

১৯। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪
চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ডরচিত) পৃ. ৬১-৬২।

২০। ৩২৩৩ সংখ্যক পুথি (৪৫ ক পত্র), ৪৪৪ ক সং পুথি (১১১ ক পত্র), ২৯১৫সং পুথি (৮৮ ক পত্র) এবং $\frac{M\ 3/38}{7\times 8}$ পুথি (১৬৫ ক পত্র) দ্রষ্টব্য।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি-শ্রেণী

রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যিনি সর্ব্বপ্রথম স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার নাম রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে তিনি এই পদে প্রায় দুই বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বেতনের বিল-বইয়ে প্রকাশ, মাসিক ৮০৲ হারে ১৮২৫ সনের নবেম্বর মাসের প্রথম দুই দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন পাওনা হইয়াছিল, ইহার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন সংবাদ সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের একটু পরিচয় আছে। তিনি দিগসুই-বাসী বলরাম ন্যায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র; মধ্যম পুত্র রামজয় ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন :—

> রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, সংস্কৃত কালেজের প্রথম সময়ের এক বিখ্যাত অধ্যাপক। ইনি ১২২৩ সালে বিদ্যমান ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই। তিনি নিজ-নাম-প্রখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এক প্রধান ছাত্র ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনিতেছি, তখন রাজা বাহাদুরের বয়ঃক্রম কম ছিল। কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের পর উইল্‌সন সাহেবের প্রযত্নে—রাজা বাহাদুরের আগ্রহে ও নির্ব্বন্ধে—কালেজের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। কলিকাতায় গোহত্যা হইত, এজন্য বৈদ্যবাটীতে থাকিতেন।
>
> তৎ-সুত নবগোপালও নদীয়া জেলান্তর্গত কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক ছিলেন।—'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' : "ভরদ্বাজ গোত্র—৫ম প্রস্তাব," পৃ. ২১।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

১৮২৫ সনে নবেম্বর মাসের গোড়ায় রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে কলিকাতা সিমলা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাশীনাথ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ৪র্থ

সংখ্যা, পৃ. ২২২-৩১ ; ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৮০) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে কেবল তাঁহার কর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

কর্ম্মজীবন

১৮১৩	...	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহকারী পণ্ডিত।
১৮২৫, ১৯ নবেম্বর	...	মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮২৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
১৮২৭, মে	...	চব্বিশ-পরগণা জেলার পণ্ডিত ও সদর আমীন। এই পদে তিনি ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।
১৮৪৭, ১২ মার্চ	...	মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক।
১৮৫১, জুন	...	সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ।

রচনাবলী

১। মহর্ষি গোতমকৃত **ন্যায়দর্শন**; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। গ্রন্থনাম **পদার্থকৌমুদী**। ১৮২১। পৃ. ১৪৫।

২। **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। সন ১২২৯ শাল [১৮২২ খ্রীঃ], পৃ. ১৮৯ + শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫।

৩। **পাষণ্ডপীড়ন** নামক প্রত্যুত্তর। কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩। পৃ. ২৮৫।

'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৮ম সংখ্যক পুস্তক হিসাবে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'পাষণ্ডপীড়ন' লিখিত হয়।

৪। **সাধু সন্তোষিণী**। ১৮২৬।

৫। **শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র**।

মৃত্যু

৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৭ বৎসর বয়সে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার স্থলে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধেও আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১০১-১৩) বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে তাঁহার কর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি।

কর্ম্মজীবন

১৮২৭, ১৪ মে ... মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮৩৭ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৪০, জানুয়ারি ... হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার সংস্কৃত এবং গৌড়ীয় ভাষাধ্যাপক।

১৮৪২, ১ জানুয়ারি ... মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক।

রচিত ও সম্পাদিত রচনাবলী

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১৮১৭। পৃ. ১৫৫।

২। **অভিধান**। ১৮১৮ (?)

ইহাই বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা অভিধান।

৩। **পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান**। ১৭৫০ শক...

৪। **বিবাদচিন্তামণিঃ**। ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

৫। **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা**। ১৮৪০। পৃ. ১৬

৬। **নীতিদর্শন**। ১৮৪১।

মৃত্যু

২ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পরলোকগমন করেন।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি

১৮৩৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্থলে স্থায়িভাবে কাহাকেও নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের পণ্ডিত ভরতচন্দ্র

শিরোমণি মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যোগ্যতার সহিত এই সকল পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন :—

১৮৩০, জানুয়ারি	ল-পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিত	...	৭ বৎসর ৫ মাস
১৮৩৭, জুন	সারণ জেলার জজ-পণ্ডিত	...	২ বৎসর ৫ মাস
১৮৩৯, নবেম্বর	বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের পণ্ডিত	...	১ বৎসর ১ মাস

ভরতচন্দ্র সে-যুগের একজন খ্যাতনামা স্মার্ত্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁহার একটি রচনায় শিরোমণি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

...অলঙ্কার শ্রেণীর পর আমরা স্মৃতির শ্রেণীতে উঠিতাম। তৎকালে ২৪ পরগণা জিলার অন্তঃপাতী লাঙ্গল-বেড়িয়া-নামক গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি "দায়ভাগ"-নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানি আমরা পাঠ করিতাম। তিনি অতিশয় রসিক লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার নাতি-সম্পর্ক হইতাম। তিনি তদনুসারে আমাদের সহিত প্রায়ই তামাসা করিতেন। একদিন শীতকালে তিনি একখানি লালবর্ণ বনাত গায় দিয়া কলেজে আসিতেছিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছাত্র বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার লাল বনাতের উপর সূর্য্যকিরণ পড়াতে আপনার তেজ যেন সূর্য্যের মত দেখাইতেছে।" তিনি কোন উত্তর না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ তদ্রূপ দ্রুতপদে আসিতে লাগিলাম। পরে তিনি কলেজে গিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাপ! ভাগ্যিস্! এখনি বগলে পুরিয়াছিল"। তখন আমরা সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। যে-ছাত্র তাঁহাকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছিল, তাহাকে হনূমান্ বলিয়া তামাসা করিলেন। সেও অপ্রস্তুত হইল। এইরূপ তামাসা মধ্যে মধ্যে হইত।...তিনি তামাসা করিয়া সময় কাটাইতেন বটে, কিন্তু এক বৎসরে দায়ভাগ সমগ্র, দত্তক-মীমাংসা, দত্তক-চন্দ্রিকা এবং মিতাক্ষরা (ব্যবহারাধ্যায়) পড়াইয়া দিতেন। তিনি ব্যবস্থা-দর্পণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার সময় শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারকগণ তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতেন।—"সেকালের সংস্কৃত কলেজ": 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩২, পৃ. ৬৫০-৫১।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজে ৩১ বৎসর ১ মাস অধ্যাপনা করিয়া, ১ জানুয়ারি ১৮৭২ হইতে মাসিক ৬৫৲ পেন্সনে অবসর লইয়াছিলেন। পেন্সন-গ্রহণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর ৮ মাস, এবং কলেজে তাঁহার বেতন ছিল ১৫০৲।

মৃত্যু

ভরতচন্দ্র খুব সম্ভব ১৮৭৭ সালে পরলোকগমন করেন। ১৮৭৭ সনে তিনি 'চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি'র ১ম খণ্ড সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদক-হিসাবে তাঁহার ও আরও দুই জন পণ্ডিতের নাম আছে।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১। জীমূতবাহন-কৃত **দায়ভাগ,** শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-বিরচিত টীকা-সহিত। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংস্কৃত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯০৭, পৃ. ২৫৯।

২। নন্দপণ্ডিত-বিরচিত **দত্তকমীমাংসা**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বালবিবোধনী-টীকা-সহিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ইং ১৮৫৭।

৩। **বিষ্ণ্বাদিশতক**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-বিরচিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ১২৬৩ সাল, পৃ. ২০।

৪। কুবের বিরচিত **দত্তকচন্দ্রিকা**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বালসম্বোধনী-টীকা-সহিত। ইং ১৮৫৭, পৃ. ৩৮।

৫। জীমূতবাহন-কৃত **দায়ভাগ**। শ্রীশ্রীনাথাচার্য্য চূড়ামণি, শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীমদচ্যুতানন্দচক্রবর্ত্তি, শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-কৃত ষড়্বিধ টীকাসহিত। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক পরিশোধিত। ইং ১৮৬৩। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। পৃ. ৪৫৮।

৬। **মনুসংহিতা**—কুল্লূকভট্ট-কৃত টীকা। যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। সংবৎ ১৯২৩। পৃ. ৭৬৩।

৭। **দত্তক শিরোমণিঃ।** ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ প্রচলিত দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকনির্ণয়, দত্তকতিলক, দত্তকদর্পণ, দত্তককৌমুদী, দত্তকদীধিতি, দত্তসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী নামক সুপ্রসিদ্ধ দত্তকগ্রহণ-ব্যবস্থাপক গ্রন্থাষ্টক নিখিলসারসংগ্রহঃ। ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্যেণ সুপ্রণালী-পূর্ব্বকমেকবিংশত্যধ্যায়েন সংঘটিতঃ, প্রত্যধ্যায়াবসানে কৃতসঙ্ক্ষিপ্ত-সারসংগ্রহশ্চ।...ইং ১৮৬৭। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। পৃ. ৩৫৯।

৮। দ্রাবিড় দেশীয় শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত **স্মৃতিচন্দ্রিকা** দায়ভাগ প্রকরণ। শ্যামাচরণ সরকারের সাহায্যে ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। জানুয়ারি ১৮৭০। পৃ. ১১৮।

৯। হেমাদ্রি-বিরচিত **চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিশোধিত। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ম ভাগ— সংবৎ ১৯৩৪। পৃ° ১২২২

২য় ভাগ— ইং ১৮৭৮।

ন্যায়-শ্রেণী

নিমাইচন্দ্র শিরোমণি

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে সময়ে তাঁহার তুল্য নৈয়ায়িক বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৮০৲। শিরোমণি মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মৃত্যু

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সে-যুগের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ…। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত **ন্যায়সূত্রবৃত্তি**। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক শোধিত। ১৮২৮। পৃ. ২৬৪।

২। **মহাভারত**—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার অন্ততঃ তিনটি খণ্ডের (২য় খণ্ড, ১৮৩৬ খ্রীঃ ; ৩য় খণ্ড, ১৭৫৯ শক ; ৪র্থ খণ্ড ১৮৩৯ খ্রীঃ) এক জন সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নাম পাওয়া যায়।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যুর পর ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন—খ্যাতনামা নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫-১৯) সবিস্তরে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সংযোজন

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীর বর্ণনাকালে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তাঁহার রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে আমি তর্কবাগীশ-প্রকাশিত 'কুমারসম্ভব (অষ্টম সর্গ)' পুস্তকখানি কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে উহার এক খণ্ড দেখিয়াছি। উহা দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত; আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

কুমারসম্ভবম্।। মহাকবি কালীদাস বিরচিত কুমারসম্ভব। নামক মহাকাব্যস্য। অষ্টমঃ সর্গঃ।। শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত। টীকাসহিতঃ।। কলিকাতা।। বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিতঃ।। শকাব্দাঃ ১৭৮৩। ইং ১৮৬২।। [পৃ. ৪৭]

পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। উহা উদ্ধৃত করা হইল :—

কুমারসম্ভব।

এতদ্দেশে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ ছিল না, সপ্তমসর্গপর্য্যন্তই দেখা যাইত। ইহাতে নানাজনশ্রুতি, অর্থাৎ কেহ কেহ কহিতেন, গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি কালীদাস সপ্তমসর্গপর্য্যন্ত করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। কেহ কেহ কহিতেন, সংপূর্ণই করিয়াছেন, কোন কারণবশতঃ অষ্টমাদি সর্গ বিনষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কাপ্তেন মার্শেল সাহেবের ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের যত্নে সংপূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিমদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ইহা দৃষ্টি করিয়া মহাকবিপ্রণীতত্বের সম্ভাবনা করা যায়; ইহার কোন কোন শ্লোকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে উদাহরণরূপে গৃহীতও দেখা যায়। অতএব ইহার বহুলীকরণ আবশ্যক বোধ করিয়া মংকৃত টীকার সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা গেল। কিন্তু একমাত্র আদর্শ, তাহাও পরিশুদ্ধ নহে, অনেক বিবেচনা দ্বারা পাঠের স্থিরতা করিতে হয়, তজ্জন্য কাল-বিলম্ব সম্ভাবনা করিয়া ক্রমশঃ অর্থাৎ এক এক সর্গ প্রকাশ করা ধার্য্য করিয়া সংপ্রতি অষ্টম সর্গ মুদ্রিত করা গেল। দেখা যাউক, যদি ইহাতে গ্রাহকদিগের আগ্রহ প্রকাশ পায়, তবে অপরাপর সর্গও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মা

শব্দ ও অর্থ

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্

"গো"-শব্দ শুনিলে আমরা "গরু" বুঝি; ("গো")-শব্দের সহিত ("গরু")-অর্থের কি সম্বন্ধ, অর্থাৎ কোনও একটী বিশিষ্ট শব্দ শুনিলে কেন আমরা একটী বিশিষ্ট অর্থ বুঝি,—এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনসমূহে ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল মতের মধ্যে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইবে মাত্র, কোনও বিশিষ্ট মতের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, ইহার উদ্দেশ্য নহে।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ বলেন, শব্দের সহিত অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে, "গো" এই শব্দ শুনিয়া যে আমরা তৎক্ষণাৎ "গরু" এই অর্থ বুঝি, তাহা হইতে পারে না। কারণ দেখা যায়, অর্থ অর্থাৎ বস্তু থাকিলে যে সকল শব্দ দেখা যায়, বস্তু না থাকিলেও সে সকল শব্দ দেখা যায়। অতীত কালে কোনও বস্তু ছিল, এখন নাই; অথবা ভবিষ্যৎ কালে কোনও বস্তু হইবে, এখন নাই; কিন্তু বস্তু না থাকিলেও, তাহাদের বাচক শব্দ বর্ত্তমান কালে দেখা যায়। সুতরাং অর্থের সহিত শব্দের যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা যাইতে পারে না।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ এ বিষয়ে যে অতি সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক-জাল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম কতকটা এই প্রকার:—শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে বলিতেছ, সেইটী কি করিয়া সম্ভব হয়? যদি বল, শব্দ ও অর্থের "তাদাত্ম্য" আছে, তাহা হইলে হয় (১) শব্দও যাহা, অর্থও তাহা অথবা (২) অর্থও যাহা, শব্দও তাহা, এই দুই প্রকারের একটী স্বীকার করিতে হয়। প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে, বস্তুগুলা শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, এই কথা বলিতে হয়; ফলে জগৎ বস্তুময় না হইয়া শুধু শব্দময় হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে, শব্দ বলিয়া আর কিছুই থাকে না, জগতে শুধু বস্তুই থাকে। শব্দ ও অর্থের "তাদাত্ম্য" প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধও বটে। "শব্দ" আমরা কর্ণের দ্বারা উপলব্ধি করি, পরন্তু "অর্থ" ভূতলাদিতে অবস্থিত বস্তু; সুতরাং শব্দ ও অর্থ এক ("তাদাত্ম্য") হইতে পারে না। যদি বল, শব্দ ও অর্থ, এই দুইটীর মধ্যে একটী অপরটী হইতে উৎপন্ন হয় ("তদুৎপত্তি") বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও দোষ হয়। শব্দ হইতে অর্থ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না; কারণ, "কলস"-শব্দ হইতে যদি "কলস"-বস্তু উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কলস নির্ম্মাণ করিবার জন্য

কুম্ভকারকে দণ্ড-চক্র-প্রভৃতির সাহায্য লইতে হইত না। আবার অর্থ হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহাও বলা যায় না; কারণ, ইহা তো সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, কলস-বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও, আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উচ্চারণ করি, ততক্ষণ কলস-শব্দের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং শব্দ ও অর্থের "তদুৎপত্তি"-সম্বন্ধও স্বীকার করা যায় না। "তাদাত্ম্য" ও "তদুৎপত্তি", এই দুই-এর অতিরিক্ত অপর কি সম্বন্ধই বা শব্দ ও অর্থের মধ্যে কল্পনা করা যাইতে পারে? যদি বল, আছে একটা সম্বন্ধ,—তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সে সম্বন্ধের স্বরূপ কি? "সম্বন্ধ" বলিতে কি বুঝিব? যদি বল, শব্দ ও অর্থ যাহা, তাহাদের মধ্যে "সম্বন্ধ" তাহাই, তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা হইলে "সম্বন্ধ" স্বীকার করিবার যুক্তি থাকে না। কাজেই "সম্বন্ধ" শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত একটা কিছু, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও অনেক আপত্তি হয়। এই যে "সম্বন্ধ", এটা কি নিত্য? নিত্য, বলা যায় না; কেন না, তাহা হইলে শব্দ ও অর্থকেও নিত্য বলিতে হয়। যদি বল, "সম্বন্ধ" অনিত্য, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই যে "সম্বন্ধ", এটা কি সকল শব্দ-অর্থে একই প্রকার হয়, না প্রতি শব্দ-অর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়? যদি বল, বিশ্বের সমস্ত শব্দ ও অর্থের মধ্যে একই সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা হইলে তো একটী শব্দ হইতেই বিশ্বের সমস্ত অর্থ জানা যাইতে পারে। আর যদি বল, সম্বন্ধি-ভেদে সম্বন্ধ পৃথক্ প্রকার হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হয়,—"সম্বন্ধি"-র সহিত "সম্বন্ধে"-র কোনও সম্বন্ধ আছে কি না? যদি বল, "সম্বন্ধি"(শব্দ-অর্থ)-র সহিত "সম্বন্ধে"-র কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে ঘট-শব্দ হইতে পটও বুঝা যাইতে পারিত, পট-শব্দ হইতে ঘটও বুঝা যাইতে পারিত। আর যদি বল, "সম্বন্ধি"-র সহিত "সম্বন্ধে"-র "সম্বন্ধ" আছে, তাহা হইলে এই যে শেষোক্ত "সম্বন্ধ", এটা কি? "তাদাত্ম্য"—না "তদুৎপত্তি?" "তাদাত্ম্য"-সম্বন্ধ বলা যাইবে না; কারণ, ইতিপূর্ব্বেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, "সম্বন্ধ" "সম্বন্ধি" হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু। আর যদি বলা হয়, "সম্বন্ধ" "সম্বন্ধি" হইতেই উৎপন্ন হয় ("তদুৎপত্তি"), তাহা হইলেও দোষ হয়। কখন্ এই "সম্বন্ধ" উৎপন্ন হয়? শব্দোৎপত্তিকালে অথবা অর্থোৎপত্তিকালে এই "সম্বন্ধে"-র উৎপত্তি হয়, বলা যাইতে পারে না,—কারণ, শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ তো শব্দ ও অর্থ দুটীকেই আশ্রয় করিয়া থাকে,—শব্দ বা অর্থের একটী না থাকিলে শব্দার্থ-সম্বন্ধ কি করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে? যদি বল, যখন শব্দ ও অর্থ এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তখন শব্দার্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে স্থলে শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটী আগে হয়, সে স্থলে শব্দের দ্বারা অর্থপ্রকাশ অসম্ভব হয়। যদি বল,—শব্দ ও অর্থের মধ্যে আগে একটী হইল, তার পর যখন অপরটী উৎপন্ন হইল, তখনই শব্দ-অর্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়; তাহাতেও দোষ হয়। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হয়—(১) শব্দ-অর্থ হইতেই শব্দার্থ-সম্বন্ধ হয়, (২) না শব্দ-অর্থের অতিরিক্ত কিছু হইতে ঐ সম্বন্ধ হয়, (৩) অথবা

শব্দ-অর্থ এবং তাহার উপর অতিরিক্ত আর কিছু, এই সব হইতে শব্দার্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়? প্রথম পক্ষ স্বীকারে আপত্তি এই যে, তাহা হইলে তো শব্দের অর্থ শিখিবার বা জানিবার প্রয়োজন থাকে না,—শব্দ শুনিলেই, ঐ শব্দের অর্থ যে জানে না, সেও তৎক্ষণাৎ সেই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ স্বীকারে এই আপত্তি যে, যদি শব্দার্থ-সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত আর কিছুর অপেক্ষা করে, তাহা হইলে "তদুৎপত্তি"-সম্বন্ধ বলা যায় না, অর্থাৎ শব্দার্থ-সম্বন্ধ শব্দ-অর্থ হইতে উৎপন্ন, এ কথা বলা যায় না।

এইরূপে বৌদ্ধদার্শনিকগণ বহুবিধ যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শব্দের সহিত অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই,—থাকিতে পারে না।

বৌদ্ধগণ এই প্রসঙ্গে আর একটী তর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন, শব্দের পক্ষে অর্থ (বিষয়) প্রকাশ করা অসম্ভব। বিষয় তাঁহাদের মতে "স্বলক্ষণ"। প্রত্যেক বস্তুতে আমরা সামান্য ধর্ম্ম ও অসাধারণ ধর্ম্মের বিচার করি। কোনও একটী বস্তু সেই জাতীয় অপর বস্তুগুলির সহিত যে যে ধর্ম্মে সমান, সেই সেই ধর্ম্ম ঐ বস্তুর সামান্য ধর্ম্ম। বৌদ্ধগণ বলেন, সামান্য-ধর্ম্মের "অর্থক্রিয়াকারিত্ব" নাই অর্থাৎ বস্তুর সামান্য গুণের দ্বারা কোনও পুরুষের প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় না। বিষয় বা অর্থ বলিতে আমরা বুঝি, যাহা দ্বারা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কোনও বস্তুর যাহা অসাধারণ অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা দ্বারাই পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; সুতরাং অসাধারণ ধর্ম্মেরই "অর্থক্রিয়াকারিত্ব" আছে, এবং এই অসাধারণ ধর্ম্মই "স্বলক্ষণ"। অর্থ বা বিষয় বলিতে এই "স্বলক্ষণ" বুঝায়। এই "স্বলক্ষণ" শুধু নিছক অসাধারণ ধর্ম্ম, যাহা বর্ত্তমান ক্ষণে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়। ইহাতে অতীতের বা অনাগতের কোনও ধর্ম্মের "কল্পনা" বা "ভ্রান্তি"র সম্পর্ক নাই। এই "স্বলক্ষণ" কাজে কাজেই পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে সমর্থ। বৌদ্ধগণ এই "অর্থক্রিয়াকারি" "স্বলক্ষণ"কে বিষয় বা অর্থ বলেন। এই স্বলক্ষণের সহিত অন্যান্য নাম-জাতি-আদি বিবিধ ধর্ম্মের যোজনা করিলে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই জ্ঞানের নাম "বিকল্প"; তাহা বিশুদ্ধ "প্রত্যক্ষ" নহে এবং এই বিকল্পের বিষয় প্রকৃত অর্থ বা স্বলক্ষণ নহে। এই কথাই অন্য ভাবে প্রকাশ করিয়া বলা হয়, অর্থ বিকল্পের বিষয় হইতে পারে না। অপর পক্ষে শব্দ এক দিকে বিকল্পের কারণ, অপর দিকে বিকল্পের পরিণাম। আমরা বস্তু বুঝাইবার জন্য যে সকল শব্দ প্রয়োগ করি, সে সকল শব্দ-প্রয়োগের মূলে পূর্ব্বকথিত সামান্যের জ্ঞান প্রভৃতি থাকে; সুতরাং শব্দ বিকল্প হইতে উৎপন্ন, ইহা বলা যায়। আবার কোনও বস্তু সম্বন্ধে শব্দ প্রয়োগ করিলে সে বস্তুর আর স্বলক্ষণত্ব থাকে না, তাহাতে নাম-জাতি-আদি যোজিত হওয়ায় সেই শব্দ-জনিত জ্ঞান বিকল্প হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শব্দের কারণও বিকল্প, পরিণামও বিকল্প। বৌদ্ধগণ বলেন, এই বিকল্পাত্মক শব্দ কিরূপে স্বলক্ষণ-স্বরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে?

বিকল্পযোনয়ঃ শব্দা বিকল্পাঃ শব্দযোনয়ঃ।
কার্য্যকারণতা তেষাং, নার্থং শব্দাঃ স্পৃশন্ত্যপি।

অতএব শব্দের পক্ষে অর্থ প্রকাশ করা অসম্ভব।

তাহা হইলে, "গো"-শব্দ শুনিলে আমাদের কি জ্ঞান হয়? বৌদ্ধগণ বলেন,—"গো"-শব্দ শুনিলে যে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে "গরু"-অর্থ বুঝি, তাহা নহে। গো-শব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে গো-অর্থ-জ্ঞাপক নহে। "গো"-শব্দ শুনিলে, "অ-গো-নিবৃত্তি", মাত্র এই নিষেধাত্মক জ্ঞানই সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যখন আমরা "গো" এই শব্দ শুনি, তখন যে আমরা কোনও যথার্থ অর্থ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করি, তাহা নহে; তখন আমাদের কেবল গো-বিরুদ্ধ জ্ঞানের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিরাস হয়। এই জন্য বৌদ্ধাচার্য্যগণ শব্দকে "অপোহ" বা "অন্যাপোহ"-কারি মাত্র বলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে শব্দ হইতে অর্থ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না; "গো"-শব্দ শুনিলে আমাদের এই জ্ঞান হয় যে, "গো-বিরুদ্ধ" বস্তুর জ্ঞান তিরোহিত হইল। এই অপোহ বা অন্যাপোহ জ্ঞানের সহিত পরক্ষণে বিবিধ বিকল্প জ্ঞানের সংমিশ্রণ হয় এবং যখন আমরা এই বিকল্প-জ্ঞান-সমষ্টির বিষয়ীভূত একটী অর্থ আমাদের বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ মনে করি, তখনই আমাদের "গো"-শব্দের দ্বারা "গরু"-পদার্থের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ আমরা "গো"-শব্দের সহিত "গো"-পদার্থের একটা সম্বন্ধ কল্পনা করি। ফলতঃ শব্দ অর্থের সহিত প্রকৃত পক্ষে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নহে; শব্দ অর্থের অভাবের ব্যাবর্ত্তক মাত্র এবং শব্দের সহিত অর্থের তথাকথিত সম্বন্ধ কল্পনা-প্রসূত, ইহাই বৌদ্ধ মত।

সুপ্রসিদ্ধ অপোহ-বাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকাদি আচার্য্যগণ বলেন,—কোনও শব্দ ("গো") শুনিলে তো আমাদের প্রথমে কোনও অভাবের ("অ-গো") জ্ঞান হয় না। শব্দ শুনিলে একটা (বিধ্যাত্মক বা positive) অর্থেরই তো প্রতীতি হয়; কোনও নিষেধাত্মক বা negative জ্ঞান তো হয় না। আর যদি বল, "গো"-শব্দের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে "অ-গো"-ব্যাবর্ত্তক একটা নিষেধাত্মক জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে "গরু"-অর্থের প্রকাশ "গো"-শব্দের দ্বারা অসম্ভব হইয়া পড়ে; উহার জন্য অন্য শব্দের প্রয়োজন হয়। যদি বল, অপোহ নিষেধাত্মক জ্ঞানের উৎপাদক হইয়া আবার বিধ্যাত্মক জ্ঞানও উৎপাদন করে;—কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কেন না, যাহা অভাব বা নিষেধ জ্ঞাপন করে, তাহা কিরূপে ভাব-পদার্থ বা বিধির জ্ঞাপক হইতে পারে?

নন্বন্যাপোহকৃচ্ছব্দো যুষ্মৎপক্ষেঽনুবর্ণিতঃ।
নিষেধমাত্রং নৈবেহ প্রতিভাসেঽবগম্যতে।
কিন্তু গৌর্গবয়ো হস্তী বৃক্ষ ইত্যাদিশব্দতঃ।
বিধিরূপাবসায়েন মতিঃ শাব্দী প্রবর্ত্ততে।
যদি গৌরিত্যয়ং শব্দঃ সমর্থোঽন্যনিবর্ত্তনে।
জনকো গবি গোবুদ্ধির্মৃগ্যতামপরো ধ্বনিঃ।
ননু চজ্ঞানফলাঃ শব্দা ন চৈকস্য ফলদ্বয়ম্।
অপবাদবিধিজ্ঞানং ফলমেকস্য বঃ কথম্।

বৌদ্ধাচার্য্য সুবিখ্যাত দিঙ্‌নাগ এই স্থলে বলেন,—নিষেধাত্মক জ্ঞান বিধ্যাত্মক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। তিনি এই সম্বন্ধকে কতকটা "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধের মত বলেন। যেমন "নীল-উৎপল" বলিলে "নীল" এই বিশেষণটী "উৎপল"-টী কেমন, তাহা প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে, সেইরূপ "অ-গো-নিবৃত্তি" এই negative বা নিষেধাত্মক জ্ঞানটী "গো"-বস্তুর positive বা বিধ্যাত্মক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অর্থাৎ "গো"-জ্ঞান কেমন? না, "অ-গো-জ্ঞান"-ব্যাবর্ত্তক। আচার্য্য দিঙ্‌নাগ বলেন,—নিষেধাত্মক জ্ঞানের সহিত বিধ্যাত্মক জ্ঞানের এইরূপ "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধ থাকার জন্য অপোহ হইতে বিধ্যাত্মক বস্তুজ্ঞান সম্ভবপর হয়। কিন্তু ন্যায়াচার্য্যগণ আপত্তি করেন যে, "নীল" ও "উৎপলে"র মধ্যে যে সম্বন্ধ, "অ-গো" ও "গো"-র মধ্যে সে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। "নীল" ও "উৎপল" দুইটীই ভাব-পদার্থ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু "অ-গো" ভাবপদার্থ না হওয়ায় তাহার সহিত "গো"-পদার্থের বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধ হইতে পারে না। আবার "বিশেষণ" হইতে যে "বিশেষ্যে"র উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাও বলা যায় না। "নীল" হইতে "উৎপল" উৎপন্ন হয় না। বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্য অনুরঞ্জিত হয় মাত্র। সুতরাং নিষেধাত্মক অপোহ বিধ্যাত্মক বস্তুজ্ঞানের সহিত কোনও প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত হয় না,—হইলেও, তাহার উৎপাদক হইতে পারে না।

"গো"-শব্দের দ্বারা বৌদ্ধ-সম্মত উপরোক্ত "স্বলক্ষণ" অসাধারণ ধর্ম্ম না বুঝাইতে পারে এবং শাবলেয়াদি গো-ব্যক্তি-বিশেষও না বুঝাইতে পারে। কিন্তু "গো"-শব্দের দ্বারা "গরু"-পদার্থ-সমূহের সামান্য-ধর্ম্ম কেন না বুঝাইবে? বৌদ্ধগণ বলেন, শব্দের দ্বারা "অভাব" বুঝায়; কিন্তু "অভাব" কি? শব্দের দ্বারা যে অভাব বুঝায়, তাহা শূন্য হইতে পারে না; এখানে "অভাবে"-র দ্বারা ভাবান্তর অর্থাৎ অন্য বস্তু বুঝায়। বিশ্লেষণ করিলে বৌদ্ধ মত হইতেই ইহা বুঝা যায় যে, "গো"-শব্দের দ্বারা যে তথাকথিত অপোহ বা "অ-গো"-র অভাব বুঝায়, তাহার অর্থ শূন্য-জ্ঞান নয়। তাহার অর্থ হইতেছে যে, "গো"-শব্দের দ্বারা কোনও একটী "গরু"-পদার্থের অসাধারণ-ধর্ম্ম বা কোনও একটী বিশেষ "গরু" না বুঝিয়া, "গরু"-জাতীয় পদার্থের সামান্য ধর্ম্ম বুঝা যায়। সুতরাং যদি শব্দের দ্বারা বিধ্যাত্মক অর্থই বুঝাইল, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের অপোহ-বাদের সার্থকতা থাকে কৈ?

সিদ্ধশ্চেদ্‌গৌরপোহার্থং বৃথাপোহপ্রকল্পনম্।

বৈশেষিকাচার্য্যগণের মতে শব্দের দ্বারা অর্থের যে বোধ হয়, তাহা "আনুমানিক"। তাঁহারা বলেন, যে কোনও শব্দ হইতে যে কোনও অর্থের বোধ হয় না। "গো"-শব্দ হইতে "অশ্ব"-অর্থের জ্ঞান হয় না; "গো"-শব্দ হইতে "গরু"-অর্থের বোধ হয়। কিন্তু এ-অর্থ-বোধ হয় কাহার? যে ব্যক্তি "গো"-শব্দের অর্থ জানে না, "গো"-শব্দ শুনিলে, তাহার "গরু"-অর্থের বোধ হয় না; যে "গো"-শব্দের অর্থ জানে, "গো"-শব্দ শুনিলে তাহারই "গরু"-অর্থের বোধ হয়। সুতরাং শব্দ হইতে অর্থের

যে জ্ঞান হয়, তাহা শব্দের সঙ্কেতের জ্ঞানসাপেক্ষ। যেমন কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখিলে, সেই ব্যক্তিই ঐ ধূম হইতে পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই অনুমান করিতে পারে, যে ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব সম্বন্ধ অবগত আছে। সেইরূপ শব্দ হইতে অর্থের বোধ হয় তাহার, যে ঐ শব্দের কি অর্থ, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানে। এই জন্য বৈশেষিকাচার্য্যগণ শাব্দজ্ঞানকে "অনুমানে"-র অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহাদের মতে "গো"-শব্দের অর্থ "গরু", ইহা যে ব্যক্তি জানে, সেই ব্যক্তিরই "গো"-শব্দ শুনিলে "গরু"-অর্থ-সম্বন্ধে প্রতীতি উৎপন্ন হয় এবং এই প্রতীতি "আনুমানিক" জ্ঞান,—inferential knowledge.

নৈয়ায়িকগণ বৌদ্ধ-মত খণ্ডন বিষয়ে বৈশেষিকগণের সহিত বলেন যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তাঁহারা শাব্দ জ্ঞানকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, পরীক্ষকমাত্রেই জানেন যে, ধূম হইতে বহ্নি সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান এবং শব্দ হইতে অর্থবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান, একই প্রকার জ্ঞান নহে। অনুমান ও শব্দজনিত জ্ঞান পৃথগ্বিধ; সুতরাং নৈয়ায়িকগণের মতে শাব্দ জ্ঞান অনুমান নহে।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে "তাদাত্ম্য", "তদুৎপত্তি" প্রভৃতি সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বৌদ্ধাচার্য্যগণের উত্থাপিত যে সমস্ত পূর্ব্বকথিত আপত্তির সম্ভাবনা হয়, তাহা ন্যায়াচার্য্যগণ স্বীকার করেন। এই জন্য তাঁহারা শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে "বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ" বলিয়া অভিহিত করেন। "গো"-শব্দের অর্থ "গরু"; "গো"-শব্দ বাচক এবং "গরু"-অর্থ বাচ্য; "গো" এবং "গরু", এই দুইএর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ। ইহার অপর নাম "সময়" বা "সঙ্কেত"। "গো" এবং "গরু"-র মধ্যে এই সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ যে অবগত আছে, তাহারই "গো"-শব্দ শুনিলে "গরু"-সম্বন্ধে শাব্দ জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা (বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ) সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে স্থির করিয়া, তদ্বিষয়ে ঋষি-মহর্ষিগণকে জ্ঞান প্রদান করেন; এবং ঐ সাময়িক বা সাঙ্কেতিক জ্ঞান, ঋষি-মহর্ষি প্রভৃতি বৃদ্ধপরম্পরাক্রমে অদ্যাপি সংসারে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে অর্থাৎ কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা আধুনিক কালে লোকে গুরু প্রভৃতির নিকট হইতে শুনিয়া শিখিয়া লয়।

জগৎ সম্বন্ধে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে ঈশ্বর আদিতে শব্দ ও অর্থের সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেন, ইহা মানিতে প্রস্তুত হইবেন না, ইহা সহজেই অনুমেয়। জৈন দার্শনিকগণের মতে সৃষ্টিকর্ত্তা কোনও ঈশ্বর নাই। সুতরাং বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ ঈশ্বর নির্দ্দেশ করিয়া দেন, ইহা তাঁহারা কোনও মতেই স্বীকার করেন না তাঁহারা আরও বলেন, একই শব্দকে

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তা প্রত্যেক শব্দের সঙ্কেত নিরূপিত করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে একই শব্দের দ্বারা দেশভেদে বা কালাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রকাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই জন্য জৈনাচার্য্যগণ বলেন,—

স্বাভাবিকসামর্থ্যসময়াভ্যামর্থবোধনিবন্ধনং শব্দঃ।

অর্থ-প্রকাশ বিষয়ে শব্দের একটী সামর্থ্য আছে। এ সামর্থ্য পরমেশ্বরপ্রদত্ত নহে; ইহা "স্বাভাবিক"। শব্দের এই "স্বাভাবিক সামর্থ্য" একটী অতীন্দ্রিয় শক্তি; ইহার অপর নাম "যোগ্যতা"। এই স্বাভাবিক সামর্থ্য বা যোগ্যতাবশতঃ শব্দ অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু শুধু সামর্থ্য বা যোগ্যতা থাকিলেই অর্থ প্রকাশ হয় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; কিন্তু তাহা কখন্, কোন্‌খানে, কোন্ পদার্থকে দগ্ধ করিবে, তাহা শুধু দাহিকা শক্তির উপর নির্ভর করে না; দাহিকা শক্তি ব্যতীত তাহা আরও অন্যান্য কারণ-সমষ্টির অপেক্ষা করে। সেইরূপ শব্দ-মাত্রেই অর্থ-প্রকাশে সমর্থ; কিন্তু কোন্ শব্দের দ্বারা কখন্, কোন্ দেশে, কোন্ পদার্থ প্রকাশিত হইবে, তাহা লোক-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ, তাহা লোকেই নিরূপণ করে। এই লোকব্যবহারের ফলে পূর্ব্বকথিত "সময়" বা "সঙ্কেত" নির্দ্ধারিত হয়। তাহা হইলে শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশের মূলে শব্দের প্রথমতঃ "যোগ্যতা" নামে অতীন্দ্রিয় শক্তি বা স্বাভাবিক সামর্থ্য স্বীকার করিতে হয়; ইহা না হইলে শব্দের দ্বারা অর্থপ্রকাশ একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ— কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ হইবে, ইহা লোক-ব্যবহার-জনিত "সময়" বা "সঙ্কেতে"র দ্বারা নিরূপিত হয়। যিনি এই সঙ্কেত জানেন, তিনিই শব্দ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ-সম্বন্ধে জৈনাচার্য্যগণ বলেন, সকল শব্দেরই সকল অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি আছে; অর্থাৎ একই শব্দ জগতের সকল পদার্থই প্রকাশ করিতে সমর্থ। কিন্তু কোনও শব্দ কি অর্থ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করিবে, তাহা লোকব্যবহার-জনিত সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে। দেশ-ভেদে, কাল-ভেদে, প্রয়োজন-ভেদে লোকে একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে; এই সাময়িক বা সাঙ্কেতিক প্রয়োগে অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। কারণ, সকল শব্দেরই সকল অর্থ প্রকাশ করিবার "যোগতা" আছে।

অর্থ-প্রকাশ বিষয়ে শব্দের এই স্বাভাবিক সামর্থ্য স্বীকার করিলে শব্দ সম্বন্ধে আরও প্রশ্ন ওঠে। অর্থের সহিত যাহার এতটা সম্বন্ধ, তাহা কি একেবারে অনিত্য? নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ, সংযোগ ও বিভাগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং পরে শব্দ বিনষ্টও হয়, এ জন্য শব্দ অনিত্য, এইরূপ বলিয়াছেন। জৈন দার্শনিকগণ শব্দকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহাকে "পৌদ্‌গলিক" অর্থাৎ নিত্য পদার্থ যে পুদ্‌গল (matter), তাহারই সমাশ্রিত বলিয়াছেন। শব্দের অনিত্যত্ববাদী ন্যায়াচার্য্যগণও ইহাকে নিত্য-পদার্থ আকাশের গুণ বলেন। সাংখ্য-পন্থিগণ শব্দকে একেবারে অনিত্য না বলিয়া ইহার একটা "তন্মাত্রা" অবস্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দ সূক্ষ্মরূপে দ্রব্যকে সর্ব্বদাই আশ্রয়

করিয়া আছে। যখন আমরা কোনও শব্দ শুনি, তখন যে প্রকৃতপক্ষে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে ; ঐ পূর্ব্ববর্ণিত সূক্ষ্ম শব্দ অভিব্যক্ত হয় মাত্র ; এবং যখন আমরা শব্দ শুনিতে না পাই, তখন যে শব্দ একেবারে চির-বিনষ্ট হইল, তাহা নহে ; ইহা তখন অনভিব্যক্ত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত হয়।

শব্দ নিত্য, কি অনিত্য—তাহা এ স্থলে বিচার্য্য নহে। শব্দ একেবারে অবস্তু নহে, কতকটা যেন substance বা বস্তুভাবাপন্ন, উপরোক্ত সাংখ্যমতে ইহারই যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শব্দের বস্তুত্ব সম্বন্ধে মীমাংসক ও বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ নৈয়ায়িকগণের বিরোধী মত পোষণ করিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত ভর্তৃহরি লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন গৃহ্যতে॥

কোনও জ্ঞানই শব্দপ্রয়োগ ব্যতিরেকে দেখা যায় না। সকল জ্ঞানের মূলে শব্দ।

যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ

যা' কিছু পদার্থ, সকলেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে ; এই শব্দের সাহায্যেই অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

শুধু তাই নয়। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জ্ঞানই শব্দময়। কোনও জ্ঞান হইতে যদি তাহার উপাদানভূত শব্দ বিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ; শব্দ-ব্যতিরেকে বস্তুসম্বন্ধে কোনও বোধ থাকে না।

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সাহি প্রত্যবমর্শিণী॥

যদি শব্দ-ব্যতিরেকে অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে,—মীমাংসামত এই যে—শব্দ ন্যায়াচার্য্যগণের উক্তিমত অ-বস্তু নহে ; এমন কি, ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণের বিবরণমত যে বস্তু-আশ্রিত, তাহাও নহে,—শব্দ ও অর্থ অভিন্ন অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মধ্যে "তাদাত্ম্য" সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

মীমাংসামতে শব্দ নিত্য-সত্ত্ব-রূপে চির-বর্ত্তমান। ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই। আমরা যখন কোনও শব্দ শুনি, তখন কারণ-সাহচর্য্যে ঐ নিত্য-শব্দের অভিব্যক্তি হয় এবং যখন আমরা ঐ শব্দ শুনিতে না পাই, তখন ইহার সত্তা নষ্ট হয় না, উহা অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে মাত্র। যেমন বস্তুমাত্রের রূপ আছে। এই রূপ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিলেও যখন আলোক-সম্পাত হয়, তখনই ঐ রূপ দর্শকের নিকট প্রকাশিত হয়। অন্ধকারাবৃত হইলে ঐ রূপ যে বিনষ্ট হয়, ইহা কেহই বলেন না ; তখন ঐ রূপ বর্ত্তমান থাকিয়াও অপ্রকাশিত হয় মাত্র। নিত্য শব্দের যে অনিত্য অভিব্যক্তি, তাহার নাম "ধ্বনি" ; এই ধ্বনি নিত্যশব্দকে অভিব্যক্ত করে বলিয়া ইহার অপর নাম "ব্যঞ্জক"। ধ্বনির উৎপত্তি হয়, বিলয় হয় ; ধ্বনি কখনও তীব্র, কখনও মন্দ, কখনও মধুর, কখনও কর্কশ হয়,—একটি ধ্বনির দ্বারা অপর একটী ধ্বনি "অভিভূত" হইতে পারে ; কিন্তু শব্দ

নিত্য ও অবিকারী। নিত্য ও অবিকারী শব্দ কোনও কারণের অপেক্ষা করে না; কিন্তু ধ্বনি বা ব্যঞ্জক কারণ হইতে সঞ্জাত, কারণের বিনাশে ইহারও বিনাশ হয়, কারণের সত্তাতে ইহারও স্থিতি এবং কারণের তারতম্যানুসারে ইহারও তারতম্য হইয়া থাকে।

শব্দ যে ধ্বনি-ব্যতিরিক্ত একটী নিত্য পদার্থ, তৎসম্বন্ধে মীমাংসকগণ বলেন,—এই ক্ষণে একটী "গ"-কার শুনিলাম; পরক্ষণে আবার "গ"-কার শুনিলাম; আমরা বলি—সেই "গ"-কার আবার শুনিলাম। যদি পূর্ব্বক্ষণ-শ্রুত "গ"-কার একটী অনিত্য অ-বস্তু হইত, তাহা হইলে পরক্ষণে তাহার বিদ্যমানতা সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণের "গ-"কার পূর্ব্বক্ষণের "গ"-কারের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্ব-শ্রুত "গ"-কার ও পরক্ষণ-শ্রুত "গ"-কার উভয়েরই মূলে একটী নিত্য, অবিকৃত শব্দ বিদ্যমান। মীমাংসকগণ আরও বলেন যে, শব্দ নিত্য না হইলে শিক্ষাদানাদি কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, গুরু যে সমস্ত শব্দরাশি তাঁহার উপদেশকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত শব্দরাশি শিষ্যকে যথাযথভাবে সম্প্রদান করার নামই অধ্যাপনা। যদি শব্দ অনিত্য ও অবস্তু হইত, তাহা হইলে কিরূপে গুরু, শিষ্যকে তাঁহার অধিগত বিদ্যা দান করিবেন? তাঁহার অধিগত শব্দরাশি অনিত্য হইলে সে সমস্ত আর শিষ্যকে প্রদান করিবার সম্ভাবনা থাকে না। শব্দ অনিত্য হইলে, কোনও গ্রন্থ তিনবার পাঠ করিয়াছি, ইহাও বলা সম্ভবপর হয় না।

মীমাংসকগণের মতে শব্দ নিত্য এবং অর্থের সহিত ইহার তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ। শব্দ ব্যতীত অর্থের পৃথক্ সত্তা নাই। শব্দ ও অর্থ একই পদার্থ বলিয়া শব্দ হইতে অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে।

উৎপত্তি-বিনাশ-তারতম্য-বিশিষ্ট ধ্বনিসমূহের অতীত যে নিত্য শব্দ, তাহাকে মীমাংসকগণ "শব্দ-ব্রহ্ম" বলেন। তাঁহাদের মতে শব্দ-ব্রহ্মই উপনিষদুক্ত "বাক্"। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের "ব্রহ্মে"র ন্যায় এই "শব্দব্রহ্ম" "অক্ষর" ও "অনাদি-নিধন", এই "বাক্" "শাশ্বতী"। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদিগণ যেমন জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলেন, সেইরূপ শব্দাদ্বৈতবাদিগণও বিভিন্ন বস্তুময় বিশ্ব-প্রপঞ্চকে শব্দের বিবর্ত্তমাত্র বলিয়া থাকেন।

> অনাদিনিধনং শব্দব্রহ্মতত্ত্বং যদক্ষরম্।
> বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

খ্রীষ্ট-ঋষি সেণ্ট জন্এর প্রহেলিকাময় উক্তির মধ্যে আমরা যেন এই সুপ্রাচীন ভারতীয় শব্দব্রহ্ম-বাদের একটা সুদূরাগত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।—

In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him and without Him was not anything made that hath been made.

তাঁহার মতে এই মূলতত্ত্বস্বরূপ Word হইতেই স্থূল জগতের উৎপত্তি।

শব্দাদ্বৈতবাদিগণের মতে শব্দ-ব্রহ্ম একদিকে জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু (—"বাচ্য"—)-রূপে, অপর দিকে ঐ সমস্ত বস্তুর নাম (—"বাচক"—)-রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। অর্থ ও শব্দ, বস্তু ও ধ্বনি, ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক, বাচ্য ও বাচক,—বিশ্ব জগতের সকলেরই মূলে সেই অনাদিনিধন, নিত্য, অবিকৃত শব্দ-ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে "জগৎ-যোনি" বলিয়াও ব্রহ্মাদ্বৈতবাদিগণ জগতের বস্তুমাত্রকে ব্রহ্ম বলেন নাই। আমাদের "জাগ্রৎ" অবস্থায় উপলব্ধ বস্তুসমূহ ব্রহ্ম নহে। 'স্বপ্ন' ও 'সুষুপ্তি'র অধিগম্য বিষয়ও ব্রহ্ম নহে। বেদান্তিগণ ব্রহ্মকে এ সকলের অতীত স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিঃ-স্বরূপ বলিয়াছেন। শব্দাদ্বৈতবাদিগণও শব্দমাত্রকেই শব্দ-ব্রহ্ম বলেন না। তাঁহারা শব্দকেও ত্রিধা বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতবাদেরই কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মতে শব্দ বা বাক্ "বৈখরী", "মধ্যমা" ও "সূক্ষ্মা" ভেদে তিন প্রকার। কণ্ঠাদিস্থানে প্রাণবায়ু যথাপ্রকারে প্রযুক্ত হইলে যে শব্দ হয়, তাহার নাম "বৈখরী"; ইহাতে স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণ থাকে এবং ইহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রুত হয়। 'মধ্যমা' বাকে প্রাণবায়ুর কোনও ক্রিয়া থাকে না এবং ইহাতে স্বর-ব্যঞ্জনাদি বিভিন্ন বর্ণের বা বাক্যের প্রয়োগ নাই; ইহা বাহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; ইহাকে "অন্তর্জল্পরূপা" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। "সূক্ষ্মা বাক্" বৈখরী ও মধ্যমার অতীত; ইহা জ্যোতিঃস্বরূপ, সূক্ষ্ম, নিত্য অর্থাৎ অনাদিনিধন। জগতের মূলে এই সনাতন, শাশ্বত, সত্যস্বরূপ সূক্ষ্ম বাক্ বা শব্দ-ব্রহ্ম; ইহা সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং এই জন্যই জগৎকে শব্দাত্মক বলা হয়।

স্থানেষু বিবৃতে বায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা।
বৈখরী-বাক্ প্রযোক্তৃণাং প্রাণবৃত্তিনিবন্ধনা॥
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যমা বাক্ প্রবর্ত্ততে।
অবিভাগাঽনুপশ্যন্তী সর্ব্বতঃ সংহৃতক্রমা॥
স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃসূক্ষ্মা বাগনপায়িনী।
তয়া ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং ততঃ শব্দাত্মকং জগৎ॥

প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সমাজ-সংস্থানের বস্তু-ভিত্তি হইতেছে ধন। এই ধন যে শুধু ব্যক্তির পক্ষে, তাহার জীবনধারণ, অশন বসন, শিক্ষা দীক্ষা, ধর্মকর্মের জন্য অপরিহার্য তাহা নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও তাহাই। সমাজ-নিরপেক্ষ পারত্রিক মঙ্গলের জন্য, অথবা তপশ্চর্যায় বিশুদ্ধ ধর্মজীবন যাপনের জন্য, অথবা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সমাজের বাহিরে একান্ত ভাবে একক জীবন যাহারা যাপন করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন মুক্ত পুরুষ হয়ত আছেন যাহারা কোন ভাবেই কোনও ধন কামনা করেন না, অশন বসনের ও কামনার উর্দ্ধে যাঁহাদের স্থান। তাঁহারা সমাজ-ইতিহাসের আলোচনার বিষয় নহেন। আমরা তাহাদের কথাই বলিতেছি যাহারা জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখে, জীবনের বিচিত্র টানা পোড়েনে নিত্য আন্দোলিত, ঐহিক জীবনের ক্ষুৎপিপাসায়, শীতাতপে পীড়িত এবং সামাজিক নানা বিধি বিধান প্রয়োজন আয়োজন দ্বারা শাসিত। সমাজ-ধর্মী এই যে ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন জীবনে ধন অপরিহার্য বস্তু; এই ধন বলিতে শুধু মুদ্রাকে বুঝায় না, টাকা আনা পয়সা বুঝায় না, একথা আজকাল আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তির যেমন, সমাজেরও তেমনই; ধন ছাড়া কোনও দেশের কোনও বিশেষ কালের সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য কল্পনাই করিতে পারা যায় না; ধন ছাড়া সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে না; কারণ যাহারা এই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করিবেন তাহাদিগকে তাহাদের কায়িক অথবা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের ভরণপোষণের, শিক্ষাদীক্ষার ধর্মকর্মের, বিলাস আরামের জন্য বেতন দিতে হইবে, তাহা শস্য দিয়া হউক, মুদ্রা দিয়া হউক, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া হউক, ভূমি দিয়া হউক, অথবা অন্য যে কোনও উপায়েই হোক্। শুধু রাষ্ট্রের কথাই বা বলি কেন, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা সংস্কৃতি, কিছুই এই ধন ছাড়া চলিতে পারে না, এবং সমাজ-সংস্থানের যে-কোনও ব্যাপারেই এ কথা সত্য।

নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা শ্রেণীর অগণিত ও অলিখিত জনসমষ্টি লইয়া প্রাচীন বাঙলার যে-সমাজ, তাহার সংস্থানে এবং পরিকল্পনায় যে ধন প্রয়োজন হইত, তাহা আসিত কোথা হইতে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যাহারা রাজসরকারে চাকরী করিতেন, লেখমালায় যাহাদের বলা হইয়াছে রাজপাদপোজীবী, তাহারা ধন উৎপাদন করিতেন না, উৎপাদিত ধনের অংশ মাত্র ভোগ করিতেন শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে। শিক্ষা-বৃত্তি ছিল যাহাদের, ধর্মানুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন যাহারা, সমাজের তথাকথিত হেয় কর্ম ইত্যাদি যাহারা করিতেন, তাহারাও যতটুকু পরিমাণে নিজ নিজ বিশেষ বৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন ততটুকু পরিমাণে ধনোৎপাদনের দায় ও কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু

উৎপাদিত ধনের অংশ তাহারা ভোগ করিতেন শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে নিজ নিজ সুযোগ ও অধিকার অনুযায়ী। সোজাসুজি প্রত্যক্ষ ভাবে ধনোৎপাদন ইহারা কেহই করেন না বটে, তবে পরোক্ষ ভাবে ধনোৎপাদনে সাহায্য সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হয়, কোনও না কোনও উপায়ে। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাহারাই একথা জানেন।

তাহা হইলেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, ধনোৎপাদনের উপায় কি কি? প্রাচীন বাঙ্‌লায় দেখিতেছি, ধনোৎপাদনের তিন উপায়: কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। ইহাদের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান; আজ পর্যন্তও বাঙ্‌লা দেশে কৃষিই প্রধান ধন-সম্বল; তারপরেই শিল্প। এই কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসপত্র লইয়া দেশে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে উৎপাদিত ধনের বৃদ্ধি এবং দেশের বাহির হইতে নূতন ধনের আগমন হইত। এই তিন উপায়ে আহরিত যে ধন তাহাই প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বল। এবং এই ধন-সম্বলের উপরই সমাজ, রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

কিন্তু এই ধন-সম্বলের কথা বলিবার আগে আমাদের ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। আমাদের প্রধান উপাদান লেখমালা, এবং প্রাচীন বাঙ্‌লার সর্বপ্রাচীন লেখমালার তারিখ আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত এই সুপ্রাচীন প্রস্তর-লেখখণ্ডটিতে প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বলের একটি প্রধান উপকরণের সংবাদ পাওয়া যায়[১]। এই উপকরণটি ধান, কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। এই লেখখণ্ডটি ছাড়া, পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশ-সম্পর্কিত প্রচুর লিপির সংবাদ আমরা জানি, কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উপাদানও আমাদের অজ্ঞাত নয়, অথচ এই সর্বপ্রাচীন মহাস্থান-লেখ খণ্ডটি ছাড়া বাঙ্‌লা দেশের প্রধান উৎপন্ন ধন যে ধান সে-উল্লেখ কোথাও নাই বলিলেই চলে। অথচ ইহা ত সহজেই অনুমেয় যে আজও যেমন অতীতেও তেমনি, ধান্যই ছিল বাঙ্‌লা দেশের প্রধান ধন-সম্বল[২]। শুধু ধান সম্বন্ধেই নয়, অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উল্লেখই আমাদের ঐতিহাসিক উপাদানে পাওয়া যায় না। কাজেই আমাদের এই বিবরণীতে যে-সব উপকরণের উল্লেখ নাই, অথচ যাহা উৎপাদিত ধন হিসাবে বর্তমান ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, তাহা প্রাচীন বাঙ্‌লায় ছিল না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্র যে বাঙ্‌লার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ছিল, এবং সুদূর ইজিপ্ট ও রোমদেশ পর্যন্ত তাহা রপ্তানী হইত, সর্বত্র তাহার আদরও ছিল, একথা আমরা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বর্ণিত "Periplus of the Erythrean Sea"[৩] অথবা কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"[৪] কিংবা "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়"[৫] গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি; অথচ এযাবৎ বাঙলাদেশ-সম্পর্কিত যত লেখাবলীর খবর আমরা জানি কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। উদাহরণ দিবার জন্য ধান ও বস্ত্রশিল্পের

উল্লেখ করিলাম মাত্র, তবে অনেক কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে। কাজেই অনুল্লেখের যুক্তি অন্ততঃ এক্ষেত্রে অনস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে না। কৃষি ও শিল্পের তদানীন্তন অবস্থায়, প্রাচীন বাঙ্‌লার তদানীন্তন ভূমি-ব্যবস্থায়, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নদনদীর সংস্থানে যে-সব দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক তাহা সমস্তই উৎপাদিত হইত, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত, তবু ঐতিহাসিক বিবরণ যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন আমি কেবলমাত্র সেই সব উপকরণই বিবৃত করিব যাহার উল্লেখ অবিসংবাদিত উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং যাহার উল্লেখ না থাকিলেও অস্তিত্বের অনুমান প্রমাণের অনুরূপ মূল্য বহন করে। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। তক্ষণ অথবা স্থাপত্য শিল্পের কোন উল্লেখ আমরা আমাদের জ্ঞাত উপাদানের মধ্যে পাই না, যদিও তিব্বতী লামা তারানাথ তাঁহার "ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে" ধীমান্ ও বীটপাল নামে বরেন্দ্রভূমির দুই খ্যাতনামা শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণি"র উল্লেখ আছে। ঠিক তেমনি স্বর্ণকার অথবা রৌপ্যকারের উল্লেখও নাই। অথচ বাঙ্‌লাদেশে প্রাপ্ত অগণিত দেবদেবীর পোড়ামাটি ও পাথরের মূর্তিগুলি দেখিলে, পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মন্দির, স্তূপ এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ অথবা সমসাময়িক চিত্রে ও ভাস্কর্যে সেই যুগের ঘর বাড়ী মন্দিরাদির পরিকল্পনা দেখিলে, দেবদেবীর মূর্তিগুলির চিরযৌবনসুলভ শ্রীঅঙ্গে বিচিত্র গহনার সূক্ষ্ম ও বিচিত্রতর কারুকার্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে একথা অনুমান করিতে কোনও আপত্তি করিবার কারণ নাই যে তদানীন্তন কালে তক্ষণ ও স্থাপত্য শিল্প অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পজাত দ্রব্যাদির কোনও প্রকার অপ্রতুলতা ছিল। অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও একই কথা। তাম্রলিপ্তি যে মস্ত বড় একটি বন্দর ছিল, এ খবর বিশেষভাবে জাতকগ্রন্থে ও ফাহিয়ান-য়ুয়ান্‌চোয়াঙের বিবরণীর ভিতর পাওয়া যায়, কিন্তু তা'ছাড়া অন্য কোথাও ইহার বিশদ উল্লেখ কিছু নাই বলিলেই চলে। এই বন্দর হইতে, এবং কিছু পরবর্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতেই সপ্তগ্রাম হইতে যে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপগুলিতে, দক্ষিণ-ভারতের উপকূল বাহিয়া সিংহলে, এবং পশ্চিম উপকূল বাহিয়া সুরাষ্ট্র ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত তাহার কিছু কিছু আভাস হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু সমসাময়িক বিশদ প্রমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে। অন্তর্বাণিজ্যও নিশ্চয়ই ছিল, বাঙলাদেশের বিভিন্ন জনপদগুলির ভিতর এবং দেশের বাহিরে অন্যান্য রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলির সঙ্গে। এই অন্তর্বাণিজ্য চলিত হয়ত অধিকাংশই নদীপথে, কিন্তু স্থলপথেও কিছু কিছু না চলিত এমন নয়, অথচ এই সব বাণিজ্য-সম্ভার, বাণিজ্যপথ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য খবরের আভাসও উপাদানগুলির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। হাট বাজার, আপণি, বিপণি, ব্যাপারী ইত্যাদির নির্বিশেষ

উল্লেখ লেখমালাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু তাহা উল্লেখ মাত্রই, বিশেষ আর কিছু খবর পাওয়া যায় না।

পাওয়া যে যায় না, উল্লেখ যে নাই তাহার কারণ ত খুবই পরিষ্কার। লেখমালাই হউক্, অথবা অন্য যে কোনও প্রকার লিখিত বিবরণই হউক্ ইহাদের কোনটিই দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের, কিংবা দেশের সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিবার জন্য রচিত হয় নাই। দু'একটি ছাড়া সব লেখমালাই প্রায় ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলি, আধুনিক ভাষায় পাট্টা বা দলিল। প্রস্তাবিত দান-বিক্রয়ের ভূমির পরিচয় দিতে গিয়া, কিংবা দান-বিক্রয়ের সর্ত ও স্বত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যাদির নাম বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছে, কারণ সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই ভূমিখণ্ডের ধন-সম্পদ, এবং তাহার অবলম্বনেই ক্রেতা অথবা দানগ্রহীতার ক্রয় অথবা দানগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সব লেখমালায় আবার সে উল্লেখও নাই। পূর্বোক্ত মহাস্থান শিলালিপিখণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম শতক পর্যন্ত বহু তাম্রপট্টোলির খবর আমরা জানি, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোথাও দত্ত বা ক্রীত ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির বা কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে; একমাত্র সপ্তম শতকে রচিত কর্ণসুবর্ণ (কর্ণস্বর্ণ—কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলা) রাষ্ট্রের ঔদুম্বরিক বিষয়ের বপ্যঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলিতে[৬] "সর্ষপ-যাণক" বলিয়া সর্ষপক্ষেত্র-পার্শ্ববিলম্বিত যে-পথের (?) উল্লেখ আছে তাহা হইতে হয়ত অনুমান করা যায় উক্ত গ্রামের অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্য ছিল সর্ষপ বা সরিষা। অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পাল, সেন ও অন্যান্য রাজবংশের যে-সমস্ত পট্টোলির খবর আমরা জানি তাহার প্রায় সব ক'টিতেই দত্ত অথবা ক্রীত ভূমির প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের পট্টোলিগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির আয়ের পরিমাণও উল্লেখ করা আছে। ভূমি সম্পর্কিত দলিল বলিয়াই ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের লেখমালায় ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই কেন, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লেখমালায় আছে কেন? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন, কিন্তু একটা অনুমান করা চলে। বৈন্য গুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলিতে (১৮৮ গুপ্ত সং=৫০৭-৮ খৃ) দেখিতেছি মহাযানিক বৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে যে গ্রাম বা অগ্রহার দান করা হইতেছে তাহার সর্ত হইতেছে "সর্বতোভোগেন", অর্থাৎ দানগ্রহয়িতা সকল প্রকারে এই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার আয় ভোগ করিতে পারিবেন, এই অধিকার তাহাকে দেওয়া হইতেছে। এই যুগের অন্যান্য লেখমালায় এই ধরণের "সর্বতোভোগেন" অধিকারের উল্লেখ বিশেষ ভাবে নাই, কিন্তু অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী যে দান তাহা যে "সর্বতোভোগেন"ই দেওয়া হইত, এবং ক্রেতা ও দানগ্রহয়িতারা যে

সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেন, এ অনুমান হয়ত করা যায়। পরবর্তী কালে এই "সর্বতোভোগে"র স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন হয়ত হইয়াছিল নানা বিশেষ ও অবিশেষ কারণে; ভোক্তার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়ত উঠিয়াছিল, এবং হয়ত এই কারণেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে কতকটা বিশদভাবে এই অধিকারের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছিল, এবং তাহার ফলেই ভূমিজাত দ্রব্যাদির খবর আমরা কিছু কিছু পাই।

এ ত গেল লেখমালাগুলির কথা। অন্যান্য উপাদানগুলি সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলা দরকার। পূর্বে বলিয়াছি, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত "Periplus of the Erythrean Sea" নামক গ্রন্থে ও কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" প্রাচীন বাঙ্‌লার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের খবর পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বিদেশীয় বণিক যাহারা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন, তাহাদের সুবিধার জন্য, কতকটা 'গাইড্ বই'র মতন। বাঙ্‌লা দেশ হইতে যে-সব জিনিষ বিদেশে পশ্চিম এসিয়ায়, ইজিপ্টে, রোমে, গ্রীসে যাইত তাহার মধ্যে অজ্ঞাত-নামা লেখক রেশম বস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সব দেশে এই জিনিসের চাহিদা ছিল, তাই ইহার উল্লেখ হইয়াছে; অন্য শিল্পজাত দ্রব্যও নিশ্চয়ই ছিল, সেগুলির চাহিদা হয়ত তেমন ছিল না, রপ্তানীও হইত না, সেই জন্য তাহাদের উল্লেখ নাই। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" এই বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অপরোক্ষভাবে। কারণ এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থোক্ত বিশেষ অধ্যায়টি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সংবাদ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে রচিত নয়। রাজশেখরের "কাব্য-মীমাংসায়" পূর্বদেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটা ক্ষুদ্র তালিকা আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই তালিকা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; মনে হয় কোনও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে যে সব গন্ধ ও আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইত, এ তালিকায় শুধু সেই সব কয়েকটি দ্রব্যেরই নাম আছে। সেই জন্য আমাদের নানা উপাদানের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বলের যে-সংবাদ তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ। এই সব বিচ্ছিন্ন, টুক্‌রা টুক্‌রা তথ্য আহরণ করিয়া এই ধনসম্বলের একটি সম্পূর্ণ স্বরূপ গড়িয়া তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথম কৃষি ও ভূমিজাত দ্রব্যাদির কথাই বলি। প্রাচীন বাঙ্‌লায় কৃষি যে ধনোৎপাদনের এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে 'ক্ষেত্রকরান্', 'কর্ষকান্' 'কৃষকান' ইত্যাদি কথার ত উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে-কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী, এবং কোনও স্থানে ভূমি দান-বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদপোজীবিদের, ব্রাহ্মণদের, এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অন্যান্য মহত্তর ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান-বিক্রয়ের ব্যাপার বিজ্ঞাপিত

করিতে হইত। উদাহরণ স্বরূপ খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের লিপি[৭] (অষ্টম শতকের চতুর্থ পাদ, আনুমানিক) হইতে এই বিজ্ঞাপন-সূত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক—চৌরোদ্ধরণিক-দৌসসাধসাধনিক-দূত-খোল সমাগমিকা-ভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদায়ুক্তক-বিনিযুক্তকাদি-রাজপাদপোজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীর্তিতান্ চাটভট জাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-মহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।"

এই ধরণের উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক তাম্র-পট্টোলিতেই আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাল প্রমাণ লোকের ভূমির চাহিদা। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত যত ভূমি দান-বিক্রয়ের তাম্রপট্টোলি দেখিতেছি, সর্বত্রই দেখি ভূমি-যাচক বাস্তুক্ষেত্রাপেক্ষা খিলক্ষেত্রই চাহিতেছেন বেশী পরিমাণে ; তাহার উদ্দেশ্য যে কৃষিকর্ম তাহা সহজেই অনুমেয়। যে-জমি কর্ষিত হয় নাই, সেই জমির চাহিদাই বেশী, উদ্দেশ্য কর্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ধনাইদহ পট্টোলি (১১৩ গুপ্ত সং=৪৩২-৩৩ খৃ)[৮], দামোদরপুরে প্রাপ্ত প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পট্টোলি[৯] (৪৪৩-৪৪ খৃ ; ৪৮২-৮৩খৃ ; ৫৪৩-৪৪ খৃ), ধর্মাদিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় পট্টোলি[১০] (সপ্তম শতক), গোপচন্দ্রের পট্টোলি[১১] (সপ্তম শতক), সমাচার দেবের ঘুগ্রাহাটি পট্টোলি[১২] (সপ্তম শতক) প্রভৃতিতে শুধু খিলক্ষেত্র প্রার্থনারই উল্লেখ আছে। অন্যত্র, যেখানে খিল ও বাস্তুক্ষেত্র উভয়ই প্রার্থনা করা হইতেছে, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলিতে[১৩] (১২৮ গুপ্ত সং=৪৪৭-৪৮ খৃ), সেখানেও খিলক্ষেত্রের পরিমাণ বাস্তুক্ষেত্রের প্রায় বারগুণ। পরবর্তী কালের পট্টোলিগুলিতে ভূমির পরিমাণ সমগ্রভাবে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু সে-ভূমির কতটুকু খিল কতটুকু বাস্তু তাহা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা নাই। তবু দত্ত ও ক্রীত ভূমির যে-বিবরণ আমরা এই লিপিগুলিতে দেখি, তাহাতে মনে হয় খিলভূমির কথাই বলা হইতেছে অধিকাংশক্ষেত্রে। তাহা ছাড়া কৃষির প্রাধান্য সম্বন্ধে অন্য একটি অনুমান ও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমির পরিমাণ সর্বত্রই ইঙ্গিত করা হইতেছে এমন মানদণ্ডে যাহা কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ, বা আঢকবাপ, উন্মান (উয়ান) এই সমস্ত মানই শস্য-সম্পর্কিত। এক কুল্য বীজ বপনের জন্য, এক দ্রোণ বা এক আঢক (বাঙ্‌লা, আঢ়া ; পূর্ববাঙলার অনেক স্থানে এখনও প্রচলিত) বীজ বপনের জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন তাহার পরিমাণই এক কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ অথবা আঢ়বাপ ভূমি এবং এই মানানুযায়ীই পঞ্চম হইতে মোটামুটি অষ্টম শতক পর্যন্ত সমস্ত ভূমির পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের তাম্রপট্টোলি[১৪] (একাদশ শতক) কিংবা শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্র পট্টোলিতে[১৫] ভূমির পরিমাণের মান হইতেছে হল, এবং হলই হইতেছে প্রধান কৃষিযন্ত্র। অবশ্য একথা সত্য যে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমি ঠিক এই কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, উন্মান, হল ইত্যাদি মানদণ্ডে মাপা হইত

৭

না ; তাহার জন্য অন্য মানদণ্ডের নির্দেশ, অর্থাৎ নল মানদণ্ডের নির্দেশ (অষ্টক নবকনলাভ্যাম, ৮×৯ নল) দামোদরপুরের তৃতীয় পট্টোলিতে (৪৮২-৮৩ খৃ) দেখিতেছি ; তথাপি এই যে শস্যমান অথবা কৃষিযন্ত্র মানের সাহায্যে ভূমির পরিমাণের উল্লেখ ইহার মধ্যে কৃষিপ্রধান সমাজের স্মৃতি যে আছে তাহা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয়।

ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাঙ্‌লার কৃষি-প্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে-ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই, তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। এগুলি প্রচলিত ছিল জনসাধারণের মুখে মুখে বংশপরম্পরায়। ভাষার অদল বদল হইয়া বর্ত্তমানে তাহা যে রূপ লইয়াছে, তাহা মধ্যযুগীয়। তবু এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কি শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ শস্যের জন্য কি প্রকার ভূমি, কি পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন ; বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ, আবহাওয়া-তত্ত্ব, ভূতত্ব, কৃষি-প্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি, ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক, ইহার ভূমি নিম্ন এবং বারিপাত কৃষির পক্ষে অনুকূল; এ-দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে ; ইহার ভূমির উর্বরতা সম্বন্ধে চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙের সাক্ষ্যও সেই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে এ দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধেও এই চীন পরিব্রাজকের দু'চার কথা বলিবার আছে। পূর্বভারতের যে কয়টি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্ততঃ চারিটি বর্তমান বাঙ্‌লা ভাষাভাষী জনপদের সীমার ভিতর অবস্থিত— পুন্-ন-ফ-টন্-ন (পুণ্ড্রবর্দ্ধন), সন্-মো-ত-ট' (সমতট), তন্-মো-লিহ্-তি (তাম্রলিপ্তি) এবং ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন (কর্ণ সুবর্ণ)। তাহা ছাড়া আর একটি দেশেও তিনি গিয়াছিলেন, তাহার নাম ক-চু-ওয়েন্-কি'-লো (Watters) অথবা ক-ষেঙ্-কিয়ে-লো (Julien); ইহার ভারতীয় রূপ হইতেছে কজঙ্গল অথবা কজাঙ্গল। কানিংহাম সাহেব এই কজঙ্গলকে কাঁকজোল বা রাজমহলের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে" এক কযঙ্গল রাজার উল্লেখ আছে ; কোন কোন বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থেও কজঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড পুঁথিতে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে। এই দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমে, কীকট অর্থাৎ মগধ দেশের নিকটে ; এই দেশের ভিতরেই বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও বীরভূমি (বীরভূম), অজয় ও অন্যান্য নদী এবং ইহার তিন ভাগ জঙ্গল, এক ভাগ গ্রাম ও জনপদ, ইহার অধিকাংশ ভূমি উষর, স্বল্পভূমি উর্বর[১৬]। এই যে জঙ্গল প্রদেশ ইহাই ত য়ুয়ান্ চোয়াঙের কজঙ্গল বা কজাঙ্গল বলিয়া মনে হয়, রাঢ় দেশের উত্তর খণ্ডের জঙ্গলময় উষর ভূভাগ যাহা হয়ত রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং এই হিসাবে এই কযঙ্গল—কজঙ্গল—জাঙ্গল বর্তমান বাঙ্‌লা দেশেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমার এই মন্তব্যের সমর্থন পাইতেছি ভট্টভবদেবের (ভুবনেশ্বর) লিপিতে[১৭] (একাদশ শতক)। ভবদেব উষর (অজল) ও জঙ্গলময় রাঢ় দেশের

কোনও গ্রামোপকণ্ঠে একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন (রাঢ়ায়ামজলাসুজাঙ্গল পথগ্রামোপকণ্ঠস্থলীসীমাসু···)। এখানেও রাঢ় দেশের যে অংশের বিবরণ পাইতেছি তাহা অজল, অনুর্বর এবং জঙ্গলময়। এখন দেখা যাক্ য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ এই পাঁচটি দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কি বলিতেছেন[১৮]।

কজঙ্গল সম্বন্ধে তিনি বলেন, এদেশের শস্যসম্ভার ভাল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বর্দ্ধিষ্ণু জনসমষ্টি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এ দেশের শস্যসম্ভার ফুল ফল যে সুপ্রচুর তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সমতট ছিল সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ ; এ দেশের উৎপাদিত শস্য সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রের এক খাড়ির উপরেই ; এখানকার কৃষিকর্ম ভাল ছিল, ফলফুল ছিল প্রচুর। স্থলপথ ও জলপথ এখানে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল বলিয়া নানা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি এখানে মজুত্ হইত এবং এখানকার অধিবাসীরা সেই হেতু প্রায় সকলেই বেশ সম্পন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও ছিল খুবই ধনী, এবং জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর ; কৃষিকর্ম ছিল নিয়মিত ঋতু অনুযায়ী, ফলফুল-সম্ভার ছিল সুপ্রচুর। দেখা যাইতেছে, য়ুয়ান্ চোয়াঙের দৃষ্টিও দেশের কৃষিপ্রাধান্যের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সর্বত্রই তিনি উৎপন্ন শস্য-সম্ভারের উল্লেখই করিয়াছেন, এক সমতট ছাড়া। সমুদ্রতীরবর্তী এই দেশে স্বভাবতঃই কৃষিকর্মের অবস্থা হয়ত ভাল ছিল না। তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির হেতু যে শুধু কৃষিকর্মই নয়, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই এই দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

এইবার কৃষিজাত কি কি শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর আমরা জানি একে একে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমেই প্রধান শস্য ধান্যের সহিত আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়, আগেই বলিয়াছি, আমরা পাই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রচিত প্রাচীন করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থানের শিলালিপিখণ্ডটি হইতে। ইহা একটি রাজকীয় আদেশ ; রাজা অজ্ঞাত, এবং যে-স্থান হইতে এই আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার নামও অজ্ঞাত। তবে অক্ষর দেখিয়া শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করেন, এবং তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয় যে, আদেশটি দিয়াছিলেন কোনও মৌর্য সম্রাট্। আদেশটি দেওয়া হইতেছে পুন্দনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্রকে, এবং তাহাকে শাসনোল্লিখিত আদেশটি পালন করিতে বলা হইয়াছে। পুণ্ড্রনগরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে সংবঙ্গীয়দের (বাঙ্‌লার বিভিন্ন জনপদমণ্ডলের) মধ্যে কোনও দৈবদুর্বিপাকবশতঃ নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছিল। এই দৈবদুর্বিপাক যে কি তাহা উল্লেখ করা নাই। এই দুর্গতি হইতে ত্রাণের উদ্দেশ্যে দুইটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। প্রথমটি কি, তাহা হয়ত শিলাখণ্ডটির প্রথম লাইনে লেখা ছিল, কিন্তু ভাঙিয়া যাওয়াতে তাহা আর জানিবার উপায় নাই। তবে অনুমান করা হইয়াছে যে গণ্ডক মুদ্রায় কিছু অর্থ সংবঙ্গীয়দের নেতা (?) গলদনের হাতে দেওয়া হইয়াছিল

ঋণ হিসাবে। দ্বিতীয় উপায়ে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার হইতে দুঃস্থ জনসাধারণকে ধান্য দেওয়া হইয়াছিল—খাইয়া বাঁচিবার জন্য, না বীজ হিসাবে, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু এই ধান্য বিতরণও ঋণ হিসাবে। কারণ, এই আশার উল্লেখ লিপিখণ্ডটিতে আছে যে, রাজকীয় এই আদেশের ফলে সংবঙ্গীয়েরা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, এবং জনসাধারণের মধ্যে আবার শস্য-সমৃদ্ধির প্রাচুর্য ফিরিয়া আসিলে (সু-অতিয়ায়িক [সি]) তখন গণ্ডক মুদ্রদ্বারা রাজকোষ (গণ্ড [কেহি] [ধানি] [য়ি] কেহি এস কোথা গালে কোসম [ভর]-[নীয়ে]) এবং ধান্যদ্বারা রাজকোঠাগার ভরিয়া দিতে হইবে। এই শিলাখণ্ড হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণের প্রধান উপজীব্যই ছিল ধান্য, দুর্গতি দুর্ভিক্ষের সময়ও এই ধান্য ঋণ গ্রহণই ছিল জীবনধারণের উপায়, এবং রাজাও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং রাজ-কোঠাগারে দৈবদুর্বিপাক কাটাইবার জন্য ধান্যই সংগৃহীত হইত। এই বিপদে রাজা যে ধান বিনামূল্যে বিতরণ করেন নাই, ঋণ স্বরূপই দিয়াছিলেন, অর্থও যে ঋণ স্বরূপই দিয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্যণীয়।

সর্ষপ যে অন্যতম উৎপন্ন শস্য ছিল তাহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি; বপ্যঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলিতে উল্লিখিত 'সর্ষপ-যানক' কথাটিতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ যে বাঙ্লার সর্বত্রই প্রচুর ফল-সম্ভারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উক্তি মাত্রই নয়; ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রচিত তাম্র-পট্টোলিগুলিতে। আমি আগেই বলিয়াছি, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত রচিত লিপিগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অষ্টম শতকে পাল-রাজত্বের আরম্ভের সূত্রপাত হইতেই এই উল্লেখ পাওয়া যায়। কি ভাবে তাহা পাওয়া যায় তাহা দেখা যাইতে পারে।

খালিমপুর তাম্রশাসনে দেখিতেছি, ধর্মপাল চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন হট্টিকা তলপাটক (বাটক ?) সমেত, উৎপাদিত শস্যাদির কোন উল্লেখ নাই। দেবপালের মুঙ্গের শাসনে[১৯] দেখিতেছি, মোষিকা নামক একটি গ্রাম দান করা হইতেছে "স্বসীমা-তৃণযূতি-গোচর পর্যন্তঃ সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্র মধুকরঃ সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ সতৃণঃ..."। যে-জমি দান করা হইতেছে তাহার উপর রাজা কোনও অধিকারই রাখিতেছেন না, শুধু ভূমির উপরকার স্বত্ব নয়, ভূমির নিম্নের স্বত্ব (সতলঃ), জলস্থলের স্বত্ব (সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ), গাছগাছড়ার স্বত্ব সবই দান করিয়া দিতেছেন। তিনটি উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ এখানে আছে, আম্র, মহুয়া (মধুকঃ) ও মৎস্য। নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতেও[২০] অনুরূপ সংবাদই পাওয়া যায়, শুধু মৎস্যের উল্লেখ নাই। যাহাই হউক, মুঙ্গের ও ভাগলপুর লিপির দু'টি গ্রামই হয়ত বর্তমান বিহার প্রদেশে, কাজেই এই সাক্ষ্য হয়ত বাঙ্লা দেশের প্রতি প্রযোজ্য অনেকে নাও মনে করিতে পারেন। কিন্তু, দেখিতেছি, দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে[২১] যে কুরটপল্লিকা গ্রাম দান করা হইতেছে,

তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির উল্লেখ ঠিক পূর্বোক্ত ভাগলপুর লিপিরই অনুরূপ, এখানেও মৎস্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু আম ও মহুয়ার উল্লেখ আছে। প্রথম মহীপাল দেবের রাজত্বকাল মোটামুটি একাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অথচ ইহার কিছু পূর্ববর্তী, অর্থাৎ দশম শতকের একটি শাসনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির তালিকা অনুরূপ। কম্বোজরাজ নরপালদেবের ইর্‌দা তাম্রপট্টে[২২] বৃহৎ ছত্তিবন্না (যে গ্রামে খুব বড় একটি ছাতিম গাছ ছিল ?) নামে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। এই গ্রামটি বর্দ্ধমানভুক্তির দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অথবা দান্তন। এই গ্রামটি দান করা হইতেছে সমস্ত অধিকার সমেত, যাহাকে দান করা হইতেছে তিনিই ইহার সবকিছু ভোগ করিবেন; বাস্তুক্ষেত্র, জলাধার, গর্ত্ত, মার্গ (পথ), পতিত বা অনুর্বর জমি, জঞ্জাল ফেলিবার জায়গা বা আস্তাকুঁড় (আবস্কর স্থান), লবণাকর, সহকার (আম) মধুক বৃক্ষের ফল ফুল, অন্যান্য গাছ গাছড়া, (বাস্তুক্ষেত্র-জলাধার-গর্ত্ত-মার্গ-সমন্বিতঃ-সোষরাবস্কর-স্থান-নিবীত-লবণাকরঃ-সহকার-মধুকাদি-তরুষণ্ডাদি-মণ্ডিতঃ), হাট, ঘাট, পার বা খেয়া ঘাট, (সহট্ট-ঘট্ট-সতর) ইত্যাদি সমস্তই তাহার ভোগ্য। ধান্য, ও অন্যান্য শস্য ছাড়া, আম্র-মধুক ছাড়া, এখানে আর একটি উৎপন্ন দ্রব্যের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহা লবণ। মেদিনীপুর জেলার দান্তন সমুদ্রতীরবর্তী। জোয়ার যখন আসে, তখন সমুদ্র-তীরবর্তী অনেকস্থানেই নোনাজলে ভাসিয়া ডুবিয়া যায়; বড় বড় গর্ত করিয়া লোকে এখনও সেই জল ধরিয়া রাখে, পরে রৌদ্রে অথবা জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লবণ তৈরী করে। এই প্রথা প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় ইর্‌দা লিপিটিতে। এই বড় বড় গর্তগুলিই শাসনোল্লিখিত লবণাকর। জল কিংবা তলের কিংবা পারঘাটের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া রাজা যে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী বা অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী ভূমি দান করিতেছেন বলিয়া দেখিতেছি তাহার অর্থ পরিষ্কার। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" দেখি, জল, স্থল, পারঘাট ইত্যাদির অধিকার রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত; পারঘাটের আয় রাজার, ভূমির উপরকার অধিকার প্রজার হইলেও নীচেকার অধিকার রাষ্ট্র কখনও ছাড়িয়া দেয় না। সেইজন্যই যেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই "অর্থশাস্ত্রে"ই দেখি লবণে রাষ্ট্রের অথবা রাজার একচেটিয়া অধিকার)। সেই একচেটিয়া অধিকারও ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, যেখানে রাজা ভূমিদান করিতেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে[২৩] প্রাগ্‌-জ্যোতিষভুক্তির কামরূপ মণ্ডলের বাড়া বিষয়ে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে; এই গ্রামটি দানের সর্ত্ত 'জল-স্থল-খিলারণ্য-বাট-গোবাট-সংযুক্তং'। পথ-গোপথের অধিকারও ছাড়া হইতেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অরণ্যের উপর অধিকার ত্যাগ। অথচ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" অরণ্য রাষ্ট্র-সম্পদ ও সম্পত্তি। এই অরণ্য-দানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কাঠ অর্থোৎপাদনের একটি প্রধান উপায়। মদন পাল দেবের মনহলি তাম্র-

পট্টে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষবিষয়ের হলাবর্তমণ্ডলে যে গ্রাম দানের উল্লেখ আছে তাহাও দেখিতেছি সতলঃ…সাম্রমধুকঃ সজলস্থলঃ-সগর্তোষর সঝাট-বিটপঃ…। পুণ্ড্র-বর্দ্ধনেও তাহা হইলে বিস্তৃত মহুয়ার চাষ ছিল! এই মহুয়া গাছের আয় দুই প্রকার —খাদ্য হিসাবে এবং মহুয়া-জাত আসব হইতে। মহুয়া-আসবের উল্লেখ কৌটিল্য ত বিশদভাবেই করিয়াছেন। স-ঝাট-বিটপও উল্লেখযোগ্য; বাঁশ অথবা অন্য গাছের ঝাড় ও অন্যান্য বড় গাছও একরকমের অর্থাগমের উপায়। সাধারণ-লোকে যে বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়াই ঘর-বাড়ী বাঁধিত, (খুঁটিও ব্যবহার করিত নিশ্চয়ই), তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে", শবরীপাদের একটি চর্যাপদে—"চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।" সংস্কৃত অনুবাদ, চতুর্দিক্ষু বংশ চঞ্চারিকয়া প্রকৃষ্টরূপেন বেষ্টিতম্। চঞ্চালী=চঞ্চারিকা যে আমাদের বাঁশের চাঁচারি এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি? আর বাঁশের ব্যবসায় ত এখনও বাংলা দেশে সর্বত্র সুপরিচিত।

উৎপন্ন দ্রব্যাদির, অবশ্যই ধান্য ও অন্য শস্য ছাড়া,[২৪] বিস্তৃততর উল্লেখ আমরা পাই পরবর্তী লিপিগুলিতে। একাদশ শতকের শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে[২৫] পাই "সতলা।…সাম্রপনসা। সগুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা…। দ্বাদশ শতকের ভোজ-বর্মণের বেলব লিপিতে[২৬] পাই "সাম্রপনসা সগুবাকনাবিকেরা সলবণা সজলস্থলা সগর্ত্তোষরা।" বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে[২৭] উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায় না; এই রাজারই বারাকপুর শাসনেও[২৮] তাহাই, কিন্তু শেষোক্তটিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির খাড়িমণ্ডলের (সমুদ্র নিকটবর্তী ২৪ পরগণায়) যে গ্রামে চারপাটক ভূমিদানের উল্লেখ আছে তাহার বার্ষিক আয় ছিল দুই শত কপর্দক পুরাণ। চার কড়িতে এক গণ্ডা, ষোল গণ্ডায় এক কপর্দক পুরাণ। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রপট্টে[২৯] বর্দ্ধমানভুক্তির উত্তর-রাঢ়মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথির অন্তর্গত বাল্লহিঠ্ঠা গ্রামে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ আছে, এই ভূমির পরিমাণ বৃষভশঙ্কর অর্থাৎ বিজয়সেনীয় নলের মাপে ৪০ উন্মান ৩ কাক। ইহার বার্ষিক আয় ৫০০ কপর্দকপুরাণ এবং এই আয়ের অন্ততঃ কিয়দংশ পাওয়া যাইতেছে ভূমি-সম্বদ্ধ 'ঝাটবিটপ গর্তোষর জলস্থল গুবাক নারিকেল' হইতে। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি শাসনেও[৩০] অন্যতম আয়ের পথ ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। দত্ত ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলাহিষ্ঠী গ্রামে; ভূমির পরিমাণ ১২০ আঢাবাপ, ৫ উন্মান; বার্ষিক আয় ১৫০ কপর্দকপুরাণ। এই নৃপতিরই মাধাইনগর লিপিতে[৩১] দত্ত ভূমি বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুরের নিকট দাপনিয়াপাটক গ্রাম, গ্রামটির পরিমাণ ১০০ ভূখাড়ি, ৯১ খাড়িকা, বার্ষিক আয় ১৬৮ (?) কপর্দকপুরাণ (কপর্দ্দকাষ্টষষ্টিপুরাণাধিকশত=কপর্দ্দকাষ্টষষ্ঠ্যাধিক-পুরাণশত)। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর শাসনেও[৩২] অন্যতম আয়ের পথ ঝাটবিটপ এবং গুবাক নারিকেল। দত্ত ভূমি বর্দ্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকার বেতড্ডচতুরক (বেতড়) অন্তর্গত বিড্ডারশাসন গ্রাম; পূর্বে গঙ্গা। ভূমির পরিমাণ ৬০ দ্রোণ, ১৭ উন্মান; বার্ষিক আয় ৯০০ পুরাণ, দ্রোণ প্রতি ১৫ পুরাণ। আমুলিয়া শাসনে[৩৩] দত্ত

ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির ব্যাঘ্রতটীর মাথরণ্ডিয়া-খণ্ডক্ষেত্র; ভূমির পরিমাণ ১ পাটক, ৯ দ্রোণ, এক আঢ়াবাপ, ৩৭ উন্মান, এবং ১ কাকিনিকা; বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ১০০ কপর্দক পুরাণ, এবং আয়ের অন্যতম উপকরণ ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। সুন্দরবন শাসনে[৩৪] দত্ত ভূমির পরিমাণ ৩ ভূদ্রোণ, ১ খাড়িকা (?), ২৩ উন্মান, এবং ২॥০ কাকিনি; বার্ষিক আয় ৫০ পুরাণ; ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের কান্তল্লপুরচতুরকের মণ্ডল গ্রামে। আয়ের অন্যতম উপকরণ এ ক্ষেত্রেও ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। ত্রয়োদশ শতকে বিশ্বরূপ সেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শাসনদ্বারা[৩৫] নানা তিথিপর্ব উপলক্ষে পুণ্ডবর্দ্ধনভুক্তির সমুদ্রতীরশায়ী নিম্ন প্রদেশে বিভিন্ন গ্রামে ১১টি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। দুইটি ভূখণ্ড দিয়াছিলেন বঙ্গের নাব্য (নৌকা চলাচল যোগ্য) খণ্ডে রামসিদ্ধি পাটকে; ভূমির পরিমাণ ৬৭$\frac{1}{8}$ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ, এই আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯$\frac{1}{2}\frac{1}{8}$) পানের বরজ হইতে। এই নাব্যখণ্ডেই বিনয়তিলক গ্রামে দত্ত ২৫ উদান (উন্মান) ভূমির আয় ছিল ৬০ পুরাণ; মধুক্ষীরকা আবৃত্তির নবসংগ্রহচতুরকে আজিকুল পাটকে দত্ত ভূমির পরিমাণ ১৬৫ উন্মান, আয় ১৪০ পুরাণ; বিক্রমপুরের লাউহণ্ডাচতুরকের দেউলহস্তী গ্রামে দত্ত পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাণ ৪২ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ; ?ন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি পাটক ও পাতিলাদিবীক গ্রামে দত্ত ভূমির পরিমাণ ৩৬$\frac{1}{8}$ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ। মোট দত্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৩৩৬$\frac{1}{2}$ উন্মান, আয় ছিল ৫০০ পুরাণ। এই ভূমি নালভূমি অর্থাৎ কৃষিভূমি ও বাস্তুভূমি দুইই ছিল। এবং আয়ের প্রধান উল্লিখিত উপকরণ ছিল পানের বরজ ও গুবাক নারিকেল। রামসিদ্ধি পাটকে যে ৬৭$\frac{1}{8}$ উন্মান ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল ১০০ পুরাণ, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯$\frac{1}{2}\frac{1}{8}$=১৯ পুরাণ ১১ গণ্ডা) আয় হইত শুধু পানের বরজ হইতে। বাকী চারি অংশ পরিমাণ আয় যে অন্যান্য উৎপন্ন শস্যাদি হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে হইত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে সবের উল্লেখ নাই। অন্যান্য লিপিতেও এইরূপই; ধান্য ও অন্যান্য শস্য, মৎস্য ইত্যাদি উপকরণ অনুল্লিখিতই থাকিত। বিশ্বরূপ তাঁহার মদনপাড়া তাম্রপট্টোলিদ্বারা[৩৬] পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে' পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামের আরও দুইটি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন; এই দুই খণ্ড ভূমির আয় ছিল ৬২৭ পুরাণ, এবং প্রধান উল্লিখিত উপকরণ এক্ষেত্রেও গুবাক নারিকেল। বিশ্বরূপের ভ্রাতা কেশব সেন এই 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে'ই তলপাড়াপাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; এই গ্রামটির মূল্য রাজসরকারে নির্দ্ধারিত ছিল ২০০ শত দ্রম্ম (?)। এখানেও গুবাক নারিকেল হইতেছে অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য; এই গুবাক নারিকেল গাছ ইত্যাদি সহই যে গ্রামটিকে দান করা হইতেছে তাহাই নয়, দান-গ্রহয়িতা নীতিপাঠক ঈশ্বর-দেবশর্ম্মণকে বলা হইতেছে তিনি যেন মন্দির ও পুষ্করিণী ইত্যাদি করাইয়া (দেবকুল পুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা) এবং গুবাক নারিকেল গাছ ইত্যাদি লাগাইয়া (গুবাক-নারিকেলাদিকং লগ গাবয়িত্বা) এই গ্রাম যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভোগ করিতে থাকেন। গুবাক

ও নারিকেলই যে ধান্য ইত্যাদি শস্যের পরেই এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল, এই নির্দ্দেশই তাহার প্রমাণ। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে জনৈক রাজা দামোদর পৃথ্বীধর নামক এক ব্রাহ্মণকে ৫ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তিন দ্রোণ ডাম্বরডাম গ্রামে, ২ দ্রোণ কেটঙ্গপাল গ্রামে। ভূমির আয় বা উৎপন্ন দ্রব্যাদির কোনও খবরই চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এই শাসনে উল্লেখ নাই, তবে ডাম্বরডাম গ্রামের দক্ষিণ সীমায় লবণোৎসবাশ্রমসম্বাধা বাটীর উল্লেখ হইতে মনে হয় এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল লবণ, এবং লবণ উত্তোলন, অথবা এই ধরণের লবণ-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে উৎসবও হইত, যেমন নবান্ন উপলক্ষে হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশে ইহা কিছু অসম্ভবও নহে। দনুজ মাধব দশরথদেব সেনরাজবংশ অবসানের পর ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে পূর্ব-বাঙ্লার রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একবার অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে পৃথক পৃথক ভাবে অনেকগুলি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। এই ভূখণ্ডগুলির সমগ্র আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০০ পুরাণ। বিক্রমপুর পরগণায় আদাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত এক তাম্রপট্টে[৩৭] ইহার বিস্তৃত খবর পাওয়া যায়; দত্ত ভূখণ্ডগুলি আদাবাড়ীতে এবং আদাবাড়ীরই নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিশেষ উল্লেখ তাহাতে নাই।

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্ত লেখমালাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল, ধান্য এবং অন্যান্য শস্য ছাড়া প্রাচীন বাঙ্লার প্রধান ভূমি ও কৃষিজাত দ্রব্য হইতেছে, আম্র অথবা সহকার, মধুক অর্থাৎ মহুয়া, পনস অর্থাৎ কাঁঠাল, গুবাক অর্থাৎ সুপারি, নারিকেল, পান, মৎস্য ও লবণ। আম ত বাঙ্লা দেশের সর্বত্রই জন্মায়, কমবেশী এই মাত্র; এই জন্যই প্রায় সব ক'টি লিপিতেই আমের উল্লেখ আছেই। মহুয়ার উল্লেখ যে ক'টি লিপিতে আছে প্রত্যেকটিরই স্থানের ইঙ্গিত উত্তর বঙ্গে, শুধু ইর্দা তাম্রপট্টের ইঙ্গিত মেদিনীপুর জেলার দাঁতনের দিকে। মহুয়ার চাষ এই সব অঞ্চলে বোধ হয় তখন ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। পনস অর্থাৎ কাঁটালের উল্লেখের ইঙ্গিত পাইতেছি বিশেষ-ভাবে পূর্ববাঙ্লায় ঢাকা অঞ্চলে। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ কিন্তু বলিতেছেন (৭ম শতক), কাঁটাল খুব প্রচুর জন্মাইত পুণ্ড্রবর্দ্ধনে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে, এবং সেখানে এই ফলের আদরও ছিল খুব। গুবাক ও নারিকেল ত এখনও প্রচুরতর পরিমাণে জন্মায় বাঙ্লার গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-করতোয়া ও বিশেষভাবে সমুদ্রতীর-নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে; এবং আশ্চর্যের বিষয় এই, লেখমালার ইঙ্গিতও তাই। উত্তর রাঢ়ে, বরেন্দ্রীতে গুবাক নারিকেলের উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ নাই; বাঙ্লাদেশের সর্বত্রই ত সুপারি নারিকেল জন্মায়, তবু অধিক উল্লেখ পাই বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমণ্ডলে, বঙ্গের নাব্য অর্থাৎ নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে, ঢাকা জেলার পদ্মাতীরবর্ত্তী ভূমি অঞ্চলে। খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের (অষ্টম শতক) আশ্রফপুর তাম্র-পট্টোলি (২নং)[৩৮] দ্বারা তলপাটক গ্রামে ⅟₄ পাটক ভূমি দান করা হইতেছে, এবং এই ভূমিখণ্ডে যে দুইটি সুপারি বাগান (গুবাক বাস্তুদ্বয়েন সহ) আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে সুপারির আদর কতটুকু ছিল

ধনসম্বল হিসাবে। পানের বরজের উল্লেখ যে পাই, সেও বঙ্গের নাব্য প্রদেশে; অন্যান্য স্থানেও হইত সন্দেহ নাই। মৎস্যের সবিশেষ উল্লেখ বাঙ্‌লার কোনও লিপি অথবা শাসনে নাই, কিন্তু যখনই ভূমি দান করা হইয়াছে, সজল অর্থাৎ জলাধার, খাল, বিল, প্রণুল্লী, নালা পুষ্করিণী ইত্যাদির অধিকার সমেতই দান, করা হইয়াছে; অষ্টম শতক-পরবর্ত্তী শাসনগুলিতে সর্বত্রই তাহার উল্লেখও আছে। এই যে 'সজল' ভূমি দান, ইহা 'সমৎস্য' দান, এই অনুমান কিন্তু অসঙ্গত নয়। তাহা ছাড়া এই নদনদীবহুল খালবিলাকীর্ণ বাঙ্‌লাদেশে মৎস্য যে একটি প্রধান সামাজিক ধনসম্পদ্ প্রাচীন কালেও ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অরণ্য এবং বহু ক্ষেত্রেই ঝাটবিটপ, তরুষণ্ডাদি সহ ভূমি দান করা হইয়াছে; ইহার আয়ও কম ছিল না। ঝাট অথবা ঝাড় আমার ত বাঁশের ঝাঁড় বলিয়াই সন্দেহ হয়, এবং অরণ্য ও বিটপ যে কাঠের কাঁচা মাল বা raw material, তাহাও সুস্পষ্ট। বাঁশ ও কাঠ এখনও পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশের অন্যতম ধনসম্বল। লবণ ঠিক কৃষিজাত অথবা ভূমিজাত দ্রব্য না হইলেও এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ কথা অনেকেই জানেন, বাঙ্‌লার সমুদ্রতীরের নিম্নভূমিগুলিতে কিংবা পদ্মার উজান বাহিয়া জোয়ারের জল সামুদ্রিক লবণ বহন করিয়া আনে। এই অঞ্চলের লোকেরা কি করিয়া লবণ প্রস্তুত করে, তাহা আগেই বলিয়াছি। সেই জন্যই দেখা যাইবে, উল্লিখিত শাসনগুলিতে যেখানে 'সলবণ' ভূমি দান করা হইতেছে, সেই ভূমি সর্বদাই সমুদ্রতীরবর্ত্তী নিম্নভূমিতে অথবা পদ্মার তীরে তীরে—ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের পদ্মাতীরে, মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে, চট্টগ্রামে। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা শাসনে[৩৯] যে লোনিয়াজোড়া-প্রস্তরের উল্লেখ আছে, তাহা যে লবণের গর্ত্তের মাঠ, তাহা ত বোধ হয় সহজেই অনুমান করা চলে। ইহাও বিক্রমপুর অঞ্চলে।

এই সব ছাড়া আরও কিছু কিছু ভূমিজাত অথবা বৃহত্তর অর্থে কৃষি-সম্পর্কিত দ্রব্যাদির খবর ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে জানা যায়। যেমন বিদ্যাপতি তাঁহার "কীর্তিকৌমুদী" গ্রন্থে গৌড় দেশকে "আজ্যসার গৌড়" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। আজ্য অর্থে ঘৃত, আজ্য বা ঘৃত যে গৌড় দেশের শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই গৌড় হইল আজ্যসার গৌড়। তাহাকে রাজা মোদকের মতন করতলগত করিলেন[৪০]। চতুর্দশ শতকের অপভ্রংশ ভাষায় রচিত "প্রাকৃত পৈঙ্গল" গ্রন্থের একটি পদে প্রাকৃত বাঙালীসুলভ যে আহার্য-বর্ণনা আছে, তাহাতে কলাপাতায় ওগরা ভাত ও নালিতা শাক এবং মৌরলা মাছের সঙ্গে সঙ্গে গরম ঘৃত ও দুগ্ধের উল্লেখ আছে[৪১]। রাজশেখর তাঁহার "কাব্য-মীমাংসা" গ্রন্থে পূর্বদেশে ১৬টি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—অঙ্গ, কলিঙ্গ, কোসল, তোসল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর (মুদ্গগিরি = মুঙ্গের), বিদেহ, নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, মলদ, মল্লবর্ত্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। এই ষোলটি জনপদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন; যথা,—লবলী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা[৪২]। এই তালিকা রাজশেখর কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, বলা শক্ত; কিন্তু এ কথা বুঝা শক্ত নয় যে, তিনি গন্ধদ্রব্য এবং আয়ুর্বেদীয় উপকরণের একটি ক্ষুদ্র তালিকা মাত্র দিয়াছেন।

এই তালিকায় দ্রাক্ষা দ্রব্যটি সন্দেহজনক। যে কয়টি দেশের নাম তিনি করিয়াছেন কোথাও দ্রাক্ষা জন্মান প্রায় সম্ভব নয় বলিলেই চলে। আমার মনে হয়, দ্রব্যটি হইবে লাক্ষা; এটি লিপিকর-প্রমাদ, অশুদ্ধ পাঠ। দ্রাক্ষা হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্বভারতের অনেক স্থানে লাক্ষা জন্মায়। এই ষোলটি জনপদের চারিটি বর্ত্তমান বাঙ্‌লা দেশে; যথা,—পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। লাক্ষা রাঢ়দেশে ও উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমিতে এখনও জন্মায়। অগুরু বাংলা দেশে কোথাও জন্মায় কি না, জানি না; তবে কামরূপের নানা জায়গায় জন্মায়, তাহার প্রমাণ পাইতেছি কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" ও তাহার টীকায়। তবে ইব্‌ন্ খুর্দদ্‌বা নামে একজন আরব ভৌগোলিক (দশম শতক) রহ্‌মি দেশে (রহন্=আরাকান্) অগুরু কাষ্ঠ জন্মায়, এ কথা বলিতেছেন। কস্তুরী বা কস্তুরিকা নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে হয় ত পাওয়া যাইত, পূর্বদেশের অন্য কোনও জনপদে কস্তুরীমৃগের বিচরণস্থান ছিল বলিয়া জানি না, তবে কস্তুরিকা নামে একপ্রকার ভৈষজ্য আছে; রাজশেখর তাহারও ইঙ্গিত করিয়া থাকিতে পারেন।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র টীকাকার বাঙ্‌লা দেশের একটি আকরজ দ্রব্যের খবর দিতেছেন। কৌটিল্য যে অধ্যায়ে মণিরত্নের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনি কোথায় কোথায় ছিল, তাহার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন; এই তালিকার দুইটি জনপদ নিঃসন্দেহে বাঙ্‌লা দেশে, তাহাদের নাম, টীকাকারের ভাষায়—পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর (=ত্রিপুরা)[৪৩]। আর একটি আকরজ দ্রব্যের উল্লেখও "অর্থশাস্ত্রে" দেখা যায়, গৌড়িক নামক একপ্রকার খনিজ রৌপ্যের নাম তিনি করিয়াছেন, এবং তাহা যে গৌড়দেশোৎপন্ন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন, এই রৌপ্যের রঙ্‌ অগুরুফুলের মতন[৪৪]।

আর একটি খনিজ দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কতকটা অর্বাচীন একটি গ্রন্থে—"ভবিষ্য পুরাণে"। এই গ্রন্থ কতটা প্রাচীন এবং ইহার ব্রহ্মখণ্ড প্রক্ষিপ্ত, না মূল গ্রন্থের সমসাময়িক, বলা কঠিন। এ কথা সত্য যে, ইহা খুব প্রাচীন নয়, এবং আমাদের বিষয়ের সমসাময়িক প্রমাণও হয় ত নয়; তবে মধ্যযুগের আদিপর্বের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। ইহার ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়দেশের জঙ্গল-বিভাগের বিবরণে আছে :—

ত্রিভাগজাঙ্গলং তত্র গ্রামশ্চৈবৈকভাগকঃ।
স্বল্পা ভূমিরুর্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ॥
রারীখণ্ডজাঙ্গলে চ লৌহধাতোঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
আকরো ভবিতা তত্র কলিকালে বিশেষতঃ॥[৪৫]

এখানে রাঢ়দেশের জঙ্গলপ্রদেশে লৌহখনির উল্লেখ আমরা পাইতেছি।

বাঙলা দেশের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও সংস্থাপনার মধ্যে হস্তীর একটি প্রধান স্থান ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাই, Prasioi=প্রাচ্য ও Gangeridae=গঙ্গারাষ্ট্রের সম্রাট্ Agrammes বা উগ্রসৈন্যের সামরিক শক্তি অনেকটা হস্তীর উপর নির্ভর করিত।

পাল ও সেন-রাজাদের হস্তী, অশ্ব ও নৌবল লইয়াই ছিল সামরিক শক্তি। এই হস্তী আসিত কোথা হইতে? কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" আছে, কলিঙ্গ, অঙ্গ, করূষ এবং পূর্বদেশীয় হস্তীই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ[৪৬]। এই পূর্বদেশ বলিতে কৌটিল্য বাঙলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের কথা বলিতেছেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখনও তো গারো পাহাড় অঞ্চল হাতীর জায়গা। আর এই বাঙলাদেশেই ত পরবর্তী কালে হাতী ধরার এবং হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সে কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু দিন আগেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র দেশ যে হাতীর জন্য বিখ্যাত ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের বিবরণ পড়িলেও বুঝা যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয় বস্ত্রশিল্পের কথা। বাঙলা দেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাই যে এদেশের প্রধান শিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে", Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে, আরব, চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র সাক্ষ্যই প্রথম উদ্ধৃত করা যাক। কৌটিল্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশের (বাঙ্গক) দুকূল (পশম বস্ত্র?) খুব নরম ও সাদা, এবং পুণ্ড্রদেশের (পৌণ্ড্রক) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণি যেমন দেখিতে পেলব, ঠিক তেমন পেলব। টীকাকার যোজনা করিতেছেন, দুকূল বস্ত্র হইতেছে খুব সূক্ষ্ম, এবং ক্ষৌম বস্ত্র হইতেছে একটু মোটা। পত্রোর্ণ (জাত) বস্ত্র মগধ (মাগধিকা), সুবর্ণকুড্যক (সৌবর্ণ্য কুড্যকা) অর্থাৎ কামরূপ এবং পুণ্ড্রদেশে (পৌণ্ড্রিকা) উৎপন্ন হইত। পত্রোর্ণজাত বস্ত্র বোধ হয় এণ্ডি ও মুগাজাতীয় বস্ত্র (পত্র হইতে যাহার উর্ণ=পত্রোর্ণ?)। পুণ্ড্র দেশে যে শুধু দুকূল ও পত্রোর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হইত, তাহাই নয়, মোটা ক্ষৌম বস্ত্রও উৎপন্ন হইত এই দেশে, কৌটিল্য সে কথাও বলিতেছেন। শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত মধুরা (Madura), অপরান্ত, কলিঙ্গ, কাশি, বঙ্গ, বৎস এবং মহিষ জনপদে। বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূল যেমন উৎপন্ন হইত, তেমনই শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্রেরও অন্যতম উৎপত্তিস্থল ছিল এই দেশ[৪৭]। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীন কালে তাহা হইলে চারিপ্রকার বস্ত্রশিল্প ছিল,—দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস। প্রাচীন বাঙলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার রপ্তানীর উল্লেখ পাওয়া যায় Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে। Schoff'র ইংরেজী অনুবাদটুকু সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি এই জন্য যে, এই উপলক্ষ্যে আমাদের দেশের অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্যেরও কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইবে। হিমালয়ের সানুদেশে পার্বত্য অসভ্য কিরাত জাতিদের উল্লেখের পরেই বলা হইতেছে :

"After these, the course turns towards the east again, and sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond to the left, Ganges comes into view, and

near it the very last land towards the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges. . . On its bank is a market town which has the same name as the river Ganges. Through this place are brought *malabathrum* and Gangetic *spikenard* and *pearls* and *muslin's of the finest sorts,* which are called Gangetic. It is said that there are gold-mines near these places, and there is a gold coin which is called *caltis*. . . "[৪৮]

এই সমুদ্রতীরবর্তী গঙ্গাবিধৌত দেশ যে বাঙলা দেশ, তাহাও সুস্পষ্ট। এই দেশকেই গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন গঙ্গারাষ্ট্র বা Gangaridae. এই গঙ্গা-বন্দরের (বোধ হয় তাম্রলিপ্তি) রপ্তানী দ্রব্যগুলির প্রথমই পাইতেছি malabathrum বা তেজপাতা। Ptolemy বলেন, kirrhadae বা কিরাত দেশেই সব চেয়ে ভাল তেজপাতা উৎপন্ন হইত। উত্তর-বঙ্গের কোনও স্থানে, শ্রীহট্টে এবং আসামের কোন কোনও জায়গায়, সাধারণভাবে পূর্ব-হিমালয়ের পার্বত্য জনপদগুলিতে এখনও প্রচুর তেজপাতা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ব্যবসাও খুব বিস্তৃত। ইহার পরেই দেখিতেছি, গাঙ্গেয় পিপ্পলির উল্লেখ; ইহারও উৎপত্তিস্থল বোধ হয় ছিল—বাঙলার উত্তরের পার্বত্য সানুদেশ। রোমদেশীয় বণিকেরা Nelcynda হইতে যে প্রচুর পিপ্পলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লইয়া যাইতেন, তাহার অধিকাংশই যে এই গঙ্গা-বন্দর হইতেই যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু কিছু মালবার অঞ্চল হইতেও যাইত, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের পিপ্পলি (গ্রীক, পেপেরি >অধুনা pepper) গঙ্গা-বন্দরের পিপ্পলির মতন এত বড় বা ভাল হইত না। এই পিপ্পলির ব্যবসায়ে দেশের প্রচুর অর্থাগম হইত, সে কথা ব্যবসা-বাণিজ্য আলোচনার সময় আমরা দেখিব। পিপ্পলির পরেই পাইতেছি, মুক্তার উল্লেখ। এই মুক্তা যে গাঙ্গেয় মুক্তা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং খুব ভাল মুক্তা না হইলেও ইহারও কিছু কিছু পশ্চিম এসিয়ায়, ইজিপ্টে, গ্রীসে, রোমে রপ্তানী হইত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ রপ্তানী দ্রব্য হইতেছে Gangetic muslin অর্থাৎ গাঙ্গিতিকী সূক্ষ্মতম বস্ত্র-সম্ভার। সর্বশেষ উল্লেখ হইতেছে স্বর্ণখনির। Schoff সাহেব অনুমান করেন, এই স্বর্ণ আসিত গ্রীক Erannaboas, সং হিরণ্যবাহ, বর্তমান শোণ নদ বাহিয়া। কিন্তু Herodotus হইতে আরম্ভ করিয়া প্লিনি পর্যন্ত তিব্বতের যে, "Ant gold"র কথা বলিয়াছেন, Periplusএ যে তাহার উল্লেখ নাই, সে-কথাই বা কে বলিবে? কিন্তু এ দুয়ের কোনওটিই বাঙলা দেশে নয়। বহু দিন পরে টেভারনিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে কিন্তু পাইতেছি, আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মের নদী বাহিয়া কিছু কিছু সোনা ত্রিপুরাদেশের ভিতর দিয়া বাঙলায় আসিত। এই সোনার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট, যদিও এই সোনার স্বরূপ খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। ত্রিপুরার যে-সব বণিক্ ঢাকায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাঁহারা টুক্‌রা টুক্‌রা সোনার পরিবর্তে লইয়া যাইতেন প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি (yellow amber), কূর্মাবরণের এবং সামুদ্রিক শঙ্খের বালা।

যাহা হউক, কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ "অর্থশাস্ত্র" বা Periplus ছাড়াও অন্যত্র অনেক জায়গায় আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্‌ন্ খুর্দদ্‌বা নামক আরব ভৌগোলিকের (দশম শতক) নাম করা যাইতে পারে। ইনি রহমি বা রহ্‌ম

নামে একটি দেশের নাম করিতেছেন: এই রহমি বা রহ্ম দেশকে Elliot সাহেব মোটামুটি বঙ্গ দেশের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন (Elliot and Dawson, Hist. of India as told by its own historians, Vol. 1. p. 361)। আমার মনে হয়, Elliot সাহেবের এই অনুমান যথার্থ নয়; রহ্মি বা রহম্ প্রাচীন আরাকান (রহ্ম্=রহন্=রখন্=আরাকান)। যাহা হউক, ইবন্ খুর্দদবা বলিতেছেন, "জলপথে জাহাজের সাহায্যে রহ্মি দেশের রাজা অন্যান্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করেন। তাঁহার পাঁচ হাজার হাতী আছে। এবং তাঁহার দেশে কার্পাস বস্ত্র এবং অগুরু কাঠ উৎপন্ন হয়।" ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে চীন-পরিব্রাজক চাও-জু-কুয়া পিং-কলো বা বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলিতেছেন, এদেশে খুব ভাল দুমুখো তলোয়ার তৈরী হয়, এবং কার্পাস এবং অন্যান্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়[৪৯]। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে (১২৯০) মার্কো পোলো গুজরাট, কাম্বে, তেলিঙ্গানা, মালাবার ও বঙ্গদেশে কার্পাস উৎপাদন ও কার্পাস বস্ত্রশিল্পের কথা বলিয়াছেন। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, বাঙলা দেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে, এবং তাহাদের কার্পাসের ব্যবসা ছিল খুবই সমৃদ্ধ[৫০]।

কার্পাস সম্বন্ধে একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়"-গ্রন্থ হইতেও। এই গ্রন্থ সহজিয়া গুহ্যসাধনার আনন্দ-সঙ্গীত; ইহার অনেক পদের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। তথাপি নানা রাগরাগিণীর এই গানগুলি যে সাধনার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এ কথা সহজেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থের শবরপাদের একটি পদে আছে:—"হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা। সুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা॥ তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা। ফিটেলি অন্ধ্যারি রে আকাশ ফুলিআ॥" ইহার প্রথম দুই লাইনের তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী মহাশয় সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ:—"মম উদ্যানবাটিকাং দৃষ্ট্বা খসম-সমতুল্যাম্। কার্পাস-পুষ্পম্ প্রস্ফুটিতম্ অত্যর্থং আনন্দিতঃ ভবতি।" বাড়ীর বাগানে কার্পাসফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়াই আনন্দ; ইহা হইতেই বুঝা যায়, কার্পাসকে কতখানি মূল্য দেওয়া হইত তদানীন্তন বাঙলা দেশে। শান্তিপাদের একটি পদে আছে:—"তুলা ধুঁনি ধুঁনি আঁসুরে আঁসু। আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু॥···তুলা ধুঁনি ধুঁনি সুনে অহারিউ। পুন লইয়া অপনা চটারিউ॥" অর্থ এই,—তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ তৈরী করা হইয়াছে, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া আর কিছু বাকী নাই। তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে উড়াইতেছি; আবার তাহাই লইয়া ছড়াইয়া দিতেছি। হয় ত ইহার গুহ্য অর্থ আছে; কিন্তু তুলা ধুনিবার যে ইহা একটি বাস্তব চিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাহ্নুপাদের একটি পদে তাঁত বিক্রীর কথাও আছে, এবং সাধারণতঃ ডোমনীরাই বোধ হয় তাঁত (বাঁশের) তৈরী করিত [তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া (বাঁশের চাঙাড়ি)]। আর একটি পদের রচয়িতার নাম পাইতেছি তন্ত্রীপাদ। তন্ত্রীপাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে তাঁত-শিক্ষক অথবা তাঁত-গুরু। ইহাই বোধ হয়, এই পদ-রচয়িতার পূর্বতন বৃত্তি ছিল; পরে তিনি 'সিদ্ধ' হইয়া-

ছিলেন। এই অনুমানের কারণ পদটির ভিতরই আছে। ইহার মূল বাঙ্লা পাওয়া যায় নাই; তবে তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী মহাশয় যে সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ হইতে বুঝা যাইবে, গীত ও সাধন-সংবদ্ধ সমস্ত রূপকটি গড়িয়া উঠিয়াছে বস্ত্র বয়নকে অবলম্বন করিয়া।

কালপঞ্চকতন্তুং নির্মলং বস্ত্রং বয়নং করোতি।
অহং তন্ত্রী আত্মনঃ সূত্রম্।
আত্মনঃ সূত্রস্য লক্ষণং ন জ্ঞাতম্।
সার্দ্ধত্রিহস্তং বয়নগতিঃ প্রসরতি ত্রিধা।
গগনং পূরণং ভবতি অনেন বস্ত্রবয়নেন।[৫১]

উপরের এই আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে, কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাঙ্লার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প এবং ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায়।

কারুশিল্পও কম ছিল না; তাহার লিপি-প্রমাণ বিশেষ নাই, কিন্তু অনুমান সহজেই করা চলে। তক্ষণ ও স্থপতিশিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পের কথা আগেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। লৌহশিল্পও ছিল; দুই একটি শাসনে কর্মকার ত রাজপাদোপজীবী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। চাও-জু-কুয়া যে বলিয়াছেন, বাঙ্লা দেশে দুমুখো খুব ধারালো তলোয়ার তৈরী হয়, তাহার মধ্যে এই লৌহ ইত্যাদি ধাতুশিল্পে এদেশের শিল্প-কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ কেশবের শাসনে[৫২] আমরা রাজরিগ নামে জনৈক দন্তকারের উল্লেখ পাইতেছি; মনে হইতেছে, হস্তিদন্ত-শিল্পের প্রচলনও ছিল। সূত্রধরের উল্লেখও কয়েকটি লিপিতেই পাইতেছি; আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহাঁদের উল্লেখ তাম্রপট্টগুলির খোদাইকররূপে, লিখিত শাসন ইহাঁরাই তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করিতেন। এই অর্থে আমরা এখন আর এই শব্দটি ব্যবহার করি না, কিন্তু যে-যুগের কথা আমরা বলিতেছি, সে-যুগে যে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। না হইবার কারণও নাই; সূত্রধর যে শুধু কাঠ-মিস্ত্রী, তাহাই নয়; আমাদের প্রাচীন বাস্তু-শাস্ত্রে (যেমন "মানসারে") সূত্রধর বলিতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠ-মিস্ত্রী সকলকেই বুঝাইত। সাধারণ ভাবে শিল্পী ও শিল্পিগোষ্ঠীর কথার আভাস ত বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপির খোদাইকর রাণক শূলপাণির "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণি" এই বিশেষণটির মধ্যেও আছে। তাহা ছাড়া, পঞ্চম হইতে অষ্টম শতকের তাম্রপট্টোলিগুলিতে জমি দান-বিক্রয় ব্যাপারে বিষয়পতি বা অন্য রাজপ্রতিনিধি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে কয়জন প্রধানের মতামত গ্রহণ করিতেন, অর্থাৎ যে কয়জনে মিলিয়া অধিকরণ গঠিত হইত, তাহাদের মধ্যে প্রথম-কুলিক সর্বদাই অন্যতম। কুলিক অর্থ শিল্পী, artisan। নগরের অথবা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গণ্য মান্য শিল্পী যিনি ছিলেন, তিনিই এই জাতীয় অধিকরণে আসন লইবার জন্য আহূত হইতেন। রাজপাদোপজীবীদের

মধ্যেও কোথাও কোথাও কুলিক বা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম পাওয়া যাইতেছে। পূর্বোল্লিখিত ভাটেরা গ্রামের গোবিন্দকেশব দেবের লিপিতে গোবিন্দ নামে এক কাস্য অর্থাৎ কাংস্যকার বা কাঁসারীর উল্লেখ পাইতেছি। কাঁসা বা bell-metal-র শিল্পের আভাসও তাহা হইলে কিছু পাওয়া গেল।

সকল শিল্পের মধ্যে নৌ-শিল্প বা নদীগামী নৌকা ও সমুদ্রগামী পোত নির্মাণের শিল্পের একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই ছিল; তাহার প্রমাণ শুধু বর্তমান চট্টগ্রামে, কিংবা মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে নয়, প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও ইতস্তত: ছড়াইয়া আছে। মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মের হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) গৌড়দেশবাসীদের (গৌড়ান্) "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ সমুদ্রতীরবর্তী গৌড়দেশ হইতে পারে, অথবা সামুদ্রিক বাণিজ্যই যাহার আশ্রয়, সেই গৌড়দেশও বুঝাইতে পারে। কালিদাস "রঘুবংশে" রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পাল ও সেন-বংশের লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান (fleet of boats) প্রভৃতি শব্দ ত প্রায়শঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় রাজবংশের এবং সমসাময়িক বাঙলা দেশের অন্যান্য রাজবংশেরও সামরিক শক্তি নৌবলের উপর অনেকটা নির্ভর করিত; ইহার উল্লেখ ত অনেক শিলা-লিপিতেই আছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে[৫৩] নৌযুদ্ধের বর্ণনাভাসও আছে। সাধারণ লোকদেরও যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌ-যানের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট; এই নদীমাতৃক, খাড়ি-প্রধান, বারিবহুল, এবং বহুলাংশে নিম্নভূমির দেশে ইহা ত স্বাভাবিক এবং সহজেই অনুমেয়। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে[৫৪] (৫০৭-৮ খৃ) নৌযোগ অর্থাৎ নৌকাঘাট বা বন্দর বা পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে; এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে ভূমি-সীমানা সম্পর্কে এই নৌযোগের উল্লেখ, সেই ভূমি ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামের নিকটবর্তী নিম্ন জলপ্লাবিত দেশে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত মহারাজ ধর্মাদিত্যের ১নং তাম্রপট্টলিতে[৫৫] ভূমির সীমা সম্পর্কে "নবাত-ক্ষেণী" কথার উল্লেখ আছে। 'নাবাত' পাঠ খুব শুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না; প্রকাশিত প্রতিলিপিতে 'ভাবতা' পাঠই সমীচীন মনে হয়; কিন্তু 'ভাবতা-ক্ষেণী' কথার কোনও সঙ্গত অর্থ এস্থলে করা যায় না। সেই জন্য পার্জিটার সাহেবের আনুমানিক পাঠ 'নাবাত-ক্ষেণী' আপাততঃ স্বীকার করা যাইতে পারে। তিনি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, ship-building harbour। যদি এই অনুবাদ ঠিক হয়, তাহা হইলে নৌশিল্পের ইহাও অন্যতম প্রমাণ। এই ধর্মাদিত্যের ২নং শাসনে অন্য একটি ভূমির সীমা সম্পর্কে "নৌদণ্ডক" কথার উল্লেখ আছে; বোধ হয় "নৌদণ্ডক" কথার অর্থও নৌকার আশ্রয়, নৌকা যেখানে বাঁধা হইত, সেই স্থান, বন্দর, ঘাট। এই সব উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নদনদীগামী ছোট বড় নৌকা, সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত একটা সমৃদ্ধ শিল্প ও ব্যবসায় প্রাচীন বাঙলায় নিশ্চয়ই ছিল।

এই নৌ-শিল্পের কথা হইতেই ধনোৎপাদনের তৃতীয় উপায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথার মধ্যে আসিয়া পড়া যাইতে পারে। এপর্যন্ত ভূমিজাত ও শিল্পজাত যে সব দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বস্তুর কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ। ফলফুল, অর্থাৎ আম, কাঁটাল, মহুয়া ইত্যাদি লইয়া কোনও বিস্তৃত ব্যবসা হয় ত সম্ভব ছিল না, মৎস্য সম্বন্ধেও তাহাই, তবু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের হাটে হাটে এই সব জিনিস লইয়া ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত বই কি? হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয়গৃহ, আপণ, মানপ (তৌলদার=দোকানদার=ছোট ব্যবসায়ী) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ প্রায়শঃ লেখমালাগুলিতে দেখা যায়; অষ্টমশতক-পরবর্তী লিপিগুলিতে ত অনেক স্থলেই হাটবাজার ঘাটসমেত (সহট্ট সঘট্ট) জমি দান করা হইয়াছে। এই সব গ্রাম ও গ্রামান্তরের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। ভূমিজাত অন্যান্য কিছু কিছু দ্রব্য, যেমন পান, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদির ব্যবসা নিশ্চয়ই বিস্তৃততর ছিল সন্দেহ নাই, এবং শুধু বাঙ্‌লা দেশের ভিতরেই নয়, সম্ভবতঃ দেশের বাহিরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে এই দুই দ্রব্যই কিছু কিছু রপ্তানী হইত, এরূপ অনুমান করা যায় পরবর্তী মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া। বংশীদাসের "মনসামঙ্গলে" ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" পাই, দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া বাঙালী বণিকেরা গুজরাট পর্যন্ত যে সামুদ্রিক বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া যাইতেন, তাহার মধ্যে গুয়া বা গুবাক, পান ও নারিকেলের উল্লেখ। গুয়ার বদলে লইয়া আসিতেন মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে শঙ্খ[৫৬]। গুয়া বা গুবাক যে সুপারী নাম লইল, তাহার ইতিহাসের মধ্যে বাঙ্‌লা দেশের এই দ্রব্যটির বাণিজ্য-ইতিহাসও লুকাইয়া আছে। বর্তমান গৌহাটি সহরের নামটি আসিয়াছে গুয়া হইতে; গুবাক ক্রয়-বিক্রয়ের হাট বা হাটি অর্থে গুবাহাটি=গুয়াহাটি=গৌহাটি। যাহা হউক, এই গুবাক প্রাচীন কালেই আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশগুলিতে রপ্তানী হইত; ঐ দেশীয় বণিকেরা এই দ্রব্য জাহাজ বোঝাই করিতেন বাঙ্‌লা দেশের বন্দর হইতে নয়, পশ্চিম-ভারতের বন্দর শূর্পারক =সুপ্পারক=সোপারা হইতে, এবং তাঁহারা এই দ্রব্যকে সোপারার ফল বলিয়াই জানিতেন, এই অর্থে পরবর্তী কালে গুবাক হইল সুপারী এবং সেই নামেই ভারতের সর্বত্র ইহার পরিচয়, কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের, বিশেষতঃ পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও ইহার নাম গুবা বা গুয়া। গুবাকের ব্যবসা যে খুবই প্রশস্ত ছিল, এবং তাহা হইতে এই দেশের প্রচুর অর্থাগমও হইত, তাহার প্রমাণ ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্তও পাওয়া যায়। কোম্পানীর আমলে সুপারী বাঙ্‌লা দেশের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এই সুপারী নারিকেলের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস যদি পরবর্তী মধ্যযুগ বাহিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়, তবেই বুঝা যাইবে, প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিগুলিতে বিশেষ করিয়া গুবাক নারিকেল এবং পানের বরজের উল্লেখ কেন করা হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইতে আয়ের পরিমাণও কেন

উল্লেখ করা হইয়াছে। লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। বাঙ্‌লা দেশের লবণ সামুদ্রিক লবণ। মধ্যযুগের যে দুইটি কাব্যের নাম কিছু আগে করিয়াছি, তাহাতেই প্রমাণ আছে, লবণও অন্যতম বাণিজ্যসম্ভার ছিল। বাঙালী বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে সৈন্ধব লবণ লইয়া আসিতেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও দেখি, লবণের ব্যবসা লইয়া কাড়াকাড়ি ; কোম্পানীর সওদাগরেরা অনবরত চেষ্টা করিতেছেন লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিতে। এই প্রয়াসের ইতিহাস পড়িলে স্বতই মনে হয়, ব্যবসাটা খুবই লাভবান্ ছিল। সে কথাটি না বুঝিলে প্রাচীন লিপিগুলিতে কেন যে ভূমি দানের সময় বার বারই 'সলবণ' কথাটি উল্লেখ করা হইতেছে, সে রহস্যটি ধরা পড়ে না।

'Periplus Erythri Mari' গ্রন্থে তেজপত্র ও পিপ্পলের ব্যবসার উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। এই দুটি দ্রব্যের ব্যবসাও খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল, সন্দেহ নাই। সব দ্রব্যের বাণিজ্যমূল্য উপাদানের অভাবে জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু পিপ্পলির বাণিজ্য-মূল্যের খানিকটা আভাস পাইতেছি প্লিনির "ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থ হইতে (খৃঃ প্রথম শতক)। তিনি বলিতেছেন, রোম সাম্রাজ্যে এক পাউণ্ড বা আধ সের পিপ্পলির দাম ছিল তখনকার দিনে ১৫ দিনার, অর্থাৎ পনরটি স্বর্ণমুদ্রা। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই সব বাণিজ্যসম্ভার হইতে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশের কম অর্থাগম হইত না। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। এই শিল্প সম্বন্ধে আগে যে-সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, নানা প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা বাঙ্‌লা দেশে খুব সুপ্রাচীন এবং শুধু প্রাচীন বাঙ্‌লায়ই নয়, একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত সর্ব্বদাই এই বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা দেশের অর্থাগমের একটা মস্ত বড় উপায় ছিল। প্লিনি সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই বলিতেছেন, ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পাস ইত্যাদি বস্ত্র পশ্চিমের বণিকেরা বহন করিয়া লইয়া যাইত, তাহার বার্ষিক মূল্য ছিল (আনুমানিক) এক লক্ষ মুদ্রা[৫৭]। এই অর্থের একটা বৃহৎ অংশ যে বাঙলা দেশে আসিত, তাহাতে সন্দেহ কি ? বংশীদাসের "মনসামঙ্গল" অথবা মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" বাঙালীর অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের যে ছবি পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, গ্রন্থ দুইটি আমাদের যুগের পক্ষে অর্বাচীনও ; কিন্তু তাহা যে বাঙালীর প্রাচীন বাণিজ্য-স্মৃতি বহন করে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার সাক্ষ্য আমাদের বক্ষ্যমাণ বিষয়ে প্রামাণ্য কিছুতেই নয়, তবু এই দেশজাত পান, গুবাক, নারিকেল ইত্যাদির পরিবর্তে বণিকেরা যে-সব মূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া আসিতেন, তাহার অংশ মাত্রও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এ কথা অনুমান করা চলে যে, প্রাচীন বাঙ্‌লায় অর্থাগমের অন্যতম নয়, প্রথম ও প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য। এ কথা যে একেবারে শূন্য কথা নয়, তাহা বস্ত্রশিল্প ও পিপ্পল সম্বন্ধে প্লিনির উক্তি হইতেও কতকটা বুঝা যায়। হাজারিবাগ জেলায় দুধপানি পাহাড়ে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে ; অক্ষরের রূপ দেখিয়া মনে হয়, লিপিটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। এই লিপিতে আছে :—

অথ কস্মিংশ্চি[ৎ স]ময়ে বণিজো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তামলিপ্তি [ম] যোধ্যায়া যযুঃ পূর্ব্বস্বণিজ্যয়া।
ভূয়ঃ প্রতিনিবৃত্তাস্তে সমাবাসং যিয়াসবঃ।
প্রয়োজনেন কেনাপি চিরঞ্চকুরিহ স্থিতিং।
স্থবর্ণ মণি মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতি বৈর্দ্ধনং।
বিত্তপস্পর্দ্ধয়েবা সোদপর্যন্তমুপার্জ্জিতং।

অষ্টম শতকে বলা হইতেছে, 'কোনো এক সময়ে' অর্থাৎ এখানে যে উল্লেখটি আছে, তাহা একটি প্রাচীন দিনের ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু বাণিজ্য উপলক্ষে তিন ভাই অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া কিছুকালের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন উপার্জ্জন করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এ কথাটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্পে বাণিজ্য উপলক্ষে তাম্রলিপির উল্লেখও সুপরিচিত; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" একাধিক জায়গায় উল্লেখ আছে, বারাণসী হইতে বণিক্‌দের বাণিজ্য উপলক্ষে পুণ্ড্রে অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিবার কথা। তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যের উল্লেখও একাধিক বার আছে। বিদ্যাপতির "পুরুষ পরীক্ষা"য় গুজরাটের সঙ্গে গৌড়ের বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস পাইতেছি। গঙ্গার মুখে গঙ্গাবন্দরের কথা, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উল্লেখ ত য়ুয়ান্ চোয়াঙ্‌ও করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত সাক্ষ্যই সুপরিচিত। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিলে সহজেই মনে হয়, প্রাচীন বাঙ্‌লার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা-বাণিজ্যেরই উপর। তাহা ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাহাদের আহ্বান করা হইতেছে, সেই পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন ত রাজকর্মচারীই—বিচারপতি স্বয়ং এবং প্রথম-কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ, বাকী তিন জনের মধ্যে দুই জন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি, নগরশ্রেষ্ঠী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠিগোষ্ঠীর যিনি প্রধান, তিনি এবং প্রথম-সার্থবাহ, বণিক্‌দের মধ্যে যিনি প্রধান—তিনি, অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম-কুলিক, শিল্পিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাহা হইলে দেখিতেছি, রাষ্ট্রেও কতকটা আধিপত্য এই বণিক্ ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারেও প্রধানব্যাপারিণঃ, প্রধানব্যবহারিণঃ যাঁহারা, তাঁহাদের সাহায্য লওয়া হইতেছে, মহত্তর অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে। এই সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আরও বলিবার সুযোগ আসিবে; এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে এই সব শ্রেষ্ঠী ও বণিক্‌দের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই ইঁহারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে যে আছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি', এ কথা প্রাচীন বাঙ্‌লায়ও সত্য হইয়াছিল বলিলে ইতিহাসের অমর্য্যাদা হয় না। প্রাচীন বাঙ্‌লার লক্ষ্মী ব্যবসাবাণিজ্য-নির্ভরই ছিলেন বেশী, এবং সেই লক্ষ্মী বাস করিতেন বণিক্, ব্যাপারী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদির ঘরে, ধর্মাদিত্যের ২নং এবং গোপচন্দ্রের তাম্রপট্টে

যাহাদের যথাক্রমে বলা হইয়াছে ব্যাপার-কারণ্ডয়ঃ, ব্যাপারিণঃ, তাহাদের ঘরে। মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা-সাহিত্যে নানা সওদাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাহিনীগুলিতেও সে কথার প্রমাণ আছে; ধনপতি, হীরামাণিক, দুলালধন, ইত্যাদি নাম যে বণিক্‌দের মধ্যেই পাই, তাহা একেবারে নিরর্থক নয়।

এই সমৃদ্ধ বাণিজ্য স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথেই চলিত। তবে এই নদীমাতৃক দেশে নৌশিল্পের প্রচলন যেমন দেখিতে পাই, যত 'নাবাত-ক্ষেণী', 'নৌবাট', 'নৌদণ্ডক', 'নৌবিতান', ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি, এবং লিপিগুলিতে যত খাল-বিলাল-নালা-প্রণুল্লী-খাটাখাড়িকা-গঙ্গিনিকা-নদনদীর উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে অনুমান হয়, নৌ-বাণিজ্যই প্রবলতর ও প্রশস্ততর ছিল। গুজরাট হইতে গৌড়ে, কিংবা বারাণসী হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যে-বাণিজ্যের আভাস বিদ্যাপতির "পুরুষপরীক্ষা"য় কিংবা সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" পাওয়া যায়, জাতকের বহু গল্পে তাম্রলিপ্তিতে বণিক্‌দের যে আনাগোনার খবর পাওয়া যায়, তাহা হয় ত স্থলপথেই বেশী হইত, বৌদ্ধযুগের সুপরিচিত বাণিজ্যপথ ধরিয়া। বারাণসী হইতে মগধের ভিতর দিয়া অঙ্গের রাজধানী চম্পা হইয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত সার্থবাহের গরুর গাড়ীর শ্রেণী চলাচলের পথ যে ছিল, একথা মনে করিতে সুদূরবিসর্পী কল্পনার আশ্রয় লইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চম্পা হইতে গঙ্গা ও ভাগীরথী বাহিয়া তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত নৌকাপথও প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই নদীপথের বন্দর ও দেশগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বংশীদাসের "মনসামঙ্গলে," এবং বিস্তৃত ভাবে মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" এই পথের কিয়দংশের বন্দরগুলির উল্লেখ আছে। এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন স্মৃতি কিছু লুকাইয়া নাই, এ কথা কে বলিবে? স্থলপথের আর একটি আভাস য়ুয়ান্ চোয়াঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়। কজঙ্গল বা উত্তররাঢ় হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে এবং সেখান হইতে একটি বৃহৎ নদী পার হইয়া কামরূপে। এই পরিব্রাজক নিজে নূতন করিয়া পথ কাটিয়া অগ্রসর হন নাই; যে-পথ বহু দিন আগে হইতেই বহুলোক-যাতায়াতে প্রশস্ত হইয়াছে, সেই পথেই তিনি গিয়াছিলেন, এ অনুমানই সঙ্গত। এই পথেই কামরূপের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য-সম্বন্ধ চলিত। পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের সঙ্গে কামরূপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল সেই পথ ধরিয়া, যে-পথে এই চীন পরিব্রাজক কামরূপ হইতে সমতট ও তাম্রলিপ্তিতে আসিয়াছিলেন। আর উড়িষ্যার সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধের স্থলপথ ধরিয়াই যে পরবর্তী কালে চৈতন্যদেব নীলাচল গিয়াছিলেন, তাহা ত সহজেই অনুমেয়। এই সব পথ বহুপ্রাচীন এবং বহুজনের চরণচিহ্নে অঙ্কিত।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর যে ছিল তাম্রলিপ্তি, তাহা ত সুস্পষ্ট, জাতকে যাহাকে বলা হইয়াছে দামলিপ্তি, Periplus গ্রন্থের Gange বন্দর এবং Ptolemyর **Tamalites**, য়ুয়ান্ চোয়াঙের তন্-মো-লিহ্-তি। সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যপথের আভাস ফাহিয়ান্ রাখিয়া গিয়াছেন (চতুর্থ শতক)। তাহারও তিন শত বৎসর আগে ভারতের দক্ষিণ-সমুদ্রতীর বাহিয়া তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সুদূর রোম-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-

সম্বন্ধের আভাস ত Periplus ও Ptolemyর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এ সমস্ত সাক্ষ্যই অত্যন্ত সুপরিচিত। বহু পরবর্তী কালেও অন্ততঃ ভৃগুকচ্ছ-সুরাষ্ট্র-পাটন পর্যন্ত এই বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যাইবে বংশীদাসের ও মুকুন্দরামের "মনসা-মঙ্গল" ও "চণ্ডীকাব্যে"। ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণ বৃহত্তর ভারতের দ্বীপগুলির সঙ্গে বাঙ্‌লাদেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, তবে অনুমান খুব সহজেই করা যাইতে পারে। উত্তর-ব্রহ্মের সঙ্গে আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া স্থলপথে একটা নিকট সম্বন্ধ ত ছিলই, একথা আমি অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি; এবং বর্তমান ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরার রাজবংশের সঙ্গে যে পাগানের আনাউরহ্‌থাও চান্‌জিথ্‌থার রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি।[৫৮] মধ্যযুগে এই পথ দিয়াই একাধিক বার মণিপুরে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধাভিযান আসিয়াছে। নিম্নব্রহ্মের সঙ্গে সমুদ্রোপকূল বাহিয়া জলপথও ছিল, তাহার প্রমাণ ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন রাজবংশাবলীগুলির ইতিহাসের মধ্যে আছে, এবং "ব্রহ্মদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস" ও আমার অন্য দুটি গ্রন্থে সে কথা প্রমাণ করিয়াছি[৫৯]। এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যবদ্বীপ-সুবর্ণ-দ্বীপের সঙ্গে পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রের দেশ ও দ্বীপগুলির সম্বন্ধের প্রমাণ আছে দেবপালদেবের রাজত্বকালে রাজা বালপুত্রদেবের নালন্দা লিপিতে[৬০], ইৎসিঙ্‌ নামক চীন পরিব্রাজকের (৭ম শতাব্দী) ভ্রমণ-বৃত্তান্তে[৬১], বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত ধর্মকীর্তির জীবন ইতিহাসের মধ্যে। এই সমস্ত সাক্ষ্যই এত সুপরিচিত যে, ইহাদের উল্লেখ পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া সাধারণ ভাবে এই সব পূর্বদক্ষিণসমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলিতে বাঙ্‌লাদেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট এবং পণ্ডিত মহলে এত বেশী আলোচিত হইয়াছে যে, প্রাচীন বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গে ইহাদের নিকট সম্বন্ধের কথা এখন আর কল্পনার বিষয় নয়। কিন্তু এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত একটিও প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যসংক্রান্ত নয়, যদিও একথা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাণিজ্য-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রমে ক্রমে বাঙ্‌লা দেশের ও ভারতের অন্যান্য দেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ এই সব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দেশে রাজ্যবিস্তার, সংস্কৃতিবিস্তার এই ভাবেই হইয়া থাকে, প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, বর্তমান কালেও হইয়াছে ও হইতেছে। সর্বাগ্রে বণিক্‌, বণিকের সঙ্গে বণিকের প্রয়োজনেই ধর্ম ও পুরোহিত, তার পরেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসিয়া পড়ে সামরিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব। যাহাই হউক, প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্‌লায় পাইতেছি না, কিন্তু বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গলে" সে-প্রমাণ আছে; আরাকান ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস এই গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া আমি মনে করি[৬২]। অনুল্লিখিত-নাম যে দেশের বিবরণ সওদাগরদের শুনান হইতেছে, সেই দেশ যে ব্রহ্মদেশ, তাহা বিবরণটি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে আর সন্দেহ থাকে না। (N. N. Sen Gupta's edn. pp. 194-95)। কিন্তু প্রাচীন কালে এই পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে বাঙ্‌লা দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধের একটি প্রমাণও কি নাই? আমার

মনে হয়, আছে। সেই প্রমাণটি উল্লেখ করিয়াই এই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গ শেষ করিব। মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেস্‌লি জেলার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে একটি শ্লেট্‌ পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাথরটির মাঝখানে উৎকীর্ণ একটি বৌদ্ধস্তূপের প্রতিকৃতি; স্তূপটির দুই পাশে লিপি উৎকীর্ণ। লিপিটির পাঠ এইরূপ :—

অজ্ঞানাচ্চীয়তে কর্ম্ম জন্মনঃ কর্ম্ম কারণ [ম]

জ্ঞানান্ন চীয়তে [কর্ম্ম কর্ম্মাভাবান্ন জায়তে]

ইহা একটি বৌদ্ধ সূত্র। এর পরেই দক্ষিণতম প্রান্তে লেখা আছে :—

মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তস্য রক্তমৃত্তিকা বাস্ [ত ব্যস্য]

এবং তার পরেই বাম প্রান্তে ও পার্শ্বে আছে :—

সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বথা স (র) ব্ব···সিদ্ধ যাত্ [র] া [ঃ] সন্তু

এই মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত; লিপিটি বহু আলোচিত। বুদ্ধগুপ্তের বাড়ী ছিল রক্তমৃত্তিকায়। সিদ্ধযাত্র ও সিদ্ধযাত্রা কথাটি লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। বেশীর ভাগ তর্ক নিরর্থক। কথাটি এ পর্যন্ত এই দেশ ও দ্বীপগুলির অন্ততঃ সাতটি প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। সিদ্ধযাত্রিক, সিদ্ধযাত্রত্ব, যাত্রাসিদ্ধিকাম ইত্যাদি কথা "পঞ্চতন্ত্রে" ও "জাতকমালা"য় বার বার পাওয়া যায়। "জাতকমালা"র সুপারগ-জাতকে পূর্ব ভারতের বণিক্‌দের সুবর্ণভূমি বা নিম্নব্রহ্মদেশে যাত্রার কথা আছে (সুবর্ণভূমিবণিজো যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ)—তাহাদের যাত্রা সিদ্ধিলাভ করুক, এই কামনা তাহাদের মনে ছিল, সেই জন্য তাহাদের বলা হইয়াছে যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ। বুদ্ধগুপ্তের এই লিপিটির শেষ ছত্রটির অর্থেরও অস্পষ্টতা কিছু নাই; সর্বপ্রকারে, সকল বিষয়ে সর্বথা বা সর্ব উপায়ে সকলে সিদ্ধযাত্র হউক, এই প্রকার একটা কামনা বা আশীর্বাদ করা হইতেছে। এই কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল যাত্রার পূর্বে, ইহাই ত 'সন্তু' এই ক্রিয়াপদটির এবং সমস্ত আশীর্বাদটীর ইঙ্গিত। কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল খুব সম্ভব কোন বৌদ্ধ পুরোহিত বা ধর্মগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে; স্তূপের প্রতিকৃতিটি তাহার প্রমাণ, এবং এই আশীর্বাদের একটি লিপি বৌদ্ধসূত্র সহ ধর্মনিদর্শন সহ খোদাই করিয়া, রক্ষাকবচের মত বুদ্ধগুপ্তের সঙ্গে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রথা ত এখনও বাঙ্‌লার বহু পরিবারে প্রচলিত। এই মহানাবিকের বাস্তব্য অর্থাৎ বাড়ী ছিল রক্তমৃত্তিকায়। এই রক্তমৃত্তিকা কোথায়, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। অধ্যাপক কার্ণ বলিয়াছিলেন, এই রক্তমৃত্তিকা চৈনিক উপাদানের Ch'ih-t'u, সিয়াম দেশের সমুদ্রোপকূলের একটি স্থানের সঙ্গে অভিন্ন। অক্ষর দেখিয়া লিপিটির তারিখ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক। লিপিটির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত; ধর্মপ্রেরণা একান্তভাবেই ভারতীয়; মহানাবিকটির নাম ও ধাম একান্ত ভাবেই ভারতীয়, বুদ্ধগুপ্ত নামটি যেন বিশেষ করিয়াই ভারতীয়। এই অবস্থায় নাবিকটিকে সিয়ামদেশবাসী বলিয়া মনে করিতে একটু ঐতিহাসিক

দ্বিধা বোধ হয় বই কি? বিশেষতঃ রক্তমৃত্তিকার সন্ধান যদি ভারতবর্ষে কোথাও পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ (সপ্তম শতক) কিন্তু কর্ণসুবর্ণের বিবরণ দিতে বসিয়া এক রক্তমৃত্তিকার সন্ধান দিতেছেন। বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর একেবারে পাশেই ছিল লো-টো-মো-চিহ্ (Lo-to-mo-chih) নামে বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার। চীন লো-টো-মো-চিহ্ পালি অথবা প্রাকৃত লত্তমচি=রক্তমত্তি=রক্তমৃত্তি বা রক্তমৃত্তিকা, বাঙ্লা, রাঙামাটি। আমার ত মনে হয়, বুদ্ধগুপ্তের বাড়ী কর্ণসুবর্ণের এই রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি। তাহা ছাড়া আর একটি রাঙামাটির খবর আমরা জানি চট্টগ্রামে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক আবেষ্টনের কথা মনে রাখিলে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত যে বাঙ্লা দেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রতীরের দেশে, এই অনুমানই ত বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া মনে হয়। এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এইখানে আমরা প্রাচীন বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্য-বিস্তারের একটা পাথুরে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

এই যে আমরা একটা প্রশস্ত, সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পরিচয় পাইলাম, এই বাণিজ্যে বাঙ্লা দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত এবং সে অর্থের অধিকাংশ বণিক্‌দের হাতেই কেন্দ্রীকৃত হইত, এই ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। কিন্তু এই অর্থ কি? ইহা কি মুদ্রায় বা বিনিময়-দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত? প্লিনি যে বলিয়াছেন, আধ সের পিপ্পলির দাম হইত ১৫ স্বর্ণ দিনার, এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বার্ষিক রপ্তানীর মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা, তাহা হইতে অনুমান হয়, বণিকেরা বাণিজ্য পসরার বদলে মুদ্রাই লইয়া আসিতেন, এবং এই মুদ্রা সুবর্ণমুদ্রা dinarius বা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা drachm বা দ্রম্ম। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পট্টোলিগুলিতে ভূমির মূল্যের উল্লেখ (স্বর্ণ) দিনার অনুযায়ী, কিংবা পরবর্তী পাল ও সেনবংশের লিপিগুলিতে মূল্যের উল্লেখ পাই রৌপ্য দ্রম্মে (ধর্মপালের মহাবোধি লিপির "ত্রিতয়েন সহস্রেণ দ্রম্মানাং খানিতা"; বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের দুইটি লিপিতেও ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে দ্রম্মে)। এই দুইটি মুদ্রার নাম হইতে মনে হয়, এক সময়ে এই দুই বিদেশী মুদ্রাই প্রচুর পরিমাণে বাঙ্লা দেশে আসিত, এবং বিনিময়-মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইত, পরে ইহাদের নাম হইতেই স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বাঙ্লা দেশে দিনার ও দ্রম্ম নামে পরিচিত হইয়াছিল। 'দাম' এবং দর্মা (বেতন) এই কথা দুইটি ত 'দ্রম্ম' হইতেই আমরা পাইয়াছি। এই দুই মুদ্রা প্রচলনের মধ্যেও প্রশস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্বন্ধের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিনিময়-বাণিজ্য (trade by barter)ও সঙ্গে সঙ্গে ছিল না, এ কথাও বলা চলে না। Periplus গ্রন্থে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ত মনে হয়, এই বাণিজ্য পণ্য-বিনিময়েই চলিত বেশী। বংশীদাস ও মুকুন্দরামের যে সাক্ষ্য আগে একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মধ্যযুগেও এই বিনিময়-বাণিজ্যই বহির্বাণিজ্যের সাধারণ নিয়ম ছিল। টেভারনিয়ারের যে-সাক্ষ্য ত্রিপুরাদেশাগত সোনা সম্বন্ধে আগে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ত দেখা যায়, অন্তর্বাণিজ্যেও এই ব্যবস্থা কতকটা

প্রচলিত ছিল। এই দুটি সাক্ষ্যই মধ্যযুগীয়, তবু মনে হয়, প্রাচীন ধারাই মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল।

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা হইল; এই তিন উপায়েই দেশের অর্থোৎপাদন হইত। মুদ্রায় এই অর্থের রূপান্তর কিরূপ ছিল, দেখা যাক্।

মহাস্থানের শিলাখণ্ডের লিপিটিতে গণ্ডক নামে এক মুদ্রার নাম পাইতেছি; এই মুদ্রা সোনার, কি রূপার, বলার কোনও উপায় নাই। পঞ্চম হইতে অষ্টক শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলিগুলিতেই ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে (স্বর্ণ) দিনারে। প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাই যে ছিল দিনার, তাহা ইহাতেই সপ্রমাণ। রৌপ্য মুদ্রার প্রচলনও ছিল, তাহার নাম ছিল রূপক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈগ্রাম পট্টোলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লিপি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আটটি রূপক মুদ্রা অর্দ্ধ দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোলটিতে এক স্বর্ণদিনার। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে এক স্বর্ণদিনারের (ধনাইদহ ও দামোদর পট্টোলির কালে) ওজন ছিল ১২৪·৭ হইতে ১২৭·৩ মাষ পরিমাণ, এ কথা এই আমলের প্রাপ্ত সুবর্ণমুদ্রা হইতে জানা যায়। স্কন্দগুপ্তের সময়ে সুবর্ণমুদ্রা দিনারের ওজন ছিল ১৪২ মাষ। রূপক মুদ্রার সাধারণ ওজন ছিল একটি রৌপ্য কার্ষাপণের সমান অর্থাৎ ৫৬ মাষ। "অমর-কোষে"র মতে এক (স্বর্ণ) দিনার এক (স্বর্ণ) নিষ্কের সমান। আশ্চর্যের বিষয় এই, সপ্তম শতকের পর আর আমরা (স্বর্ণ) দিনারের উল্লেখই পাই না, এবং শিলালিপিতে উল্লেখ যেমন নাই, তেমনি সেই যুগের পর কোনও স্বর্ণমুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃতও হয় নাই। আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্মপালের মহাবোধি লিপিতে, বিশ্বরূপ সেনের একটী অপ্রকাশিত লিপিতে ও কেশব সেনের একটি লিপিতে বোধ হয় দ্রন্ম (?) নামক (রৌপ্য) মুদ্রার উল্লেখ আছে। ভাস্করাচার্যের (১০৩৬ শক=১১১৪খ্রীঃ) "লীলাবতী" গ্রন্থে একটি আর্য্যা আছে: কুড়ি কড়ায় এক কাকিনী, চার কাকিনীতে এক পণ, ষোল পণে এক দ্রন্ম, ষোল দ্রন্মে এক নিষ্ক। "অমরকোষে" দেখিয়াছি, এক নিষ্ক এক দিনারের সমান; তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এক দ্রন্ম এক দিনারের ষোল ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ বৈগ্রাম লিপির উল্লিখিত এক রূপকের সমান। দ্রন্ম যে রৌপ্যমুদ্রা, এ সম্বন্ধে তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি দ্রন্ম রৌপ্যমুদ্রাও বাঙলাদেশে কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। সেন-রাজত্বের অবসান পর্যন্ত দ্রন্মের প্রচলনের উল্লেখ লিপিতে থাকিলেও সাধারণ প্রচলিত উর্দ্ধতম মুদ্রামান ছিল কপর্দক পুরাণ বা পুরাণ। সেন-বংশের এবং সমসাময়িক সকল রাজবংশের শিলালিপিতেই ভূমির আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে এই পুরাণ মুদ্রায়, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। এই পুরাণ মুদ্রার সঙ্গে তদানীন্তন দ্রন্মের কি যোগ ছিল, দুইই এক কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। নিম্নতম মান কি ছিল, তাহাও বলা যায় না, তবে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে অনুমান করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়,

এই নিম্নতম মান ছিল কড়ি। ফাহিয়ান্‌ও (চতুর্থ শতক) বলেন, লোকে ক্রয়বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার করিত।

গুপ্তযুগের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতেই মুদ্রার, বিশেষভাবে স্বর্ণ-মুদ্রার অবনতি ঘটিল কেন, এই প্রশ্ন অর্থনীতিবিদের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই অবনতি কি দেশের সাধারণ আর্থিক দুর্গতির দিকে ইঙ্গিত করে? না, রাষ্ট্রের স্বর্ণের অথবা রৌপ্যের গচ্ছিত মূলধনের (reserve) স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করে? ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কপর্দকপুরাণ বোধ হয়, রৌপ্যমুদ্রাই ছিল, অন্ততঃ ভূমির আয়ের পরিমাণ দেখিয়া ত তাহাই মনে হয়। যদি তাহা হয়ও, যদি কপর্দকপুরাণ ও দ্রম্ম একই জিনিসও হয়, তাহা হইলেও এটা আশ্চর্য যে, একটি কপর্দ্দকপুরাণও আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হইল না! মুদ্রার প্রচলন কি কমিয়া গিয়াছিল? ব্যবসা বাণিজ্য, কাজকর্ম, চাকুরী, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি সবই বিনিময়ে হইত, ইহাও ত সম্ভব নয় এই যুগে! তবে কি হইয়াছিল? রৌপ্যই কি অর্থমান নির্ণয় করিত? হয় ত তাহাই। সামাজিক ধন-সম্বলের গতি কোন্ দিকে, এই তথ্যের মধ্যে হয় ত তাহার ইঙ্গিত আছে। দ্রম্ম ও কপর্দ্দকপুরাণ, দুইই যদি রৌপ্যমুদ্রাই হয়, এবং আগেই বলিয়াছি, ইহা হওয়াই সম্ভব, তাহা হইলেও মনে হয়, কপর্দকপুরাণের intrinsic value বা মুদ্রার দিক্ হইতে যথার্থ মূল্য দ্রম্মাপেক্ষা কম ছিল বলিয়াই ত মনে হয়। রৌপ্যমুদ্রার এই অবনতিই বা কিসের জন্য হইল? Gresham's Law দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করা যায় কি? যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধি নির্ভর করিত, তাহার অবনতি ঘটিয়াছিল কি?

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত ৬৬ বৎসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। **ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রক্ষিত হয়; এজন্য ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ।** আদায়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই ফাণ্ডের টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আর্থিক দুর্দ্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। চাঁদার হার অতি অল্প এবং **দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও আফিসের খরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়।**

সঞ্চিত মূলধন—২৫০০,০০০৲

প্রদত্ত পেনশন্—১৯০০,০০০৲

সভ্যগণ প্রতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে ব্যয় হয়।

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

সেক্রেটারী

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা।

টেলিফোন—ক্যাল ৩৪৯৪।

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী =

(মূল্যতালিকা ঃ পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ৩৲, ৪৲

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬॥০, ৮॥০

চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২॥০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩॥০, ৪॥০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩।০, ৪॥০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩॥০
৩য় খণ্ড— ২॥০, ৩।০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২॥০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ১৲, ১।০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১॥০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১॥০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১॥০, ২৲

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১।০

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২॥০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৬৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু ১॥০, ২।০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত ।০, ৸০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬।০

আলালের ঘরের দুলাল
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস ১॥০

কালীপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামনারায়ণ তর্করত্ন
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামরাম বসু
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

নবযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারক

আয়ুর্বেদ-প্রচারে অগ্রণী

সি. কে. সেন এণ্ড কোং-র

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭॥০, ডাকমাশুল ১৶০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬॥০, ডাকমাশুল ১৶০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৲, ডাকমাশুল ১।৶০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৲, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

জবাকুসুম হাউস—৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির। এখানকার মাদুলীতে সন্তান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

"..........Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland—1939.* P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্যানুরাগীদের পড়িবার মত কয়েকখানি বই

সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার-প্রণীত

মারাঠা জাতীয় বিকাশ

মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস

—মূল্য আট আনা—

* *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বাংলা সাময়িক-পত্র

১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

বাংলা সাময়িক পত্রের

বিস্তৃত সচিত্র ইতিহাস

—মূল্য তিন টাকা—

*

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যের ইতিহাস

—মূল্য এক টাকা—

*

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা

উচ্চশিক্ষিতা মোগল রমণীদের ইতিবৃত্ত

—মূল্য আট আনা—

* *

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-প্রণীত

Treatment of Love in Sanskrit Literature

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের স্থান

—মূল্য এক টাকা—

* *

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন-প্রণীত

বাঙ্গালা-সাহিত্যে গদ্য

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা

—মূল্য দুই টাকা—

* *

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

অধুনা দুষ্প্রাপ্য কয়েকখানি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ

লেখকদের গ্রন্থপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ

কলিকাতা কমলালয়	১৲
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৲
বেদান্ত চন্দ্রিকা	১৲
ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৲
স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক	১৲
নববাবুবিলাস	১৲
পাষণ্ড পীড়ন	১৲
হুতোম প্যাঁচার নক্শা	২৷৹
বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ	৷৹
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ	৷৹
কৃপারশাস্ত্রের অর্থ-ভেদ	৫৲

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

সমগ্র রচনাবলী

—মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী—

—মূল্য তিন টাকা—

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

সম্পাদক ঃ—**শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস**

বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল, তাহার শেষেরটিকেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে, পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে এবং যেখানে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিতেছেন।

সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম মূল্য ২৫৲ এবং পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে।

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

দুর্গেশনন্দিনী	২৲	দেবী চৌধুরাণী	১৲
কপালকুণ্ডলা	১।০	সীতারাম	২৲
মৃণালিনী	২৲	বিজ্ঞান-রহস্য	৸০
বিষবৃক্ষ	১॥০	সাম্য	৸০
ইন্দিরা	১৲	বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ)	২৲
যুগলাঙ্গুরীয়	।০	লোকরহস্য	৸০
চন্দ্রশেখর	১৲	গদ্য পদ্য বা কবিতা-পুস্তক	৸০
রাধারাণী	।০	কমলাকান্ত	১॥০
রজনী	১৲	মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত	।০
কৃষ্ণকান্তের উইল	১॥০	Rajmohan's Wife	Re. 1
রাজসিংহ	২৲	Essays and Letters	Rs. 2
আনন্দমঠ	১৸০	Letters on Hinduism	Re. 1

এইগুলি সত্বর প্রকাশিত হইবে ঃ—

১। কৃষ্ণচরিত্র
২। ধর্ম্মতত্ত্ব-অনুশীলন
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৪। সহজ রচনাশিক্ষা
৫। বঙ্কিমের বাংলা প্রবন্ধ
৬। বঙ্কিমের বাল্যরচনা
৭। বঙ্কিমের লিখিত পত্রাদি
৮। অপরের রচিত গ্রন্থে বঙ্কিমের লিখিত ভূমিকা

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর যে শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাকে বঙ্কিমের সাহিত্যকীর্তির যমীসৌধ বলা যেতে পারে। কী মুদ্রণ সৌষ্ঠবে, কী ঐতিহাসিক বিচারে, কী তৎকালীন লোকমতের বিবৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি গৌরব রক্ষার এই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সমুজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে। এ জন্য এই ব্যাপারের কর্তৃপক্ষ ও সহায়কগণকে বাংলা দেশের হয়ে সাধুবাদ নিবেদন করি।

ইতি ৯।১২।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

'প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল' প্রবন্ধের পাদটীকা

১ Mauryan Brahmi inscription of Mahasthan, Ep. Ind. xxi, p. 83 ff.

২ প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে ভূমিজাত এই দ্রব্যটির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে; এই শস্যসম্পদটি এতই আদৃত ও পরিচিত ছিল যে, ইহাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই লিপি-লেখকেরা ধরিয়া লইয়াছেন, উল্লেখের কোনও প্রয়োজন মনে করেন নাই। প্রতিবাসী কামরূপ-রাজ্যের লিপিগুলিতে কিন্তু শুধু ভূমির পরিমাণই যে দেওয়া হইতেছে, তাহা নয়, সেই ভূমিতে কি পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; অনেক স্থলে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ দ্বারাই ভূমির পরিমাণ নির্দেশ করা হইতেছে। বলবর্মার তাম্রশাসনে বলা হইতেছে, "দক্ষিণকূলে দিজ্জিন্নাবিষয়ান্তঃপাতিনো ধান্যচতুস্‌সহস্রোৎপত্তিমতো হেঙ্‌সিবাভিধানা ভূমিঃ"; রত্নপালের প্রথম শাসনে বলা হইতেছে, "উত্তরকূলে ত্রয়োদশগ্রামবিষয়ান্তঃপাতি বামদেবপাটকাপকৃষ্টভূমিসমেতলাবুকুটি ক্ষেত্রে ধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিকভূমৌ"; ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে বলা হইতেছে, "উত্তরকূলে মন্দিবিষয়ান্তঃপাতি-পণ্ডরীভূমিতোঽপকৃষ্টধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিকভূমৌ", ইত্যাদি। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, "কামরূপশাসনাবলী", ১৮ পৃ, ৯৯ পৃ. ১৩৬-৩৭ পৃ.।

৩ "Periplus of the Erythrean Sea", ed. by Schoff.

৪ "Kautilya's Arthasastra," ed. by R. Shamasastry. 2nd. edn. 1923.

৫ "Materials for a critical edition of the old Bengali Caryapadas," by Dr. Prabodhchandra Bagchi. J. D. Letters. C. U. Vol. xxx. pp. 1-156. "বৌদ্ধগান ও দোঁহা", হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩, ১-৩৬।

৬ Vappaghosavata grant of Jayanaga, Ep, Ind. xviii, p. 60 ff.

৭ "গৌড়লেখমালা", অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ১৩১৯, ৯-২৮ পৃ.

৮ Dhanaidaha Copper-plate insc, of the time of Kumaragupta I, Ep. Ind. xvii, p, 345 ff.

৯ Damodarpur Copper-plate inscriptions, Ep. Ind., xv, pp.

১০ Three Copper-plate grants from East Bengal (Faridpur). Ind. Ant. 1910. p. 193 ff. ১১ Ibid.

১২ Ghugrahati Copper-plate insc. of Samacaradeva, Ep. Ind. xviii, p. 74 ff.

১৩ Baigram Copper-plate insc. of the Gupta year 128, Ep. Ind. xxi, p. 78 ff.

১৪ Bhatera Copper-plate inscription of Govinda-Kesava, Ep. Ind.

১৫ Dhulla Copper-plate of Sricandra, Inscriptions of Bengal, iii, 1929, p. 165 ff.

১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪১ ভাগ, ১৩৪১, ৭৮-৭৯ পৃ।

১৭ Bhuvanesvar Inscription of Bhatta-Bhavadeva, Insc. of Bengal, iii, 1929, p. 25 ff.

১৮ "Yuan Chwang", by Watters, Vol. ii.

১৯ "গৌড়লেখমালা", ৩৯-৪৪ পৃ। ২০ ঐ, ৫৫-৬৯ পৃ। ২১ ঐ, ৯১-১০০ পৃ।

২২ Irda Copper-plate of the Kamboja King of Nayapaladeva, Ep. Ind. xxii, p. 150 ff.

২৩ "গৌড়লেখমালা", ১২৭-১৪৬ পৃ।

২৪ ২নং পাদটীকা দেখুন।

২৫ "Inscriptions of Bengal", III. p. 1-9.

২৬ Ibid, p. 14 ff.

২৭ Ibid, p. 42 ff.

২৮ Ibid, p. 57 ff.

২৯ Ibid, p. 68 ff.

৩০ Ibid. p. 99 ff.

৩১ Ibid, p. 106 ff.

৩২ Ibid, p. 92 ff.

৩৩ Ibid, p. 81 ff.

৩৪ Ibid, p. 169 ff.

৩৫ Ibid, p. 177 ff.

৩৬ Ibid, p. 132 ff.

৩৭ Ibid, p. 181 ff.

৩৮ Asrafpur Copper-plates of Devakhadga, Mem. A. S. B. I, p. 85 ff.

৩৯ "Inscriptions of Bengal", III, p. 165 ff.

৪০ "কীর্তি-কৌমুদী" গ্রন্থ লবণপাল ও বীরধবল বাঘেলাদের মন্ত্রী বস্তুপালের জীবনী। সোমেশ্বর ইহার রচয়িতা। Ed. by A. V. Kathavate. Bombay 1883. প্রথম সর্গ, ১২ পৃ, ৩৭ শ্লোক। "আজ্ঞাসারঃ করম্বোভূর্গৌড়ো মোদকবন্নৃপঃ।" এই নৃপ হইতেছেন অনহিল্লপুরের রাজা জয়সিংহ (আনুমানিক ১০৯৩ খৃঃ)। ভ্রমক্রমে এই গ্রন্থ বিদ্যাপতির বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বস্তুতঃ সোমেশ্বর ইহার রচয়িতা।

৪১ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", সুকুমার সেন।

৪২ "কাব্যমীমাংসা"।

লবলী কি বস্তু, আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। গ্রন্থিপর্ণকের উল্লেখ একাধিক "নিঘণ্টু" গ্রন্থে আছে; ইহা এক প্রকার ভেষজ দ্রব্য বলিয়াই মনে হয়। কস্তুরী তিন প্রকার; নেপালের কস্তুরী ধূসর, কাশ্মীরের হরিদ্রাবর্ণ, এবং

কামরূপের কৃষ্ণবর্ণ। ভাবপ্রকাশের মতে নেপালের কস্তুরী নীলবর্ণ, এবং কাশ্মীরের ধূসর। এই মতে কামরূপের কস্তুরী সর্বশ্রেষ্ঠ, তার পর নেপাল এবং কাশ্মীরের স্থান।

৪৩ "Kautilya's Arthasastra," Shamasastry's edn. p. 86 and f. n. 7.

৪৪ Ibid, p. 99 and f. n. 2. মহাভারতে উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছরা যুধিষ্ঠিরকে সোনা ও মুক্তা উপঢৌকন দান করিয়াছিল (II, 30, 27)।

৪৫ ১৬ নং পাদটীকা দেখুন।

৪৬ "Kautilya's Arthasastra" op. cit. p. 54. মহাভারতের যুদ্ধ দৃশ্যগুলিতে বঙ্গদেশীয় হস্তীর উল্লেখ আছে।

৪৭ "Kautilya's Arthasastra" op. cit. p. 90-91 with f. ns.

৪৮ "Periplus of the Erythrean sea", ed. by Schoff. op. cit.

৪৯ J. R. A. S., 1806, p. 495.

৫০ Yule's "Marcopolo", II, p. 115. পঞ্চদশ শতকের আর একজন চীন পর্যটক বাঙলাদেশের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বলিতেছেন, "Five or six kfnds of cotton fabrics were manufactured, one of which called Pi-chih was of very soft texture, 3 feet wide and 56 ft. long. Another ginger-yellow fabric called Man-cheti was also produced, which was 4 ft. wide and 50 ft. long, etc." J. R. A.S, 1895,, pp. 529-33, "Mahuan's Account of the Kingdom of Bengal", by G. Phillip.

৫১ "Materials for a critical edition of the old Bengali Caryapadas" by P. C. Bagchi op. cit, এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, প্রাচীন বাঙলা মূল পদ নং i, xxvi, x, ও ইহাদের তিব্বতী ও সংস্কৃত অনুবাদ; শেষোক্ত পদটির জন্য দ্রষ্টব্য নং xxv তিব্বতী ও সংস্কৃত অনুবাদ। সঙ্গে সঙ্গে বাগচী মহাশয়ের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৫২ ১৪নং পাদটীকা দেখুন।

৫৩ ২৩ নং " "।

৫৪ Indian Hist. Quarterly, vol, vi, 1930, p. 45 ff.

৫৫ Ind. Ant. 1910, p. 193 ff.

৫৬ "আগে আনি গুয়াপান থুইলেক বিদ্যমান
মূল্য বঙ্গে কাঁড়ারী ভুলাই।
একটি একটি পানে মরকত দশগুণে
গুয়াতে মাণিক্য যেন পাই।" ইত্যাদি
বংশীদাসের "মনসামঙ্গল", ৩৮০-৩৯০ পৃ।

"কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।"
কবিকঙ্কণের "চণ্ডীকাব্য", ১৯১ পৃ।

৫৭ Pliny, "Natural History" xii, 18. প্লিনির বক্তব্য হইতেছে, There was "no year in which India did not drain the Roman Empire of a hundred million Sesterces." এই মুদ্রা-পরিমাণ এখনকার ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সমান।

৫৮ "Sanskrit Buddhism in Burma", Cal. Univ. 1936. pp. 93-94.

৫৯ "Brahmanical Gods in Burma," Cal. Univ. 1932; "Sanskrit Buddhism in Burma", Cal. Univ. 1936; "History of Theravada Buddhism in Burma" (in the press.)

৬০ N. G. Majumder, V. R. S. Monograph, No. 1.

৬১ "A Record of the Buddhist Religion...", by J-tsing. Ed. by J. Takakusu. Oxford. 1896.

৬২ N. N. Sen Gupta's edn. pp. 194-95। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে প্রাচীন বাঙলার স্থান কি ছিল, তাহার পরিচয় "মিলিন্দ-পঞ্‌হ" ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কিন্তু এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এত সুপরিচিত যে, তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

হীরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনা

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২৩এ নবেম্বর ১৯৪০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলে পরিষদ্-তোরণে শানাই বাজিতে আরম্ভ হয় এবং দুইটি বালিকা শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করে। পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রথমে হলঘরে লইয়া যান। মন্দিরের প্রবেশ-পথ ও হলঘরটি শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্ত্তৃক বিচিত্র আলিপনায় সজ্জিত হইয়াছিল। হলঘরের মাঝখানে সকলে দণ্ডায়মান হইলে আলোকচিত্র গৃহীত হয়। পরে হীরেন্দ্রবাবুকে মঞ্চোপরি লইয়া যাওয়া হয়। মঞ্চটিও মনোরম আলিপনায় চিত্রিত হইয়াছিল। সভাস্থ সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বচন পাঠ করেন এবং হীরেন্দ্রবাবুর কপালে চন্দন-লেপন করেন। পরে নিম্নোক্তরূপ কার্য্যসূচী অনুসৃত হয়।

শ্রীযুক্ত কালীপদ পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুকে মাল্যদান করেন।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নোক্ত মানপত্র পাঠ করেন,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

মহাশয়ের করকমলে—

হে মহাভাগ,

আপনার সুদীর্ঘ সাহিত্য ও কর্ম্ম-জীবনের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া বঙ্গদেশের সাহিত্য-সমাজের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে সাদর সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছে।

আপনি এই প্রতিষ্ঠানের পরম আত্মীয় ও সর্ব্বোত্তম সুহৃৎ; যে কয়জন অনন্যকর্ম্মা সুধী সাহিত্যিকের যত্ন ও চেষ্টায় দীর্ঘ সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার জন্ম হইয়াছিল, আজ তাঁহাদের সকলেই সংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন, একমাত্র আপনিই আপনার জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা ইহাকে যশোমণ্ডিত করিয়া চলিয়াছেন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হে অদ্বিতীয় আজন্মবান্ধব, এই প্রতিষ্ঠানে আপনার পদাঙ্কানুসারী সেবক আমরা আপনাকে সশ্রদ্ধচিত্তে সগৌরবে বরণ করিতেছি।

কৈশোরে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি বঙ্গভারতীর সেবায় ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল নিষ্ঠার সহিত বাণীসাধনায় রত আছেন; গীতা, ভাগবত, বেদান্ত ও উপনিষদের হিমালয়-চূড়া হইতে দুরূহ তপস্যার দ্বারা ভগীরথের ন্যায় রস-গঙ্গাকে আমাদের সাহিত্য-সংসারে বহন করিয়া আনিয়াছেন; সুদুর্লভ বৈষ্ণব-প্রেমের অধিকারী আপনি, সর্ব্ববিধ কঠিন দার্শনিক চিন্তা ও ভগবৎতত্ত্বকথাকে সরস সাহিত্য-রূপ দান করিয়া সাধারণের আস্বাদনীয় করিয়া তুলিয়াছেন, হে রসিক, হে প্রেমিক সাহিত্যস্রষ্টা, আমরা আজ আপনাকে সংবর্দ্ধিত করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইতেছি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীর যখন জাতীয় নবজাগরণ ঘটিল, বাঙালীর নবোদ্বুদ্ধ ভাবচেতনা বিবিধ মঙ্গলকর্ম্মে বিকাশলাভে উন্মুখ হইল, তখন আপনি স্বীয় জ্ঞান ও তপস্যা-মহিমায় শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্যের বিবিধ কল্যাণকর কাজে দেশবাসীকে প্রেরণা যোগাইয়াছেন এবং বহু দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও কর্ণধাররূপে বাঙালীকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছেন; অসংখ্য কর্ম্মবন্ধনের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার কল্যাণহস্ত শিথিল হয় নাই—হে অনন্যব্রতী দেশসেবক, আমরা আপনাকে নমস্কার নিবেদন করিতেছি।

হে দার্শনিক, আপনার কাব্যরসধারায় স্নান করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি; আপনার সুললিত ছন্দানুবাদে ভারতের কালিদাস ও বাংলার জয়দেবকে আমরা একান্ত নিজস্ব করিয়া পাইয়াছি; ভাগবতের রসসমুদ্রে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কাব্য, বিজ্ঞান ও দর্শন আপনাতে একত্র মিলিত হইয়াছে; আপনার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারায় আমরা নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছি; হে কবি, আমাদের সপ্রেম অভিবাদন গ্রহণ করুন।

হে তপস্বী, যৌবনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আপনি দীক্ষালাভ করিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্রের নিকট কাব্য-প্রেরণা পাইয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ববাদীদের সান্নিধ্যে আপনার ভাগবতী চেতনা জাগ্রত হইয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য, নবীনচন্দ্রের প্রিয় বান্ধব এবং বঙ্গদেশে ঈশ্বরতত্ত্ববাদীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, হে হীরেন্দ্রনাথ, আমাদের সম্মিলিত শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আপনার ঐকান্তিক সাধনায় ও অকুণ্ঠ সেবায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তথা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নব নব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, আপনি শতায়ুঃ হইয়া ইহার অধিকতর কল্যাণ সাধন করুন—শ্রীভগবানের কাছে আজ আমাদের ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করিয়া আমরাও যেন এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে পারি—অদ্যকার শুভদিনে আমরাও আপনার নিকট সেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

মান-পত্র পাঠের পর সম্পাদক মহাশয় পরিষদের অন্যতম বান্ধব মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পক্ষ হইতে মুর্শিদাবাদের একটি গরদের জোড় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে অর্পণ করেন।

অতঃপর হীরেন্দ্রবাবুর শিষ্যস্থানীয় কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম. এ. মহাশয় কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া গুরুবন্দনা করেন, এবং রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর ভারতীয় প্রাচীন প্রথানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুকে যে একটি শমীবৃক্ষ উপহার পাঠাইয়া দেন, তাহা প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় স্বরচিত নিম্নোক্ত "কবি-প্রশস্তি" পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

কবি-প্রশস্তি

জ্ঞানের সাধনা লভে পরিণতি কঠিন ব্রহ্মবাদে,
পিছে প'ড়ে থাকে কুরুক্ষেত্র প্রভাস রৈবতক ;
সংসার-ত্যাগী যাজ্ঞবল্ক্যে মৈত্রেয়ী শুধু সাধে—
ঈশ্বরবাদ খুঁজিতে ব্যাকুল গীতার অধ্যাপক।
উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব বেদান্ত-পরিচয়,
কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, বৌদ্ধ-নাস্তিকতা—
অবতাররূপী ঈশ্বর যাঁর ধরায় অভ্যুদয়,
তত্ত্বে তাঁহার ছিল একদিন জ্ঞানের সার্থকতা।
অদ্বৈতের বাদ-প্রতিবাদ যাজ্ঞবল্ক্য জানে,
নীরস সাংখ্য করিল প্রচার জীবন্মুক্তি-বাণী ;
কৃষ্ণতত্ত্বে বঙ্কিম, কথা কহে পণ্ডিত-কানে,
দার্শনিকের ঘটে বিভ্রম চঞ্চল হয় প্রাণী।
পাণ্ডিত্যের কূট-আবর্ত্তে ভরা তরীখানি ডোবে,
অতল সলিলে শুষ্কজ্ঞানের দুঃসহ নির্ব্বাণ !
হে তাপস, তব ভারতী সেদিন কাঁদিল মনঃক্ষোভে,
তখনো বীণার বাকি ছিল তার, থামে নি ললিত তান।

সযতনে তুমি কম্পিত হাতে আবার বাঁধিলে বীণা,
ঊষর মরুতে শ্যাম তৃণরাজি সহসা শিহরি উঠে,
প্রসন্ন হাসি হাসিলেন মাতা শুষ্ক-সাধন-ক্ষীণা—
শতদলদল করে টলমল রাঙা ও চরণপুটে।
সেদিনের সেই গতি বিপরীত তারই আনন্দে কবি,
এ যুগের কবি করিল রচনা তব বন্দনা-গান,

রাসলীলা আর মেঘদূত আঁকে মানব-মনের ছবি—
প্রেমের বাতাসে জ্ঞানের তটিনী হরষে বহে উজান।
কে ছিল প্রবীণ—জ্ঞানেতে বৃদ্ধ, কে ছিল তত্ত্ববাদী,
হিসাব তাহার পারে নি রাখিতে আকাশে জ্যোৎস্নাধারা,
কাননে কুসুম মেঘে মেঘে রঙ ছিল মায়াজাল ফাঁদি,
কৃষ্ণরাধার প্রেমে শুকসারী খাঁচায় আত্মহারা।
হে কবি, তোমায় বন্দি রূপকে, বুঝিবে তুমি তা জানি,
প্রেমিক, তোমার চরণে জানাই শতেক নমস্কার।
আধেক চিনেছি, চিনি না আধেক, তাতে বল কিবা হানি—
কৃষ্ণজন্মে হাসে একদিন কংসের কারাগার।

প্রেমের ধর্ম্মে বুঝে নিও কবি, কি আমি বলিতে চাহি,
শেষ কথা তুমি জীবনের শেষে বুঝিয়াছ জানিয়াছি,
ব্রজগোপীদলে নিজে ভগবান্ পারে নেন তরী বাহি,
গোপালের রূপে শ্রীহরি স্বয়ং ফিরিছেন ননী যাচি।
এই শেষ কথা, হে কবি প্রেমিক, তোমার লেখনীমুখে,
শুষ্ক জ্ঞানের মরুভূমি মাঝে টলমল সরোবর,
তোমারে খুঁজেছি, তোমারে পেয়েছি, তোমারে ধরেছি বুকে,
কবির চরণে কবির অর্ঘ্য কাব্যেই মনোহর।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত নিম্নোদ্ধৃত বাণী পঠিত হয়—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, এ সংবাদে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সাহিত্য-সমাজে হীরেন্দ্রবাবু যে সমুচ্চ সম্মানের যোগ্য, তাহারই ঘোষণার সংকল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

এই সংবর্দ্ধনা-সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া (ক) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহ্তাপ বাহাদুর, (খ) শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, (গ) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, (ঘ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং (ঙ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি পঠিত হয়।

অতঃপর সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু দেশের স্থায়ী উপকারের দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কর্ণধাররূপে তিনি নীরবে নিভৃতে বহু বৎসর উহার সেবা

করিয়াছেন। দার্শনিক ও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি দেশের প্রকৃত সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার অন্তরের সমস্ত প্রেরণা বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি ইহার বর্ত্তমান উন্নত ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি পরিষদের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে এই পরিষদের জীর্ণ মন্দির সংস্কার, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ, কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম-ভবন সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার জীবন অতি বিচিত্র এবং দেশের পক্ষে হিতকারী। আজ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন—নেতা কই!—কাজ কই! শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কাজ করিতে হইবে। বিবেকানুমোদিত পথে চলিলে ফল হইবেই হইবে—এই শিক্ষা তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন।

উত্তরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলেন, দীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল আমি বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছি। ৪৭ বৎসর পূর্ব্বেকার ক্ষুদ্র বীজ আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্রূপ প্রকাণ্ড মহীরুহরূপে দেখা দিয়াছে এবং বহু ঝঞ্ঝা ও বিপদের ভিতর দিয়া উহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও এক্ষণে ফলভরে অবনত হইয়াছে। এই সাহিত্য-পরিষদ্‌কে আশ্রয় করিয়া শত প্লাবনের ভিতরেও জাতীয় জীবনতরী সাফল্যের মন্দিরে নিশ্চিতরূপে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে। যে দিন আমি শেষ শয্যা গ্রহণ করিব, সে দিন এ কথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিব যে, পরিষদের সেবকরূপে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আমি পরমধামে যাত্রা করিতেছি। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে যদি স্তুতিরস অঞ্জলি ভরিয়া পান করি, তবে আপনারা বিস্মিত হইবেন না।

সভার শেষে সঙ্গীতাদির জলসা বসে, শ্রীযুক্ত কালীপদ পাঠকের টপ্পা গান, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ দাসের ম্যাজিক সভাস্থ সকলকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করে। সর্ব্বশেষে জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

নিম্নোক্ত হিতৈষিগণ অর্থ সাহায্য করিয়া এই অনুষ্ঠানের সাফল্য সম্পাদন করেন।

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা	১৲	জের		১৫৲
” অনাথগোপাল সেন	১৲	শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		১৲
” অনাথনাথ ঘোষ	১৲	”	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
” অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	”	চন্দ্রকুমার সরকার	১৫৲
” অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲	”	চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি. আই.ই.	২৲
” ঈশানচন্দ্র রায়	২৲	”	কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ	১০৲
” রেভাঃ এ. দৌতেন	২৲	”	জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
” খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর	২৲	”	জনৈক অনুরাগী	৫৲
	১৫৲			৫০৲

জের		৫০৲
শ্রীযুক্ত	ত্রিদিবনাথ রায়	১৲
”	দেবপ্রসাদ ঘোষ	১৲
”	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
”	ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	১৲
”	ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী	২৲
”	পুলিনবিহারী সেন	১৲
”	প্রফুল্লকুমার সরকার	১৲
”	স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৫৲
”	মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহ্‌তাপ বাহাদুর	১৫৲
”	বিভাস রায় চৌধুরী	১৲
”	কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ	৩০৲
”	ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া	১৲
		১২১৲

জের		১২১৲
শ্রীযুক্ত	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
”	মন্মথমোহন বসু	১৲
”	মৃণালকান্তি ঘোষ	২০৲
”	যতীন্দ্রনাথ বসু	৩০৲
”	স্যর যদুনাথ সরকার	১৫৲
”	কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়	৫৲
”	শান্তি পাল	১
”	শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	১৲
”	সজনীকান্ত দাস	২৲
”	সতীশচন্দ্র বসু	১৲
”	সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
”	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
”	সুরেশচন্দ্র মজুমদার	১৲
		২০১৲

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থাবলী

(১) কাব্য এবং (২) নাটক-প্রহসন—এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। কাব্য খণ্ড প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল।

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

পাঠঃ মধুসূদনের বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠ এরূপ যত্নের সহিত কখনও নির্ণীত হয় নাই। প্রচলিত বাজার-সংস্করণের সকলগুলিই যে অসংখ্য ভুলে ভরা, এই সংস্করণের সহিত সেগুলি মিলাইয়া দেখিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। মধুসূদনের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের পাঠ মূল বলিয়া ধরা হইয়াছে।

মুদ্রণঃ নূতন পাইকা অক্ষরে মূল এবং স্মল পাইকা অক্ষরে টীকা মুদ্রিত হইতেছে। মুদ্রণের নমুনা পর-পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

পাঠভেদঃ মধুসূদনের জীবিতকালের সকল সংস্করণের পাঠভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে-সকল পুস্তকে প্রথম ও শেষ সংস্করণের পাঠে মিল নাই সেই সকল পুস্তকের শেষে প্রথম সংস্করণও সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

টীকাঃ এই বিভাগে দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ দেওয়া হইয়াছে; মূলের মুদ্রাকর-প্রমাদ ও মধুসূদনের বিশেষ নিজস্ব প্রয়োগগুলিও প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভূমিকাঃ পুস্তক সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থ-সম্পাদনঃ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই সংস্করণ সম্পাদন করিতেছেন।

মূল্যঃ (ক) **সাধারণ সংস্করণ**—যাঁহারা আগামী চৈত্র (১৩৪৭) মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য দশ টাকা দিবেন, তাঁহারা মাইকেলের চিত্র ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সম্বলিত দুই খণ্ডে বাঁধানো সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী যথাসময়ে পাইবেন। (খ) **রাজ-সংস্করণ**—যাঁহারা অগ্রিম পনর টাকা দিবেন, তাঁহারা চিত্রাদি-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত দুই খণ্ডে বাঁধানো সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পাইবেন। (গ) **খুচরা গ্রন্থ**—প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটেও পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই **ডাক-খরচ** স্বতন্ত্র দেয়।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলির নাম :—

১ম খণ্ড—কাব্য

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
মেঘনাদবধ কাব্য
ব্রজাঙ্গনা কাব্য
বীরাঙ্গনা কাব্য
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী
বিবিধ : পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত
কবিতাবলী

২য় খণ্ড—নাটক-প্রহসন

শর্ম্মিষ্ঠা
একেই কি বলে সভ্যতা
বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ
পদ্মাবতী নাটক
কৃষ্ণকুমারী নাটক
মায়াকানন
বিবিধ :—হেক্‌টর-বধ

উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, উর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝন্‌ঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি।
নাচিল শীর্ষক চূড়া ; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।

৩। কার্ম্মুক—ধনুঃ।
৪। ফলক—ঢাল।
৫। কঞ্চুক—বর্ম্ম, সাঁজোয়া।
৯। শ্রবণ—কর্ণ। বিদরি—বিদীর্ণ করিয়া।
১১। কন্দর—পর্ব্বত-গহ্বর।
১৬। অলিন্দ—বারাণ্ডা।
১৯। শীর্ষক—শিরোভূষণ।

['মধুসূদন-গ্রন্থাবলী'র একটি পৃষ্ঠার নমুনা]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৭শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

হাফটোন ব্লকের আধুনিকতম সরঞ্জাম নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্লক প্রস্তুত ক'রে **ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও** যে সফলতা লাভ এবং সমঝ্দার সুধীজনের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, আজ বিনীতভাবে সকলের কাছে তা' নিবেদন কর্‌ছি।

বিশ্ববিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও থেকে ছবির প্রতিলিপি দেখে আশাতীত আনন্দলাভ করেছি।"

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"এই ষ্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত আমার অনেক ছবির প্রতিলিপি করিয়াছেন—সকলগুলিই সঠিক ও কাজ হিসাবে অত্যুত্তম। গত ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইনি এই কার্য্য করিতেছেন।"

বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন—"তাঁহার কাজ সমঝ্দার লোকদের প্রশংসা পাইতেছে।"

আমাদের এখানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুদ্রণ-যন্ত্রে এক-বর্ণ ও বহু-বর্ণের ছবি অতি সুন্দররূপে ছাপিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ছাপার কাজ দেখলে সন্তুষ্ট হবেন।

টেলিফোন—বি, বি, ৩৯৬২ ॥ ৭২-১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ টেলিগ্রাম—মেজোটিন্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ—১১ — শ্রীসজনীকান্ত দাস ... ১৩৩
২। বাংলা সাময়িক-পত্র — শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৪২
৩। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর — শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ ... ১৪৯
৪। সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৪ — শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৫৯
৫। শব্দ ও অর্থ — শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, বি-এল ... ১৬৬
৬। প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বল — শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম্‌-এ, ডি-লিট ... ১৭৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—বহু চিত্রে সুশোভিত

মূল্য : সদস্য-পক্ষে ২৲ ; সাধারণ-পক্ষে ২॥•

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার :—"সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথম শ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো।" ('ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) "Written by perfect master of the history of that period...indispensable to every student of our cultural development under the impact of English civilization from the beginning of the 19th Century."—*The Hindustan Standard* for Sep. 17, 1939.

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—"বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার জন্য এতাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব্ব ও একক।...ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল ধরিয়া source-book অর্থাৎ আকর বা আধারপুস্তক হইয়া থাকিবে।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত পুস্তক ছয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য— ঐ
৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার— ঐ
৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— ঐ
৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন— ঐ
৬। রামরাম বসু— ঐ

প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর')-প্রণীত

আলালের ঘরের দুলাল

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে পরিষৎ-প্রকাশিত বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইহা যে প্রামাণিক সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থসম্বলিত। মূল্য ১৷৷০

"এ পর্য্যন্ত 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত পুস্তকের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ ছিল না। যে-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাচীন প্রথার সঙ্কীর্ণ পথ হইতে মুক্ত করিয়া, প্রথম সহজ গদ্যের ও সরস সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার যে কোনও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ এতকাল ছিল না, তাহা বাঙ্গালা দেশের মত দেশেই সম্ভব। এই অভাব পূর্ণ করিয়া কৃতী ও সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহা যে কেবল মূল আদর্শ অনুযায়ী নিখুঁতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার ভূমিকায় লেখক ও রচনা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রমাণসহ নিপুণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে এমন অনেক চলতি কথা ও বাক্যবিন্যাস আছে, যাহার অর্থ এখন সর্ব্ববোধগম্য নহে; এই সকল অপ্রচলিত ও প্রবাদবাক্যের অর্থ বিশেষ যত্নের সহিত পরিশিষ্টে সংগৃহীত হইয়া এই সংস্করণের মূল্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্করণটি কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই, সাধারণ পাঠকেরও উপকারী ও উপযোগী করা হইয়াছে। পুস্তকটি এখন বাংলা দেশের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে; বর্ত্তমান সংস্করণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যলভ্য হইয়া, আশা করা যায়, ইহার বহুল প্রচার ও আলোচনার সহায়তা করিবে।" —শ্রীসুশীলকুমার দে

—প্রবাসী, ১৩৪৭, শ্রাবণ।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির।

দক্ষিণা-সাহিত্য

সাহিত্যের
স্বপ্নলোক
ঠাকুরমার ঝুলি
রাজসংস্করণ দেড় টাকা

অনবদ্য বই
[সম্পাদিত]
পৃথিবীর রূপকথা
রূপলিখিত
দেড় টাকা

বাংলার
ব্রতকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১৷৷০

জগতে বাংলার সম্মান
নিখিল ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
রূপ গহন
দুই টাকা
লোককথিকা
(যন্ত্রস্থ)
জগতের বাংলা বই
দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র

পৃথিবীর
চিরসবুজ বই
সবুজ লেখা
সবুজ সংস্করণ দেড় টাকা

অভিনব
অনুভবনীয় দান
কিশোর
উপন্যাস সিরিজ
৷৷০, ৸০, ১৲

বাংলার
রসকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১৷৷০

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম.এ প্রণীত

বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম.এ, ডি.লিট্ (লণ্ডন) লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

প্রাচীন বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রামাণ্য বিস্তৃত
ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সমালোচনা গ্রন্থ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভিমত—"বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ বিশ্লেষণ ক'রে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় ক'রেছেন। এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনা-কার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে, এজন্যে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন। (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১।১২।৩৯

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"Bangla Mangal Kavyer Itihas......... I find is the result of much labour and study. I read the book with profit."

সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য চারি টাকা মাত্র

কলিকাতা ও ঢাকার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় সমূহে অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমণা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী

সাহিত্য

সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ। মূল্য ১৲

আধুনিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, "কৃষ্ণচরিত্র", "রাজসিংহ", বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি যোলটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য চৌদ্দ আনা।

লোকসাহিত্য

ছেলেভুলানো ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য দশ আনা।

সাহিত্যের পথে

সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, কবির কৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, সৃষ্টি প্রভৃতি প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত সাহিত্য-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সবই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ছন্দের অর্থ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, গদ্যছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের হসন্ত হলন্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

বাংলা শব্দতত্ত্ব

এই সংস্করণে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচনা সংকলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে "শব্দচয়ন" বিভাগে বহুসংখ্যক ইংরেজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

কবি-মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে সাহিত্যানুরাগী ও
তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের সুযোগ

নানা চিন্তা: "দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব", "আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত" প্রভৃতি। ২৲ স্থলে ১৲

প্রবন্ধমালা: "আর্য্যধর্ম্ম ও সাহেবিআনা", "সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী। ১৷৷৹ স্থলে ৸৹

কাব্যমালা: "যৌতুক না কৌতুক", "গুম্ফ আক্রমণ কাব্য", মেঘদূত", প্রভৃতি। ১৷৷৹ স্থলে ৸৹

গীতাপাঠ: গীতার ব্যাখ্যান ১৷৷৹ স্থলে ৸৹

চিন্তামণি: "হারামণির অন্বেষণ" ও "সারসত্যের আলোচনা"। ১৲ স্থলে ৷৷৹

পাঁচখানি একসঙ্গে লইলে তিন টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৪৭

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১১)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী

চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর জীবন-কাহিনী আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার মাত্র দুইটি কীর্ত্তির উল্লেখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিবরণী-বহিগুলিতে (Buchanan, Roebuck) পাওয়া যায়—১। 'তোতা ইতিহাস', ২। ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ। প্রথম পুস্তকখানি বহু সংস্করণের মধ্য দিয়া আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়খানির কোনও সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিবরণী-বহিগুলি, *Primitiae Orientales* (তিন খণ্ড) পুস্তকে মুদ্রিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পুস্তকমালার বিজ্ঞাপন এবং ভারত-সরকারের দপ্তরে রক্ষিত *Home Miscellaneous* No. 559 প্রভৃতি হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিল এবং তাহা ছাপাখানার জন্য প্রস্তুত ছিল। পুস্তক ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র 'তোতা ইতিহাসে'র উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

চণ্ডীচরণের বাড়ী কোথায় ছিল এবং কবে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না। কলেজের বাংলা-বিভাগ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পণ্ডিত ও মুন্‌শী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় চণ্ডীচরণের উল্লেখ নাই। তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের পরে কোনও সময়ে উক্ত বিভাগে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত উইলিয়ম কেরীর পত্রে চণ্ডীচরণের উল্লেখ দেখা যায়। কেরী লিখিতেছেন—

Sir, ...
Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee,—and very fit for a Class Book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him.
Sd. W. Carey. [Home Misce. Vol. No. 559, p. 304]

সভায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণকে বাংলা ভাষায় তুতিনামা অনুবাদের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসেই (৫ অক্টোবর, ১৮০৪) কাউন্সিলের নিকট লিখিত কেরীর অন্য একটি পত্র এই :

To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by the institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishnunagar) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmans, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy of the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh nameh, by Chundee Churun I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am,
Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
Sd. W. Carey.
[Home Misce. Vol. No. 559, p. 384-5]

College,
5th October, 1804.

১২ নবেম্বর তারিখে কেরীর এই পত্র কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়। স্থির হয় যে, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাস ও চণ্ডীচরণের তুতিনামার অনুবাদ প্রত্যেকটি এক শত খণ্ড করিয়া কলেজের জন্য খরিদ করা হইবে। কলেজের পুস্তকাগারে রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের একটি করিয়া সুলিখিত নকল করাইবার আদেশ দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাসের জন্য রাজীবলোচনকে ১০০ সিক্কা টাকা ও ভগবদ্গীতার অনুবাদের জন্য চণ্ডীচরণকে ৮০ সিক্কা টাকা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের অধিবেশনে বিভাগীয় কর্ত্তা কেরী কর্ত্তৃক প্রেরিত বাংলা সংস্কৃত ও মারাঠা ভাষার শিক্ষকদের যে তালিকা (প্রত্যেকের বেতন সহ) পঠিত হয়, তাহাতে দেখা যায় (নং ৫৫৯, পৃ. ৪৪৫), চণ্ডীচরণ সে সময়ে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন সার্টিফিকেট পণ্ডিত ("Certified teacher") ছিলেন।

Home Miscellaneous vol. 559-এর ৩৫০-৫৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পুস্তকের যে তালিকা (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে) আছে, তাহাতে "Ready for the Press" শিরোনামায় যথাক্রমে ২২ ও ২৩ সংখ্যক পুস্তক হইতেছে চণ্ডীচরণের ভগবদ্গীতা ও তোতা ইতিহাস।*

চণ্ডীচরণ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নবেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি দিবসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল-অধিবেশনের বিবরণীতে (Home Misce. vol. 560, p. 554) নিম্নলিখিত সংবাদটি আছে :

Chundee Churn, a Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26th November, 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December, 1808 to succeed him.

চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না।

---

* এই তালিকা Primitiae Orientales, vol. III. (p. XXXIV) এবং বুকাননের *The College of Fort William in Bengal* (p. 219-35) পুস্তকেও মুদ্রিত হইয়াছে।

'তোতা ইতিহাস'—শুকপক্ষী বা তোতা পাখীর মুখনিঃসৃত বহু কাহিনী প্রাচ্য ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় শুকসপ্ততি-জাতীয় গল্প-সংগ্রহ এই সকল কাহিনীর মূল হইতে পারে। চণ্ডীচরণ মুন্‌শী কিন্তু পুস্তক-রচনায় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ কাদিরি* প্রণীত ফার্সী তুতিনামার হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেন হাইদর বক্স—এই 'তোতা-কাহানী'† সে যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীচরণ হাইদর বক্সের 'তোতা-কাহানী'টিই বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে মোট ৩৫টি কাহিনী আছে। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যাপত্র সহ ছিল ২২৪। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল:

তোতা ইতিহাস।— | বাঙ্গালা ভাষাতে | শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৫।— |

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের কোনও কোনও ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, সে যুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির বিশেষ প্রচার ছিল না—সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে এগুলির প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। শুধু 'তোতা ইতিহাসে'র প্রচার দেখাইয়া প্রমাণ করা যায়, এই ধরণের উক্তি ভ্রান্ত। এই পুস্তকগুলি শুধু সে যুগে নয়, দীর্ঘ পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বহুল প্রচারিত হইয়াছিল; শুধু সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে নয়, বহু সংগ্রহ-পুস্তকে স্থান পাইয়া এবং পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া ছাত্রছাত্রীগণের ভাষা-শিক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। যে কয়টি 'তোতা ইতিহাসে'র সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহার তালিকা দেখিলেই আমাদের উক্তির প্রমাণ মিলিবে।

'তোতা ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ঠিক পর বৎসরেই (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার একটি সংস্করণ বাহির হয়। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২১৪। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৮। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন একটি অতি পুরাতন বিচিত্র সংস্করণ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম; ডাহিনে বাংলা এবং বামে ইংরেজি। এতদ্ব্যতীত Sir G. C. Haughton ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত তাঁহার *Bengali Selections*··· পুস্তকের গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র দশটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। J. Wenger কর্ত্তৃক প্রকাশিত Rev. W. Yates-এর *Introduction to the Bengali Language* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের

---

* Primitiæ Orientales, Vol. III (p. XXX)—"Tota Kuhanee; from the Persian of Qadir Bukhsh, by Moonshee Huedur Bukhsh, Nustaleek Character."

† *Tota kuhance* a Translation into the Hindoostanee Tongue, of the popular Persian Tales, entitled Tootee Namu, by Sueyid Huedur Bukhsh Hueduree, under the superintendence of John Gilchrist . . . . . printed at the Hindoostanee Press in one Vol. 4to 1804. Roebuck, App. II, p. 24.

(কলিকাতা, ১৮৪৭) গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র ১৮টি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Duncan Forbes-এর *The Bengali Reader* পুস্তকের প্রারম্ভে দশটি কাহিনী (হটনের নির্ব্বাচিত কাহিনীগুলিই) উদ্ধৃত হইয়াছে। হটন,* ইয়েটস্ ও ফরবৃস প্রত্যেকেই নির্ব্বাচিত অংশের অনুবাদ, শব্দসূচী, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া এগুলির বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থের মারফতে 'তোতা ইতিহাস' এদেশে সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল।

বিষয়-বস্তুর দরুণ সামান্য ফার্সী-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত হইলেও 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষা সে যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। Yates-Wenger তাঁহাদের সংগ্রহের পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

The style of these tales, which are translated from the Persian or the Urdu, is by no means pure, but deserving of attention as a very fair specimen of the colloquial language and its almost unbounded negligence.

ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature*…পুস্তকে (পৃ ১৮৮-৯০) চণ্ডীচরণের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষার বিশেষত্ব দেখাইতেছি :—

এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।—

সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেলে চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইলে খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তোতা বুদ্ধিবান কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ?। তোতা উত্তর করিলেক যে আপনি প্রধান লোকের পরিজন কিন্তু তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি উত্তম কি নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি যদি তিনি ভাল জাতি হন তবে তাঁহার সহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষেতি নাই এবং অপরামর্শও নয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্তু তাহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব তোতা উত্তর করিলেক যে ভাল মন্দ মনুষ্যের কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক শৃগালের কথা শুন নাই। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সে কি প্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ। তোতা কহিতে লাগিল।—

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জালা হইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আর২ জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎ জন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও কাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শৃগাল অল্প ক্ষুদ্র পশুরদিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত শিবারা প্রথম সারিতে এবং খেঁকশিয়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে

---

*'A Glossary, Bengali and English to explain the Tota-itihas' . . . . By Sir Graves Chamney Haughton, pp. 124. London. 1825.

হরিণেরা ও তৃতীয় সারিতে বানরেরা চতুর্থ সারিতে গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে হস্তীরা সপ্তম সারিতে সকলে এই প্রকার দাঁড়াইয়া থাকিত যখন শিবারা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত এ কারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র আর হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলে যে ও কর্ত্রী ভালমন্দ সকলের কথার দ্বারা জানা যায় অতএব আপন বন্ধুর নিকট যাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন কর পরে সকল ভালমন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর খোজেস্তা যাইতে ইচ্ছা করিলেই কুক্কুট শব্দ করিল প্রাতঃকাল হইল এজন্যে গমন হইল না॥—

—প্রথম সংস্করণ, ১৮০৫, পৃ. ১১১—১৪

চণ্ডীচরণের ভাষা সর্ব্বত্র এইরূপ। দুই চারিটি ফার্সী শব্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও এই বাংলা মূলতঃ সংস্কৃতানুসারিণী এবং কোথাও দুর্ব্বোধ্য নহে। চণ্ডীচরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে কদাচিৎ লঙ্ঘন করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত গল্পটি যেমন হিতোপদেশের নীলবর্ণ শৃগাল-কথাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই 'তোতা ইতিহাসে'র অন্যান্য দুই একটি গল্পের আদর্শও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় 'শুকোপাখ্যান' নাম দিয়া চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র একটি সংশোধিত সংস্করণ (পৃ. ১২৪) প্রকাশ করেন।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে* রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-রচিত ও ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদের উল্লেখ আছে। সেখানে ভ্রমক্রমে "রামকিশোর তর্কালঙ্কার" লেখা হইয়াছে। ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতদের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতরূপে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ সনের ১লা জুন পর্য্যন্ত তিনি যে চাকুরিতে বাহাল ছিলেন, ঐ তালিকা হইতে তাহা বুঝা যায়।

রামকিশোরের হিতোপদেশের সন্ধান আমরা পাই নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং অন্যত্র আখ্যাপত্রহীন বহু বাংলা হিতোপদেশ আমাদের নজরে পড়িয়াছে, এগুলির কোনওখানি রামকিশোরের হিতোপদেশ হইলেও হইতে পারে। অনুমানে কিছু স্থির করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে কেহ এই লুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান করিবেন, এই আশায়

* *The Annals of the College of Fort William* (1819)—Thomas Roebuck, p. 29 (Appendix No. II). "Fables— হিতোপদেশ by Ramkishoru Turkalunkaru, 8vo. 1808."

আমরা এখানে রামকিশোর সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। Home Miscellaneous No. 559, ৪৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের কাউন্সিল-অধিবেশনের যে বিবরণী আছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তখনই সংস্কৃত ও বাংলা-বিভাগে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন লকেটের নিকট লিখিত উইলিয়ম কেরীর ১০ আগষ্ট, ১৮১৯ তারিখের পত্রে (Home Misce. No 565, pp. 492-93) জানা যায় যে, বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত শিবচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হয় এবং তাঁহার স্থলে কেরী রামকিশোরকে নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর তারিখে লিখিত কেরীর পত্রে (Home Misce. No. 565, p. 569) আমরা জানিতে পারি যে, রামকিশোরের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার নাবালক পুত্র রামগতি শর্ম্মা পিতার মৃত্যুতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতেছেন।

ভগবদ্গীতার টীকা

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন এ. লকেটের নিকট লিখিত কেরীর পত্রে (Home. Misce. No 563, pp. 67-68) আমরা জানিতে পারি যে, কোনও পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ভগবদ্গীতার একটি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেরও সন্ধান আমরা পাই নাই। কেরীর পত্রে এই টীকার যে সামান্য পরিচয় আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

A Pundit has written in the Bengalee language a commentary on the Bhagvut Geeta which is well executed and highly deserving of a reward, it being calculated to combine the study of the Bengalee language with a vaulable piece of assistance in the study of Sanskrit. I therefore request that a small reward, not less than Rs. 50, be given him for the work. At the same time I propose to print the Geeta in Sanskrit with this commentary in the Bengalee language at my own private expence, if the College Council have no objection to its being thus made public.

হরপ্রসাদ রায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-অধ্যায়ের শেষ লেখক হরপ্রসাদ রায় সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি কবি বিদ্যাপতি-প্রণীত ‘পুরুষপরীক্ষা’ নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহার এইটুকুই সম্পর্ক। রেভারেণ্ড জে. লং তাঁহার *Returns relating to Native Printing Presses & Publications in Bengal*...(১৮৫৫) পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদকে কাঁচরাপাড়ার লোক বলিয়াছেন।* মুদ্রাকরপ্রমাদে হরপ্রসাদ “হরিপ্রসাদ” হইয়াছেন।

* “Hari Prasad Roy, of Kanchrapara, (1) Puresh Parikha, Moral Tales.”

উইলিয়ম কেরী ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সহকারী সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন রোবাককে যে পত্র দিয়াছিলেন (Home Misce. No. 563, p. 343), তাহাতে আছে:

Hura Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sanskrit work called Pooroosha Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies. . . . .

কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি তাঁহার ৩০ মার্চ তারিখের পত্রে (ঐ, পৃ. ৩৪৪) বিজ্ঞাপিত করেন যে, প্রতি খণ্ড দশ টাকা হিসাবে এক শত খণ্ড 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রহণ করিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হইয়াছেন। Home Misce. No 564, ১৯৬ পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি আছে:

Huru Prusad's bill for 100 copies of Purush Pariksha (amounting to 890-8-0 Rs.) received into the Library, sanctioned for payment by Government on 3 August 1816.

কেরীর পত্র হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, হরপ্রসাদ কলেজের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং রোবাকের পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশিত পণ্ডিতগণের তালিকায় তাঁহার নাম নাই।

"পুরুষপরীক্ষা" অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রন্থ, ইহাতে পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-নির্দ্দেশক মোট ৪৪টি গল্প আছে। তা ছাড়া কয়েকটি অধ্যায়ে লক্ষণ-বিবরণও আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:

অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন···। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।

···পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্ল্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।

'পুরুষপরীক্ষা'ও বহুল-প্রচারিত পুস্তক। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৭৩ (আখ্যাপত্র ও এক পৃষ্ঠা "অসঙ্গত সঙ্গত" সহ)। আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা | পুরুষপরীক্ষা।— | শ্রীহরপ্রসাদ-রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮১৫। |

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ-লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় (১৮৪৩) ও লং-সংগৃহীত ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় কলিকাতা হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে একটি সংস্করণ

(পৃ. ২৪২) প্রকাশিত হয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিষৎ-গ্রন্থাগারে আমরা আখ্যাপত্রহীন দুইটি সংস্করণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেগুলি যে ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নয়, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। যে সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৬, তাহারই আর একটি সম্পূর্ণ খণ্ড আছে। সেটি কলিকাতা "জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত" ও ১২৫৮ সালে মুদ্রিত। অন্যটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৫। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ১৮৫০ ও ১৮৬৫ সনের সংস্করণ আছে। তালিকা-কর্ত্তা কিন্তু এই দুইটি সংস্করণের তারিখ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নহেন। এগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ১৮৬ ও ১৮৫। ১৮৫ পাতার একটি সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়মেও আছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে কলিকাতার বঙ্গবাসী অফিস 'পুরুষ-পরীক্ষা'র যে-সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে গ্রন্থকার বলা হইয়াছে। হটন, ইয়েটস-ওয়েঙ্গার ও ফর্ব্‌স-এর সংগ্রহ-পুস্তকে 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কয়েকটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া 'পুরুষপরীক্ষা'র ভাষা স্বভাবতঃই সংস্কৃতানুসারিণী। স্থানে স্থানে কঠিন শব্দপ্রয়োগে দুর্ব্বোধ্য হইলেও হরপ্রসাদ তাঁহার ভাষাকে বিশেষ ওজস্বিতাগুণসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া হরপ্রসাদের ভাষার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলাম।

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনরহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ লব্ধসিদ্ধি কথা।—

উজ্জয়িনী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্যবাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া

যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামী বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিবৃন্দিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যে২ সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেই২ সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিবৃন্দিগকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। (পৃ. ২৬৮-৭১)

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই বাংলা সাহিত্যের উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনরীদের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং রামমোহন রায়, রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে সে যুগের বাঙালী সমাজ সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজের গোড়াপত্তন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পত্তন ও বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রচার—দ্বিতীয় যুগের এইগুলিই স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য এই যুগে পাদরি ও অন্যান্য সাহেবদেরও কীর্ত্তি নিতান্ত অল্প নহে। মালদহে এলার্টন, বর্দ্ধমানে স্টুয়ার্ট, চুঁচুড়ায় হার্লি, মে ও পীয়র্সন, শ্রীরামপুরে ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পীয়র্স, ম্যাক, ইয়েট্স প্রভৃতি সহৃদয় বৈদেশিকেরা এদেশের শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাদের কীর্ত্তি দ্বিতীয় যুগের গোড়াতেই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে।

'বাংলা সাময়িক-পত্র'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'বাংলা সাময়িক-পত্র' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম—

> এই পুস্তকে আমি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি।...১৮৬৭ পর্য্যন্ত ইতিহাসই দুষ্প্রাপ্য ; আমিও যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এমন মনে করিবার কারণ নাই।

এখনও পূর্ণ এক বৎসর অতীত হয় নাই ; দেখিতে পাইতেছি, আমার আশঙ্কা অমূলক নহে। সম্প্রতি একটি সম্পূর্ণ নূতন মাসিক পত্রের সন্ধান পাইয়াছি ; চোখে না দেখিয়া একটি সাময়িক-পত্রের অপরোক্ষ পরিচয় দিয়াছিলাম—সেটি দেখিতে পাইয়াছি ; 'সাহিত্য সংক্রান্তি' নামীয় মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যাটি সংগ্রহ হইয়াছে ; এবং 'সত্যার্ণব' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্র সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। আমি বর্ত্তমান নিবন্ধে এই সকল পত্র-পত্রিকারই সামান্য সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শিল্প কল্প লতিকা

এই মাসিক পত্রিকাটি ইতিপূর্ব্বে চোখে ত দেখিই নাই, ইহার উল্লেখও সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোনও সাময়িক-পত্রে বা পুস্তক-তালিকায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অথচ দেখিতে পাইতেছি, এই পত্রিকাটি কি বিষয়-গৌরবে, কি রচনা-গৌরবে, বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। ঠিক এই ধরণের, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এমন একটি পত্রিকাও আমাদের চোখে পড়ে নাই।

১২৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে এই "মাসিক পত্রিকা"র প্রথম সংখ্যা "কলিকাতা। শাঁখারিটোলা নং ১৯ ভবনে, নিউ বেঙ্গাল যন্ত্রে মুদ্রিত" হইয়া প্রকাশিত হয়। "শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দের সাহায্যে" অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ইহাদের অন্য কোনও পরিচয় জানিবার উপায় নাই। ১২৬৮ সালে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রে এই পত্রিকার চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় ; প্রতি মাসে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। ১২৬৯ সনে এই পত্রিকার কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

প্রথম সংখ্যার "বিজ্ঞাপন"টি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

> **শিল্প কল্প লতিকা।**
>
> প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমাদিগের অশন, আচ্ছাদন, নিকেতন ও ভ্রমণানুকূল দ্রব্যের উৎপাদনে আবশ্যক যন্ত্র ও কৌশল ; এবং সুখ ও চমৎকারিতা সাধন

বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করণের প্রথা, এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য প্রকরণ, ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া, এবং দেশীয় কারখানায় যে রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া লেখা যাইবে। যেমন আমরা সাহস করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে দেশীয় আঢ্য, বিদ্যামোদী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে সংকল্পিত বিষয়টি অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।......

শ্রীঅভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

প্রথম সংখ্যায় এই কয়েকটি প্রস্তাব ছিল: ১। প্রেরিত পত্র (ক) যানাদির উৎপত্তির সম্ভবিত কারণ—শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ প্রেরিত; (খ) সূচীকর্ম্মের যন্ত্র—শিল্প বিদ্যোৎসাহী; ২। শিল্প কল্প লতিকা—সম্পাদকীয়। ৩। শস্যাদির উৎপত্তি—সম্পাদকীয়। ৪। সংবাদ (ক) খসখসের টাটিতে জল দিবার কল; (খ) প্রস্তর কর্ত্তনের আশ্চর্য্য প্রকরণ; (গ) এতদ্দেশীয় সূত্রধরদিগের শিরীষ কাগজ; (ঘ) দেশীয় দিয়েশেলাই প্রস্তুতকরণ; (ঙ) সামান্য বর্ত্মে চালনোপযোগী বাষ্পীয় শকট; (চ) স্থায়ী কলপ। ৫। গতি—সম্পাদকীয়।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

শিল্প কল্প লতিকা।...ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দ্বারা শিল্প (Art) শব্দটির নানা প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, এবং ইহার অগ্রে অনেক প্রকার বিশেষণের সংযোগ করিয়া অনেক প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যথা (Useful art) ব্যবহার্য্য শিল্প, (Entertaining art) চমৎকারিতা সাধন শিল্প, (Fine art) সুকুমার শিল্প, (Industrial art) শ্রমসাধ্য শিল্প ইত্যাদি, ফলতঃ প্রায় সকল শিল্পই ব্যবহার্য্য, চমৎকারিতাসাধন, সুকুমার ও শ্রমসাধ্য। তবে এইরূপ পৃথক্ করা এক একটি সংজ্ঞক শিল্পের দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদিত অথবা ব্যবহৃত, তাহাদিগেরই ব্যবহার্য্যতা, চমৎকারিতাসাধন, সুকুমারতা, ও শ্রমসাধ্যতা বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে। ফলতঃ শিল্প এই শব্দটির অর্থ "যন্ত্র, শ্রম ও কৌশল সহকারে দ্রব্যের উৎপাদন, অবস্থান্তর ও উপভোগ" এই রূপ স্বীকার করিলাম, এবং এই রূপ অর্থের যত দূর অধিকার তাহাই এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইবে। শিল্প নৈসর্গিক নিয়মের উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করে, প্রয়োজন (প্রাণী, উদ্ভিদ কিম্বা আকরীয়) পদার্থ সকলের শরীরগত গুণ, এবং তাহাদের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা অবস্থান্তরে রূপান্তর ও গুণান্তর বিষয়ের সিদ্ধান্তও বিশেষ রূপে আবশ্যক হইবে, সুতরাং তাহাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। শিল্প কার্য্যের ক্রমশঃ উন্নতির দ্বারাই পৃথিবীর আধুনিক অবস্থা সুখকর হইয়াছে, নতুবা ব্যবহার্য্য দ্রব্যের যথেষ্টতার অভাব বশতঃ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অনিষ্টকর ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটিত, এবং লোক সংখ্যাও এক্ষণকার মত বৃদ্ধি পাইত না, আর পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইত না। শিল্প ও পদার্থ-বিজ্ঞান মানব জাতির প্রধান প্রয়োজন ও সুখ সাধন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের দেশে শিল্প কর্ম্মের উন্নতি অতি মন্দ। অতীব প্রাচীন কালে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী গুলির অদ্যাবধি অণুমাত্রও বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্ত হয় নাই। এখানে

দরিদ্র ও নীচ জাতিই শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত, তাহাদিগের প্রায় সকলেই মূর্খ, সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা কোন বিষয়ের সমুন্নতির প্রত্যাশা প্রায় অসম্ভব। যদিও তাহাদের কেহ কখন দৈবাৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তনের মনস্থ করে, তথাপি পরীক্ষার উপযোগী অর্থের অভাবে কিছু করিতে পারে না। লাভের (সফলতার) প্রত্যাশায় সন্দেহ থাকিলে এতাদৃশ ব্যক্তি কখনই সাহস করিতে পারে না। যাঁহাদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন আছে, তাঁহারাও এমন সকল বিষয়ে ক্ষতির ভয়ে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। বাণিজ্যের বিস্তার ও শিল্পের সমুন্নতি যে উপার্জ্জন আধিক্যের একমাত্র সোপান, আমাদের দেশের সম্পন্ন মনুষ্যের মধ্যে অল্প লোকেই তাহার মর্ম্ম জানেন। কেবল কোম্পানির কাগজের সুদ আর দাসবৃত্তি এই দুইটি উত্তমরূপ বুঝিয়াছেন। আহা! অর্থ ও শ্রম যদি এক উৎস হইতে নির্গত হইত, তাহা হইলে লোকের আর ভাবনা কি ছিল?

আমাদিগের দেশে শস্য উৎপাদনের যন্ত্র প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন, (লাঙ্গল ও মই ইত্যাদি) ঐ সকল যন্ত্র দেখিয়া এমন বোধ হয় না যে যত দূর প্রত্যাশা করা যায় তাহাদের তত দূর ক্ষমতা আছে, কিন্তু উহাদেরই দ্বারা ভারতবর্ষের ৭৪২০০০ বর্গ ক্রোশ পরিমিত ভূমি (জলের অংশ ব্যতীত) চসা গিয়া থাকে, এবং সেই ভূমিতে উৎপন্ন শস্য দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের অর্দ্ধেক অশনীয় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি ভারতভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি এরূপ প্রবল না হইত তাহা হইলে এরূপ ফল কদাচ সম্ভবিত না। আর যদি ঐ সকল যন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহা হইলে এ দেশের যে কত দূর পর্য্যন্ত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা যায় না।

আমাদের ব্যবহারের অন্যান্য দ্রব্য সকল যাহা এই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে সকলের ও ভিন্ন দেশ হইতে আহৃত দ্রব্য সমূহে যে প্রভেদ তাহা দেখিলে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারিবে, যে আমরা শিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত অপারদর্শী এবং তাহার দ্বারা যে উপকার হইতে পারে তাহাও অনুভব করিতে নিতান্ত অসমর্থ অথবা অমনোযোগী।

ভারতবর্ষবাসি মনুষ্যের আহার ও ব্যবহারে আবশ্যক নানাবিধ দ্রব্য অতীব প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত ভিন্ন দেশের অণুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রত্যেক কার্য্যের প্রথম কর্ম্মকার যে কৌশল ও প্রকরণ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র পরম্পরা কোন অংশে তাহার সমৃদ্ধিসাধন কিম্বা ব্যতিক্রম করেন নাই, বোধ হয় কেহ প্রয়াসও পান নাই। আমাদিগের দেশে ধারাবাহিক কোন কার্য্যেই ব্যতিক্রম হয় না, সেই জন্যে অনেক মহোপকারী কার্য্য করিতেও আমাদের দেশের লোক পরাঙ্মুখ থাকেন, সেই জন্যেই দেশাচারের এত দূর ক্ষমতা। কোন একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হইলে অন্যান্য দেশের লোকে প্রতিনিয়তই তাহার সুবিধার আধিক্য সাধন করিতে চেষ্টা করে, এবং (কোন বার সফল কোন বার বিফল) চেষ্টা করিতে করিতে তাহার আশ্চর্য্য রূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সমস্ত গুণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণি প্রভৃতি সভ্য দেশের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে। আর ইণ্ডিয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল অদ্যাপি তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, যদিও কিছু হইয়া থাকে তাহাও অতি অল্প ও অকিঞ্চিৎকর।

অধুনা সহরের ধনী লোক এবং যাঁহারা ইংরাজদিগের চাকরিতে নিযুক্ত ইঁহারা যেমন হউক

সভ্য দেশসুলভ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন এতদ্ভিন্ন সামান্য বাঙ্গালিদের পরিচ্ছদ, পাদুকা, অশনীয়, যান ও সুখসেব্য দ্রব্য সকলই পূর্ব্বতন কাল প্রচলিত শিল্প কৌশলের অপ্রতিহত আদর্শ। সেই ধুতি দোবজা, সেই চটি, নাগোরা জুতা ও খড়ম, সেই সিদ্ধান্ন পক্কান্ন প্রভৃতি, এবং সেই ছোট ছোট আরসি কাষ্ঠের চিরনি আর মালা ঘুনসি অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। সেই সকল কাঁচা রঙ মাখান কাদার পুতুল। সেই ডুলি আর নৌকা। আর ইংরাজদিগের দ্বারা সেই সমস্ত উদ্দেশের দ্রব্য সকলের সঙ্গে এ সকলের কত তারতম্য। ইংরাজদের যে স্থানে যাইবে সেই স্থানেই মনোহর সামগ্রী সকল দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হইবে। উত্তম সামগ্রী আহার করিলে, উত্তম গৃহে থাকিলে এবং উত্তম দ্রব্য দর্শন ও ব্যবহার করিতে পাইলে মনুষ্যের মন পরিতৃপ্ত ও স্বাস্থ্যলাভ হয়, এবং তাহার দ্বারা সুখ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই রূপ উপভোগের সামগ্রী শিল্প বিদ্যার সমুন্নতি ব্যতিরেকে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের উচিত হয় যে, যাহাতে শিল্প বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হয়, এরূপ চেষ্টা করি। আমরা এ বিষয়ে অন্য সকল দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট আছি। আর যাহাতে আমাদের দেশে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পকর্ম্মালয় সংস্থাপিত হয়, সে বিষয়ে প্রয়াস পাওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

স্থায়ী কলপ। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবু নামক একজন চিকিৎসক পক্ক কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার এক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত ঔষধ শুভ্র কেশে মাখাইলে কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যাইবে, এবং সেই কৃষ্ণ বর্ণ চিরকাল রহিবে। ইহার পূর্ব্বে এক জন সাহেব এই রূপ একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার এই ঔষধ যদি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়, তবে বোধ করি ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলে উক্ত ঔষধের ব্যবসায় করিবার (Patent) একাধিকার পাইতে পারেন। তাহা হইলে ইহা সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা।

অবকাশবন্ধু

'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র ৩২৭-২৮ পৃষ্ঠায় এই মাসিক পত্রের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নব-প্রবন্ধ' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যার পরিচয় দিতেছি। এই পত্রের ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যার প্রকাশ-কাল—আশ্বিন ১২৭৪ সাল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২।

প্রথম সংখ্যার শেষে এই বিজ্ঞাপন ছিল :—

বিজ্ঞাপন। এই অবকাশবন্ধু পত্র সাহিত্য বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধে প্রকটীত হইবে। ইহা দরমাহাটা ষ্ট্রীটে (খোড়ুয়া পোস্তা ১৭ নম্বর ভবনে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে, বার্ষিক মূল্য ৷৹ আনা ষাণ্মাসিক ।৹ আনা ত্রৈমাসিক দুই আনা প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন পয়সা।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক

প্রথম সংখ্যার সূচী এইরূপ :—

ভূমিকা যৌবনের উন্নত আশা [কবিতা]
জন্মভূমি অন্তিমচিন্তা [কবিতা]
কিং কাজো পশুর বিবরণ পরদোষ কথন (গোলেস্তাঁ হইতে) [কবিতা]

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "ভূমিকা" এইরূপ :—

ভূমিকা। এক্ষণে অস্মদ্দেশে মাসিক, সাপ্তাহিক দৈনিক প্রভৃতি নানা প্রকার পত্রিকা দিন দিন বাহির হইয়া বঙ্গভাষার ভূয়সী উন্নতি সংসাধন করিতেছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মুসলমানদিগের সময়ে আমাদিগের দেশে বঙ্গভাষার যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, মহাত্মা ইংরাজদিগের প্রযত্নে ইহার সেইরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং বোধ হয় ইঁহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের মাতৃ ভূমি সত্বরে তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা এই অবকাশবন্ধু নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্র খানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থাতে অনেকানেক জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপ্রদ প্রবন্ধ পূর্ণ পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত থাকাতে, আমাদিগের এই সামান্য ক্ষুদ্র পত্র জনসমাজে যে আদরণীয় হইবে এমত আশা কখনই হয় না। আমরা বামন হইয়া অত্যুচ্চ হিমগিরি উল্লঙ্ঘনের ন্যায় এবং ভেলক দ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার ন্যায় এই পত্র প্রকাশে ব্রতী হইলাম। বলিতে পারি না ইহাতে কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিব। যাহা হউক এক্ষণে সভ্য ভব্য জনগণের প্রতি নিবেদন, যেন তাঁহারা ইহার দোষ ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহ দান দ্বারা চিরবাধিত করেন।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ "জন্মভূমি" প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে জন্মভূমির প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ মনে করা ও সকল মনুষ্যই পরম পিতার সন্তান বলিয়া সকলেরই হিতসাধনে নিযুক্ত থাকাই উচিত। কিন্তু যদিও উদারচরিতেরা বসুধাশুদ্ধ লোককে কুটুম্ব মনে করেন তথাপি সচরাচর লোকে অভ্যাস, স্বভাব বা সংস্কার বশতঃ স্বদেশকেই প্রেম করেন। প্রত্যেকে যদি স্ব স্ব দেশের বিদ্যা সভ্যতার উন্নতি ও আচার ব্যবহারের সংশোধনে যত্ন করেন, তাহা হইলেই পৃথিবীর উন্নতি হয়। এক এক ব্যক্তি এক দেশে থাকিয়া তাহারই মঙ্গল সাধন করিবেন জগদীশ্বরেরও এই অভিপ্রায়।

দ্বিতীয় সংখ্যার (কার্ত্তিক ১২৭৪) প্রকাশকাল দেখিতেছি—৩০ কার্ত্তিক এবং পত্রিকা-শেষে মুদ্রাকর-নিশান এই ভাবে দেওয়া আছে :—

Printed by K. D. Chuckerbutty, at the Calcutta Brahmo Somaj Press for the proprietor. 15th Nov. 1867.

এই সংখ্যার সূচী :—

অবকাশ কাল অভিজ্ঞতা
জীবনের শৃঙ্খলা তাড়িত বার্ত্তাবহ [কবিতা]
চণ্ডকৌষিক। প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামার পরেই এই শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে :—

"কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা।"

সাহিত্য সংক্রান্তি

আমার পুস্তকের ২৯৫ পৃষ্ঠায় এই মাসিক পত্রটির পরিচয় আছে। সম্প্রতি প্রথম সংখ্যাটি দেখিয়াছি।

১২৭০ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ ইহা "কলিকাতা। চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দাস ঘোষ দ্বারা প্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। মূল্য ৵০ দুই আনা।" প্রতি মাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬।

প্রথম সংখ্যার সূচী :—

আরম্ভ [কবিতা]
নভোমণ্ডল [কবিতা]
পরাধীনা বঙ্গকন্যা
কুঁড়ের কাছে ফুলের বাগান [কবিতা]
বীর্য্যবতী হিন্দুনারী [কবিতা]

"আরম্ভ" এইরূপ :—

এলেম আমরা আজি লোকের গোচরে,
নির্ভয় হৃদয়ে, শুদ্ধ সরল অন্তরে।
নিলেম সে ভার, যাহে আজো কোন জন
হন নাই উৎসাহী করিতে হস্তার্পণ।
কি রূপ সে কার্য্যভার, কি তার আভাস,
ক্রমে তাহা এ সংক্রান্তি করিবে প্রকাশ।
প্রতিজ্ঞা রহিল এবে অন্তরে গোপন ;
কার্য্যেতে করিতে চাহি তাহার পালন।

সত্যার্ণব

আমার পুস্তকের ১৭৫-৭৭ পৃষ্ঠায় এই পত্রিকার একটি বিবরণ আছে। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের 'সত্যার্ণব' দেখিয়াছি।

প্রথম দুই বৎসর 'সত্যার্ণব' মাসিক পত্ররূপে চলিয়াছিল, এ কথার উল্লেখ আমার পুস্তকে আছে। তৃতীয় কাণ্ড হইতে উহা দ্বৈমাসিক (দুই মাস অন্তর) পত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় কাণ্ড, ১ম সংখ্যার শেষে প্রকাশ :—

"বিজ্ঞাপন পত্রমেতৎ। সত্যার্ণব গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি সমাদর পুরঃসর বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে এই পত্র এতৎকালাবধি মাসি২ প্রচারিত না হইয়া মাসদ্বয়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।…

দ্বৈমাসিক পত্রে পরিণত হওয়ায় 'সত্যার্ণব' পত্রের তৃতীয় বর্ষে ছয় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৮৫২—জুলাই ১৮৫৩) এবং চতুর্থ বর্ষে ছয় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৮৫৩—জুলাই ১৮৫৪) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আরও এক বৎসর (অর্থাৎ পাঁচ বৎসর) চলিয়াছিল বলিয়া মার্ডক উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পঞ্চম বৎসরের কোন সংখ্যা আমি এখনও দেখি নাই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। 'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র ১৯২ পৃষ্ঠায় 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি :—"বাংলায় ইহাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।" 'সত্যার্ণব' 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র অগ্রজ এবং ইহার প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি ও দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় দুইখানি করিয়া চিত্র থাকিত। কেহ কেহ এই কারণে আমার পূর্ব্বোক্ত উক্তিতে দোষ ধরিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় 'পশ্বাবলী'র বর্ণনায় প্রত্যেক

সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর কাঠখোদাই চিত্রের উল্লেখ আমিই করিয়াছি। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'কেই "প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র" বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। সচিত্র পত্রিকা বলিতে আমরা যাহা বুঝি 'পশ্বাবলী' বা 'সত্যার্ণব' সে-পর্য্যায়ে পড়ে না। তবু এগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র বর্ণনায় "প্রকৃতপক্ষে" বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাঙ্গাল গেজেটি

'বাঙ্গাল গেজেটি' ও 'সমাচার দর্পণ'—এই দুইখানির মধ্যে কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, এই লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি 'বাঙ্গাল গেজেটি' সম্বন্ধে একটু নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' হইতে 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (জানুয়ারি ১৮১৯, পৃ. ৫৯) নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and European residents.

'ওরিয়েণ্টাল স্টার' এখানে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কথাই বলিতেছেন, কারণ শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়—২৩ মে ১৮১৮ তারিখে।

কিন্তু 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র উদ্ধৃতিটি হইতে 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি।

১৪ই মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' "প্রকাশিত হইবে" ("intends to publish"), আবার 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে—"the publication of a Bengalee Newspaper has been commenced," অর্থাৎ ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের মধ্যে উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার বাহির হইত, সুতরাং ১৫ই মে (শুক্রবার) উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। এখন বিবেচ্য, ১৪ই মে তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' "বাহির হইবে," এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পরদিনই—১৫ই তারিখে কাগজ বাহির হওয়া সে-যুগের পক্ষে সম্ভব কি না। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন ইহার মধ্যে কোন গলতি থাকা সম্ভব। ১৪ই তারিখের কাগজে যাঁহারা "intends to publish" বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাঁহারা ১৫ই তারিখে কাগজ বাহির করিয়া বসিলেন, এবং ১৬ই তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিলেন ও তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই তারিখে সেই মন্তব্য প্রকাশিত হইল—সহজে ইহা মানিয়া লইতে বাধা আছে। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের মধ্যে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে ; "আয়োজন"কে তাঁহারা "ঘটনা"র মর্য্যাদা দিয়াছেন ; "publication...has been commenced" শব্দের দ্বারা সম্পাদক মহাশয় হয়ত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

১৮১৮ সনে প্রকাশিত, সহমরণ-বিষয়ক রামমোহন রায়ের প্রথম পুস্তিকা—'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'—ঐ বৎসর 'বাঙ্গাল গেজেটি'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। (*Asiatic Journal*, July 1819, p. 69.)

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

ঈশান নাগরের প্রসিদ্ধ "অদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ খ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে (তত্ত্বনিধির সং, ২৫৮ পৃঃ) নির্দ্দেশ আছে। এই সময়ে বাঙ্গালার সারস্বত কেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতি চর্চ্চার প্রথম তাণ্ডবলীলা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল এবং বিদ্বৎসমাজের প্রায় প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি অন্যতর বিষয়ে পরম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া নানাবিধ বিচিত্র উপাধি ধারণপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা প্রকটিত করিতেছিলেন। কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে চৈতন্যদেবাদির পাণ্ডিত্যসূচক কোন উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তজ্জন্য অনেকের মনে খেদ হওয়ার সম্ভাবনা; ঈশান নাগর সে অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অদ্বৈতের ক্ষুদ্র "আচার্য্য" উপাধিই চিরপ্রচলিত। ঈশান নাগরের মতে তিনি ষড়্দর্শন সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া "শান্ত বেদান্তবাগীশ" নামক অধ্যাপকের নিকট দুই বৎসর বেদ পড়িয়া "বেদপঞ্চানন" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (পৃঃ ২০, ২২)। চৈতন্যদেবও সর্ব্বশেষে অদ্বৈতাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতেই "বেদ" অধ্যয়ন করিয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি পাইয়াছিলেন :—

এই নিমাঞি সর্ব্বশাস্ত্রে অতিবিচক্ষণে।
বিদ্যাসাগর উপাধি মুঞি করিলুঁ স্থাপনে ॥ (১২৬ পৃঃ)

চৈতন্যের আদিলীলার বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ "নিমাই বিদ্যাসাগরে"র (পৃঃ ১২৮, ১৩৩, ১৪০) নাম উল্লেখ করিয়া ঈশান নাগর আমাদিগকে এই অভিনব উপাধির কথা বিস্মৃত হইতে দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে "নিমাই বিদ্যাসাগর" এক স্থানে জনৈক "তর্ক-চূড়ামণি"কে তর্কশাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন (পৃঃ ১৩৩) এবং অন্যত্র তদ্দেশীয় বিদ্বৎসমাজ তাঁহার পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন :—

বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাঁহার রচিত ॥ (পৃঃ ১৩৪)

এই টীকা কোন্ শাস্ত্রের উপর রচিত হইয়াছিল, ঈশান নাগর তাহা পরিব্যক্ত করেন নাই। "সর্ব্বশাস্ত্রের" মধ্যে বেদান্তদর্শনে আনন্দপূর্ণ-রচিত কতিপয় টীকাগ্রন্থের নাম "বিদ্যাসাগরী"; কিন্তু আনন্দপূর্ণ চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ অবাঙ্গালী ছিলেন। মহাভারতের অন্যতম (বাঙ্গালী) টীকাকার বিদ্যাসাগর অনেক পরবর্ত্তী ছিলেন জানা যায়। স্মৃতি কিম্বা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর নামে কোন টীকাকারের উল্লেখ নাই। ঈশান নাগরের নিজ উক্তিমতে নিমাই-রচিত তর্কশাস্ত্রের অর্থাৎ নব্য ন্যায়ের টীকা (পৃঃ ২১২) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিভাষ্য (পৃঃ ২১১) লোকলোচনের গোচর হওয়ার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং "নিমাই বিদ্যাসাগর"-রচিত "বিদ্যাসাগরী টীকা"র কথা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত

এবং আমাদের ধারণা, "অদ্বৈত-প্রকাশে" উল্লিখিত প্রায় সমস্ত কথাই এইরূপ কাল্পনিক, যাহা প্রামাণিক গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয় না।

ঈশান নাগর অজ্ঞাতসারে যে বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতের কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া, তদ্দ্বারা চৈতন্যদেবের অজ্ঞাতপূর্ব্ব লীলা কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহার নাম **পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য** এবং নব্য ন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে ইঁহার রচিত 'বিদ্যাসাগর নামে টীকা' বর্ত্তমানে বিলুপ্তপ্রায় হইলেও ঈশান নাগরের গ্রন্থ রচনাকালে প্রচারিত ছিল সন্দেহ নাই। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ব্বগামী একজন নৈয়ায়িকরূপে তাঁহার প্রসঙ্গ আমরা অদ্য উত্থাপন করিলাম।

এ যাবৎ আমরা পুণ্ডরীকাক্ষ-রচিত ১০ খানা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছি। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। **চণ্ডীর টীকা :**—কলাপব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নরসিংহ চক্রবর্ত্তি-রচিত চণ্ডীটীকা এক সময়ে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল—ইহার প্রতিলিপি পূর্ব্ববঙ্গে এখনও সুপ্রাপ্য। নরসিংহ বহুতর প্রাচীন টীকাকার ও বৈয়াকরণের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মূল্যবান্ গ্রন্থখানিকে ভরিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে বহু স্থলে "বিদ্যাসাগর" কিম্বা "সাগরে"র মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়[১] এবং তাহাদের কয়েকটা যে বিদ্যাসাগর-রচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক চণ্ডীটীকা হইতে উদ্ধৃত, তাহা নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি কুমিল্লার রামমালা পাঠাগারের পুথিশালায় বিদ্যাসাগর-রচিত চণ্ডীটীকার দুইটী প্রতিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে।[২] একটি ১৭১৫ শকে লিখিত, তাহার পুষ্পিকা এই :—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
চণ্ডীটীকায়াং মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তং।

এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা ; কারণ, ইহাতে গ্রন্থান্তরে বিজৃম্ভমান তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও প্রাচীন মতের বিস্তৃত খণ্ডনমণ্ডন একেবারেই বিদ্যমান নাই। মাত্র দুই স্থলে "চাতুর্ভুজী" টীকার এবং এক স্থলে কোষকার "গঙ্গাধরের" মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়।

২। **কাতন্ত্রপ্রদীপ :**—ইহা দুর্গসিংহরচিত "কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা"র উপর অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কলাপব্যাকরণের দুইটি বিভিন্ন প্রস্থান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল—পঞ্জীকার ত্রিলোচনদাসের ও "টীকা"কার দুর্গসিংহের। কালক্রমে "টীকা"র পঠনপাঠন শিথিল হইয়া গিয়া পঞ্জীগ্রন্থই বহুল প্রচার লাভ করে—বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রায় সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থই

১। অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ২৬, ৫১, ৬২, ৭৪, ৭৮-৭৯, ৯৪ পত্র দ্রষ্টব্য। এই পুথির লিপি-কাল ১৭৩৬ শক, পত্রসংখ্যা ৯৬। নরসিংহ এক স্থলে পরিশিষ্টপ্রবোধকার গোপীনাথের মত উল্লেখ করিয়াছেন (৫১ পত্রে) এবং তাহার গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রতিলিপির তারিখ ১৫৯৫ শক (H. P. Sastri, *Notices.* I. 186.)। অনুমান হয়, তাঁহার গ্রন্থরচনার তারিখ খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইবে।

২। পুরাণ, ২২ ও ২৩ সং পুথি।

বৃত্তি ও পঞ্জীর উপর রচিত ; যথা, সুষেণ কবিরাজ, হরিরাম, রামদাস, রামচন্দ্র প্রভৃতিরচিত গ্রন্থ। মূল "টীকা"গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য এবং তাহার ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলেরই গ্রন্থ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে : যথা, কুলচন্দ্র, হেমকর, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। বিদ্যাসাগর-রচিত "কাতন্ত্রপ্রদীপে"র কতিপয় বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কতক অংশ মুদ্রিতও হইয়াছে। গুরুনাথ বিদ্যানিধির কলাপব্যাকরণের বিরাট্ সংস্করণে ১৩১২ সনে সর্ব্বপ্রথম কারকপ্রকরণের মাত্র ১২টি সূত্রের উপর বিদ্যাসাগরী টীকা মুদ্রিত হয়। পরে ধাতুসূত্রের উপর, "ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ" সূত্রের উপর এবং আখ্যাতের সপ্তমাধ্যায়ের কতিপয় (৩৬৭-৭৬ সংখ্যক) সূত্রের উপর বিদ্যাসাগরীও উক্ত সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত অংশ "সপ্তমমঙ্গলা" নামে মুদ্রিত হইলেও উহা যে বিদ্যাসাগর-রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারকপ্রকরণের ১২টি সূত্রের টীকা ক্ষুদ্র অক্ষরে ঘনভাবে বৃহদাকার পত্রে মুদ্রিত হইয়াও ৬৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বটে ; ইহা হইতে এই গ্রন্থের আকার অনুমান করা যায়। যাঁহারা ধৈর্য্য-সহকারে এই অশুদ্ধিবহুল মুদ্রিত ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লইয়া বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ছিলেন বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয়, কলাপ-ব্যাকরণের এক দুরূহ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বিলয়প্রাপ্ত হইল ; বাঙ্গালী তাহার সম্যক্ আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত। বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য, তিনি অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বগামী বৈয়াকরণদের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের মতের খণ্ডনমণ্ডন করিয়াছেন। তিনি কাতন্ত্রের টীকাকার হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য পাণিনিতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাল হইতে পাণিনিতন্ত্রের যে এক বিশিষ্ট প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার গ্রন্থসমূহ হইতে তিনি প্রচুর উপকরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ন্যাসকার, ইন্দুমিত্র (অনুন্যাসকার), মৈত্রেয় রক্ষিত, পুরুষোত্তম, শরণদেব, শীরদেব প্রভৃতির সন্দর্ভ তিনি পদে পদে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয় রক্ষিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৈত্রেয়-রচিত "ধাতুপ্রদীপ" গ্রন্থ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "তন্ত্র-প্রদীপ" বাঙ্গালার বাহিরে প্রচারিত হয় নাই। মুদ্রিত কারকপ্রকরণের ক্ষুদ্র অংশেই বিদ্যাসাগর কিঞ্চিন্ন্যূন একশত বার এই গ্রন্থের মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন— অধিকাংশ স্থলে "রক্ষিত" নামে, অনেক স্থলে "মৈত্রেয়" নামে এবং কতিপয় স্থলে "তন্ত্রপ্রদীপ" গ্রন্থ নামে। মৈত্রেয় রক্ষিতই বিদ্যাসাগরের পরমপ্রমাণস্বরূপ ছিলেন[৩] এবং অনুমান হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি নিজ গ্রন্থের নাম "কাতন্ত্রপ্রদীপ" রাখিয়া-ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কাতন্ত্রপ্রদীপের দুইটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে— একটি কারকপ্রকরণের (মুদ্রিত কারকাংশ তন্মধ্যে আছে) ও সমাসের কতিপয় সূত্রের উপর এবং অপরটি কৃৎপ্রকরণের বিচ্ছিন্ন অংশ। সৌভাগ্যক্রমে শেষোক্ত পুথিতে পুষ্পিকা আছে ;

৩। "বস্তুতস্তু কিমত্রাস্মদ্বৃদ্ধেন মৈত্রেয়পাদা এব প্রমাণং" (কারকপ্রকরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ সংখ্যক পুথির ৭১ক পত্র)।

তাহা এই :—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমচ্ছ্রীকান্তপণ্ডিতাত্মজশ্রীপুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যবিরচিতে কাতন্ত্রপ্রদীপে কৃৎস্থ পঞ্চমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ। (৪৩৪৮ সং পুঁথির ৫৮খ পত্র ; ১৭১৫ শকের পুথি)

এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর স্বরচিত অধুনালুপ্ত তিনখানি নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। **ন্যাসটীকা,** যথা,—

তচ্চিন্ত্যমিতি ন্যাসঃ (?) টীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।৪

৪। **কারককৌমুদী,** যথা—

কারকমাত্রস্যৈব হি করণত্বং সম্ভবতি ইতি কারককৌমুদ্যাং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।৫

৫। **তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ,** যথা—

অনয়োশ্চ মতয়োর্ব্বলাবলম(স্ম)ৎ-কৃতে তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশেঽনুসন্ধেয়ং।৬

৬। **কলাপদীপিকা :**—ভট্টিকাব্যের বিখ্যাত টীকা। বহু বৎসর হইল, ইহার চারি সর্গ গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় "ভট্টিকাব্যস্য পরিশিষ্টং" নামে মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়াছিলেন।৭ এই টীকা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহার প্রতিলিপি এখনও দুষ্প্রাপ্য নহে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে—ঢাকা, কুমিল্লা ও নবদ্বীপের পুথিশালায়ও ইহার খণ্ডিত অংশ রক্ষিত আছে। পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত টীকাকার ভরত মল্লিক স্বরচিত টীকামধ্যে বিদ্যাসাগরের টীকারই প্রায় হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন—বিদ্যাসাগর হইতে অনূদিত অংশ বাদ দিলে ভরত মল্লিকের টীকার বৈশিষ্ট্য প্রায় বিলুপ্ত হয়। বিদ্যাসাগরের এই টীকাও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ; আমরা একটিমাত্র সর্ব্বজনপরিচিত স্থলে তাঁহার টীকাংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। ১ম সর্গের তৃতীয় শ্লোকের "বসূনি তোয়ং ঘনবদ্ব্যকারীৎ" বাক্যে ব্যাকরণানুসারে 'তোয়' পদের ক্রিয়ান্বয় ঘটে না—জয়মঙ্গলাকার, মল্লিনাথ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ ইহা ধরিতেই পারেন নাই। বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন :—

যদ্যপি যথা ঘনস্তোয়ং বিকিরতি তথা স বসূনি ব্যকারীদিতি নান্বয়ঃ সম্ভবতি ঘনশব্দস্য বৃত্ত্যুপ-

---

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ সং পুথির ৭২খ পত্র। এই পুথি ৯৭পত্রে সম্পূর্ণ—লিপিকার রামকান্ত শর্ম্মা "অন্যদাদর্শে নাস্তি" লিখিয়া শেষ করিয়াছেন।

৫। ঐ, ৩৬৭৮ সং পুথির ৭৩ক পত্র দ্রষ্টব্য। মুদ্রিত কারকপ্রকরণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়—৭, ১৩ ও ৪৬ পৃঃ। কারককৌমুদী নামক এক অজ্ঞাতকর্তৃক ক্ষুদ্র নিবন্ধ পাওয়া যায় (L. 1161, অস্মন্নিকটেও আছে), তাহা বিদ্যাসাগর-রচিত নহে।

৬। মুদ্রিত কারকপ্রকরণ, ৫৬ পৃঃ। ৩৬৭৮ সং পুথির ৫৭খ পত্র। আমরা পূর্ব্ববৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার কর্ত্তৃপক্ষ এবং বিশেষতঃ পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এর নিকট আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৭। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রারম্ভাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণীতে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে—L. 2154. বিদ্যানিধির মুদ্রিতাংশ আদর্শদোষে অশুদ্ধিবহুল।

সর্জ্জনতয়া ক্রিয়াসম্বন্ধাভাবেন তোয়মিত্যস্যানন্বিতত্বাৎ, তথাপি তোয়শব্দোঽয়ং গৌণ্যা বৃত্ত্যা তৎসদৃশে বর্ত্ততে—তোয়তুল্যানি বস্তূনি ঘনতুল্যো ব্যকারীৎ দত্তবান্। যথা ঘনস্য দানে ফলানপেক্ষা তথা রাজ্ঞোঽপি দানকালে বস্তূনামনপেক্ষণীয়ত্বেন তোয়তুল্যতা। তোয়শব্দোঽয়মুপাত্তস্বসংখ্য এব বস্তুসমানাধিকরণ ইতি নোপচারে বচনপরিত্যাগঃ, অনেকেষামপি বস্তূনামেকতোয়তুল্যতেত্যাশয়াৎ। অতএব সাক্ষাশ্চং চত্বারি যোজনানীত্যাদৌ নোপচারে বচনপরিত্যাগ ইতি কাতন্ত্রপ্রদীপাদাবুক্তং।

ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমূহে ভট্টিকাব্য অধ্যয়নকালে এই শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী টীকাকারের গ্রন্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে—গুরুনাথের অনতিপ্রচলিত সংস্করণ ব্যতীত কেহই এই সুপ্রাপ্য টীকার আলোচনা করেন নাই।

কাতন্ত্রপ্রদীপ ব্যতীত এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর স্বরচিত আরও তিনটি টীকাগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

৭। **বামনটীকা**

৮। **কাব্যপ্রকাশটীকা**, যথা—

অলঙ্কারলক্ষণং বামনটীকায়াং কাব্যপ্রকাশটীকায়াঞ্চ প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।[৮]

৯। **কাব্যাদর্শদীপিকা**, যথা,—

অন্যে তু, ঔর্জ্জিত্যমথ সৌখ্যঞ্চ গাম্ভীর্য্যমথ বিস্তরঃ।
সংক্ষেপঃ সম্মিতত্বঞ্চ ভাবিকত্বং গতিস্তথা॥
রতিশক্তিস্তথা প্রৌঢ়িঃ প্রেয়ানথ সুশব্দতা॥

ইত্যেতানপ্যধিকান্ গুণানাহুঃ। এতেষাং লক্ষণং মৎকৃতকাব্যাদর্শদীপিকায়ামনুসন্ধেয়ম্।[৯]

বিদ্যানিধি মহাশয় আদর্শ-দোষে গ্রন্থকারের নাম "পুণ্ডরীক" বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন।[১০] তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, কলাপদীপিকার আরম্ভ-শ্লোকে স্পষ্ট 'পুণ্ডরীকাক্ষ' রহিয়াছে। ৫ম সর্গের শেষেও পাওয়া যায়,—

ইতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষো দক্ষঃ সৎপক্ষরক্ষণে।
প্রকীর্ণকাণ্ডং ব্যাচষ্ট স্পষ্টং কাতন্ত্রবর্ত্মনা। (৬৩খ পত্র)

১০। **কাতন্ত্রপরিশিষ্টের টীকা**:—বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে ইহারও কতিপয় পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। লণ্ডনে এই গ্রন্থের এক সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।[১১]

৮। দশম সর্গের ১ম শ্লোকের টীকায় অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ১৫১খ পত্র। কাতন্ত্রপ্রদীপেও কাব্যপ্রকাশটীকার উল্লেখ আছে; যথা, "প্রয়োজনাধীনা লক্ষণা ইত্যপি কার্য্যমাত্রে পরিভাষা ন তু নিয়ম ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (ঢাকার ৩৬৭৮ সং পুথির ৯৫খ পত্র)।

৯। বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির সম্পূর্ণ পুথির ১৭০ক পত্র। আমাদের পুথিতে (১৬৫ক পত্র) "কাব্যাদর্শ টীকায়াং" পাঠ আছে (১১শ সর্গের ১ম শ্লোক)।

১০। কলাপব্যাকরণ (৩য় সংস্করণ, ১৩১২ সন), ভূমিকা, ।৴০ পৃষ্ঠা।
ভট্টিকাব্যের পরিশিষ্ট, ৭৯ পৃঃ (২য় সর্গের পুষ্পিকা)।

১১। কাতন্ত্রপরিশিষ্টম্ (১৩২১ বঙ্গাব্দ), ৫০৯-১৪ পৃঃ।
Eggeling: *Ind. Off. Cat*, p. 769.

পরিশিষ্টের টীকাকার হইলেও বিদ্যাসাগর কাতন্ত্রপ্রদীপে পুনঃ পুনঃ তীব্র ভাষায় শ্রীপতির মত খণ্ডন করিয়াছেন। পরমতখণ্ডনকালে বিদ্যাসাগরের দম্ভোক্তি অনেক সময় উপভোগ্য। কৃৎপ্রকরণে আছে,—

"তদসদুপাধ্যায়সেবাবিজৃম্ভিতত্বুর্দ্ধিবৈভবাদেব।" (৫৩খ পত্র)

"ইতি চক্ষুষী নিমীল্য পরিভাবয়ন্তু ভবন্তঃ।" (৫৪ক পত্র)

বঙ্গদেশে নব্য ন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র চর্চ্চার ইতিহাস বিষয়ে বিদ্যাসাগরের এ যাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থাংশ হইতেই অনেক মূল্যবান্ উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশে কলাপব্যাকরণের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ধাতুবৃত্তিকার রমানাথ 'মনোরমা' গ্রন্থে এক স্থানে কাতন্ত্রপ্রদীপের উল্লেখ করিয়াছেন।[১২]

অন্যে তু স্বরব্যঞ্জনয়োরাদেশে স্থানিবদ্ভাবো নাস্তীতি হ্রস্বমাচষ্টে হ্রাসয়তি ইত্যত্র দীর্ঘমিচ্ছন্তীতি কাতন্ত্রপ্রদীপঃ।

'মনোরমা' ১৫৩৬ কিম্বা ১৫৪৬ খ্রীঃ রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরকে "মহান্তঃ" বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন। সুষেণ কবিরাজ ও নরহরি তর্কাচার্য্য বহু স্থলে উক্ত "মহান্তঃ" পদোল্লেখপূর্ব্বক বিদ্যাসাগরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত "বিদ্যাসাগর" কিম্বা "সাগর" নামে রঘুনন্দন আচার্য্যশিরোমণি (কলাপতত্ত্বার্ণবে), হরিরাম চক্রবর্ত্তী, রামদাস চক্রবর্ত্তী, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি ১৭শ শতাব্দীর বহু কাতন্ত্রমতের গ্রন্থকার তাঁহার সন্দর্ভ তুলিয়াছেন।[১৩]

ভরত মল্লিক ব্যতীত সুপদ্মমতের কন্দর্প চক্রবর্ত্তী বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার প্রসিদ্ধি উল্লেখ করিয়াছেন :—

বিদ্যাসাগরটীকায়াং কাতন্ত্রপ্রক্রিয়া যতঃ।
সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাৎ তস্যামেব প্রণীয়তে।

১২। মনোরমা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে : শ্রীনাথ শিরোমণির "গণমালা" (১ম সং, ১২৯৭ সন) ৩১৯ পৃঃ ও (২য় সং, ১৩১১) ৩০৮ পৃঃ, "গণতত্ত্বদীপিকা" (১৩০৬, ঢাকা) ২৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। মনোরমা "বসু-বাণ-ভুবনগণিতে" (১৪৫৮) শকে রচিত (I. O. 775 : অস্মদীয় পুথিতেও এই শকাঙ্কই আছে), কিন্তু ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন পুথিতে "বসুরসভুবনগণিতে" (১৪৬৮) পাঠ আছে (H. P. Sastri : *Darbar Library Cat.*, II. 214.)

১৩। কবিরাজ, আচার্য্যশিরোমণি ও হরিরাম গুরুনাথের সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। নরহরি তর্কাচার্য্যের পঞ্জীব্যাখ্যা (আখ্যাতের) দুষ্প্রাপ্য নহে, অস্মদীয় খণ্ডিত পুথির ৪, ১৬, ১৮-১৯ প্রভৃতি পত্র দ্রষ্টব্য। রামদাসের 'কাতন্ত্রচন্দ্রিকা'ও দুষ্প্রাপ্য নহে—অস্মদীয় পুথির চতুষ্টয়ের ৬ পত্র দ্রষ্টব্য। রামনাথ অমরকোষের টীকায় "বিদ্যাসাগরে"র নাম করিয়াছেন—Z. D. M. G. XXVIII. p. 123। এই টীকা ১৫৫৫ শকে রচিত—A. Borooah's Ed. of Amarakosa (1887-88) p, 145.

সংক্ষিপ্তসারীয় নারায়ণ বিদ্যাবিনোদও বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১৪] কাতন্ত্রমতের প্রাচীন দুইটী ভট্টিটীকায় তাঁহার বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে—আমরা প্রসঙ্গক্রমে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব্ব এই গ্রন্থকারদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। মহামহোপাধ্যায় **শ্রীমুকুন্দ শর্ম্মা** "কলাপচন্দ্রিকা" নামে ভট্টিটীকা রচনা করেন—ইহার একটী খণ্ডিত প্রতিলিপি (৬২ পত্র, কিঞ্চিদধিক ৪ সর্গ) আমাদের নিকট আছে। তাঁহার টীকা প্রায়শঃ বিদ্যাসাগরের টীকার প্রকারান্তরে অনুবাদ মাত্র, দুই স্থলে (২১ খ ও ২৯ ক পত্রে) "বিদ্যাসাগর" নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পাদটীকায় উদ্ধৃত তাঁহার একটী সন্দর্ভ হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট হইবে। তিনি ১৬শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন অনুমান করা যায়।[১৫]

২। কায়স্থকুলতিলক **মহোপাধ্যায় কামদেব ঘোষ** নামে কাতন্ত্রমতে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন—তদ্রচিত ভট্টিকাব্যের "পদকৌমুদী" নামক টীকার একটি খণ্ডিত তাড়িপত্রে লিখিত সুপ্রাচীন প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে (৩৯৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি)। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকদ্বয়ের ত্রুটিত পাঠ উদ্ধৃত হইল :—

* * * ববৈরি

ব্রাতশ্রীকন্দকীর্ত্তি প্রলয়কৃতিকৃতিপ্রৌঢ়কীর্ত্তিপ্রতানং।
রামং সত্যাভিরামং বিবুধগণসখং চারু নত্বাবিরামং
সশ্রীকঃ কামদে (বঃ কি)মপি বিতনুতে ভট্টিকাব্যস্য টীকাং।
যঃ কাশ্যা… … … পত্নীসমেতঃ পরং
লোকং প্রাপ্য সমাগমৎ সমুচিতং শ্রীলার্দ্ধনারীশ্বরং।
তস্মৈ শ্রীলসুদর্শনায় গুরবে কৃত্বা নমো ভক্তিত-
ষ্টীকেয়ং পদকৌমুদী বিরচিতা কাতন্ত্রতন্ত্রা(ধ্বনা)।

১৪। কন্দর্পটীকা : *I. O.*, p. 262. বিদ্যাবিনোদের ভট্টিটীকা : *ibid.* p. 262. এই টীকায় বিদ্যাসাগরের নাম বস্তুতই আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

১৫। "বস্তুত ভ্রমঃ,—ফলেগ্রহিশব্দস্য দ্বয়ী গতিঃ, রূঢ্যা বৃক্ষবিশেষোপস্থাপকত্বং যোগেন সামান্যোপস্থাপকত্বঞ্চ মণ্ডপশব্দবৎ। যত্র (রূঢ়িমাদায়াম্বয়ো) ন ঘটতে তত্র যোগমাদায়ৈবান্বয়ঃ মণ্ডপং ভোজয়েতিবৎ, প্রকৃতে চ মুনয় এব প্রকৃতাঃ। অতএব মণ্ডপং ভোজয়েত্যাদৌ লক্ষণয়া পুরুষোপস্থিতিরিতি চিন্তামণিকৃৎপক্ষো 'যোগেনৈবান্বয়বোধসম্ভবে কথং লক্ষণে'ত্যুক্ত্বা **যজ্ঞপতিনা** দূষিতোঽস্মাভিরন্যথা ব্যাখ্যায় স্থাপিতঃ। তথাহি, মণ্ডপশব্দস্য ত্রয়ী গতিঃ, রূঢ্যা গৃহবিশেষোপস্থাপকত্বং যোগেন মণ্ডপানকর্ত্তৃপুরুষবিশেষোপস্থাপকত্বং লক্ষণয়া পুরুষমাত্রোপস্থাপকত্বঞ্চ। তত্র তৃতীয়পক্ষমাদায় চিন্তামণিকৃদ্বচনং ন বুদ্ধা যজ্ঞপতিনা দূষিতমিতি।" (১৮ পত্র)। তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড, শক্তিবাদ (সোসাইটি সং, ৬১৯ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের নামোল্লেখ ও মতখণ্ডন প্রাচীনতার পরিচায়ক।

প্রথম সর্গের পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের নাম ও উপাধি পাওয়া যায় :—

ইতি মহোপাধ্যায়শ্রীকামদেবঘোষকৃতায়াং ইত্যাদি (১৩খ পত্র)

গ্রন্থকার নামোল্লেখ না করিয়া বিদ্যাসাগরের মত তীব্র ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন। দুইটী স্থল প্রদর্শিত হইল। প্রথম শ্লোকে "গুণ" শব্দের ব্যুৎপত্তির বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন,—"ঘঞিতি জয়মঙ্গলায়াংপ্রমাদঃ" (৫৫ পৃঃ)। কামদেব জয়মঙ্গলার সন্দর্ভ উদ্ধারপূর্ব্বক বিস্তৃত-ভাবে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইদন্তু ন বুদ্ধ্বা কেচিজ্জয়মঙ্গলায়াং প্রমাদকৃতপাঠ ইতি ব্যাচক্ষতে" (৪ক পত্র)।[১৬] দ্বিতীয় সর্গে "প্রণিহন্মি" (৩৫ শ্লোক) পদের ব্যাখ্যায় বিদ্যাসাগর ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন,—"নের্ণদগদেত্যাদিনা উপসর্গস্থ ণত্বং, ধাতোস্তু বমোর্ব্বেতি বিভাষয়া।" (৭৪ পৃঃ) কামদেব ইহা ঠিক ধরিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন,—"ইতি কশ্চিৎ প্রলপতি, তদতীব বিরুদ্ধং যতো ণকারেণ ব্যবধানাৎ।" (২৪ খ পত্র)[১৭]। কামদেব এই গ্রন্থের বহু স্থলে (৬৯, ৮১, ৮৭, ৯৭, ১০৮ ও ১১৪ পত্র দ্রষ্টব্য) স্বরচিত "কাতন্ত্রদুর্ঘটপ্রবোধ" গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় তদ্রচিত শব্দরূপবিষয়ক "শব্দরত্নাকর" গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (৭৫ পত্র, ১৬৫৭ শক লিপিকাল, পুথিসংখ্যা ৫১২ গ) আছে। সুষেণ কবিরাজ (সন্ধি, ৫ম পাদ, ৭০ সূত্র) "**কামঘোষস্তু**" বলিয়া ইহারই অপর এক টীকাগ্রন্থের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং কামদেব খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

কাব্যপ্রকাশের "সারবোধিনী" টীকাকার শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভট্টাচার্য্য স্বগ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—

"এবং চ "বৈয়াকরণে বক্তরি কষ্টত্বং গুণঃ" ইত্যস্য স্বয়ং গ্রন্থকৃতা বক্ষ্যমাণত্বেন ভট্টিকাব্যস্য ব্যাকরণার্থনিরূপণৈকতাৎপর্য্যস্য পদ্যমিদং শ্রুতিকটুত্বে কথমুদাহৃতমিতি ন জানীমঃ" ইতি বিদ্যাসাগরোক্তং দূষণং তেষামেব।"—(ঝলকীকরসম্পাদিত কাব্যপ্রকাশ, ২য় সং, ৩৬১ পৃঃ)

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত সন্দর্ভ বিদ্যাসাগর-রচিত কাব্যপ্রকাশের (সপ্তমোল্লাসের) টীকা হইতে গৃহীত। ভট্টিটীকার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও অনুরূপ মত লিখিত হইয়াছে :—

"অতএব শ্রুতিকটুত্বাদিদোষো নাত্র শঙ্ক্যতে, প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। অতএব বৈয়াকরণে

১৬। আমাদের নিকট বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার যে পুথি আছে, তাহাতেও লিপিকার এক স্থলে বিদ্যাসাগরের 'গুণ' শব্দের ব্যাখ্যায় ত্রুটি দেখাইয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

ঘঞি প্রমাদো জয়মঙ্গলায়াং যৈরুক্তমেষাঞ্চ মহান্ প্রমাদঃ।

অলোপি যো বাধক ইত্যগূঢ়ং বিচারমালোকয়তাত্র তত্ত্বাৎ॥ (১৩৩ খ পত্র)

১৭। অস্মদীয় বিদ্যাসাগরী টীকার পুথিতে লিপিকার যোজনা করিয়াছেন,— "ণত্বে সতি নিমিত্তত্বব্যবধানাৎ বিভাষয়া ণত্বমিতি প্রমাদলিখনমেব" (১৮খ পত্র)। পরেও লিখিত হইয়াছে—"ধাতোস্তু বমোর্ব্বেতি বিভাষয়েতি লিখনাদেব মহাত্মা ন বিমর্ষণীয়া লেখকস্যৈব তদ্দোষাদিতি গুরুভিরনুগৃহীতং।" (১৩৩ খ পত্র) 'মহাত্মঃ' পদে যে বিদ্যাসাগরকে বুঝাইত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বক্তরি তস্যাদোষত্বমিতি কাব্যপ্রকাশ ইত্যাহুঃ।" শ্রীবৎসলাঞ্ছন কমলাকর ভট্ট ও জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের পূর্ব্বতন এবং তাহার টীকার একটি প্রতিলিপির তারিখ "অনুমান ১৫৫০ খ্রীঃ।"[১৮] সুতরাং বিদ্যাসাগর ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ধরা যায়।

কাতন্ত্রপ্রদীপের স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগর নব্য ন্যায়ঘটিত বিচারের অবতারণা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। কারকপ্রকরণে কর্ম্মলক্ষণ-সূত্রের ব্যাখ্যায়—"ন্যায়ভাস্করাদয়ঃ," ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোত, "খণ্ডন-টীকায়াং দিবাকরাদিভিঃ," "রত্নকোষ"—এই গ্রন্থচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যত্র গঙ্গেশের মতও বহু বার গৃহীত হইয়াছে। "ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় রত্নকোষ, বর্দ্ধমান-রচিত (প্রমাণ) তত্ত্ববোধ, কন্দলীকার ও দিবাকরাদির মতের আলোচনা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তত্ত্বচিন্তামণির কোন টীকাকারের নাম পাওয়া যায় না—যজ্ঞপতি কিম্বা পক্ষধর মিশ্রেরও নহে। বাঙ্গালার নব্যন্যায়সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে এযাবৎ দিবাকররচিত খণ্ডনটীকা কিম্বা ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোতের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। শেষোক্ত গ্রন্থ শঙ্কর মিশ্রের অন্যতম প্রমাণস্বরূপ ছিল। প্রগল্‌ভাচার্য্য কিম্বা বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তৎশিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর তত্ত্বচিন্তামণি-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রগল্‌ভ কিম্বা বাসুদেবের সমসময়ে তাঁহার অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়।

কারকপ্রকরণে এক স্থলে (৩২ পৃঃ) গোয়ীচন্দ্রের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—তাঁহার প্রমাণাবলীর মধ্যে গোয়ীচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন (অনুমান ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক)। ভট্টিটীকার এক স্থলে ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের নাম গৃহীত হইয়াছে (৮ম সর্গ, ১৩১ শ্লোক):—

"একমেবেদং পদ্যং গঙ্গাদাসাদিনোক্তম্" (১৩৪ ক পত্র)

গঙ্গাদাস খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন নিশ্চিত। বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক তাঁহার নামোল্লেখ, গঙ্গাদাসের কাল নির্ণয় বিষয়ে একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ বটে।

বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ছিল শ্রীকান্ত পণ্ডিত। ভট্টিটীকা ও কাতন্ত্রপ্রদীপের পুষ্পিকা হইতে বুঝা যায়, "পণ্ডিত" তাঁহার বিদ্যার উপাধি ছিল। তৎকালে এই উপাধি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল এবং ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে 'পণ্ডিত' উপাধিধারী বহু ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ আছে। এক স্থলে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে (১৩০ পৃঃ),—

ত্রিবিক্রমেণৈব মুখেন সার্দ্ধং, রসচ্যুতিঃ পণ্ডিতকোপনায়া।

বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতার উপদেশ অনুসারেই গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতাও একজন পরমপণ্ডিত ছিলেন। কাতন্ত্রপ্রদীপে ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যায় (১৩ পৃঃ),

---

১৮। ঝলকীকর-সম্পাদিত কাব্যপ্রকাশের প্রস্তাবনা, ৩৩-৩৪ ও ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
Eggeling: *I. O. Cat.*, p. 325

কারকপ্রকরণে (৬০ পৃঃ) এবং ভট্টিটীকায় (৪র্থ সর্গ, ৯ শ্লোক) "অস্মৎপিতৃচরণাঃ" বলিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভট্টিটীকার শেষে বিদ্যাসাগরের বিনয়োক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার পিতার ও পিতামহের নাম তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

ক বয়ং কূপমণ্ডূকাঃ ক চায়ং কাব্যসাগরঃ।
তাতোপদেশসেতোস্তু হেতোরেতং প্রতেরিম॥

অস্মিন্নতিপ্রথিতদুর্গমকাব্যসিন্ধা-
বন্ধীভবন্তি শতশোপি মহাকবীন্দ্রাঃ।
বালস্য মে চপলতাং তদহো ক্ষমধ্বং
যদ্ব্যাকৃতাবপি কৃতোস্য ময়া প্রযত্নঃ॥

রত্নাকরো জয়তি যদ্বচনামৃতানি
পীত্বা প্রযান্তি বিবুধাঃ পরিতঃ প্রমোদং।
শ্রীকান্তধীর ইতি তস্য সুতোভিজজ্ঞে
তস্যাত্মজেন রচিতা খলু টিপ্পনীয়ম্॥

এই ক্ষুদ্র নির্দ্দেশ ব্যতীত বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান ও কুলপরিচয়াদি কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। শ্রীহট্টে "বাণীনাথ বিদ্যাসাগর" নামে একজন পণ্ডিতের বংশ বিদ্যমান আছে এবং ইনিই কলাপের টীকাকার বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। বরিশালের নিকটবর্ত্তী কাশীপুর গ্রামে এক পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন, তাঁহাকেও কলাপের টীকাকার হইতে অভিন্ন ধরা হইয়াছে,[১৯] কিন্তু উভয় উক্তিই প্রমাণহীন বলিয়া ঈশান নাগরের উক্তির ন্যায় অগ্রাহ্য বটে। কাশীপুরের বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিন্তু গবেষণা হওয়া আবশ্যক। আমরা অতি ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া বিদ্যাসাগরের কুলপরিচয়বিষয়ে একটা অনুমান বিদ্বৎসমাজের আলোচনার জন্য উপস্থিত করিতেছি। প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম বন্দ্য আখণ্ডলবংশীয় ছিলেন। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আখণ্ডল বংশের যে নামমালা মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত ও অপ্রামাণিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় মহেশ-রচিত "নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা"র ৪ খণ্ড প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে আখণ্ডলবংশে সার্ব্বভৌমের পিতামহের নাম পাওয়া যায় "রত্নাকর" এবং "তৎসুতাঃ—শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী বিশারদ ভট্টাচার্য্য **শ্রীকান্ত পণ্ডিতাঃ**।"[২০] শ্রীকান্তের অধস্তন পুরুষের নাম কোন পুথিতেই নাই। দুই পুরুষের নামের মিলে এবং অভ্যুদয়-কালের সামঞ্জস্যে ইঁহাকেই বিদ্যাসাগরের পিতা বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়; বিদ্যাসাগর তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের খুল্লতাতভ্রাতা হন।

১৯। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪
চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ডরচিত) পৃ. ৬১-৬২।

২০। ৩২৩৩ সংখ্যক পুথি (৪৫ক পত্র), ৪৪৪ ক সং পুথি (১১১ ক পত্র), ২৯১৫সং পুথি (৮৮ ক পত্র) এবং $\frac{M\ 3/38}{7\times 8}$ পুথি (১৬৫ ক পত্র) দ্রষ্টব্য।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি-শ্রেণী

রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যিনি সর্ব্বপ্রথম স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার নাম রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে তিনি এই পদে প্রায় দুই বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বেতনের বিল-বইয়ে প্রকাশ, মাসিক ৮০৲ হারে ১৮২৫ সনের নবেম্বর মাসের প্রথম দুই দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন পাওনা হইয়াছিল, ইহার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন সংবাদ সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের একটু পরিচয় আছে। তিনি দিগসুই-বাসী বলরাম ন্যায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র; মধ্যম পুত্র রামজয় ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন:—

> রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, সংস্কৃত কালেজের প্রথম সময়ের এক বিখ্যাত অধ্যাপক। ইনি ১২২৩ সালে বিদ্যমান ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই। তিনি নিজ-নাম-প্রখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এক প্রধান ছাত্র ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনিতেছি, তখন রাজা বাহাদুরের বয়ঃক্রম কম ছিল। কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের পর উইল্‌সন সাহেবের প্রযত্নে—রাজা বাহাদুরের আগ্রহে ও নির্ব্বন্ধে—কালেজের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। কলিকাতায় গোহত্যা হইত, এজন্য বৈদ্যবাটীতে থাকিতেন।
>
> তৎ-সুত নবগোপালও নদীয়া জেলান্তর্গত কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক ছিলেন।—'সন্দর্ভ-সংগ্রহ': "ভরদ্বাজ গোত্র—৫ম প্রস্তাব," পৃ. ২১।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

১৮২৫ সনে নবেম্বর মাসের গোড়ায় রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে কলিকাতা সিমলা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাশীনাথ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ৪র্থ

সংখ্যা, পৃ. ২২২-৩১ ; ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৮০) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে কেবল তাঁহার কর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

কর্ম্মজীবন

১৮১৩	...	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহকারী পণ্ডিত।
১৮২৫, ১৯ নবেম্বর	...	মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮২৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
১৮২৭, মে	...	চব্বিশ-পরগণা জেলার পণ্ডিত ও সদর আমীন। এই পদে তিনি ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।
১৮৪৭, ১২ মার্চ	...	মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক।
১৮৫১, জুন	...	সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ।

রচনাবলী

১। মহর্ষি গোতমকৃত **ন্যায়দর্শন** ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। গ্রন্থনাম **পদার্থকৌমুদী**। ১৮২১। পৃ. ১৪৫।

২। **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। সন ১২২৯ শাল [১৮২২ খ্রীঃ], পৃ. ১৮৯ + শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫।

৩। **পাষণ্ডপীড়ন** নামক প্রত্যুত্তর। কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩। পৃ. ২৮৫।

'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৮ম সংখ্যক পুস্তক হিসাবে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'পাষণ্ডপীড়ন' লিখিত হয়।

৪। **সাধু সন্তোষিণী**। ১৮২৬।

৫। **শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র**।

মৃত্যু

৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার স্থলে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধেও আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১০১-১৩) বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাঁহার কর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি।

কর্ম্মজীবন

১৮২৭, ১৪ মে ... মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮৩৭ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৪০, জানুয়ারি ... হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার সংস্কৃত এবং গৌড়ীয় ভাষাধ্যাপক।

১৮৪২, ১ জানুয়ারি ... মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক।

রচিত ও সম্পাদিত রচনাবলী

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১৮১৭। পৃ. ১৫৫।

২। **অভিধান**। ১৮১৮ (?)

ইহাই বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা অভিধান।

৩। **পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান**। ১৭৫০ শক...

৪। **বিবাদচিন্তামণিঃ**। ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

৫। **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা**। ১৮৪০। পৃ. ১৬

৬। **নীতিদর্শন**। ১৮৪১।

মৃত্যু

২ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পরলোকগমন করেন।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি

১৮৩৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্থলে স্থায়িভাবে কাহাকেও নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের পণ্ডিত ভরতচন্দ্র

শিরোমণি মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যোগ্যতার সহিত এই সকল পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন :—

১৮৩০, জানুয়ারি	ল-পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিত	...	৭ বৎসর ৫ মাস
১৮৩৭, জুন ...	সারণ জেলার জজ-পণ্ডিত	...	২ বৎসর ৫ মাস
১৮৩৯, নবেম্বর ...	বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের পণ্ডিত	...	১ বৎসর ১ মাস

ভরতচন্দ্র সে-যুগের একজন খ্যাতনামা স্মার্ত্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁহার একটি রচনায় শিরোমণি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

...অলঙ্কার শ্রেণীর পর আমরা স্মৃতির শ্রেণীতে উঠিতাম। তৎকালে ২৪ পরগণা জিলার অন্তঃপাতী লাঙ্গল-বেড়িয়া-নামক গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি "দায়ভাগ"-নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানি আমরা পাঠ করিতাম। তিনি অতিশয় রসিক লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার নাতি-সম্পর্ক হইতাম। তিনি তদনুসারে আমাদের সহিত প্রায়ই তামাসা করিতেন। একদিন শীতকালে তিনি একখানি লালবর্ণ বনাত গায় দিয়া কলেজে আসিতেছিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছাত্র বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার লাল বনাতের উপর সূর্য্যকিরণ পড়াতে আপনার তেজ যেন সূর্য্যের মত দেখাইতেছে।" তিনি কোন উত্তর না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ তদ্রূপ দ্রুতপদে আসিতে লাগিলাম। পরে তিনি কলেজে গিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাপ! ভাগ্যিস্! এখনি বগলে পুরিয়াছিল"। তখন আমরা সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। যে-ছাত্র তাঁহাকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছিল, তাহাকে হনুমান্ বলিয়া তামাসা করিলেন। সেও অপ্রস্তুত হইল। এইরূপ তামাসা মধ্যে মধ্যে হইত।...তিনি তামাসা করিয়া সময় কাটাইতেন বটে, কিন্তু এক বৎসরে দায়ভাগ সমগ্র, দত্তক-মীমাংসা, দত্তক-চন্দ্রিকা এবং মিতাক্ষরা (ব্যবহারাধ্যায়) পড়াইয়া দিতেন। তিনি ব্যবস্থা-দর্পণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার সময় শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারকগণ তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতেন।—"সেকালের সংস্কৃত কলেজ": 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩২, পৃ. ৬৫০-৫১।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজে ৩১ বৎসর ১ মাস অধ্যাপনা করিয়া, ১ জানুয়ারি ১৮৭২ হইতে মাসিক ৬৫৲ পেন্সনে অবসর লইয়াছিলেন। পেন্সন-গ্রহণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর ৮ মাস, এবং কলেজে তাঁহার বেতন ছিল ১৫০৲।

মৃত্যু

ভরতচন্দ্র খুব সম্ভব ১৮৭৭ সালে পরলোকগমন করেন। ১৮৭৭ সনে তিনি 'চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি'র ১ম খণ্ড সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদক-হিসাবে তাঁহার ও আরও দুই জন পণ্ডিতের নাম আছে।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১। জীমূতবাহন-কৃত **দায়ভাগ,** শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-বিরচিত টীকা-সহিত। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংস্কৃত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯০৭, পৃ. ২৫৯।

২। নন্দপণ্ডিত-বিরচিত **দত্তকমীমাংসা**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বালবিবোধনী-টীকা-সহিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ইং ১৮৫৭।

৩। **বিষ্ণ্বাদিশতক**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-বিরচিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ১২৬৩ সাল, পৃ. ২০।

৪। কুবের বিরচিত **দত্তকচন্দ্রিকা**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বালসম্বোধনী-টীকা-সহিত। ইং ১৮৫৭, পৃ. ৩৮।

৫। জীমূতবাহন-কৃত **দায়ভাগ**। শ্রীশ্রীনাথাচার্য্য চূড়ামণি, শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীমদচ্যুতানন্দচক্রবর্ত্তি, শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-কৃত ষড়্‌বিধ টীকাসহিত। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক পরিশোধিত। ইং ১৮৬৩। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। পৃ. ৪৫৮।

৬। **মনুসংহিতা**—কুল্লূকভট্ট-কৃত টীকা। যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। সংবৎ ১৯২৩। পৃ. ৭৬৩।

৭। **দত্তক শিরোমণিঃ।** ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ প্রচলিত দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকনির্ণয়, দত্তকতিলক, দত্তকদর্পণ, দত্তককৌমুদী, দত্তকদীধিতি, দত্তসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী নামক সুপ্রসিদ্ধ দত্তকগ্রহণ-ব্যবস্থাপক গ্রন্থাষ্টক নিখিলসারসংগ্রহঃ। ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্যেণ সুপ্রণালী-পূর্ব্বকমেকবিংশত্যধ্যায়েন সংঘটিতঃ, প্রত্যধ্যায়াবসানে কৃতসঙ্ক্ষিপ্ত-সারসংগ্রহশ্চ।...ইং ১৮৬৭। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। পৃ. ৩৫৯।

৮। দ্রাবিড় দেশীয় শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত **স্মৃতিচন্দ্রিকা** দায়ভাগ প্রকরণ। শ্যামাচরণ সরকারের সাহায্যে ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। জানুয়ারি ১৮৭০। পৃ. ১১৮।

৯। হেমাদ্রি-বিরচিত **চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিশোধিত। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ম ভাগ— সংবৎ ১৯৩৪। পৃ° ১২২২

২য় ভাগ— ইং ১৮৭৮।

ন্যায়-শ্রেণী

নিমাইচন্দ্র শিরোমণি

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে সময়ে তাঁহার তুল্য নৈয়ায়িক বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৮০৲। শিরোমণি মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মৃত্যু

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সে-যুগের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ…। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত **ন্যায়সূত্রবৃত্তি**। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক শোধিত। ১৮২৮। পৃ. ২৬৪।

২। **মহাভারত**—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার অন্ততঃ তিনটি খণ্ডের (২য় খণ্ড, ১৮৩৬ খ্রীঃ ; ৩য় খণ্ড, ১৭৫৯ শক ; ৪র্থ খণ্ড ১৮৩৯ খ্রীঃ) এক জন সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নাম পাওয়া যায়।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যুর পর ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন—খ্যাতনামা নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫-১৯) সবিস্তরে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সংযোজন

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীর বর্ণনাকালে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তাঁহার রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে আমি তর্কবাগীশ-প্রকাশিত 'কুমারসম্ভব (অষ্টম সর্গ)' পুস্তকখানি কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে উহার এক খণ্ড দেখিয়াছি। উহা দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত; আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

কুমারসম্ভবম্।। মহাকবি কালীদাস বিরচিত কুমারসম্ভব। নামক মহাকাব্যস্য। অষ্টমঃ সর্গঃ।। শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত। টীকাসহিতঃ।। কলিকাতা।। বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিতঃ।। শকাব্দাঃ ১৭৮৩। ইং ১৮৬২।। [পৃ. ৪৭]

পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। উহা উদ্ধৃত করা হইল :—

কুমারসম্ভব।

এতদ্দেশে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ ছিল না, সপ্তমসর্গপর্য্যন্তই দেখা যাইত। ইহাতে নানাজনশ্রুতি, অর্থাৎ কেহ কেহ কহিতেন, গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি কালীদাস সপ্তমসর্গপর্য্যন্ত করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। কেহ কেহ কহিতেন, সংপূর্ণই করিয়াছেন, কোন কারণবশতঃ অষ্টমাদি সর্গ বিনষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কাপ্তেন মার্শেল সাহেবের ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের যত্নে সংপূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিমদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ইহা দৃষ্টি করিয়া মহাকবিপ্রণীতত্বের সম্ভাবনা করা যায়; ইহার কোন কোন শ্লোকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে উদাহরণরূপে গৃহীতও দেখা যায়। অতএব ইহার বহুলীকরণ আবশ্যক বোধ করিয়া মৎকৃত টীকার সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা গেল। কিন্তু একমাত্র আদর্শ, তাহাও পরিশুদ্ধ নহে, অনেক বিবেচনা দ্বারা পাঠের স্থিরতা করিতে হয়, তজ্জন্য কাল-বিলম্ব সম্ভাবনা করিয়া ক্রমশঃ অর্থাৎ এক এক সর্গ প্রকাশ করা ধার্য্য করিয়া সংপ্রতি অষ্টম সর্গ মুদ্রিত করা গেল। দেখা যাউক, যদি ইহাতে গ্রাহকদিগের আগ্রহ প্রকাশ পায়, তবে অপরাপর সর্গও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মা

শব্দ ও অর্থ

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্

"গো"-শব্দ শুনিলে আমরা "গরু" বুঝি; ("গো")-শব্দের সহিত ("গরু")-অর্থের কি সম্বন্ধ, অর্থাৎ কোনও একটী বিশিষ্ট শব্দ শুনিলে কেন আমরা একটী বিশিষ্ট অর্থ বুঝি,—এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনসমূহে ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল মতের মধ্যে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইবে মাত্র, কোনও বিশিষ্ট মতের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, ইহার উদ্দেশ্য নহে।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ বলেন, শব্দের সহিত অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে, "গো" এই শব্দ শুনিয়া যে আমরা তৎক্ষণাৎ "গরু" এই অর্থ বুঝি, তাহা হইতে পারে না। কারণ দেখা যায়, অর্থ অর্থাৎ বস্তু থাকিলে যে সকল শব্দ দেখা যায়, বস্তু না থাকিলেও সে সকল শব্দ দেখা যায়। অতীত কালে কোনও বস্তু ছিল, এখন নাই; অথবা ভবিষ্যৎ কালে কোনও বস্তু হইবে, এখন নাই; কিন্তু বস্তু না থাকিলেও, তাহাদের বাচক শব্দ বর্ত্তমান কালে দেখা যায়। সুতরাং অর্থের সহিত শব্দের যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা যাইতে পারে না।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ এ বিষয়ে যে অতি সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক-জাল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম কতকটা এই প্রকার:—শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে বলিতেছ, সেইটী কি করিয়া সম্ভব হয়? যদি বল, শব্দ ও অর্থের "তাদাত্ম্য" আছে, তাহা হইলে হয় (১) শব্দও যাহা, অর্থও তাহা অথবা (২) অর্থও যাহা, শব্দও তাহা, এই দুই প্রকারের একটী স্বীকার করিতে হয়। প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে, বস্তুগুলা শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, এই কথা বলিতে হয়; ফলে জগৎ বস্তুময় না হইয়া শুধু শব্দময় হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে, শব্দ বলিয়া আর কিছুই থাকে না, জগতে শুধু বস্তুই থাকে। শব্দ ও অর্থের "তাদাত্ম্য" প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধও বটে। "শব্দ" আমরা কর্ণের দ্বারা উপলব্ধি করি, পরন্তু "অর্থ" ভূতলাদিতে অবস্থিত বস্তু; সুতরাং শব্দ ও অর্থ এক ("তাদাত্ম্য") হইতে পারে না। যদি বল, শব্দ ও অর্থ, এই দুইটীর মধ্যে একটী অপরটী হইতে উৎপন্ন হয় ("তদুৎপত্তি") বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও দোষ হয়। শব্দ হইতে অর্থ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না; কারণ, "কলস"-শব্দ হইতে যদি "কলস"-বস্তু উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কলস নির্ম্মাণ করিবার জন্য

কুম্ভকারকে দণ্ড-চক্র-প্রভৃতির সাহায্য লইতে হইত না। আবার অর্থ হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহাও বলা যায় না; কারণ, ইহা তো সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, কলস-বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও, আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উচ্চারণ করি, ততক্ষণ কলস-শব্দের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং শব্দ ও অর্থের "তদুৎপত্তি"-সম্বন্ধও স্বীকার করা যায় না। "তাদাত্ম্য" ও "তদুৎপত্তি", এই দুই-এর অতিরিক্ত অপর কি সম্বন্ধই বা শব্দ ও অর্থের মধ্যে কল্পনা করা যাইতে পারে? যদি বল, আছে একটা সম্বন্ধ,—তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সে সম্বন্ধের স্বরূপ কি? "সম্বন্ধ" বলিতে কি বুঝিব? যদি বল, শব্দ ও অর্থ যাহা, তাহাদের মধ্যে "সম্বন্ধ" তাহাই, তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা হইলে "সম্বন্ধ" স্বীকার করিবার যুক্তি থাকে না। কাজেই "সম্বন্ধ" শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত একটা কিছু, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও অনেক আপত্তি হয়। এই যে "সম্বন্ধ", এটা কি নিত্য? নিত্য, বলা যায় না; কেন না, তাহা হইলে শব্দ ও অর্থকেও নিত্য বলিতে হয়। যদি বল, "সম্বন্ধ" অনিত্য, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই যে "সম্বন্ধ", এটা কি সকল শব্দ-অর্থে একই প্রকার হয়, না প্রতি শব্দ-অর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়? যদি বল, বিশ্বের সমস্ত শব্দ ও অর্থের মধ্যে একই সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা হইলে তো একটী শব্দ হইতেই বিশ্বের সমস্ত অর্থ জানা যাইতে পারে। আর যদি বল, সম্বন্ধি-ভেদে সম্বন্ধ পৃথক্ প্রকার হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হয়,—"সম্বন্ধি"-র সহিত "সম্বন্ধে"-র কোনও সম্বন্ধ আছে কি না? যদি বল, "সম্বন্ধি"(শব্দ-অর্থ)-র সহিত "সম্বন্ধে"-র কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে ঘট-শব্দ হইতে পটও বুঝা যাইতে পারিত, পট-শব্দ হইতে ঘটও বুঝা যাইতে পারিত। আর যদি বল, "সম্বন্ধি"-র সহিত "সম্বন্ধে"-র "সম্বন্ধ" আছে, তাহা হইলে এই যে শেষোক্ত "সম্বন্ধ", এটা কি? "তাদাত্ম্য"—না "তদুৎপত্তি?" "তাদাত্ম্য"-সম্বন্ধ বলা যাইবে না; কারণ, ইতিপূর্ব্বেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, "সম্বন্ধ" "সম্বন্ধি" হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু। আর যদি বলা হয়, "সম্বন্ধ" "সম্বন্ধি" হইতেই উৎপন্ন হয় ("তদুৎপত্তি"), তাহা হইলেও দোষ হয়। কখন্ এই "সম্বন্ধ" উৎপন্ন হয়? শব্দোৎপত্তিকালে অথবা অর্থোৎপত্তিকালে এই "সম্বন্ধে"-র উৎপত্তি হয়, বলা যাইতে পারে না,—কারণ, শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ তো শব্দ ও অর্থ দুটীকেই আশ্রয় করিয়া থাকে,—শব্দ বা অর্থের একটী না থাকিলে শব্দার্থ-সম্বন্ধ কি করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে? যদি বল, যখন শব্দ ও অর্থ এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তখন শব্দার্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে স্থলে শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটী আগে হয়, সে স্থলে শব্দের দ্বারা অর্থপ্রকাশ অসম্ভব হয়। যদি বল,—শব্দ ও অর্থের মধ্যে আগে একটী হইল, তার পর যখন অপরটী উৎপন্ন হইল, তখনই শব্দ-অর্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়; তাহাতেও দোষ হয়। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হয়—(১) শব্দ-অর্থ হইতেই শব্দার্থ-সম্বন্ধ হয়, (২) না শব্দ-অর্থের অতিরিক্ত কিছু হইতে ঐ সম্বন্ধ হয়, (৩) অথবা

শব্দ-অর্থ এবং তাহার উপর অতিরিক্ত আর কিছু, এই সব হইতে শব্দার্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়? প্রথম পক্ষ স্বীকারে আপত্তি এই যে, তাহা হইলে তো শব্দের অর্থ শিখিবার বা জানিবার প্রয়োজন থাকে না,—শব্দ শুনিলেই, ঐ শব্দের অর্থ যে জানে না, সেও তৎক্ষণাৎ সেই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ স্বীকারে এই আপত্তি যে, যদি শব্দার্থ-সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত আর কিছুর অপেক্ষা করে, তাহা হইলে "তদুৎপত্তি"-সম্বন্ধ বলা যায় না, অর্থাৎ শব্দার্থ-সম্বন্ধ শব্দ-অর্থ হইতে উৎপন্ন, এ কথা বলা যায় না।

এইরূপে বৌদ্ধদার্শনিকগণ বহুবিধ যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শব্দের সহিত অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই,—থাকিতে পারে না।

বৌদ্ধগণ এই প্রসঙ্গে আর একটী তর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন, শব্দের পক্ষে অর্থ (বিষয়) প্রকাশ করা অসম্ভব। বিষয় তাঁহাদের মতে "স্বলক্ষণ"। প্রত্যেক বস্তুতে আমরা সামান্য ধর্ম্ম ও অসাধারণ ধর্ম্মের বিচার করি। কোনও একটী বস্তু সেই জাতীয় অপর বস্তুগুলির সহিত যে যে ধর্ম্মে সমান, সেই সেই ধর্ম্ম ঐ বস্তুর সামান্য ধর্ম্ম। বৌদ্ধগণ বলেন, সামান্য-ধর্ম্মের "অর্থক্রিয়াকারিত্ব" নাই অর্থাৎ বস্তুর সামান্য গুণের দ্বারা কোনও পুরুষের প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় না। বিষয় বা অর্থ বলিতে আমরা বুঝি, যাহা দ্বারা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কোনও বস্তুর যাহা অসাধারণ অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা দ্বারাই পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; সুতরাং অসাধারণ ধর্ম্মেরই "অর্থক্রিয়াকারিত্ব" আছে, এবং এই অসাধারণ ধর্ম্মই "স্বলক্ষণ"। অর্থ বা বিষয় বলিতে এই "স্বলক্ষণ" বুঝায়। এই "স্বলক্ষণ" শুধু নিছক অসাধারণ ধর্ম্ম, যাহা বর্ত্তমান ক্ষণে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়। ইহাতে অতীতের বা অনাগতের কোনও ধর্ম্মের "কল্পনা" বা "ভ্রান্তি"র সম্পর্ক নাই। এই "স্বলক্ষণ" কাজে কাজেই পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে সমর্থ। বৌদ্ধগণ এই "অর্থক্রিয়াকারি" "স্বলক্ষণ"কে বিষয় বা অর্থ বলেন। এই স্বলক্ষণের সহিত অন্যান্য নাম-জাতি-আদি বিবিধ ধর্ম্মের যোজনা করিলে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই জ্ঞানের নাম "বিকল্প"; তাহা বিশুদ্ধ "প্রত্যক্ষ" নহে এবং এই বিকল্পের বিষয় প্রকৃত অর্থ বা স্বলক্ষণ নহে। এই কথাই অন্য ভাবে প্রকাশ করিয়া বলা হয়, অর্থ বিকল্পের বিষয় হইতে পারে না। অপর পক্ষে শব্দ এক দিকে বিকল্পের কারণ, অপর দিকে বিকল্পের পরিণাম। আমরা বস্তু বুঝাইবার জন্য যে সকল শব্দ প্রয়োগ করি, সে সকল শব্দ-প্রয়োগের মূলে পূর্ব্বকথিত সামান্যের জ্ঞান প্রভৃতি থাকে; সুতরাং শব্দ বিকল্প হইতে উৎপন্ন, ইহা বলা যায়। আবার কোনও বস্তু সম্বন্ধে শব্দ প্রয়োগ করিলে সে বস্তুর আর স্বলক্ষণত্ব থাকে না, তাহাতে নাম-জাতি-আদি যোজিত হওয়ায় সেই শব্দ-জনিত জ্ঞান বিকল্প হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শব্দের কারণও বিকল্প, পরিণামও বিকল্প। বৌদ্ধগণ বলেন, এই বিকল্পাত্মক শব্দ কিরূপে স্বলক্ষণ-স্বরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে?

বিকল্পযোনয়ঃ শব্দা বিকল্পাঃ শব্দযোনয়ঃ।
কার্য্যকারণতা তেষাং, নার্থং শব্দাঃ স্পৃশন্ত্যপি।

অতএব শব্দের পক্ষে অর্থ প্রকাশ করা অসম্ভব।

তাহা হইলে, "গো"-শব্দ শুনিলে আমাদের কি জ্ঞান হয়? বৌদ্ধগণ বলেন,—"গো"-শব্দ শুনিলে যে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে "গরু"-অর্থ বুঝি, তাহা নহে। গো-শব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে গো-অর্থ-জ্ঞাপক নহে। "গো"-শব্দ শুনিলে, "অ-গো-নিবৃত্তি", মাত্র এই নিষেধাত্মক জ্ঞানই সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যখন আমরা "গো" এই শব্দ শুনি, তখন যে আমরা কোনও যথার্থ অর্থ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করি, তাহা নহে; তখন আমাদের কেবল গো-বিরুদ্ধ জ্ঞানের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিরাস হয়। এই জন্য বৌদ্ধাচার্য্যগণ শব্দকে "অপোহ" বা "অন্যাপোহ"-কারি মাত্র বলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে শব্দ হইতে অর্থ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না; "গো"-শব্দ শুনিলে আমাদের এই জ্ঞান হয় যে, "গো-বিরুদ্ধ" বস্তুর জ্ঞান তিরোহিত হইল। এই অপোহ বা অন্যাপোহ জ্ঞানের সহিত পরক্ষণে বিবিধ বিকল্প জ্ঞানের সংমিশ্রণ হয় এবং যখন আমরা এই বিকল্প-জ্ঞান-সমষ্টির বিষয়ীভূত একটী অর্থ আমাদের বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ মনে করি, তখনই আমাদের "গো"-শব্দের দ্বারা "গরু"-পদার্থের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ আমরা "গো"-শব্দের সহিত "গো"-পদার্থের একটা সম্বন্ধ কল্পনা করি। ফলতঃ শব্দ অর্থের সহিত প্রকৃত পক্ষে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নহে; শব্দ অর্থের অভাবের ব্যাবর্ত্তক মাত্র এবং শব্দের সহিত অর্থের তথাকথিত সম্বন্ধ কল্পনা-প্রসূত, ইহাই বৌদ্ধ মত।

সুপ্রসিদ্ধ অপোহ-বাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকাদি আচার্য্যগণ বলেন,—কোনও শব্দ ("গো") শুনিলে তো আমাদের প্রথমে কোনও অভাবের ("অ-গো") জ্ঞান হয় না। শব্দ শুনিলে একটা (বিধ্যাত্মক বা positive) অর্থেরই তো প্রতীতি হয়; কোনও নিষেধাত্মক বা negative জ্ঞান তো হয় না। আর যদি বল, "গো"-শব্দের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে "অ-গো"-ব্যাবর্ত্তক একটা নিষেধাত্মক জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে "গরু"-অর্থের প্রকাশ "গো"-শব্দের দ্বারা অসম্ভব হইয়া পড়ে; উহার জন্য অন্য শব্দের প্রয়োজন হয়। যদি বল, অপোহ নিষেধাত্মক জ্ঞানের উৎপাদক হইয়া আবার বিধ্যাত্মক জ্ঞানও উৎপাদন করে;—কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কেন না, যাহা অভাব বা নিষেধ জ্ঞাপন করে, তাহা কিরূপে ভাব-পদার্থ বা বিধির জ্ঞাপক হইতে পারে?

নম্বন্যাপোহকৃচ্ছব্দো যুষ্মৎপক্ষেঽনুবর্ণিতঃ।
নিষেধমাত্রং নৈবেহ প্রতিভাসেঽবগম্যতে॥
কিন্তু গৌর্গবয়ো হস্তী বৃক্ষ ইত্যাদিশব্দতঃ।
বিধিরূপাবসায়েন মতিঃ শাব্দী প্রবর্ত্ততে॥
যদি গৌরিত্যয়ং শব্দঃ সমর্থোঽন্যনিবর্ত্তনে।
জনকো গবি গোবুদ্ধের্ম্মৃগ্যতামপরো ধ্বনিঃ॥
নন্বু চজ্ঞানফলাঃ শব্দা ন চৈকস্য ফলদ্বয়ম্।
অপবাদবিধিজ্ঞানং ফলমেকস্য বঃ কথম্॥

বৌদ্ধাচার্য্য সুবিখ্যাত দিঙ্‌নাগ এই স্থলে বলেন,—নিষেধাত্মক জ্ঞান বিধ্যাত্মক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। তিনি এই সম্বন্ধকে কতকটা "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধের মত বলেন। যেমন "নীল-উৎপল" বলিলে "নীল" এই বিশেষণটী "উৎপল"-টী কেমন, তাহা প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে, সেইরূপ "অ-গো-নিবৃত্তি" এই negative বা নিষেধাত্মক জ্ঞানটী "গো"-বস্তুর positive বা বিধ্যাত্মক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অর্থাৎ "গো"-জ্ঞান কেমন? না, "অ-গো-জ্ঞান"-ব্যাবর্ত্তক। আচার্য্য দিঙ্‌নাগ বলেন,—নিষেধাত্মক জ্ঞানের সহিত বিধ্যাত্মক জ্ঞানের এইরূপ "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধ থাকার জন্য অপোহ হইতে বিধ্যাত্মক বস্তুজ্ঞান সম্ভবপর হয়। কিন্তু ন্যায়াচার্য্যগণ আপত্তি করেন যে, "নীল" ও "উৎপলে"র মধ্যে যে সম্বন্ধ, "অ-গো" ও "গো"-র মধ্যে সে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। "নীল" ও "উৎপল" দুইটাই ভাব-পদার্থ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু "অ-গো" ভাবপদার্থ না হওয়ায় তাহার সহিত "গো"-পদার্থের বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধ হইতে পারে না। আবার "বিশেষণ" হইতে যে "বিশেষ্যে"র উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাও বলা যায় না। "নীল" হইতে "উৎপল" উৎপন্ন হয় না। বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্য অনুরঞ্জিত হয় মাত্র। সুতরাং নিষেধাত্মক অপোহ বিধ্যাত্মক বস্তুজ্ঞানের সহিত কোনও প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত হয় না,—হইলেও, তাহার উৎপাদক হইতে পারে না।

"গো"-শব্দের দ্বারা বৌদ্ধ-সম্মত উপরোক্ত "স্বলক্ষণ" অসাধারণ ধর্ম্ম না বুঝাইতে পারে এবং শাবলেয়াদি গো-ব্যক্তি-বিশেষও না বুঝাইতে পারে। কিন্তু "গো"-শব্দের দ্বারা "গরু"-পদার্থ-সমূহের সামান্য-ধর্ম্ম কেন না বুঝাইবে? বৌদ্ধগণ বলেন, শব্দের দ্বারা "অভাব" বুঝায়; কিন্তু "অভাব" কি? শব্দের দ্বারা যে অভাব বুঝায়, তাহা শূন্য হইতে পারে না; এখানে "অভাবে"-র দ্বারা ভাবান্তর অর্থাৎ অন্য বস্তু বুঝায়। বিশ্লেষণ করিলে বৌদ্ধ মত হইতেই ইহা বুঝা যায় যে, "গো"-শব্দের দ্বারা যে তথাকথিত অপোহ বা "অ-গো"-র অভাব বুঝায়, তাহার অর্থ শূন্য-জ্ঞান নয়। তাহার অর্থ হইতেছে যে, "গো"-শব্দের দ্বারা কোনও একটী "গরু"-পদার্থের অসাধারণ-ধর্ম্ম বা কোনও একটী বিশেষ "গরু" না বুঝিয়া, "গরু"-জাতীয় পদার্থের সামান্য ধর্ম্ম বুঝা যায়। সুতরাং যদি শব্দের দ্বারা বিধ্যাত্মক অর্থই বুঝাইল, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের অপোহ-বাদের সার্থকতা থাকে কৈ?

সিদ্ধশ্চেদ্‌গৌরপোহার্থং বৃথাপোহপ্রকল্পনম্।

বৈশেষিকাচার্য্যগণের মতে শব্দের দ্বারা অর্থের যে বোধ হয়, তাহা "আনুমানিক"। তাঁহারা বলেন, যে কোনও শব্দ হইতে যে কোনও অর্থের বোধ হয় না। "গো"-শব্দ হইতে "অশ্ব"-অর্থের জ্ঞান হয় না; "গো"-শব্দ হইতে "গরু"-অর্থের বোধ হয়। কিন্তু এ-অর্থ-বোধ হয় কাহার? যে ব্যক্তি "গো"-শব্দের অর্থ জানে না, "গো"-শব্দ শুনিলে, তাহার "গরু"-অর্থের বোধ হয় না; যে "গো"-শব্দের অর্থ জানে, "গো"-শব্দ শুনিলে তাহারই "গরু"-অর্থের বোধ হয়। সুতরাং শব্দ হইতে অর্থের

যে জ্ঞান হয়, তাহা শব্দের সঙ্কেতের জ্ঞানসাপেক্ষ। যেমন কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখিলে, সেই ব্যক্তিই ঐ ধূম হইতে পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই অনুমান করিতে পারে, যে ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব সম্বন্ধ অবগত আছে। সেইরূপ শব্দ হইতে অর্থের বোধ হয় তাহার, যে ঐ শব্দের কি অর্থ, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানে। এই জন্য বৈশেষিকাচার্য্যগণ শাব্দজ্ঞানকে "অনুমানে"-র অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহাদের মতে "গো"-শব্দের অর্থ "গরু", ইহা যে ব্যক্তি জানে, সেই ব্যক্তিরই "গো"-শব্দ শুনিলে "গরু"-অর্থ-সম্বন্ধে প্রতীতি উৎপন্ন হয় এবং এই প্রতীতি "আনুমানিক" জ্ঞান,—inferential knowledge.

নৈয়ায়িকগণ বৌদ্ধ-মত খণ্ডন বিষয়ে বৈশেষিকগণের সহিত বলেন যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তাঁহারা শাব্দ জ্ঞানকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, পরীক্ষকমাত্রেই জানেন যে, ধূম হইতে বহ্নি সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান এবং শব্দ হইতে অর্থবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান, একই প্রকার জ্ঞান নহে। অনুমান ও শব্দজনিত জ্ঞান পৃথগ্বিধ; সুতরাং নৈয়ায়িকগণের মতে শাব্দ জ্ঞান অনুমান নহে।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে "তাদাত্ম্য", "তদুৎপত্তি" প্রভৃতি সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বৌদ্ধাচার্য্যগণের উত্থাপিত যে সমস্ত পূর্ব্বকথিত আপত্তির সম্ভাবনা হয়, তাহা ন্যায়াচার্য্যগণ স্বীকার করেন। এই জন্য তাঁহারা শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে "বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ" বলিয়া অভিহিত করেন। "গো"-শব্দের অর্থ "গরু"; "গো"-শব্দ বাচক এবং "গরু"-অর্থ বাচ্য; "গো" এবং "গরু", এই দুইএর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ। ইহার অপর নাম "সময়" বা "সঙ্কেত"। "গো" এবং "গরু"-র মধ্যে এই সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ যে অবগত আছে, তাহারই "গো"-শব্দ শুনিলে "গরু"-সম্বন্ধে শাব্দ জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা (বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ) সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে স্থির করিয়া, তদ্বিষয়ে ঋষি-মহর্ষিগণকে জ্ঞান প্রদান করেন; এবং ঐ সাময়িক বা সাঙ্কেতিক জ্ঞান, ঋষি-মহর্ষি প্রভৃতি বৃদ্ধপরম্পরাক্রমে অদ্যাপি সংসারে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে অর্থাৎ কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা আধুনিক কালে লোকে গুরু প্রভৃতির নিকট হইতে শুনিয়া শিখিয়া লয়।

জগৎ সম্বন্ধে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে ঈশ্বর আদিতে শব্দ ও অর্থের সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেন, ইহা মানিতে প্রস্তুত হইবেন না, ইহা সহজেই অনুমেয়। জৈন দার্শনিকগণের মতে সৃষ্টিকর্ত্তা কোনও ঈশ্বর নাই। সুতরাং বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ ঈশ্বর নির্দ্দেশ করিয়া দেন, ইহা তাঁহারা কোনও মতেই স্বীকার করেন না তাঁহারা আরও বলেন, একই শব্দকে

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তা প্রত্যেক শব্দের সঙ্কেত নিরূপিত করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে একই শব্দের দ্বারা দেশভেদে বা কালাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রকাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই জন্য জৈনাচার্য্যগণ বলেন,—

স্বাভাবিকসামর্থ্যসময়াভ্যামর্থবোধনিবন্ধনং শব্দঃ।

অর্থ-প্রকাশ বিষয়ে শব্দের একটী সামর্থ্য আছে। এ সামর্থ্য পরমেশ্বরপ্রদত্ত নহে; ইহা "স্বাভাবিক"। শব্দের এই "স্বাভাবিক সামর্থ্য" একটী অতীন্দ্রিয় শক্তি; ইহার অপর নাম "যোগ্যতা"। এই স্বাভাবিক সামর্থ্য বা যোগ্যতাবশতঃ শব্দ অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু শুধু সামর্থ্য বা যোগ্যতা থাকিলেই অর্থ প্রকাশ হয় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; কিন্তু তাহা কখন্, কোন্‌খানে, কোন্ পদার্থকে দগ্ধ করিবে, তাহা শুধু দাহিকা শক্তির উপর নির্ভর করে না; দাহিকা শক্তি ব্যতীত তাহা আরও অন্যান্য কারণ-সমষ্টির অপেক্ষা করে। সেইরূপ শব্দ-মাত্রেই অর্থ-প্রকাশে সমর্থ; কিন্তু কোন্ শব্দের দ্বারা কখন্, কোন্ দেশে, কোন্ পদার্থ প্রকাশিত হইবে, তাহা লোক-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ, তাহা লোকেই নিরূপণ করে। এই লোকব্যবহারের ফলে পূর্ব্বকথিত "সময়" বা "সঙ্কেত" নির্দ্ধারিত হয়। তাহা হইলে শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশের মূলে শব্দের প্রথমতঃ "যোগ্যতা" নামে অতীন্দ্রিয় শক্তি বা স্বাভাবিক সামর্থ্য স্বীকার করিতে হয়; ইহা না হইলে শব্দের দ্বারা অর্থপ্রকাশ একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ— কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ হইবে, ইহা লোক-ব্যবহার-জনিত "সময়" বা "সঙ্কেতে"র দ্বারা নিরূপিত হয়। যিনি এই সঙ্কেত জানেন, তিনিই শব্দ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ-সম্বন্ধে জৈনাচার্য্যগণ বলেন, সকল শব্দেরই সকল অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি আছে; অর্থাৎ একই শব্দ জগতের সকল পদার্থই প্রকাশ করিতে সমর্থ। কিন্তু কোনও শব্দ কি অর্থ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করিবে, তাহা লোকব্যবহার-জনিত সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে। দেশ-ভেদে, কাল-ভেদে, প্রয়োজন-ভেদে লোকে একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে; এই সাময়িক বা সাঙ্কেতিক প্রয়োগে অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। কারণ, সকল শব্দেরই সকল অর্থ প্রকাশ করিবার "যোগতা" আছে।

অর্থ-প্রকাশ বিষয়ে শব্দের এই স্বাভাবিক সামর্থ্য স্বীকার করিলে শব্দ সম্বন্ধে আরও প্রশ্ন ওঠে। অর্থের সহিত যাহার এতটা সম্বন্ধ, তাহা কি একেবারে অনিত্য? নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ, সংযোগ ও বিভাগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং পরে শব্দ বিনষ্টও হয়, এ জন্য শব্দ অনিত্য, এইরূপ বলিয়াছেন। জৈন দার্শনিকগণ শব্দকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহাকে "পৌদ্‌গলিক" অর্থাৎ নিত্য পদার্থ যে পুদ্‌গল (matter), তাহারই সমাশ্রিত বলিয়াছেন। শব্দের অনিত্যত্ববাদী ন্যায়াচার্য্যগণও ইহাকে নিত্য-পদার্থ আকাশের গুণ বলেন। সাংখ্য-পন্থিগণ শব্দকে একেবারে অনিত্য না বলিয়া ইহার একটা "তন্মাত্রা" অবস্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দ সূক্ষ্মরূপে দ্রব্যকে সর্ব্বদাই আশ্রয়

করিয়া আছে। যখন আমরা কোনও শব্দ শুনি, তখন যে প্রকৃতপক্ষে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে; ঐ পূর্ব্ববর্ণিত সূক্ষ্ম শব্দ অভিব্যক্ত হয় মাত্র; এবং যখন আমরা শব্দ শুনিতে না পাই, তখন যে শব্দ একেবারে চির-বিনষ্ট হইল, তাহা নহে; ইহা তখন অনভিব্যক্ত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত হয়।

শব্দ নিত্য, কি অনিত্য—তাহা এ স্থলে বিচার্য্য নহে। শব্দ একেবারে অবস্তু নহে, কতকটা যেন substance বা বস্তুভাবাপন্ন, উপরোক্ত সাংখ্যমতে ইহারই যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শব্দের বস্তুত্ব সম্বন্ধে মীমাংসক ও বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ নৈয়ায়িকগণের বিরোধী মত পোষণ করিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত ভর্ত্তৃহরি লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন গৃহ্যতে ॥

কোনও জ্ঞানই শব্দপ্রয়োগ ব্যতিরেকে দেখা যায় না। সকল জ্ঞানের মূলে শব্দ।

যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ

যা' কিছু পদার্থ, সকলেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে; এই শব্দের সাহায্যেই অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

শুধু তাই নয়। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জ্ঞানই শব্দময়। কোনও জ্ঞান হইতে যদি তাহার উপাদানভূত শব্দ বিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; শব্দ-ব্যতিরেকে বস্তুসম্বন্ধে কোনও বোধ থাকে না।

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সাহি প্রত্যবমর্শিণী ॥

যদি শব্দ-ব্যতিরেকে অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে,—মীমাংসামত এই যে—শব্দ ন্যায়াচার্য্যগণের উক্তিমত অ-বস্তু নহে; এমন কি, ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণের বিবরণমত যে বস্তু-আশ্রিত, তাহাও নহে,—শব্দ ও অর্থ অভিন্ন অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মধ্যে "তাদাত্ম্য" সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

মীমাংসামতে শব্দ নিত্য-সত্ত্ব-রূপে চির-বর্ত্তমান। ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই। আমরা যখন কোনও শব্দ শুনি, তখন কারণ-সাহচর্য্যে ঐ নিত্য-শব্দের অভিব্যক্তি হয় এবং যখন আমরা ঐ শব্দ শুনিতে না পাই, তখন ইহার সত্তা নষ্ট হয় না, উহা অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে মাত্র। যেমন বস্তুমাত্রের রূপ আছে। এই রূপ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিলেও যখন আলোক-সম্পাত হয়, তখনই ঐ রূপ দর্শকের নিকট প্রকাশিত হয়। অন্ধকারাবৃত হইলে ঐ রূপ যে বিনষ্ট হয়, ইহা কেহই বলেন না; তখন ঐ রূপ বর্ত্তমান থাকিয়াও অপ্রকাশিত হয় মাত্র। নিত্য শব্দের যে অনিত্য অভিব্যক্তি, তাহার নাম "ধ্বনি"; এই ধ্বনি নিত্যশব্দকে অভিব্যক্ত করে বলিয়া ইহার অপর নাম "ব্যঞ্জক"। ধ্বনির উৎপত্তি হয়, বিলয় হয়; ধ্বনি কখনও তীব্র, কখনও মন্দ, কখনও মধুর, কখনও কর্কশ হয়,—একটি ধ্বনির দ্বারা অপর একটী ধ্বনি "অভিভূত" হইতে পারে; কিন্তু শব্দ

নিত্য ও অবিকারী। নিত্য ও অবিকারী শব্দ কোনও কারণের অপেক্ষা করে না; কিন্তু ধ্বনি বা ব্যঞ্জক কারণ হইতে সঞ্জাত, কারণের বিনাশে ইহারও বিনাশ হয়, কারণের সত্তাতে ইহারও স্থিতি এবং কারণের তারতম্যানুসারে ইহারও তারতম্য হইয়া থাকে।

শব্দ যে ধ্বনি-ব্যতিরিক্ত একটী নিত্য পদার্থ, তৎসম্বন্ধে মীমাংসকগণ বলেন,—এই ক্ষণে একটী "গ"-কার শুনিলাম; পরক্ষণে আবার "গ"-কার শুনিলাম; আমরা বলি—সেই "গ"-কার আবার শুনিলাম। যদি পূর্ব্বক্ষণ-শ্রুত "গ"-কার একটী অনিত্য অ-বস্তু হইত, তাহা হইলে পরক্ষণে তাহার বিদ্যমানতা সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণের "গ-"কার পূর্ব্বক্ষণের "গ"-কারের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্ব-শ্রুত "গ"-কার ও পরক্ষণ-শ্রুত "গ"-কার উভয়েরই মূলে একটী নিত্য, অবিকৃত শব্দ বিদ্যমান। মীমাংসকগণ আরও বলেন যে, শব্দ নিত্য না হইলে শিক্ষাদানাদি কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, গুরু যে সমস্ত শব্দরাশি তাঁহার উপদেশকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত শব্দরাশি শিষ্যকে যথাযথভাবে সম্প্রদান করার নামই অধ্যাপনা। যদি শব্দ অনিত্য ও অবস্তু হইত, তাহা হইলে কিরূপে গুরু, শিষ্যকে তাঁহার অধিগত বিদ্যা দান করিবেন? তাঁহার অধিগত শব্দরাশি অনিত্য হইলে সে সমস্ত আর শিষ্যকে প্রদান করিবার সম্ভাবনা থাকে না। শব্দ অনিত্য হইলে, কোনও গ্রন্থ তিনবার পাঠ করিয়াছি, ইহাও বলা সম্ভবপর হয় না।

মীমাংসকগণের মতে শব্দ নিত্য এবং অর্থের সহিত ইহার তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ। শব্দ ব্যতীত অর্থের পৃথক্ সত্তা নাই। শব্দ ও অর্থ একই পদার্থ বলিয়া শব্দ হইতে অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে।

উৎপত্তি-বিনাশ-তারতম্য-বিশিষ্ট ধ্বনিসমূহের অতীত যে নিত্য শব্দ, তাহাকে মীমাংসকগণ "শব্দ-ব্রহ্ম" বলেন। তাঁহাদের মতে শব্দ-ব্রহ্মই উপনিষদুক্ত "বাক্"। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের "ব্রহ্মে"র ন্যায় এই "শব্দব্রহ্ম" "অক্ষর" ও "অনাদি-নিধন", এই "বাক্" "শাশ্বতী"। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদিগণ যেমন জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলেন, সেইরূপ শব্দাদ্বৈতবাদিগণও বিভিন্ন বস্তুময় বিশ্ব-প্রপঞ্চকে শব্দের বিবর্ত্তমাত্র বলিয়া থাকেন।

> অনাদিনিধনং শব্দব্রহ্মতত্ত্বং যদক্ষরম্।
> বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

খ্রীষ্ট-ঋষি সেণ্ট জন্‌এর প্রহেলিকাময় উক্তির মধ্যে আমরা যেন এই সুপ্রাচীন ভারতীয় শব্দব্রহ্ম-বাদের একটা সুদূরাগত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।—

In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him and without Him was not anything made that hath been made.

তাঁহার মতে এই মূলতত্ত্বস্বরূপ Word হইতেই স্থূল জগতের উৎপত্তি।

শব্দাদ্বৈতবাদিগণের মতে শব্দ-ব্রহ্ম একদিকে জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু (—"বাচ্য"—)-রূপে, অপর দিকে ঐ সমস্ত বস্তুর নাম (—"বাচক"—)-রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। অর্থ ও শব্দ, বস্তু ও ধ্বনি, ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক, বাচ্য ও বাচক,—বিশ্ব জগতের সকলেরই মূলে সেই অনাদিনিধন, নিত্য, অবিকৃত শব্দ-ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে "জগৎ-যোনি" বলিয়াও ব্রহ্মাদ্বৈতবাদিগণ জগতের বস্তুমাত্রকে ব্রহ্ম বলেন নাই। আমাদের "জাগ্রৎ" অবস্থায় উপলব্ধ বস্তুসমূহ ব্রহ্ম নহে। 'স্বপ্ন' ও 'সুষুপ্তি'র অধিগম্য বিষয়ও ব্রহ্ম নহে। বেদান্তিগণ ব্রহ্মকে এ সকলের অতীত স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিঃ-স্বরূপ বলিয়াছেন। শব্দাদ্বৈতবাদিগণও শব্দমাত্রকেই শব্দ-ব্রহ্ম বলেন না। তাঁহারা শব্দকেও ত্রিধা বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতবাদেরই কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মতে শব্দ বা বাক্ "বৈখরী", "মধ্যমা" ও "সূক্ষ্মা" ভেদে তিন প্রকার। কণ্ঠাদিস্থানে প্রাণবায়ু যথাপ্রকারে প্রযুক্ত হইলে যে শব্দ হয়, তাহার নাম "বৈখরী"; ইহাতে স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণ থাকে এবং ইহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রুত হয়। 'মধ্যমা' বাকে প্রাণবায়ুর কোনও ক্রিয়া থাকে না এবং ইহাতে স্বর-ব্যঞ্জনাদি বিভিন্ন বর্ণের বা বাক্যের প্রয়োগ নাই; ইহা বাহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; ইহাকে "অন্তর্জল্পরূপা" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। "সূক্ষ্মা বাক্" বৈখরী ও মধ্যমার অতীত; ইহা জ্যোতিঃস্বরূপ, সূক্ষ্ম, নিত্য অর্থাৎ অনাদিনিধন। জগতের মূলে এই সনাতন, শাশ্বত, সত্যস্বরূপ সূক্ষ্ম বাক্ বা শব্দ-ব্রহ্ম; ইহা সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং এই জন্যই জগৎকে শব্দাত্মক বলা হয়।

স্থানেষু বিবৃতে বায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা।
বৈখরী-বাক্ প্রযোক্তৄণাং প্রাণবৃত্তিনিবন্ধনা॥
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যমা বাক্ প্রবর্ত্ততে।
অবিভাগাঽনুপশ্যন্তী সর্ব্বতঃ সংহৃতক্রমা॥
স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃসূক্ষ্মা বাগনপায়িনী।
তয়া ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং ততঃ শব্দাত্মকং জগৎ॥

প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সমাজ-সংস্থানের বস্তু-ভিত্তি হইতেছে ধন। এই ধন যে শুধু ব্যক্তির পক্ষে, তাহার জীবনধারণ, অশন বসন, শিক্ষা দীক্ষা, ধর্মকর্মের জন্য অপরিহার্য তাহা নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও তাহাই। সমাজ-নিরপেক্ষ পারত্রিক মঙ্গলের জন্য, অথবা তপশ্চর্যায় বিশুদ্ধ ধর্মজীবন যাপনের জন্য, অথবা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সমাজের বাহিরে একান্ত ভাবে একক জীবন যাহারা যাপন করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন মুক্ত পুরুষ হয়ত আছেন যাহারা কোন ভাবেই কোনও ধন কামনা করেন না, অশন বসনের ও কামনার উর্দ্ধে যাঁহাদের স্থান। তাঁহারা সমাজ-ইতিহাসের আলোচনার বিষয় নহেন। আমরা তাহাদের কথাই বলিতেছি যাহারা জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখে, জীবনের বিচিত্র টানা পোড়েনে নিত্য আন্দোলিত, ঐহিক জীবনের ক্ষুৎপিপাসায়, শীতাতপে পীড়িত এবং সামাজিক নানা বিধি বিধান প্রয়োজন আয়োজন দ্বারা শাসিত। সমাজ-ধর্মী এই যে ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন জীবনে ধন অপরিহার্য বস্তু; এই ধন বলিতে শুধু মুদ্রাকে বুঝায় না, টাকা আনা পয়সা বুঝায় না, একথা আজকাল আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তির যেমন, সমাজেরও তেমনই; ধন ছাড়া কোনও দেশের কোনও বিশেষ কালের সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য কল্পনাই করিতে পারা যায় না; ধন ছাড়া সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে না; কারণ যাহারা এই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করিবেন তাহাদিগকে তাহাদের কায়িক অথবা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের ভরণপোষণের, শিক্ষাদীক্ষার ধর্মকর্মের, বিলাস আরামের জন্য বেতন দিতে হইবে, তাহা শস্য দিয়া হউক, মুদ্রা দিয়া হউক, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া হউক, ভূমি দিয়া হউক, অথবা অন্য যে কোনও উপায়েই হোক্। শুধু রাষ্ট্রের কথাই বা বলি কেন, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা সংস্কৃতি, কিছুই এই ধন ছাড়া চলিতে পারে না, এবং সমাজ-সংস্থানের যে-কোনও ব্যাপারেই এ কথা সত্য।

নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা শ্রেণীর অগণিত ও অলিখিত জনসমষ্টি লইয়া প্রাচীন বাঙ্‌লার যে-সমাজ, তাহার সংস্থানে এবং পরিকল্পনায় যে ধন প্রয়োজন হইত, তাহা আসিত কোথা হইতে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যাহারা রাজসরকারে চাকরী করিতেন, লেখমালায় যাহাদের বলা হইয়াছে রাজপাদপোজীবী, তাহারা ধন উৎপাদন করিতেন না, উৎপাদিত ধনের অংশ মাত্র ভোগ করিতেন শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে। শিক্ষা-বৃত্তি ছিল যাহাদের, ধর্মানুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন যাহারা, সমাজের তথাকথিত হেয় কর্ম ইত্যাদি যাহারা করিতেন, তাহারাও যতটুকু পরিমাণে নিজ নিজ বিশেষ বৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন ততটুকু পরিমাণে ধনোৎপাদনের দায় ও কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু

উৎপাদিত ধনের অংশ তাহারা ভোগ করিতেন শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে নিজ নিজ সুযোগ ও অধিকার অনুযায়ী। সোজাসুজি প্রত্যক্ষ ভাবে ধনোৎপাদন ইহারা কেহই করেন না বটে, তবে পরোক্ষ ভাবে ধনোৎপাদনে সাহায্য সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হয়, কোনও না কোনও উপায়ে। সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাহারাই একথা জানেন।

তাহা হইলেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, ধনোৎপাদনের উপায় কি কি? প্রাচীন বাঙ্‌লায় দেখিতেছি, ধনোৎপাদনের তিন উপায়: কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। ইহাদের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান; আজ পর্যন্তও বাঙ্‌লা দেশে কৃষিই প্রধান ধন-সম্বল; তারপরেই শিল্প। এই কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসপত্র লইয়া দেশে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে উৎপাদিত ধনের বৃদ্ধি এবং দেশের বাহির হইতে নূতন ধনের আগমন হইত। এই তিন উপায়ে আহরিত যে ধন তাহাই প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বল। এবং এই ধন-সম্বলের উপরই সমাজ, রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

কিন্তু এই ধন-সম্বলের কথা বলিবার আগে আমাদের ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। আমাদের প্রধান উপাদান লেখমালা, এবং প্রাচীন বাঙ্‌লার সর্বপ্রাচীন লেখমালার তারিখ আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত এই সুপ্রাচীন প্রস্তর-লেখখণ্ডটিতে প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বলের একটি প্রধান উপকরণের সংবাদ পাওয়া যায়[১]। এই উপকরণটি ধান, কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। এই লেখখণ্ডটি ছাড়া, পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশ-সম্পর্কিত প্রচুর লিপির সংবাদ আমরা জানি, কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উপাদানও আমাদের অজ্ঞাত নয়, অথচ এই সর্বপ্রাচীন মহাস্থান-লেখ খণ্ডটি ছাড়া বাঙ্‌লা দেশের প্রধান উৎপন্ন ধন যে ধান সে-উল্লেখ কোথাও নাই বলিলেই চলে। অথচ ইহা ত সহজেই অনুমেয় যে আজও যেমন অতীতেও তেমনি, ধান্যই ছিল বাঙ্‌লা দেশের প্রধান ধন-সম্বল[২]। শুধু ধান সম্বন্ধেই নয়, অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উল্লেখই আমাদের ঐতিহাসিক উপাদানে পাওয়া যায় না। কাজেই আমাদের এই বিবরণীতে যে-সব উপকরণের উল্লেখ নাই, অথচ যাহা উৎপাদিত ধন হিসাবে বর্তমান ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, তাহা প্রাচীন বাঙ্‌লায় ছিল না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্র যে বাঙ্‌লার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ছিল, এবং সুদূর ইজিপ্ট ও রোমদেশ পর্যন্ত তাহা রপ্তানী হইত, সর্বত্র তাহার আদরও ছিল, একথা আমরা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বর্ণিত "Periplus of the Erythrean Sea"[৩] অথবা কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"[৪] কিংবা "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়"[৫] গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি; অথচ এযাবৎ বাঙলাদেশ-সম্পর্কিত যত লেখাবলীর খবর আমরা জানি কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। উদাহরণ দিবার জন্য ধান ও বস্ত্রশিল্পের

উল্লেখ করিলাম মাত্র, তবে অনেক কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে। কাজেই অনুল্লেখের যুক্তি অন্ততঃ এক্ষেত্রে অনস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে না। কৃষি ও শিল্পের তদানীন্তন অবস্থায়, প্রাচীন বাঙ্‌লার তদানীন্তন ভূমি-ব্যবস্থায়, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নদনদীর সংস্থানে যে-সব দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক তাহা সমস্তই উৎপাদিত হইত, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত, তবু ঐতিহাসিক বিবরণ যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন আমি কেবলমাত্র সেই সব উপকরণই বিবৃত করিব যাহার উল্লেখ অবিসংবাদিত উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং যাহার উল্লেখ না থাকিলেও অস্তিত্বের অনুমান প্রমাণের অনুরূপ মূল্য বহন করে। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। তক্ষণ অথবা স্থাপত্য শিল্পের কোন উল্লেখ আমরা আমাদের জ্ঞাত উপাদানের মধ্যে পাই না, যদিও তিব্বতী লামা তারানাথ তাঁহার "ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে" ধীমান্ ও বীটপাল নামে বরেন্দ্রভূমির দুই খ্যাতনামা শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণি"র উল্লেখ আছে। ঠিক তেমনি স্বর্ণকার অথবা রৌপ্যকারের উল্লেখও নাই। অথচ বাঙ্‌লাদেশে প্রাপ্ত অগণিত দেবদেবীর পোড়ামাটি ও পাথরের মূর্তিগুলি দেখিলে, পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মন্দির, স্তূপ এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ অথবা সমসাময়িক চিত্রে ও ভাস্কর্যে সেই যুগের ঘর বাড়ী মন্দিরাদির পরিকল্পনা দেখিলে, দেবদেবীর মূর্তিগুলির চিরযৌবনসুলভ শ্রীঅঙ্গে বিচিত্র গহনার সূক্ষ্ম ও বিচিত্রতর কারুকার্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে একথা অনুমান করিতে কোনও আপত্তি করিবার কারণ নাই যে তদানীন্তন কালে তক্ষণ ও স্থাপত্য শিল্প অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পজাত দ্রব্যাদির কোনও প্রকার অপ্রতুলতা ছিল। অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও একই কথা। তাম্রলিপ্তি যে মস্ত বড় একটি বন্দর ছিল, এ খবর বিশেষভাবে জাতকগ্রন্থে ও ফাহিয়ান-য়ুয়ান্‌চোয়াঙের বিবরণীর ভিতর পাওয়া যায়, কিন্তু তা'ছাড়া অন্য কোথাও ইহার বিশদ উল্লেখ কিছু নাই বলিলেই চলে। এই বন্দর হইতে, এবং কিছু পরবর্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতেই সপ্তগ্রাম হইতে যে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপগুলিতে, দক্ষিণ-ভারতের উপকূল বাহিয়া সিংহলে, এবং পশ্চিম উপকূল বাহিয়া সুরাষ্ট্র ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত তাহার কিছু কিছু আভাস হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু সমসাময়িক বিশদ প্রমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে। অন্তর্বাণিজ্যও নিশ্চয়ই ছিল, বাঙলাদেশের বিভিন্ন জনপদগুলির ভিতর এবং দেশের বাহিরে অন্যান্য রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলির সঙ্গে। এই অন্তর্বাণিজ্য চলিত হয়ত অধিকাংশই নদীপথে, কিন্তু স্থলপথেও কিছু কিছু না চলিত এমন নয়, অথচ এই সব বাণিজ্য-সম্ভার, বাণিজ্যপথ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য খবরের আভাসও উপাদানগুলির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। হাট বাজার, আপণি, বিপণি, ব্যাপারী ইত্যাদির নির্বিশেষ

উল্লেখ লেখমালাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু তাহা উল্লেখ মাত্রই, বিশেষ আর কিছু খবর পাওয়া যায় না।

পাওয়া যে যায় না, উল্লেখ যে নাই তাহার কারণ ত খুবই পরিষ্কার। লেখমালাই হউক, অথবা অন্য যে কোনও প্রকার লিখিত বিবরণই হউক্ ইহাদের কোনটিই দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের, কিংবা দেশের সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিবার জন্য রচিত হয় নাই। দু'একটি ছাড়া সব লেখমালাই প্রায় ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলি, আধুনিক ভাষায় পাট্টা বা দলিল। প্রস্তাবিত দান-বিক্রয়ের ভূমির পরিচয় দিতে গিয়া, কিংবা দান-বিক্রয়ের সর্ত ও স্বত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যাদির নাম বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছে, কারণ সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই ভূমিখণ্ডের ধন-সম্পদ, এবং তাহার অবলম্বনেই ক্রেতা অথবা দানগ্রহীতার ক্রয় অথবা দানগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সব লেখমালায় আবার সে উল্লেখও নাই। পূর্বোক্ত মহাস্থান শিলালিপিখণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম শতক পর্যন্ত বহু তাম্রপট্টোলির খবর আমরা জানি, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোথাও দত্ত বা ক্রীত ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির বা কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে; একমাত্র সপ্তম শতকে রচিত কর্ণসুবর্ণ (কর্ণস্বর্ণ—কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলা) রাষ্ট্রের ঔদুম্বরিক বিষয়ের বপ্যঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলিতে[৬] "সর্ষপ-যাণক" বলিয়া সর্ষপক্ষেত্র-পার্শ্ববিলম্বিত যে-পথের (?) উল্লেখ আছে তাহা হইতে হয়ত অনুমান করা যায় উক্ত গ্রামের অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্য ছিল সর্ষপ বা সরিষা। অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পাল, সেন ও অন্যান্য রাজবংশের যে-সমস্ত পট্টোলির খবর আমরা জানি তাহার প্রায় সব ক'টিতেই দত্ত অথবা ক্রীত ভূমির প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের পট্টোলিগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির আয়ের পরিমাণও উল্লেখ করা আছে। ভূমি সম্পর্কিত দলিল বলিয়াই ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের লেখমালায় ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই কেন, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লেখমালায় আছে কেন? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন, কিন্তু একটা অনুমান করা চলে। বৈন্য গুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলিতে (১৮৮ গুপ্ত সং=৫০৭-৮ খৃ) দেখিতেছি মহাযানিক বৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে যে গ্রাম বা অগ্রহার দান করা হইতেছে তাহার সর্ত হইতেছে "সর্বতোভোগেন", অর্থাৎ দানগ্রহয়িতা সকল প্রকারে এই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার আয় ভোগ করিতে পারিবেন, এই অধিকার তাহাকে দেওয়া হইতেছে। এই যুগের অন্যান্য লেখমালায় এই ধরণের "সর্বতোভোগেন" অধিকারের উল্লেখ বিশেষ ভাবে নাই, কিন্তু অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী যে দান তাহা যে "সর্বতোভোগেন"ই দেওয়া হইত, এবং ক্রেতা ও দানগ্রহয়িতারা যে

সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেন, এ অনুমান হয়ত করা যায়। পরবর্তী কালে এই "সর্বতোভোগে"র স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন হয়ত হইয়াছিল নানা বিশেষ ও অবিশেষ কারণে; ভোক্তার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়ত উঠিয়াছিল, এবং হয়ত এই কারণেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে কতকটা বিশদভাবে এই অধিকারের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছিল, এবং তাহার ফলেই ভূমিজাত দ্রব্যাদির খবর আমরা কিছু কিছু পাই।

এ ত গেল লেখমালাগুলির কথা। অন্যান্য উপাদানগুলি সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলা দরকার। পূর্বে বলিয়াছি, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত "Periplus of the Erythrean Sea" নামক গ্রন্থে ও কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" প্রাচীন বাঙ্‌লার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের খবর পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বিদেশীয় বণিক যাহারা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন, তাহাদের সুবিধার জন্য, কতকটা 'গাইড্ বই'র মতন। বাঙ্‌লা দেশ হইতে যে-সব জিনিষ বিদেশে পশ্চিম এসিয়ায়, ইজিপ্টে, রোমে, গ্রীসে যাইত তাহার মধ্যে অজ্ঞাত-নামা লেখক রেশম বস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সব দেশে এই জিনিসের চাহিদা ছিল, তাই ইহার উল্লেখ হইয়াছে; অন্য শিল্পজাত দ্রব্যও নিশ্চয়ই ছিল, সেগুলির চাহিদা হয়ত তেমন ছিল না, রপ্তানীও হইত না, সেই জন্য তাহাদের উল্লেখ নাই। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" এই বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অপরোক্ষভাবে। কারণ এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থোক্ত বিশেষ অধ্যায়টি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সংবাদ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে রচিত নয়। রাজশেখরের "কাব্য-মীমাংসায়" পূর্বদেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটা ক্ষুদ্র তালিকা আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই তালিকা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; মনে হয় কোনও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে যে সব গন্ধ ও আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইত, এ তালিকায় শুধু সেই সব কয়েকটি দ্রব্যেরই নাম আছে। সেই জন্য আমাদের নানা উপাদানের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বলের যে-সংবাদ তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ। এই সব বিচ্ছিন্ন, টুক্‌রা টুক্‌রা তথ্য আহরণ করিয়া এই ধনসম্বলের একটি সম্পূর্ণ স্বরূপ গড়িয়া তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথম কৃষি ও ভূমিজাত দ্রব্যাদির কথাই বলি। প্রাচীন বাঙ্‌লায় কৃষি যে ধনোৎপাদনের এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে 'ক্ষেত্রকরান্', 'কর্ষকান্' 'কৃষকান' ইত্যাদি কথার ত উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে-কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী, এবং কোনও স্থানে ভূমি দান-বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদপোজীবিদের, ব্রাহ্মণদের, এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অন্যান্য মহত্তর ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান-বিক্রয়ের ব্যাপার বিজ্ঞাপিত

করিতে হইত। উদাহরণ স্বরূপ খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের লিপি[৭] (অষ্টম শতকের চতুর্থ পাদ, আনুমানিক) হইতে এই বিজ্ঞাপন-সূত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক—চৌরোদ্ধরণিক-দৌস্সাধসাধনিক-দূত-খোল সমাগমিকা-ভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদায়ুক্তক-বিনিযুক্তকাদি-রাজপাদপোজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীর্তিতান্ চাটভট জাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-মহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।"

এই ধরণের উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক তাম্র-পট্টোলিতেই আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাল প্রমাণ লোকের ভূমির চাহিদা। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত যত ভূমি দান-বিক্রয়ের তাম্রপট্টোলি দেখিতেছি, সর্বত্রই দেখি ভূমি-যাচক বাস্তক্ষেত্রাপেক্ষা খিলক্ষেত্রই চাহিতেছেন বেশী পরিমাণে; তাহার উদ্দেশ্য যে কৃষিকর্ম তাহা সহজেই অনুমেয়। যে-জমি কর্ষিত হয় নাই, সেই জমির চাহিদাই বেশী, উদ্দেশ্য কর্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধনাইদহ পট্টোলি (১১৩ গুপ্ত সং=৪৩২-৩৩ খৃ)[৮], দামোদরপুরে প্রাপ্ত প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পট্টোলি[৯] (৪৪৩-৪৪ খৃ; ৪৮২-৮৩খৃ; ৫৪৩-৪৪ খৃ), ধর্মাদিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় পট্টোলি[১০] (সপ্তম শতক), গোপ-চন্দ্রের পট্টোলি[১১] (সপ্তম শতক), সমাচার দেবের ঘুগ্রাহাটি পট্টোলি[১২] (সপ্তম শতক) প্রভৃতিতে শুধু খিলক্ষেত্র প্রার্থনারই উল্লেখ আছে। অন্যত্র, যেখানে খিল ও বাস্তক্ষেত্র উভয়ই প্রার্থনা করা হইতেছে, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলিতে[১৩] (১২৮ গুপ্ত সং=৪৪৭-৪৮ খৃ), সেখানেও খিলক্ষেত্রের পরিমাণ বাস্তক্ষেত্রের প্রায় বারগুণ। পরবর্তী কালের পট্টোলিগুলিতে ভূমির পরিমাণ সমগ্রভাবে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু সে-ভূমির কতটুকু খিল কতটুকু বাস্ত তাহা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা নাই। তবু দত্ত ও ক্রীত ভূমির যে-বিবরণ আমরা এই লিপিগুলিতে দেখি, তাহাতে মনে হয় খিলভূমির কথাই বলা হইতেছে অধিকাংশক্ষেত্রে। তাহা ছাড়া কৃষির প্রাধান্য সম্বন্ধে অন্য একটি অনুমান ও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমির পরিমাণ সর্বত্রই ইঙ্গিত করা হইতেছে এমন মানদণ্ডে যাহা কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ, বা আঢকবাপ, উন্মান (উয়ান) এই সমস্ত মানই শস্য-সম্পর্কিত। এক কুল্য বীজ বপনের জন্য, এক দ্রোণ বা এক আঢক (বাঙ্লা, আঢ়া; পূর্ববাঙলার অনেক স্থানে এখনও প্রচলিত) বীজ বপনের জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন তাহার পরিমাণই এক কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ অথবা আঢ়বাপ ভূমি এবং এই মানানুযায়ীই পঞ্চম হইতে মোটামুটি অষ্টম শতক পর্যন্ত সমস্ত ভূমির পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের তাম্রপট্টোলি[১৪] (একাদশ শতক) কিংবা শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্র পট্টোলিতে[১৫] ভূমির পরিমাণের মান হইতেছে হল, এবং হলই হইতেছে প্রধান কৃষিযন্ত্র। অবশ্য একথা সত্য যে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ খৃষ্টিয় পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমি ঠিক এই কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, উন্মান, হল ইত্যাদি মানদণ্ডে মাপা হইত

না; তাহার জন্য অন্য মানদণ্ডের নির্দেশ, অর্থাৎ নল মানদণ্ডের নির্দেশ (অষ্টক নবকনলাভ্যাম্, ৮×৯ নল) দামোদরপুরের তৃতীয় পট্টোলিতে (৪৮২-৮৩ খৃ) দেখিতেছি; তথাপি এই যে শস্যমান অথবা কৃষিযন্ত্র মানের সাহায্যে ভূমির পরিমাণের উল্লেখ ইহার মধ্যে কৃষিপ্রধান সমাজের স্মৃতি যে আছে তাহা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয়।

ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাঙ্‌লার কৃষি-প্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে-ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই, তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। এগুলি প্রচলিত ছিল জনসাধারণের মুখে মুখে বংশপরম্পরায়। ভাষার অদল বদল হইয়া বর্ত্তমানে তাহা যে রূপ লইয়াছে, তাহা মধ্যযুগীয়। তবু এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কি শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ শস্যের জন্য কি প্রকার ভূমি, কি পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন; বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ, আবহাওয়া-তত্ত্ব, ভূতত্ব, কৃষি-প্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি, ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক, ইহার ভূমি নিম্ন এবং বারিপাত কৃষির পক্ষে অনুকূল; এ-দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে; ইহার ভূমির উর্বরতা সম্বন্ধে চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙের সাক্ষ্যও সেই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে এ দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধেও এই চীন পরিব্রাজকের দু'চার কথা বলিবার আছে। পূর্বভারতের যে কয়টি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্ততঃ চারিটি বর্তমান বাঙ্‌লা ভাষাভাষী জনপদের সীমার ভিতর অবস্থিত—পুন্-ন-ফ-টন্-ন (পুণ্ড্রবর্দ্ধন), সন্-মো-ত-ট' (সমতট), তন্-মো-লিহ্-তি (তাম্রলিপ্তি) এবং ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন (কর্ণ সুবর্ণ)। তাহা ছাড়া আর একটি দেশেও তিনি গিয়াছিলেন, তাহার নাম ক-চু-ওয়েন্-কি'-লো (Watters) অথবা ক-যেঙ্-কিয়ে-লো (Julien); ইহার ভারতীয় রূপ হইতেছে কজঙ্গল অথবা কজাঙ্গল। কানিঙ্‌হাম সাহেব এই কজঙ্গলকে কাঁকজোল বা রাজমহলের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে" এক কযঙ্গল রাজার উল্লেখ আছে; কোন কোন বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থেও কজঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড পুঁথিতে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে। এই দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমে, কীকট অর্থাৎ মগধ দেশের নিকটে; এই দেশের ভিতরেই বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও বীরভূমি (বীরভূম), অজয় ও অন্যান্য নদী এবং ইহার তিন ভাগ জঙ্গল, এক ভাগ গ্রাম ও জনপদ, ইহার অধিকাংশ ভূমি উষর, স্বল্পভূমি উর্বর[১৬]। এই যে জঙ্গল প্রদেশ ইহাই ত য়ুয়ান্ চোয়াঙের কজঙ্গল বা কজাঙ্গল বলিয়া মনে হয়, রাঢ় দেশের উত্তর খণ্ডের জঙ্গলময় উষর ভূভাগ যাহা হয়ত রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং এই হিসাবে এই কযঙ্গল—কজঙ্গল—জাঙ্গল বর্তমান বাঙ্‌লা দেশেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমার এই মন্তব্যের সমর্থন পাইতেছি ভট্টভবদেবের (ভুবনেশ্বর) লিপিতে[১৭] (একাদশ শতক)। ভবদেব উষর (অজল) ও জঙ্গলময় রাঢ় দেশের

কোনও গ্রামোপকণ্ঠে একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন (রাঢ়ায়ামজলাসুজাঙ্গল পথগ্রামোপকণ্ঠস্থলীসীমাসু...)। এখানেও রাঢ় দেশের যে অংশের বিবরণ পাইতেছি তাহা অজল, অনুর্বর এবং জঙ্গলময়। এখন দেখা যাক্ য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ এই পাঁচটি দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কি বলিতেছেন[১৮]।

কজঙ্গল সম্বন্ধে তিনি বলেন, এদেশের শস্যসম্ভার ভাল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বর্দ্ধিষ্ণু জনসমষ্টি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এ দেশের শস্যসম্ভার ফুল ফল যে সুপ্রচুর তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সমতট ছিল সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ ; এ দেশের উৎপাদিত শস্য সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রের এক খাড়ির উপরেই ; এখানকার কৃষিকর্ম ভাল ছিল, ফলফুল ছিল প্রচুর। স্থলপথ ও জলপথ এখানে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল বলিয়া নানা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি এখানে মজুত্ হইত এবং এখানকার অধিবাসীরা সেই হেতু প্রায় সকলেই বেশ সম্পন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও ছিল খুবই ধনী, এবং জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর ; কৃষিকর্ম ছিল নিয়মিত ঋতু অনুযায়ী, ফলফুল-সম্ভার ছিল সুপ্রচুর। দেখা যাইতেছে, য়ুয়ান্ চোয়াঙের দৃষ্টিও দেশের কৃষিপ্রাধ্যান্যের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সর্বত্রই তিনি উৎপন্ন শস্য-সম্ভারের উল্লেখই করিয়াছেন, এক সমতট ছাড়া। সমুদ্রতীরবর্তী এই দেশে স্বভাবতঃই কৃষিকর্মের অবস্থা হয়ত ভাল ছিল না। তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির হেতু যে শুধু কৃষিকর্মই নয়, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই এই দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

এইবার কৃষিজাত কি কি শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর আমরা জানি একে একে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমেই প্রধান শস্য ধান্যের সহিত আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়, আগেই বলিয়াছি, আমরা পাই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রচিত প্রাচীন করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থানের শিলালিপিখণ্ডটি হইতে। ইহা একটি রাজকীয় আদেশ ; রাজা অজ্ঞাত, এবং যে-স্থান হইতে এই আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার নামও অজ্ঞাত। তবে অক্ষর দেখিয়া শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করেন, এবং তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয় যে, আদেশটি দিয়াছিলেন কোনও মৌর্য সম্রাট্। আদেশটি দেওয়া হইতেছে পুন্দনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্রকে, এবং তাহাকে শাসনোল্লিখিত আদেশটি পালন করিতে বলা হইয়াছে। পুণ্ড্রনগরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে সংবঙ্গীয়দের (বাঙ্লার বিভিন্ন জনপদমণ্ডলের) মধ্যে কোনও দৈবদুর্বিপাকবশতঃ নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছিল। এই দৈবদুর্বিপাক যে কি তাহা উল্লেখ করা নাই। এই দুর্গতি হইতে ত্রাণের উদ্দেশ্যে দুইটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। প্রথমটি কি, তাহা হয়ত শিলাখণ্ডটির প্রথম লাইনে লেখা ছিল, কিন্তু ভাঙিয়া যাওয়াতে তাহা আর জানিবার উপায় নাই। তবে অনুমান করা হইয়াছে যে গণ্ডক মুদ্রায় কিছু অর্থ সংবঙ্গীয়দের নেতা (?) গলদনের হাতে দেওয়া হইয়াছিল

ঋণ হিসাবে। দ্বিতীয় উপায়ে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার হইতে দুঃস্থ জনসাধারণকে ধান্য দেওয়া হইয়াছিল—খাইয়া বাঁচিবার জন্য, না বীজ হিসাবে, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু এই ধান্য বিতরণও ঋণ হিসাবে। কারণ, এই আশার উল্লেখ লিপিখণ্ডটিতে আছে যে, রাজকীয় এই আদেশের ফলে সংবঙ্গীয়েরা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, এবং জনসাধারণের মধ্যে আবার শস্য-সমৃদ্ধির প্রাচুর্য ফিরিয়া আসিলে (সু-অতিয়ায়িক [সি]) তখন গণ্ডক মুদ্রদ্বারা রাজকোষ (গণ্ড [কেহি] [ধানি] [য়ি] কেহি এস কোথা গালে কোসম [ভর]-[নীয়ে]) এবং ধান্যদ্বারা রাজকোঠাগার ভরিয়া দিতে হইবে। এই শিলাখণ্ড হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণের প্রধান উপজীব্যই ছিল ধান্য, দুর্গতি দুর্ভিক্ষের সময়ও এই ধান্য ঋণ গ্রহণই ছিল জীবনধারণের উপায়, এবং রাজাও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং রাজ-কোঠাগারে দৈবদুর্বিপাক কাটাইবার জন্য ধান্যই সংগৃহীত হইত। এই বিপদে রাজা যে ধান বিনামূল্যে বিতরণ করেন নাই, ঋণ স্বরূপই দিয়াছিলেন, অর্থও যে ঋণ স্বরূপই দিয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্যণীয়।

সর্ষপ যে অন্যতম উৎপন্ন শস্য ছিল তাহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি; বপ্য-ঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলিতে উল্লিখিত 'সর্ষপ-যানক' কথাটিতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ যে বাঙ্লার সর্বত্রই প্রচুর ফল-সম্ভারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উক্তি মাত্রই নয়; ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রচিত তাম্র-পট্টোলিগুলিতে। আমি আগেই বলিয়াছি, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত রচিত লিপিগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অষ্টম শতকে পাল-রাজত্বের আরম্ভের সূত্রপাত হইতেই এই উল্লেখ পাওয়া যায়। কি ভাবে তাহা পাওয়া যায় তাহা দেখা যাইতে পারে।

খালিমপুর তাম্রশাসনে দেখিতেছি, ধর্মপাল চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন হট্টিকা তলপাটক (বাটক ?) সমেত, উৎপাদিত শস্যাদির কোন উল্লেখ নাই। দেবপালের মুঙ্গের শাসনে[১৯] দেখিতেছি, মোষিকা নামক একটি গ্রাম দান করা হইতেছে "স্বসীমা-তৃণযুতি-গোচর পর্যন্তঃ সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্র মধুকরঃ সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ সতৃণঃ..."। যে-জমি দান করা হইতেছে তাহার উপর রাজা কোনও অধিকারই রাখিতেছেন না, শুধু ভূমির উপরকার স্বত্ব নয়, ভূমির নিম্নের স্বত্ব (সতলঃ), জলস্থলের স্বত্ব (সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ), গাছগাছড়ার স্বত্ব সবই দান করিয়া দিতেছেন। তিনটি উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ এখানে আছে, আম্র, মহুয়া (মধুকঃ) ও মৎস্য। নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতেও[২০] অনুরূপ সংবাদই পাওয়া যায়, শুধু মৎস্যের উল্লেখ নাই। যাহাই হউক, মুঙ্গের ও ভাগলপুর লিপির দু'টি গ্রামই হয়ত বর্তমান বিহার প্রদেশে, কাজেই এই সাক্ষ্য হয়ত বাঙ্লা দেশের প্রতি প্রযোজ্য অনেকে নাও মনে করিতে পারেন। কিন্তু, দেখিতেছি, দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে[২১] যে কুরটপল্লিকা গ্রাম দান করা হইতেছে,

তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির উল্লেখ ঠিক পূর্বোক্ত ভাগলপুর লিপিরই অনুরূপ, এখানেও মৎস্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু আম ও মহুয়ার উল্লেখ আছে। প্রথম মহীপাল দেবের রাজত্বকাল মোটামুটি একাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অথচ ইহার কিছু পূর্ববর্তী, অর্থাৎ দশম শতকের একটি শাসনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির তালিকা অন্যরূপ। কম্বোজরাজ নরপালদেবের ইর্দা তাম্রপট্টে[২২] বৃহৎ ছত্তিবন্না (যে গ্রামে খুব বড় একটি ছাতিম গাছ ছিল?) নামে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। এই গ্রামটি বর্দ্ধমানভুক্তির দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অথবা দান্তন। এই গ্রামটি দান করা হইতেছে সমস্ত অধিকার সমেত, যাহাকে দান করা হইতেছে তিনিই ইহার সবকিছু ভোগ করিবেন; বাস্তক্ষেত্র, জলাধার, গর্ত্ত, মার্গ (পথ), পতিত বা অনুর্বর জমি, জঞ্জাল ফেলিবার জায়গা বা আস্তাকুঁড় (আবস্কর স্থান), লবণাকর, সহকার (আম) মধুক বৃক্ষের ফল ফুল, অন্যান্য গাছ গাছড়া, (বাস্তক্ষেত্র-জলাধার-গর্ত্ত-মার্গ-সমন্বিতঃ-সোষরাবস্কর-স্থান-নিবীত-লবণাকরঃ-সহকার-মধুকাদি-তরুষণ্ডাদি-মণ্ডিতঃ), হাট, ঘাট, পার বা খেয়া ঘাট, (সহট্ট-ঘট্ট-সতর) ইত্যাদি সমস্তই তাহার ভোগ্য। ধান্য, ও অন্যান্য শস্য ছাড়া, আম্র-মধুক ছাড়া, এখানে আর একটি উৎপন্ন দ্রব্যের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহা লবণ। মেদিনীপুর জেলার দান্তন সমুদ্রতীরবর্তী। জোয়ার যখন আসে, তখন সমুদ্র-তীরবর্তী অনেকস্থানেই নোনাজলে ভাসিয়া ডুবিয়া যায়; বড় বড় গর্ত করিয়া লোকে এখনও সেই জল ধরিয়া রাখে, পরে রৌদ্রে অথবা জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লবণ তৈরী করে। এই প্রথা প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় ইর্দা লিপিটিতে। এই বড় বড় গর্তগুলিই শাসনোল্লিখিত লবণাকর। জল কিংবা তলের কিংবা পারঘাটের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া রাজা যে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী বা অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী ভূমি দান করিতেছেন বলিয়া দেখিতেছি তাহার অর্থ পরিষ্কার। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" দেখি, জল, স্থল, পারঘাট ইত্যাদির অধিকার রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত; পারঘাটের আয় রাজার, ভূমির উপরকার অধিকার প্রজার হইলেও নীচেকার অধিকার রাষ্ট্র কখনও ছাড়িয়া দেয় না। সেইজন্যই যেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই "অর্থশাস্ত্রে"ই দেখি লবণে রাষ্ট্রের অথবা রাজার একচেটিয়া অধিকার)। সেই একচেটিয়া অধিকারও ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, যেখানে রাজা ভূমিদান করিতেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে[২৩] প্রাগ্-জ্যোতিষভুক্তির কামরূপ মণ্ডলের বাড়া বিষয়ে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে; এই গ্রামটি দানের সর্ত্ত 'জল-স্থল-খিলারণ্য-বাট-গোবাট-সংযুক্তং'। পথ-গোপথের অধিকারও ছাড়া হইতেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অরণ্যের উপর অধিকার ত্যাগ। অথচ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" অরণ্য রাষ্ট্র-সম্পদ ও সম্পত্তি। এই অরণ্য-দানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কাঠ অর্থোৎপাদনের একটি প্রধান উপায়। মদন পাল দেবের মনহলি তাম্র-

পট্টে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষবিষয়ের হলাবর্তমণ্ডলে যে গ্রাম দানের উল্লেখ আছে তাহাও দেখিতেছি সতলঃ...সাম্রমধুকঃ সজলস্থলঃ-সগর্তোষর সঝাট-বিটপঃ...। পুণ্ড্র-বর্দ্ধনেও তাহা হইলে বিস্তৃত মহুয়ার চাষ ছিল! এই মহুয়া গাছের আয় দুই প্রকার —খাদ্য হিসাবে এবং মহুয়া-জাত আসব হইতে। মহুয়া-আসবের উল্লেখ কৌটিল্য ত বিশদভাবেই করিয়াছেন। স-ঝাট-বিটপও উল্লেখযোগ্য; বাঁশ অথবা অন্য গাছের ঝাড় ও অন্যান্য বড় গাছও একরকমের অর্থাগমের উপায়। সাধারণ-লোকে যে বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়াই ঘর-বাড়ী বাঁধিত, (খুঁটিও ব্যবহার করিত নিশ্চয়ই), তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে", শবরীপাদের একটি চর্যাপদে—"চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।" সংস্কৃত অনুবাদ, চতুর্দিক্ষু বংশ চঞ্চারিকয়া প্রকৃষ্টরূপেন বেষ্টিতম্। চঞ্চালী=চঞ্চারিকা যে আমাদের বাঁশের চাঁচারি এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি? আর বাঁশের ব্যবসায় ত এখনও বাংলা দেশে সর্বত্র সুপরিচিত।

উৎপন্ন দ্রব্যাদির, অবশ্যই ধান্য ও অন্য শস্য ছাড়া,[২৪] বিস্তৃততর উল্লেখ আমরা পাই পরবর্তী লিপিগুলিতে। একাদশ শতকের শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে[২৫] পাই "সতলা।...সাম্রপনসা। সগুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা...। দ্বাদশ শতকের ভোজ-বর্মণের বেলব লিপিতে[২৬] পাই "সাম্রপনসা সগুবাকনাবিকেরা সলবণা সজলস্থলা সগর্ত্তোষরা।" বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে[২৭] উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায় না; এই রাজারই বারাকপুর শাসনেও[২৮] তাহাই, কিন্তু শেষোক্তটিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির খাড়িমণ্ডলের (সমুদ্র নিকটবর্তী ২৪ পরগণায়) যে গ্রামে চারপাটক ভূমিদানের উল্লেখ আছে তাহার বার্ষিক আয় ছিল দুই শত কপর্দক পুরাণ। চার কড়িতে এক গণ্ডা, ষোল গণ্ডায় এক কপর্দক পুরাণ। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রপট্টে[২৯] বর্দ্ধমানভুক্তির উত্তর-রাঢ়মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথির অন্তর্গত বাল্লহিঠ্ঠা গ্রামে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ আছে, এই ভূমির পরিমাণ বৃষভশঙ্কর অর্থাৎ বিজয়সেনীয় নলের মাপে ৪০ উন্মান ৩ কাক। ইহার বার্ষিক আয় ৫০০ কপর্দকপুরাণ এবং এই আয়ের অন্ততঃ কিয়দংশ পাওয়া যাইতেছে ভূমি-সম্বদ্ধ 'ঝাটবিটপ গর্তোষর জলস্থল গুবাক নারিকেল' হইতে। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি শাসনেও[৩০] অন্যতম আয়ের পথ ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। দত্ত ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলাহিষ্ঠী গ্রামে; ভূমির পরিমাণ ১২০ আঢাবাপ, ৫ উন্মান; বার্ষিক আয় ১৫০ কপর্দকপুরাণ। এই নৃপতিরই মাধাইনগর লিপিতে[৩১] দত্ত ভূমি বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুরের নিকট দাপনিয়াপাটক গ্রাম, গ্রামটির পরিমাণ ১০০ ভূখাড়ি, ৯১ খাড়িকা, বার্ষিক আয় ১৬৮ (?) কপর্দকপুরাণ (কপর্দ্দকাষ্টষষ্টিপুরাণাধিকশত=কপর্দ্দকাষ্টষষ্ঠ্যাধিক-পুরাণশত)। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর শাসনেও[৩২] অন্যতম আয়ের পথ ঝাটবিটপ এবং গুবাক নারিকেল। দত্ত ভূমি বর্দ্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকার বেতড্ডচতুরক (বেতড়) অন্তর্গত বিড্ডারশাসন গ্রাম; পূর্বে গঙ্গা। ভূমির পরিমাণ ৬০ দ্রোণ, ১৭ উন্মান; বার্ষিক আয় ৯০০ পুরাণ, দ্রোণ প্রতি ১৫ পুরাণ। আনুলিয়া শাসনে[৩৩] দত্ত

ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির ব্যাঘ্রতটীর মাথরণ্ডিয়া-খণ্ডক্ষেত্র; ভূমির পরিমাণ ১ পাটক, ৯ দ্রোণ, এক আঢ়াবাপ, ৩৭ উন্মান, এবং ১ কাকিনিকা; বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ১০০ কপর্দক পুরাণ, এবং আয়ের অন্যতম উপকরণ ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। সুন্দরবন শাসনে[৩৪] দত্ত ভূমির পরিমাণ ৩ ভূদ্রোণ, ১ খাড়িকা (?), ২৩ উন্মান, এবং ২॥০ কাকিনি; বার্ষিক আয় ৫০ পুরাণ; ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের কান্তল্লপুরচতুরকের মণ্ডল গ্রামে। আয়ের অন্যতম উপকরণ এ ক্ষেত্রেও ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। ত্রয়োদশ শতকে বিশ্বরূপ সেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শাসনদ্বারা[৩৫] নানা তিথিপর্ব উপলক্ষে পুণ্ডবর্দ্ধনভুক্তির সমুদ্রতীরশায়ী নিম্ন প্রদেশে বিভিন্ন গ্রামে ১১টি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। দুইটি ভূখণ্ড দিয়াছিলেন বঙ্গের নাব্য (নৌকা চলাচল যোগ্য) খণ্ডে রামসিদ্ধি পাটকে; ভূমির পরিমাণ ৬৭$\frac{1}{8}$ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ, এই আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯$\frac{11}{16}$) পানের বরজ হইতে। এই নাব্যখণ্ডেই বিনয়তিলক গ্রামে দত্ত ২৫ উদান (উন্মান) ভূমির আয় ছিল ৬০ পুরাণ; মধুক্ষীরকা আবৃত্তির নবসংগ্রহচতুরকে আজিকুল পাটকে দত্ত ভূমির পরিমাণ ১৬৫ উন্মান, আয় ১৪০ পুরাণ; বিক্রমপুরের লাউহণ্ডাচতুরকের দেউলহস্তী গ্রামে দত্ত পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাণ ৪২ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ; ইন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি পাটক ও পাতিলাদিবীক গ্রামে দত্ত ভূমির পরিমাণ ৩৬$\frac{1}{8}$ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ। মোট দত্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৩৩৬$\frac{1}{2}$ উন্মান, আয় ছিল ৫০০ পুরাণ। এই ভূমি নালভূমি অর্থাৎ কৃষিভূমি ও বাস্তুভূমি দুইই ছিল। এবং আয়ের প্রধান উল্লিখিত উপকরণ ছিল পানের বরজ ও গুবাক নারিকেল। রামসিদ্ধি পাটকে যে ৬৭$\frac{1}{8}$ উন্মান ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল ১০০ পুরাণ, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯$\frac{11}{16}$=১৯ পুরাণ ১১ গণ্ডা) আয় হইত শুধু পানের বরজ হইতে। বাকী চারি অংশ পরিমাণ আয় যে অন্যান্য উৎপন্ন শস্যাদি হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে হইত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে সবের উল্লেখ নাই। অন্যান্য লিপিতেও এইরূপই; ধান্য ও অন্যান্য শস্য, মৎস্য ইত্যাদি উপকরণ অনুল্লিখিতই থাকিত। বিশ্বরূপ তাঁহার মদনপাড়া তাম্রপট্টোলিদ্বারা[৩৬] পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে' পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামের আরও দুইটি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন; এই দুই খণ্ড ভূমির আয় ছিল ৬২৭ পুরাণ, এবং প্রধান উল্লিখিত উপকরণ এক্ষেত্রেও গুবাক নারিকেল। বিশ্বরূপের ভ্রাতা কেশব সেন এই 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে'ই তলপাড়াপাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; এই গ্রামটির মূল্য রাজসরকারে নির্দ্ধারিত ছিল ২০০ শত দ্রম্ম (?)। এখানেও গুবাক নারিকেল হইতেছে অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য; এই গুবাক নারিকেল গাছ ইত্যাদি সহই যে গ্রামটিকে দান করা হইতেছে তাহাই নয়, দান-গ্রহয়িতা নীতিপাঠক ঈশ্বর-দেবশর্ম্মণকে বলা হইতেছে তিনি যেন মন্দির ও পুষ্করিণী ইত্যাদি করাইয়া (দেবকুল পুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা) এবং গুবাক নারিকেল গাছ ইত্যাদি লাগাইয়া (গুবাক-নারিকেলাদিকং লগ গাবয়িত্বা) এই গ্রাম যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভোগ করিতে থাকেন। গুবাক

ও নারিকেলই যে ধান্য ইত্যাদি শস্যের পরেই এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল, এই নির্দেশই তাহার প্রমাণ। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে জনৈক রাজা দামোদর পৃথ্বীধর নামক এক ব্রাহ্মণকে ৫ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তিন দ্রোণ ডাম্বরডাম গ্রামে, ২ দ্রোণ কেটঙ্গপাল গ্রামে। ভূমির আয় বা উৎপন্ন দ্রব্যাদির কোনও খবরই চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এই শাসনে উল্লেখ নাই, তবে ডাম্বরডাম গ্রামের দক্ষিণ সীমায় লবণোৎসবাশ্রমসম্বাধা বাটীর উল্লেখ হইতে মনে হয় এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল লবণ, এবং লবণ উত্তোলন, অথবা এই ধরণের লবণ-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে উৎসবও হইত, যেমন নবান্ন উপলক্ষে হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী দেশে ইহা কিছু অসম্ভবও নহে। দনুজ মাধব দশরথদেব সেনরাজবংশ অবসানের পর ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে পূর্ব-বাঙ্লার রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একবার অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে পৃথক পৃথক ভাবে অনেকগুলি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। এই ভূখণ্ডগুলির সমগ্র আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০০ পুরাণ। বিক্রমপুর পরগণায় আদাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত এক তাম্রপট্টে[৩৭] ইহার বিস্তৃত খবর পাওয়া যায়; দত্ত ভূখণ্ডগুলি আদাবাড়ীতে এবং আদাবাড়ীরই নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিশেষ উল্লেখ তাহাতে নাই।

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্ত লেখমালাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল, ধান্য এবং অন্যান্য শস্য ছাড়া প্রাচীন বাঙ্লার প্রধান ভূমি ও কৃষিজাত দ্রব্য হইতেছে, আম্র অথবা সহকার, মধুক অর্থাৎ মহুয়া, পনস অর্থাৎ কাঁঠাল, গুবাক অর্থাৎ সুপারি, নারিকেল, পান, মৎস্য ও লবণ। আম ত বাঙ্লা দেশের সর্বত্রই জন্মায়, কমবেশী এই মাত্র; এই জন্যই প্রায় সব ক'টি লিপিতেই আমের উল্লেখ আছেই। মহুয়ার উল্লেখ যে ক'টি লিপিতে আছে প্রত্যেকটিরই স্থানের ইঙ্গিত উত্তর বঙ্গে, শুধু ইর্দা তাম্রপট্টের ইঙ্গিত মেদিনীপুর জেলার দাঁতনের দিকে। মহুয়ার চাষ এই সব অঞ্চলে বোধ হয় তখন ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। পনস অর্থাৎ কাঁটালের উল্লেখের ইঙ্গিত পাইতেছি বিশেষ-ভাবে পূর্ববাঙ্লায় ঢাকা অঞ্চলে। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ কিন্তু বলিতেছেন (৭ম শতক), কাঁটাল খুব প্রচুর জন্মাইত পুণ্ড্রবর্দ্ধনে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে, এবং সেখানে এই ফলের আদরও ছিল খুব। গুবাক ও নারিকেল ত এখনও প্রচুরতর পরিমাণে জন্মায় বাঙ্লার গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-করতোয়া ও বিশেষভাবে সমুদ্রতীর-নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে; এবং আশ্চর্যের বিষয় এই, লেখমালার ইঙ্গিতও তাই। উত্তর রাঢ়ে, বরেন্দ্রীতে গুবাক নারিকেলের উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ নাই; বাঙ্লাদেশের সর্বত্রই ত সুপারি নারিকেল জন্মায়, তবু অধিক উল্লেখ পাই বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমণ্ডলে, বঙ্গের নাব্য অর্থাৎ নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে, ঢাকা জেলার পদ্মাতীরবর্তী ভূমি অঞ্চলে। খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের (অষ্টম শতক) আস্রফপুর তাম্র-পট্টোলি (২নং)[৩৮] দ্বারা তলপাটক গ্রামে ½ পাটক ভূমি দান করা হইতেছে, এবং এই ভূমিখণ্ডে যে দুইটি সুপারি বাগান (গুবাক বাস্তুদ্বয়েন সহ) আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে সুপারির আদর কতটুকু ছিল

ধনসম্বল হিসাবে। পানের বরজের উল্লেখ যে পাই, সেও বঙ্গের নাব্য প্রদেশে; অন্যান্য স্থানেও হইত সন্দেহ নাই। মৎস্যের সবিশেষ উল্লেখ বাঙলার কোনও লিপি অথবা শাসনে নাই, কিন্তু যখনই ভূমি দান করা হইয়াছে, সজল অর্থাৎ জলাধার, খাল, বিল, প্রণুল্লী, নালা পুষ্করিণী ইত্যাদির অধিকার সমেতই দান, করা হইয়াছে; অষ্টম-শতক-পরবর্তী শাসনগুলিতে সর্বত্রই তাহার উল্লেখও আছে। এই যে 'সজল' ভূমি দান, ইহা 'সমৎস্য' দান, এই অনুমান কিন্তু অসঙ্গত নয়। তাহা ছাড়া এই নদনদীবহুল খালবিলাকীর্ণ বাঙলাদেশে মৎস্য যে একটি প্রধান সামাজিক ধনসম্পদ্ প্রাচীন কালেও ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অরণ্য এবং বহু ক্ষেত্রেই ঝাটবিটপ, তরুষণ্ডাদি সহ ভূমি দান করা হইয়াছে; ইহার আয়ও কম ছিল না। ঝাট অথবা ঝাড় আমার ত বাঁশের ঝাঁড় বলিয়াই সন্দেহ হয়, এবং অরণ্য ও বিটপ যে কাঠের কাঁচা মাল বা raw material, তাহাও সুস্পষ্ট। বাঁশ ও কাঠ এখনও পর্যন্ত বাঙলাদেশের অন্যতম ধনসম্বল। লবণ ঠিক কৃষিজাত অথবা ভূমিজাত দ্রব্য না হইলেও এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ কথা অনেকেই জানেন, বাঙলার সমুদ্রতীরের নিম্নভূমিগুলিতে কিংবা পদ্মার উজান বাহিয়া জোয়ারের জল সামুদ্রিক লবণ বহন করিয়া আনে। এই অঞ্চলের লোকেরা কি করিয়া লবণ প্রস্তুত করে, তাহা আগেই বলিয়াছি। সেই জন্যই দেখা যাইবে, উল্লিখিত শাসনগুলিতে যেখানে 'সলবণ' ভূমি দান করা হইতেছে, সেই ভূমি সর্বদাই সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নভূমিতে অথবা পদ্মার তীরে তীরে—ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের পদ্মাতীরে, মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে, চট্টগ্রামে। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা শাসনে[৩৯] যে লোনিয়াজোড়া-প্রস্তরের উল্লেখ আছে, তাহা যে লবণের গর্তের মাঠ, তাহা ত বোধ হয় সহজেই অনুমান করা চলে। ইহাও বিক্রমপুর অঞ্চলে।

এই সব ছাড়া আরও কিছু কিছু ভূমিজাত অথবা বৃহত্তর অর্থে কৃষি-সম্পর্কিত দ্রব্যাদির খবর ইতস্তত: অনুসন্ধানে জানা যায়। যেমন বিদ্যাপতি তাঁহার "কীর্তিকৌমুদী" গ্রন্থে গৌড় দেশকে "আজ্যসার গৌড়" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। আজ্য অর্থে ঘৃত, আজ্য বা ঘৃত যে গৌড় দেশের শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই গৌড় হইল আজ্যসার গৌড়। তাহাকে রাজা মোদকের মতন করতলগত করিলেন[৪০]। চতুর্দশ শতকের অপভ্রংশ ভাষায় রচিত "প্রাকৃত পৈঙ্গল" গ্রন্থের একটি পদে প্রাকৃত বাঙালীসুলভ যে আহার্য-বর্ণনা আছে, তাহাতে কলাপাতায় ওগরা ভাত ও নালিতা শাক এবং মৌরলা মাছের সঙ্গে সঙ্গে গরম ঘৃত ও দুগ্ধের উল্লেখ আছে[৪১]। রাজশেখর তাঁহার "কাব্য-মীমাংসা" গ্রন্থে পূর্বদেশে ১৬টি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—অঙ্গ, কলিঙ্গ, কোসল, তোসল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর (মুদ্গগিরি — মুঙ্গের), বিদেহ, নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, মলদ, মল্লবর্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। এই ষোলটি জনপদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন; যথা,—লবলী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা[৪২]। এই তালিকা রাজশেখর কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, বলা শক্ত; কিন্তু এ কথা বুঝা শক্ত নয় যে, তিনি গন্ধদ্রব্য এবং আয়ুর্বেদীয় উপকরণের একটি ক্ষুদ্র তালিকা মাত্র দিয়াছেন।

এই তালিকায় দ্রাক্ষা দ্রব্যটি সন্দেহজনক। যে কয়টি দেশের নাম তিনি করিয়াছেন কোথাও দ্রাক্ষা জন্মান প্রায় সম্ভব নয় বলিলেই চলে। আমার মনে হয়, দ্রব্যটি হইবে লাক্ষা; এটি লিপিকর-প্রমাদ, অশুদ্ধ পাঠ। দ্রাক্ষা হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্বভারতের অনেক স্থানে লাক্ষা জন্মায়। এই ষোলটি জনপদের চারিটি বর্ত্তমান বাঙলা দেশে; যথা,—পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। লাক্ষা রাঢ়দেশে ও উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমিতে এখনও জন্মায়। অগুরু বাংলা দেশে কোথাও জন্মায় কি না, জানি না; তবে কামরূপের নানা জায়গায় জন্মায়, তাহার প্রমাণ পাইতেছি কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" ও তাহার টীকায়। তবে ইব্‌ন্ খুর্দদ্‌রা নামে একজন আরব ভৌগোলিক (দশম শতক) রহ্‌মি দেশে (রহন্=আরাকান্) অগুরু কাষ্ঠ জন্মায়, এ কথা বলিতেছেন। কস্তুরী বা কস্তুরিকা নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে হয় ত পাওয়া যাইত, পূর্বদেশের অন্য কোনও জনপদে কস্তুরীমৃগের বিচরণস্থান ছিল বলিয়া জানি না, তবে কস্তুরিকা নামে একপ্রকার ভৈষজ্য আছে; রাজশেখর তাহারও ইঙ্গিত করিয়া থাকিতে পারেন।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র টীকাকার বাঙ্‌লা দেশের একটি আকরজ দ্রব্যের খবর দিতেছেন। কৌটিল্য যে অধ্যায়ে মণিরত্নের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনি কোথায় কোথায় ছিল, তাহার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন; এই তালিকার দুইটি জনপদ নিঃসন্দেহে বাঙ্‌লা দেশে, তাহাদের নাম, টীকাকারের ভাষায়—পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর (=ত্রিপুরা)[৪৩]। আর একটি আকরজ দ্রব্যের উল্লেখও "অর্থশাস্ত্রে" দেখা যায়, গৌড়িক নামক একপ্রকার খনিজ রৌপ্যের নাম তিনি করিয়াছেন, এবং তাহা যে গৌড়দেশোৎপন্ন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন, এই রৌপ্যের রঙ্ অগুরুফুলের মতন[৪৪]।

আর একটি খনিজ দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কতকটা অর্বাচীন একটি গ্রন্থে—"ভবিষ্য পুরাণে"। এই গ্রন্থ কতটা প্রাচীন এবং ইহার ব্রহ্মখণ্ড প্রক্ষিপ্ত, না মূল গ্রন্থের সমসাময়িক, বলা কঠিন। এ কথা সত্য যে, ইহা খুব প্রাচীন নয়, এবং আমাদের বিষয়ের সমসাময়িক প্রমাণও হয় ত নয়; তবে মধ্যযুগের আদিপর্বের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। ইহার ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়দেশের জঙ্গল-বিভাগের বিবরণে আছে :—

ত্রিভাগজাঙ্গলং তত্র গ্রামশ্চৈবৈকভাগকঃ।
স্বল্পা ভূমিরুর্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ॥
রারীখণ্ডজাঙ্গলে চ লৌহধাতোঃ ক্বচিৎ কচিৎ।
আকরো ভবিতা তত্র কলিকালে বিশেষতঃ॥[৪৫]

এখানে রাঢ়দেশের জঙ্গলপ্রদেশে লৌহখনির উল্লেখ আমরা পাইতেছি।

বাঙলা দেশের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও সংস্থাপনার মধ্যে হস্তীর একটি প্রধান স্থান ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাই, Prasioi=প্রাচ্য ও Gangeridae=গঙ্গারাষ্ট্রের সম্রাট্ Agrammes বা উগ্রসৈন্যের সামরিক শক্তি অনেকটা হস্তীর উপর নির্ভর করিত।

পাল ও সেন-রাজাদের হস্তী, অশ্ব ও নৌবল লইয়াই ছিল সামরিক শক্তি। এই হস্তী আসিত কোথা হইতে? কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" আছে, কলিঙ্গ, অঙ্গ, করূষ এবং পূর্বদেশীয় হস্তীই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ[৪৬]। এই পূর্বদেশ বলিতে কৌটিল্য বাঙলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের কথা বলিতেছেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখনও তো গারো পাহাড় অঞ্চল হাতীর জায়গা। আর এই বাঙলাদেশেই ত পরবর্তী কালে হাতী ধরার এবং হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সে কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু দিন আগেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র দেশ যে হাতীর জন্য বিখ্যাত ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের বিবরণ পড়িলেও বুঝা যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয় বস্ত্রশিল্পের কথা। বাঙলা দেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাই যে এদেশের প্রধান শিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে", Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে, আরব, চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র সাক্ষ্যই প্রথম উদ্ধৃত করা যাক। কৌটিল্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশের (বাঙ্গক) দুকূল (পশম বস্ত্র?) খুব নরম ও সাদা, এবং পুণ্ড্রদেশের (পৌণ্ড্রক) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণি যেমন দেখিতে পেলব, ঠিক তেমন পেলব। টীকাকার যোজনা করিতেছেন, দুকূল বস্ত্র হইতেছে খুব সূক্ষ্ম, এবং ক্ষৌম বস্ত্র হইতেছে একটু মোটা। পত্রোর্ণ (জাত) বস্ত্র মগধ (মাগধিকা), সুবর্ণকুড্যক (সৌবর্ণ্য কুড্যকা) অর্থাৎ কামরূপ এবং পুণ্ড্রদেশে (পৌণ্ড্রিকা) উৎপন্ন হইত। পত্রোর্ণজাত বস্ত্র বোধ হয় এণ্ডি ও মুগাজাতীয় বস্ত্র (পত্র হইতে যাহার উর্ণ=পত্রোর্ণ?)। পুণ্ড্র দেশে যে শুধু দুকূল ও পত্রোর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হইত, তাহাই নয়, মোটা ক্ষৌম বস্ত্রও উৎপন্ন হইত এই দেশে, কৌটিল্য সে কথাও বলিতেছেন। শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত মধুরা (Madura), অপরান্ত, কলিঙ্গ, কাশি, বঙ্গ, বৎস এবং মহিষ জনপদে। বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূল যেমন উৎপন্ন হইত, তেমনই শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্রেরও অন্যতম উৎপত্তিস্থল ছিল এই দেশ[৪৭]। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীন কালে তাহা হইলে চারিপ্রকার বস্ত্রশিল্প ছিল,—দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস। প্রাচীন বাঙলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার রপ্তানীর উল্লেখ পাওয়া যায় Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে। Schoff'র ইংরেজী অনুবাদটুকু সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি এই জন্য যে, এই উপলক্ষ্যে আমাদের দেশের অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্যেরও কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইবে। হিমালয়ের সানুদেশে পার্বত্য অসভ্য কিরাত জাতিদের উল্লেখের পরেই বলা হইতেছে :

"After these, the course turns towards the east again, and sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond to the left, Ganges comes into view, and

near it the very last land towards the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges. . . On its bank is a market town which has the same name as the river Ganges. Through this place are brought *malabathrum* and Gangetic *spikenard* and *pearls* and *muslins of the finest sorts,* which are called Gangetic. It is said that there are gold-mines near these places, and there is a gold coin which is called *caltis*. . . " ৪৮

এই সমুদ্রতীরবর্তী গঙ্গাবিধৌত দেশ যে বাঙলা দেশ, তাহাও সুস্পষ্ট। এই দেশকেই গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন গঙ্গারাষ্ট্র বা Gangaridae. এই গঙ্গা-বন্দরের (বোধ হয় তাম্রলিপ্তি) রপ্তানী দ্রব্যগুলির প্রথমই পাইতেছি malabathrum বা তেজপাতা। Ptolemy বলেন, kirrhadae বা কিরাত দেশেই সব চেয়ে ভাল তেজপাতা উৎপন্ন হইত। উত্তর-বঙ্গের কোনও স্থানে, শ্রীহট্টে এবং আসামের কোন কোনও জায়গায়, সাধারণভাবে পূর্ব-হিমালয়ের পার্বত্য জনপদগুলিতে এখনও প্রচুর তেজপাতা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ব্যবসাও খুব বিস্তৃত। ইহার পরেই দেখিতেছি, গাঙ্গেয় পিপ্পলির উল্লেখ; ইহারও উৎপত্তিস্থল বোধ হয় ছিল—বাঙ্লার উত্তরের পার্বত্য সানুদেশ। রোমদেশীয় বণিকেরা Nelcynda হইতে যে প্রচুর পিপ্পলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লইয়া যাইতেন, তাহার অধিকাংশই যে এই গঙ্গা-বন্দর হইতেই যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু কিছু মালবার অঞ্চল হইতেও যাইত, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের পিপ্পলি (গ্রীক, পেপেরি >অধুনা pepper) গঙ্গা-বন্দরের পিপ্পলির মতন এত বড় বা ভাল হইত না। এই পিপ্পলির ব্যবসায়ে দেশের প্রচুর অর্থাগম হইত, সে কথা ব্যবসা-বাণিজ্য আলোচনার সময় আমরা দেখিব। পিপ্পলির পরেই পাইতেছি, মুক্তার উল্লেখ। এই মুক্তা যে গাঙ্গেয় মুক্তা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং খুব ভাল মুক্তা না হইলেও ইহারও কিছু কিছু পশ্চিম এসিয়ায়, ইজিপ্টে, গ্রীসে, রোমে রপ্তানী হইত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ রপ্তানী দ্রব্য হইতেছে Gangetic muslin অর্থাৎ গাঙ্গিতিকী সূক্ষ্মতম বস্ত্র-সম্ভার। সর্বশেষ উল্লেখ হইতেছে স্বর্ণখনির। Schoff সাহেব অনুমান করেন, এই স্বর্ণ আসিত গ্রীক Erannaboas, সং হিরণ্যবাহ, বর্তমান শোণ নদ বাহিয়া। কিন্তু Herodotus হইতে আরম্ভ করিয়া প্লিনি পর্যন্ত তিব্বতের যে, "Ant gold"র কথা বলিয়াছেন, Periplusএ যে তাহার উল্লেখ নাই, সে-কথাই বা কে বলিবে? কিন্তু এ দুয়ের কোনওটিই বাঙলা দেশে নয়। বহু দিন পরে টেভারনিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে কিন্তু পাইতেছি, আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মের নদী বাহিয়া কিছু কিছু সোনা ত্রিপুরাদেশের ভিতর দিয়া বাঙলায় আসিত। এই সোনার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট, যদিও এই সোনার স্বরূপ খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। ত্রিপুরার যে-সব বণিক্ ঢাকায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাঁহারা টুক্রা টুক্রা সোনার পরিবর্তে লইয়া যাইতেন প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি (yellow amber), কূর্মাবরণের এবং সামুদ্রিক শঙ্খের বালা।

যাহা হউক, কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ "অর্থশাস্ত্র" বা Periplus ছাড়াও অন্যত্র অনেক জায়গায় আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্‌ন্ খুর্দদ্‌বা নামক আরব ভৌগোলিকের (দশম শতক) নাম করা যাইতে পারে। ইনি রহমি বা রহ্‌ম্

নামে একটি দেশের নাম করিতেছেন: এই রহমি বা রহ্‌ম দেশকে Elliot সাহেব মোটামুটি বঙ্গ দেশের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন (Elliot and Dawson, Hist. of India as told by its own historians, Vol. 1. p. 361)। আমার মনে হয়, Elliot সাহেবের এই অনুমান যথার্থ নয়; রহ্‌মি বা রহম্‌ প্রাচীন আরাকান (রহ্‌ম্‌=রহন্‌=রখ্‌ন্‌=আরাকান)। যাহা হউক, ইব্‌ন খুর্দদবা বলিতেছেন, "জলপথে জাহাজের সাহায্যে রহ্‌মি দেশের রাজা অন্যান্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করেন। তাঁহার পাঁচ হাজার হাতী আছে। এবং তাঁহার দেশে কার্পাস বস্ত্র এবং অগুরু কাঠ উৎপন্ন হয়।" ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে চীন-পরিব্রাজক চাও-জু-কুয়া পিং-কলো বা বাঙ্‌লা দেশ সম্বন্ধে বলিতেছেন, এদেশে খুব ভাল দুমুখো তলোয়ার তৈরী হয়, এবং কার্পাস এবং অন্যান্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়[৪৯]। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে (১২৯০) মার্কো পোলো গুজরাট, কাম্বে, তেলিঙ্গানা, মালাবার ও বঙ্গদেশে কার্পাস উৎপাদন ও কার্পাস বস্ত্রশিল্পের কথা বলিয়াছেন। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, বাঙ্‌লা দেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে, এবং তাহাদের কার্পাসের ব্যবসা ছিল খুবই সমৃদ্ধ[৫০]।

কার্পাস সম্বন্ধে একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়"-গ্রন্থ হইতেও। এই গ্রন্থ সহজিয়া গুহ্যসাধনার আনন্দ-সঙ্গীত; ইহার অনেক পদের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। তথাপি নানা রাগরাগিণীর এই গানগুলি যে সাধনার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এ কথা সহজেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থের শবরপাদের একটি পদে আছে:—"হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা। সুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা॥ তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা। ফিটেলি অন্ধ্যারি রে আকাশ ফুলিআ॥" ইহার প্রথম দুই লাইনের তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ:—"মম উদ্যানবাটিকাং দৃষ্ট্বা খসম-সমতুল্যাম্‌। কার্পাস-পুষ্পম্‌ প্রস্ফুটিতম্‌ অত্যর্থং আনন্দিতঃ ভবতি।" বাড়ীর বাগানে কার্পাসফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়াই আনন্দ; ইহা হইতেই বুঝা যায়, কার্পাসকে কতখানি মূল্য দেওয়া হইত তদানীন্তন বাঙ্‌লা দেশে। শান্তিপাদের একটি পদে আছে:—"তুলা ধুঁনি ধুঁনি আঁসুরে আঁসু। আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু॥...তুলা ধুঁনি ধুঁনি সুনে অহারিউ। পুন লইয়া অপনা চটারিউ॥" অর্থ এই,—তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ তৈরী করা হইয়াছে, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া আর কিছু বাকী নাই। তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে উড়াইতেছি; আবার তাহাই লইয়া ছড়াইয়া দিতেছি। হয় ত ইহার গুহ্য অর্থ আছে; কিন্তু তুলা ধুনিবার যে ইহা একটি বাস্তব চিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাহ্নপাদের একটি পদে তাঁত বিক্রীর কথাও আছে, এবং সাধারণতঃ ডোমনীরাই বোধ হয় তাঁত (বাঁশের) তৈরী করিত [তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া (বাঁশের চাঙাড়ি)]। আর একটি পদের রচয়িতার নাম পাইতেছি তন্ত্রীপাদ। তন্ত্রীপাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে তাঁত-শিক্ষক অথবা তাঁত-গুরু। ইহাই বোধ হয়, এই পদ-রচয়িতার পূর্বতন বৃত্তি ছিল; পরে তিনি 'সিদ্ধ' হইয়া-

ছিলেন। এই অনুমানের কারণ পদটির ভিতরই আছে। ইহার মূল বাঙ্‌লা পাওয়া যায় নাই ; তবে তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় যে সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ হইতে বুঝা যাইবে, গীত ও সাধন-সংবদ্ধ সমস্ত রূপকটি গড়িয়া উঠিয়াছে বস্ত্র বয়নকে অবলম্বন করিয়া।

কালপঞ্চকতন্তুং নির্মলং বস্ত্রং বয়নং করোতি।
অহং তন্ত্রী আত্মনঃ সূত্রম্।
আত্মনঃ সূত্রস্য লক্ষণং ন জ্ঞাতম্।
সার্দ্ধত্রিহস্তং বয়নগতিঃ প্রসরতি ত্রিধা।
গগনং পূরণং ভবতি অনেন বস্ত্রবয়নেন।[৫১]

উপরের এই আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে, কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাঙ্‌লার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প এবং ধনোৎ-পাদনের অন্যতম প্রধান উপায়।

কারুশিল্পও কম ছিল না ; তাহার লিপি-প্রমাণ বিশেষ নাই, কিন্তু অনুমান সহজেই করা চলে। তক্ষণ ও স্থপতিশিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পের কথা আগেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। লৌহশিল্পও ছিল ; দুই একটি শাসনে কর্মকার ত রাজপাদোপজীবী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। চাও-জু-কুয়া যে বলিয়াছেন, বাঙ্‌লা দেশে দুমুখো খুব ধারালো তলোয়ার তৈরী হয়, তাহার মধ্যে এই লৌহ ইত্যাদি ধাতুশিল্পে এদেশের শিল্প-কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ কেশবের শাসনে[৫২] আমরা রাজরিগ নামে জনৈক দন্তকারের উল্লেখ পাইতেছি ; মনে হইতেছে, হস্তিদন্ত-শিল্পের প্রচলনও ছিল। সূত্রধরের উল্লেখও কয়েকটি লিপিতেই পাইতেছি ; আশ্চর্যের বিষয় এই, ইঁহাদের উল্লেখ তাম্রপট্টগুলির খোদাইকররূপে, লিখিত শাসন ইঁহারাই তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করিতেন। এই অর্থে আমরা এখন আর এই শব্দটি ব্যবহার করি না, কিন্তু যে-যুগের কথা আমরা বলিতেছি, সে-যুগে যে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। না হইবার কারণও নাই ; সূত্রধর যে শুধু কাঠ-মিস্ত্রী, তাহাই নয় ; আমাদের প্রাচীন বাস্তু-শাস্ত্রে (যেমন "মানসারে") সূত্রধর বলিতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠ-মিস্ত্রী সকলকেই বুঝাইত। সাধারণ ভাবে শিল্পী ও শিল্পিগোষ্ঠীর কথার আভাস ত বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপির খোদাইকর রাণক শূলপাণির "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণি" এই বিশেষণটির মধ্যেও আছে। তাহা ছাড়া, পঞ্চম হইতে অষ্টম শতকের তাম্রপট্টোলিগুলিতে জমি দান-বিক্রয় ব্যাপারে বিষয়পতি বা অন্য রাজপ্রতিনিধি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে কয়জন প্রধানের মতামত গ্রহণ করিতেন, অর্থাৎ যে কয়জনে মিলিয়া অধিকরণ গঠিত হইত, তাহাদের মধ্যে প্রথম-কুলিক সর্বদাই অন্যতম। কুলিক অর্থ শিল্পী, artisan। নগরের অথবা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গণ্য মান্য শিল্পী যিনি ছিলেন, তিনিই এই জাতীয় অধিকরণে আসন লইবার জন্য আহূত হইতেন। রাজপাদোপজীবীদের

মধ্যেও কোথাও কোথাও কুলিক বা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম পাওয়া যাইতেছে। পূর্বোল্লিখিত ভাটেরা গ্রামের গোবিন্দকেশব দেবের লিপিতে গোবিন্দ নামে এক কাস্য অর্থাৎ কাংস্যকার বা কাঁসারীর উল্লেখ পাইতেছি। কাঁসা বা bell-metal-র শিল্পের আভাসও তাহা হইলে কিছু পাওয়া গেল।

সকল শিল্পের মধ্যে নৌ-শিল্প বা নদীগামী নৌকা ও সমুদ্রগামী পোত নির্মাণের শিল্পের একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই ছিল; তাহার প্রমাণ শুধু বর্তমান চট্টগ্রামে, কিংবা মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে নয়, প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মের হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) গৌড়দেশবাসীদের (গৌড়ান্) "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ সমুদ্রতীরবর্তী গৌড়দেশ হইতে পারে, অথবা সামুদ্রিক বাণিজ্যই যাহার আশ্রয়, সেই গৌড়দেশও বুঝাইতে পারে। কালিদাস "রঘুবংশে" রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পাল ও সেন-বংশের লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান (fleet of boats) প্রভৃতি শব্দ ত প্রায়শঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় রাজবংশের এবং সমসাময়িক বাঙলা দেশের অন্যান্য রাজবংশেরও সামরিক শক্তি নৌবলের উপর অনেকটা নির্ভর করিত; ইহার উল্লেখ ত অনেক শিলা-লিপিতেই আছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে[৫৩] নৌযুদ্ধের বর্ণনাভাসও আছে। সাধারণ লোকদেরও যাতায়াত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নৌ-যানের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট; এই নদীমাতৃক, খাড়ি-প্রধান, বারিবহুল, এবং বহুলাংশে নিম্নভূমির দেশে ইহা ত স্বাভাবিক এবং সহজেই অনুমেয়। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে[৫৪] (৫০৭-৮ খৃ) নৌযোগ অর্থাৎ নৌকাঘাট বা বন্দর বা পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে; এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে ভূমি-সীমানা সম্পর্কে এই নৌযোগের উল্লেখ, সেই ভূমি ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামের নিকটবর্তী নিম্ন জলপ্লাবিত দেশে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত মহারাজ ধর্মাদিত্যের ১নং তাম্রপট্টলিতে[৫৫] ভূমির সীমা সম্পর্কে "নবাত-ক্ষেণী" কথার উল্লেখ আছে। 'নাবাত' পাঠ খুব শুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না; প্রকাশিত প্রতিলিপিতে 'ভাবতা' পাঠই সমীচীন মনে হয়; কিন্তু 'ভাবতা-ক্ষেণী' কথার কোনও সঙ্গত অর্থ এস্থলে করা যায় না। সেই জন্য পার্জিটার সাহেবের আনুমানিক পাঠ 'নাবাত-ক্ষেণী' আপাততঃ স্বীকার করা যাইতে পারে। তিনি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, ship-building harbour। যদি এই অনুবাদ ঠিক হয়, তাহা হইলে নৌশিল্পের ইহাও অন্যতম প্রমাণ। এই ধর্মাদিত্যের ২নং শাসনে অন্য একটি ভূমির সীমা সম্পর্কে "নৌদণ্ডক" কথার উল্লেখ আছে; বোধ হয় "নৌদণ্ডক" কথার অর্থও নৌকার আশ্রয়, নৌকা যেখানে বাঁধা হইত, সেই স্থান, বন্দর, ঘাট। এই সব উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নদনদীগামী ছোট বড় নৌকা, সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত একটা সমৃদ্ধ শিল্প ও ব্যবসায় প্রাচীন বাঙলায় নিশ্চয়ই ছিল।

এই নৌ-শিল্পের কথা হইতেই ধনোৎপাদনের তৃতীয় উপায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথার মধ্যে আসিয়া পড়া যাইতে পারে। এপর্যন্ত ভূমিজাত ও শিল্পজাত যে সব দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বস্তুর কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ। ফলফুল, অর্থাৎ আম, কাঁটাল, মহুয়া ইত্যাদি লইয়া কোনও বিস্তৃত ব্যবসা হয় ত সম্ভব ছিল না, মৎস্য সম্বন্ধেও তাহাই, তবু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের হাটে হাটে এই সব জিনিস লইয়া ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত বই কি? হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয়গৃহ, আপণ, মানপ (তৌলদার=দোকানদার=ছোট ব্যবসায়ী) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ প্রায়শঃ লেখমালাগুলিতে দেখা যায়; অষ্টমশতক-পরবর্তী লিপিগুলিতে ত অনেক স্থলেই হাটবাজার ঘাটসমেত (সহট্ট সঘট্ট) জমি দান করা হইয়াছে। এই সব গ্রাম ও গ্রামান্তরের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। ভূমিজাত অন্যান্য কিছু কিছু দ্রব্য, যেমন পান, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদির ব্যবসা নিশ্চয়ই বিস্তৃততর ছিল সন্দেহ নাই, এবং শুধু বাঙ্‌লা দেশের ভিতরেই নয়, সম্ভবতঃ দেশের বাহিরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে এই দুই দ্রব্যই কিছু কিছু রপ্তানী হইত, এরূপ অনুমান করা যায় পরবর্তী মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া। বংশীদাসের "মনসামঙ্গলে" ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" পাই, দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া বাঙালী বণিকেরা গুজরাট পর্যন্ত যে সামুদ্রিক বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া যাইতেন, তাহার মধ্যে গুয়া বা গুবাক, পান ও নারিকেলের উল্লেখ। গুয়ার বদলে [illegible]হয়া আসিতেন মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে শঙ্খ[৫৬]। গুয়া বা গুবাক যে সুপারী নাম লইল, তাহার ইতিহাসের মধ্যে বাঙ্‌লা দেশের এই দ্রব্যটির বাণিজ্য-ইতিহাসও লুকাইয়া আছে। বর্তমান গৌহাটি সহরের নামটি আসিয়াছে গুয়া হইতে; গুবাক ক্রয়-বিক্রয়ের হাট বা হাটি অর্থে গুবাহাটি=গুয়াহাটি=গৌহাটি। যাহা হউক, এই গুবাক প্রাচীন কালেই আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশগুলিতে রপ্তানী হইত; ঐ দেশীয় বণিকেরা এই দ্রব্য জাহাজ বোঝাই করিতেন বাঙ্‌লা দেশের বন্দর হইতে নয়, পশ্চিম-ভারতের বন্দর শূর্পারক =সুপ্পারক=সোপারা হইতে, এবং তাঁহারা এই দ্রব্যকে সোপারার ফল বলিয়াই জানিতেন, এই অর্থে পরবর্তী কালে গুবাক হইল সুপারী এবং সেই নামেই ভারতের সর্বত্র ইহার পরিচয়, কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের, বিশেষতঃ পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও ইহার নাম গুবা বা গুয়া। গুবাকের ব্যবসা যে খুবই প্রশস্ত ছিল, এবং তাহা হইতে এই দেশের প্রচুর অর্থাগমও হইত, তাহার প্রমাণ ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্তও পাওয়া যায়। কোম্পানীর আমলে সুপারী বাঙ্‌লা দেশের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এই সুপারী নারিকেলের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস যদি পরবর্তী মধ্যযুগ বাহিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়, তবেই বুঝা যাইবে, প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিগুলিতে বিশেষ করিয়া গুবাক নারিকেল এবং পানের বরজের উল্লেখ কেন করা হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইতে আয়ের পরিমাণও কেন

উল্লেখ করা হইয়াছে। লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। বাঙ্‌লা দেশের লবণ সামুদ্রিক লবণ। মধ্যযুগের যে দুইটি কাব্যের নাম কিছু আগে করিয়াছি, তাহাতেই প্রমাণ আছে, লবণও অন্যতম বাণিজ্যসম্ভার ছিল। বাঙালী বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে সৈন্ধব লবণ লইয়া আসিতেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও দেখি, লবণের ব্যবসা লইয়া কাড়াকাড়ি; কোম্পানীর সওদাগরেরা অনবরত চেষ্টা করিতেছেন লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিতে। এই প্রয়াসের ইতিহাস পড়িলে স্বতই মনে হয়, ব্যবসাটা খুবই লাভবান্ ছিল। সে কথাটি না বুঝিলে প্রাচীন লিপিগুলিতে কেন যে ভূমি দানের সময় বার বারই 'সলবণ' কথাটি উল্লেখ করা হইতেছে, সে রহস্যটি ধরা পড়ে না।

'**Periplus Erythri Mari**' গ্রন্থে তেজপত্র ও পিপ্পলের ব্যবসার উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। এই দুটি দ্রব্যের ব্যবসাও খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল, সন্দেহ নাই। সব দ্রব্যের বাণিজ্যমূল্য উপাদানের অভাবে জানিবার উপায় নাই; কিন্তু পিপ্পলির বাণিজ্য-মূল্যের খানিকটা আভাস পাইতেছি প্লিনির "ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থ হইতে (খৃঃ প্রথম শতক)। তিনি বলিতেছেন, রোম সাম্রাজ্যে এক পাউণ্ড বা আধ সের পিপ্পলির দাম ছিল তখনকার দিনে ১৫ দিনার, অর্থাৎ পনরটি স্বর্ণমুদ্রা। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই সব বাণিজ্যসম্ভার হইতে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশের কম অর্থাগম হইত না। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। এই শিল্প সম্বন্ধে আগে যে-সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, নানা প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা বাঙ্‌লা দেশে খুব সুপ্রাচীন এবং শুধু প্রাচীন বাঙ্‌লায়ই নয়, একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত সর্ব্বদাই এই বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা দেশের অর্থাগমের একটা মস্ত বড় উপায় ছিল। প্লিনি সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই বলিতেছেন, ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পাস ইত্যাদি বস্ত্র পশ্চিমের বণিকেরা বহন করিয়া লইয়া যাইত, তাহার বার্ষিক মূল্য ছিল (আনুমানিক) এক লক্ষ মুদ্রা[৫৭]। এই অর্থের একটা বৃহৎ অংশ যে বাঙলা দেশে আসিত, তাহাতে সন্দেহ কি? বংশীদাসের "মনসামঙ্গল" অথবা মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" বাঙালীর অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের যে ছবি পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, গ্রন্থ দুইটি আমাদের যুগের পক্ষে অর্বাচীনও; কিন্তু তাহা যে বাঙালীর প্রাচীন বাণিজ্য-স্মৃতি বহন করে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার সাক্ষ্য আমাদের বক্ষ্যমাণ বিষয়ে প্রামাণ্য কিছুতেই নয়, তবু এই দেশজাত পান, গুবাক, নারিকেল ইত্যাদির পরিবর্তে বণিকেরা যে-সব মূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া আসিতেন, তাহার অংশ মাত্রও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এ কথা অনুমান করা চলে যে, প্রাচীন বাঙ্‌লায় অর্থাগমের অন্যতম নয়, প্রথম ও প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য। এ কথা যে একেবারে শূন্য কথা নয়, তাহা বস্ত্রশিল্প ও পিপ্পল সম্বন্ধে প্লিনির উক্তি হইতেও কতকটা বুঝা যায়। হাজারিবাগ জেলায় দুধপানি পাহাড়ে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে; অক্ষরের রূপ দেখিয়া মনে হয়, লিপিটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। এই লিপিতে আছে:—

অথ কস্মিংশ্চি[ৎ স]ময়ে বণিজো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তামলিপ্তি [ম] যোধ্যায়া যযুঃ পূর্ব্ববণিজ্যয়া।
ভূয়ঃ প্রতিনিবৃত্তাস্তে সমাবাসং যিয়াসবঃ।
প্রয়োজনেন কেনাপি চিরঞ্চক্রুরিহ স্থিতিং।
সুবর্ণ মণি মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতি বৈর্দ্ধনং।
বিত্তপস্পর্দ্ধয়েবা সোদপর্যস্তমুপার্জ্জিতং।

অষ্টম শতকে বলা হইতেছে, 'কোনো এক সময়ে' অর্থাৎ এখানে যে উল্লেখটি আছে, তাহা একটি প্রাচীন দিনের ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু বাণিজ্য উপলক্ষে তিন ভাই অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া কিছুকালের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন উপার্জ্জন করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এ কথাটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্পে বাণিজ্য উপলক্ষে তাম্রলিপির উল্লেখও সুপরিচিত; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" একাধিক জায়গায় উল্লেখ আছে, বারাণসী হইতে বণিক্‌দের বাণিজ্য উপলক্ষে পুণ্ড্র অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিবার কথা। তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যের উল্লেখও একাধিক বার আছে। বিদ্যাপতির "পুরুষ পরীক্ষা"য় গুজরাটের সঙ্গে গৌড়ের বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস পাইতেছি। গঙ্গার মুখে গঙ্গাবন্দরের কথা, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উল্লেখ ত য়ুয়ান্ চোয়াঙ্‌ও করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত সাক্ষ্যই সুপরিচিত। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিলে সহজেই মনে হয়, প্রাচীন বাঙ্‌লার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা-বাণিজ্যেরই উপর। তাহা ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাহাদের আহ্বান করা হইতেছে, সেই পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন ত রাজকর্মচারীই—বিচারপতি স্বয়ং এবং প্রথম-কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ, বাকী তিন জনের মধ্যে দুই জন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি, নগরশ্রেষ্ঠী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠিগোষ্ঠীর যিনি প্রধান, তিনি এবং প্রথম-সার্থবাহ, বণিক্‌দের মধ্যে যিনি প্রধান—তিনি, অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম-কুলিক, শিল্পিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাহা হইলে দেখিতেছি, রাষ্ট্রেও কতকটা আধিপত্য এই বণিক্ ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারেও প্রধানব্যাপারিণঃ, প্রধানব্যবহারিণঃ যাঁহারা, তাঁহাদের সাহায্য লওয়া হইতেছে, মহত্তর অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে। এই সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আরও বলিবার সুযোগ আসিবে; এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে এই সব শ্রেষ্ঠী ও বণিক্‌দের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই ইহাঁরা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে যে আছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি', এ কথা প্রাচীন বাঙ্‌লায়ও সত্য হইয়াছিল বলিলে ইতিহাসের অমর্য্যাদা হয় না। প্রাচীন বাঙ্‌লার লক্ষ্মী ব্যবসাবাণিজ্য-নির্ভরই ছিলেন বেশী, এবং সেই লক্ষ্মী বাস করিতেন বণিক্, ব্যাপারী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদির ঘরে, ধর্মাদিত্যের ২নং এবং গোপচন্দ্রের তাম্রপট্টে

যাহাদের যথাক্রমে বলা হইয়াছে ব্যাপার-কারণ্ডয়ঃ, ব্যাপারিণঃ, তাহাদের ঘরে। মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহিত্যে নানা সওদাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাহিনীগুলিতেও সে কথার প্রমাণ আছে; ধনপতি, হীরামাণিক, তুলালধন, ইত্যাদি নাম যে বণিক্‌দের মধ্যেই পাই, তাহা একেবারে নিরর্থক নয়।

এই সমৃদ্ধ বাণিজ্য স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথেই চলিত। তবে এই নদীমাতৃক দেশে নৌশিল্পের প্রচলন যেমন দেখিতে পাই, যত 'নাবাত-ক্ষেণী', 'নৌবাট', 'নৌদণ্ডক', 'নৌবিতান', ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি, এবং লিপিগুলিতে যত খাল-বিলাল-নালা-প্রণুল্লী-খাটাখাড়িকা-গঙ্গিনিকা-নদনদীর উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে অনুমান হয়, নৌ-বাণিজ্যই প্রবলতর ও প্রশস্ততর ছিল। গুজরাট হইতে গৌড়ে, কিংবা বারাণসী হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যে-বাণিজ্যের আভাস বিদ্যাপতির "পুরুষপরীক্ষা"য় কিংবা সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" পাওয়া যায়, জাতকের বহু গল্পে তাম্রলিপ্তিতে বণিক্‌দের যে আনাগোনার খবর পাওয়া যায়, তাহা হয় ত স্থলপথেই বেশী হইত, বৌদ্ধযুগের সুপরিচিত বাণিজ্যপথ ধরিয়া। বারাণসী হইতে মগধের ভিতর দিয়া অঙ্গের রাজধানী চম্পা হইয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত সার্থবাহের গরুর গাড়ীর শ্রেণী চলাচলের পথ যে ছিল, একথা মনে করিতে সুদূরবিসর্পী কল্পনার আশ্রয় লইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চম্পা হইতে গঙ্গা ও ভাগীরথী বাহিয়া তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত নৌকাপথও প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই নদীপথের বন্দর ও দেশগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বংশীদাসের "মনসামঙ্গলে," এবং বিস্তৃত ভাবে মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" এই পথের কিয়দংশের বন্দরগুলির উল্লেখ আছে। এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন স্মৃতি কিছু লুকাইয়া নাই, এ কথা কে বলিবে? স্থলপথের আর একটি আভাস য়ুয়ান্ চোয়াঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়। কজঙ্গল বা উত্তররাঢ় হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে এবং সেখান হইতে একটি বৃহৎ নদী পার হইয়া কামরূপে। এই পরিব্রাজক নিজে নূতন করিয়া পথ কাটিয়া অগ্রসর হন নাই; যে-পথ বহু দিন আগে হইতেই বহুলোক-যাতায়াতে প্রশস্ত হইয়াছে, সেই পথেই তিনি গিয়াছিলেন, এ অনুমানই সঙ্গত। এই পথেই কামরূপের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য-সম্বন্ধ চলিত। পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের সঙ্গে কামরূপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল সেই পথ ধরিয়া, যে-পথে এই চীন পরিব্রাজক কামরূপ হইতে সমতট ও তাম্রলিপ্তিতে আসিয়াছিলেন। আর উড়িষ্যার সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধের স্থলপথ ধরিয়াই যে পরবর্তী কালে চৈতন্যদেব নীলাচল গিয়াছিলেন, তাহা ত সহজেই অনুমেয়। এই সব পথ বহুপ্রাচীন এবং বহুজনের চরণচিহ্নে অঙ্কিত।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর যে ছিল তাম্রলিপ্তি, তাহা ত সুস্পষ্ট, জাতকে যাহাকে বলা হইয়াছে দামলিপ্তি, Periplus গ্রন্থের Gange বন্দর এবং Ptolemyর **Tamalites**, য়ুয়ান্ চোয়াঙের তন্-মো-লিহ্-তি। সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যপথের আভাস ফাহিয়ান্ রাখিয়া গিয়াছেন (চতুর্থ শতক)। তাহারও তিন শত বৎসর আগে ভারতের দক্ষিণ-সমুদ্রতীর বাহিয়া তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সুদূর রোম-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-

সম্বন্ধের আভাস ত Periplus ও Ptolemyর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এ সমস্ত সাক্ষ্যই অত্যন্ত সুপরিচিত। বহু পরবর্তী কালেও অন্ততঃ ভৃগুকচ্ছ-সুরাষ্ট্র-পাটন পর্যন্ত এই বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যাইবে বংশীদাসের ও মুকুন্দরামের "মনসা-মঙ্গল" ও "চণ্ডীকাব্যে"। ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণ বৃহত্তর ভারতের দ্বীপগুলির সঙ্গে বাঙলাদেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, তবে অনুমান খুব সহজেই করা যাইতে পারে। উত্তর-ব্রহ্মের সঙ্গে আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া স্থলপথে একটা নিকট সম্বন্ধ ত ছিলই, একথা আমি অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি ; এবং বর্তমান ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরার রাজবংশের সঙ্গে যে পাগানের আনাউরহ্‌থাও চান্‌জিথ্‌থার রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি।[৫৮] মধ্যযুগে এই পথ দিয়াই একাধিক বার মণিপুরে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধাভিযান আসিয়াছে। নিম্নব্রহ্মের সঙ্গে সমুদ্রোপকূল বাহিয়া জলপথও ছিল, তাহার প্রমাণ ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন রাজবংশাবলীগুলির ইতিহাসের মধ্যে আছে, এবং "ব্রহ্মদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস" ও আমার অন্য দুটি গ্রন্থে সে কথা প্রমাণ করিয়াছি[৫৯]। এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যবদ্বীপ-সুবর্ণ-দ্বীপের সঙ্গে পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রের দেশ ও দ্বীপগুলির সম্বন্ধের প্রমাণ আছে দেবপালদেবের রাজত্বকালে রাজা বালপুত্রদেবের নালন্দা লিপিতে[৬০], ইৎসিঙ্‌ নামক চীন পরিব্রাজকের (৭ম শতাব্দী) ভ্রমণ-বৃত্তান্তে[৬১], বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত ধর্মকীর্তির জীবন ইতিহাসের মধ্যে। এই সমস্ত সাক্ষ্যই এত সুপরিচিত যে, ইহাদের উল্লেখ পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া সাধারণ ভাবে এই সব পূর্বদক্ষিণসমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলিতে বাঙলাদেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট এবং পণ্ডিত মহলে এত বেশী আলোচিত হইয়াছে যে, প্রাচীন বাঙলা দেশের সঙ্গে ইহাদের নিকট সম্বন্ধের কথা এখন আর কল্পনার বিষয় নয়। কিন্তু এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত একটিও প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যসংক্রান্ত নয়, যদিও একথা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাণিজ্য-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রমে ক্রমে বাঙলা দেশের ও ভারতের অন্যান্য দেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ এই সব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দেশে রাজ্যবিস্তার, সংস্কৃতিবিস্তার এই ভাবেই হইয়া থাকে, প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, বর্তমান কালেও হইয়াছে ও হইতেছে। সর্বাগ্রে বণিক্‌, বণিকের সঙ্গে বণিকের প্রয়োজনেই ধর্ম ও পুরোহিত, তার পরেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসিয়া পড়ে সামরিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব। যাহাই হউক, প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রমাণ প্রাচীন বাঙলায় পাইতেছি না, কিন্তু বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গলে" সে-প্রমাণ আছে ; আরাকান ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস এই গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া আমি মনে করি[৬২]। অনুল্লিখিত-নাম যে দেশের বিবরণ সওদাগরদের শুনান হইতেছে, সেই দেশ যে ব্রহ্মদেশ, তাহা বিবরণটি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে আর সন্দেহ থাকে না। (N. N. Sen Gupta's edn. pp. 194-95)। কিন্তু প্রাচীন কালে এই পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে বাঙলা দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধের একটি প্রমাণও কি নাই ? আমার

মনে হয়, আছে। সেই প্রমাণটি উল্লেখ করিয়াই এই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গ শেষ করিব। মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেস্‌লি জেলার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে একটি শ্লেট্‌পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাথরটির মাঝখানে উৎকীর্ণ একটি বৌদ্ধস্তূপের প্রতিকৃতি; স্তূপটির দুই পাশে লিপি উৎকীর্ণ। লিপিটির পাঠ এইরূপ :—

অজ্ঞানাচ্চীয়তে কর্ম্ম জন্মনঃ কর্ম্ম কারণ [ম]
জ্ঞানান্ন চীয়তে [কর্ম্ম কর্ম্মাভাবান্ন জায়তে]

ইহা একটি বৌদ্ধ সূত্র। এর পরেই দক্ষিণতম প্রান্তে লেখা আছে :—

মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তস্য রক্তমৃত্তিকা বাস্ [ত ব্যস্য]

এবং তার পরেই বাম প্রান্তে ও পার্শ্বে আছে :—

সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বথা স (র) ব্ব···সিদ্ধ যাত্ [র] া [ঃ] সন্তু

এই মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত; লিপিটি বহু আলোচিত। বুদ্ধগুপ্তের বাড়ী ছিল রক্তমৃত্তিকায়। সিদ্ধযাত্র ও সিদ্ধযাত্রা কথাটি লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। বেশীর ভাগ তর্ক নিরর্থক। কথাটি এ পর্যন্ত এই দেশ ও দ্বীপগুলির অন্ততঃ সাতটি প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। সিদ্ধযাত্রিক, সিদ্ধযাত্রত্ব, যাত্রাসিদ্ধিকাম ইত্যাদি কথা "পঞ্চতন্ত্রে" ও "জাতকমালা"য় বার বার পাওয়া যায়। "জাতকমালা"র সুপারগ-জাতকে পূর্বভারতের বণিক্‌দের সুবর্ণভূমি বা নিম্নব্রহ্মদেশে যাত্রার কথা আছে (সুবর্ণভূমিবণিজো যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ)—তাহাদের যাত্রা সিদ্ধিলাভ করুক, এই কামনা তাহাদের মনে ছিল, সেই জন্য তাহাদের বলা হইয়াছে যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ। বুদ্ধগুপ্তের এই লিপিটির শেষ ছত্রটির অর্থেরও অস্পষ্টতা কিছু নাই; সর্বপ্রকারে, সকল বিষয়ে সর্বথা বা সর্ব উপায়ে সকলে সিদ্ধযাত্র হউক, এই প্রকার একটা কামনা বা আশীর্বাদ করা হইতেছে। এই কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল যাত্রার পূর্বে, ইহাই ত 'সন্তু' এই ক্রিয়াপদটির এবং সমস্ত আশীর্বাদটীর ইঙ্গিত। কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল খুব সম্ভব কোন বৌদ্ধ পুরোহিত বা ধর্মগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে; স্তূপের প্রতিকৃতিটি তাহার প্রমাণ, এবং এই আশীর্বাদের একটি লিপি বৌদ্ধসূত্র সহ ধর্মনিদর্শন সহ খোদাই করিয়া, রক্ষাকবচের মত বুদ্ধগুপ্তের সঙ্গে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রথা ত এখনও বাঙলার বহু পরিবারে প্রচলিত। এই মহানাবিকের বাস্তব্য অর্থাৎ বাড়ী ছিল রক্তমৃত্তিকায়। এই রক্তমৃত্তিকা কোথায়, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। অধ্যাপক কার্ণ বলিয়াছিলেন, এই রক্তমৃত্তিকা চৈনিক উপাদানের Ch'ih-t'u, সিয়াম দেশের সমুদ্রোপকূলের একটি স্থানের সঙ্গে অভিন্ন। অক্ষর দেখিয়া লিপিটির তারিখ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক। লিপিটির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত; ধর্মপ্রেরণা একান্তভাবেই ভারতীয়; মহানাবিকটির নাম ও ধাম একান্ত ভাবেই ভারতীয়, বুদ্ধগুপ্ত নামটি যেন বিশেষ করিয়াই ভারতীয়। এই অবস্থায় নাবিকটিকে সিয়ামদেশবাসী বলিয়া মনে করিতে একটু ঐতিহাসিক

দ্বিধা বোধ হয় বই কি? বিশেষতঃ রক্তমৃত্তিকার সন্ধান যদি ভারতবর্ষে কোথাও পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ (সপ্তম শতক) কিন্তু কর্ণসুবর্ণের বিবরণ দিতে বসিয়া এক রক্তমৃত্তিকার সন্ধান দিতেছেন। বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর একেবারে পাশেই ছিল লো-টো-মো-চিহ্ (Lo-to-mo-chih) নামে বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার। চীন লো-টো-মো-চিহ্ পালি অথবা প্রাকৃত লত্তমচি=রক্তমত্তি=রক্তমৃত্তি বা রক্তমৃত্তিকা, বাঙ্লা, রাঙামাটি। আমার ত মনে হয়, বুদ্ধগুপ্তের বাড়ী কর্ণসুবর্ণের এই রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি। তাহা ছাড়া আর একটি রাঙামাটির খবর আমরা জানি চট্টগ্রামে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক আবেষ্টনের কথা মনে রাখিলে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত যে বাঙ্লা দেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রতীরের দেশে, এই অনুমানই ত বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া মনে হয়। এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এইখানে আমরা প্রাচীন বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্য-বিস্তারের একটা পাথুরে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

এই যে আমরা একটা প্রশস্ত, সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পরিচয় পাইলাম, এই বাণিজ্যে বাঙ্লা দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত এবং সে অর্থের অধিকাংশ বণিক্‌দের হাতেই কেন্দ্রীকৃত হইত, এই ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। কিন্তু এই অর্থ কি? ইহা কি মুদ্রায় বা বিনিময়-দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত? প্লিনি যে বলিয়াছেন, আধ সের পিপ্পলির দাম হইত ১৫ স্বর্ণ দিনার, এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বার্ষিক রপ্তানীর মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা, তাহা হইতে অনুমান হয়, বণিকেরা বাণিজ্য পসরার বদলে মুদ্রাই লইয়া আসিতেন, এবং এই মুদ্রা সুবর্ণমুদ্রা dinarius বা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা drachm বা দ্রন্ম। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পট্টোলিগুলিতে ভূমির মূল্যের উল্লেখ (স্বর্ণ) দিনারে অনুযায়ী, কিংবা পরবর্তী পাল ও সেনবংশের লিপিগুলিতে মূল্যের উল্লেখ পাই রৌপ্য দ্রন্মে (ধর্মপালের মহাবোধি লিপির "ত্রিতয়েন সহস্রেণ দ্রন্মানাং খানিতা"; বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের দুইটি লিপিতেও ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে দ্রন্মে)। এই দুইটি মুদ্রার নাম হইতে মনে হয়, এক সময়ে এই দুই বিদেশী মুদ্রাই প্রচুর পরিমাণে বাঙ্লা দেশে আসিত, এবং বিনিময়-মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইত, পরে ইহাদের নাম হইতেই স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বাঙ্লা দেশে দিনার ও দ্রন্ম নামে পরিচিত হইয়াছিল। 'দাম' এবং দর্মা (বেতন) এই কথা দুইটি ত 'দ্রন্ম' হইতেই আমরা পাইয়াছি। এই দুই মুদ্রা প্রচলনের মধ্যেও প্রশস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্বন্ধের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিনিময়-বাণিজ্য (trade by barter)ও সঙ্গে সঙ্গে ছিল না, এ কথাও বলা চলে না। Periplus গ্রন্থে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ত মনে হয়, এই বাণিজ্য পণ্য-বিনিময়েই চলিত বেশী। বংশীদাস ও মুকুন্দরামের যে সাক্ষ্য আগে একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মধ্যযুগেও এই বিনিময়-বাণিজ্যই বহির্বাণিজ্যের সাধারণ নিয়ম ছিল। টেভারনিয়ারের যে-সাক্ষ্য ত্রিপুরাদেশাগত সোনা সম্বন্ধে আগে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ত দেখা যায়, অন্তর্বাণিজ্যেও এই ব্যবস্থা কতকটা

প্রচলিত ছিল। এই দুটি সাক্ষ্যই মধ্যযুগীয়, তবু মনে হয়, প্রাচীন ধারাই মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল।

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা হইল; এই তিন উপায়েই দেশের অর্থোৎপাদন হইত। মুদ্রায় এই অর্থের রূপান্তর কিরূপ ছিল, দেখা যাক্।

মহাস্থানের শিলাখণ্ডের লিপিটিতে গণ্ডক নামে এক মুদ্রার নাম পাইতেছি; এই মুদ্রা সোনার, কি রূপার, বলার কোনও উপায় নাই। পঞ্চম হইতে অষ্টক শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলিগুলিতেই ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে (স্বর্ণ) দিনারে। প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাই যে ছিল দিনার, তাহা ইহাতেই সপ্রমাণ; রৌপ্য মুদ্রার প্রচলনও ছিল, তাহার নাম ছিল রূপক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈগ্রাম পট্টোলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লিপি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আটটি রূপক মুদ্রা অর্দ্ধ দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোলটিতে এক স্বর্ণদিনার। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে এক স্বর্ণদিনারের (ধনাইদহ ও দামোদর পট্টোলির কালে) ওজন ছিল ১২৪·৭ হইতে ১২৭·৩ মাষ পরিমাণ, এ কথা এই আমলের প্রাপ্ত সুবর্ণমুদ্রা হইতে জানা যায়। স্কন্দগুপ্তের সময়ে সুবর্ণমুদ্রা দিনারের ওজন ছিল ১৪২ মাষ। রূপক মুদ্রার সাধারণ ওজন ছিল একটি রৌপ্য কার্ষাপণের সমান অর্থাৎ ৫৬ মাষ। "অমর-কোষে"র মতে এক (স্বর্ণ) দিনার এক (স্বর্ণ) নিষ্কের সমান। আশ্চর্যের বিষয় এই, সপ্তম শতকের পর আর আমরা (স্বর্ণ) দিনারের উল্লেখই পাই না, এবং শিলালিপিতে উল্লেখ যেমন নাই, তেমনি সেই যুগের পর কোনও স্বর্ণমুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃতও হয় নাই। আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্মপালের মহাবোধি লিপিতে, বিশ্বরূপ সেনের একটী অপ্রকাশিত লিপিতে ও কেশব সেনের একটি লিপিতে বোধ হয় দ্রম্ম (?) নামক (রৌপ্য) মুদ্রার উল্লেখ আছে। ভাস্করাচার্যের (১০৩৬ শক=১১১৪খ্রী:) "লীলাবতী" গ্রন্থে একটি আর্য্যা আছে: কুড়ি কড়ায় এক কাকিনী, চার কাকিনীতে এক পণ, ষোল পণে এক দ্রম্ম, ষোল দ্রম্মে এক নিষ্ক। "অমরকোষে" দেখিয়াছি, এক নিষ্ক এক দিনারের সমান; তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এক দ্রম্ম এক দিনারের ষোল ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ বৈগ্রাম লিপির উল্লিখিত এক রূপকের সমান। দ্রম্ম যে রৌপ্যমুদ্রা, এ সম্বন্ধে তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি দ্রম্ম রৌপ্যমুদ্রাও বাঙলাদেশে কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। সেন-রাজত্বের অবসান পর্যন্ত দ্রম্মের প্রচলনের উল্লেখ লিপিতে থাকিলেও সাধারণ প্রচলিত উর্দ্ধতম মুদ্রামান ছিল কপর্দক পুরাণ বা পুরাণ। সেন-বংশের এবং সমসাময়িক সকল রাজবংশের শিলালিপিতেই ভূমির আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে এই পুরাণ মুদ্রায়, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। এই পুরাণ মুদ্রার সঙ্গে তদানীন্তন দ্রম্মের কি যোগ ছিল, দুইই এক কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। নিম্নতম মান কি ছিল, তাহাও বলা যায় না, তবে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে অনুমান করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়,

এই নিম্নতম মান ছিল কড়ি। ফাহিয়ান্‌ও (চতুর্থ শতক) বলেন, লোকে ক্রয়বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার করিত।

গুপ্তযুগের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতেই মুদ্রার, বিশেষভাবে স্বুবর্ণ-মুদ্রার অবনতি ঘটিল কেন, এই প্রশ্ন অর্থনীতিবিদের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই অবনতি কি দেশের সাধারণ আর্থিক দুর্গতির দিকে ইঙ্গিত করে? না, রাষ্ট্রের স্বর্ণের অথবা রৌপ্যের গচ্ছিত মূলধনের (reserve) স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করে? ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কপর্দকপুরাণ বোধ হয়, রৌপ্যমুদ্রাই ছিল, অন্ততঃ ভূমির আয়ের পরিমাণ দেখিয়া ত তাহাই মনে হয়। যদি তাহা হয়ও, যদি কপর্দকপুরাণ ও দ্রম্ম একই জিনিসও হয়, তাহা হইলেও এটা আশ্চর্য যে, একটি কপর্দ্দকপুরাণও আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হইল না! মুদ্রার প্রচলন কি কমিয়া গিয়াছিল? ব্যবসা বাণিজ্য, কাজকর্ম, চাকুরী, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি সবই বিনিময়ে হইত, ইহাও ত সম্ভব নয় এই যুগে! তবে কি হইয়াছিল? রৌপ্যই কি অর্থমান নির্ণয় করিত? হয় ত তাহাই। সামাজিক ধন-সম্বলের গতি কোন্ দিকে, এই তথ্যের মধ্যে হয় ত তাহার ইঙ্গিত আছে। দ্রম্ম ও কপর্দ্দকপুরাণ, দুইই যদি রৌপ্যমুদ্রাই হয়, এবং আগেই বলিয়াছি, ইহা হওয়াই সম্ভব, তাহা হইলেও মনে হয়, কপর্দকপুরাণের intrinsic value বা মুদ্রার দিক্ হইতে যথার্থ মূল্য দ্রম্মাপেক্ষা কম ছিল বলিয়াই ত মনে হয়। রৌপ্যমুদ্রার এই অবনতিই বা কিসের জন্য হইল? Gresham's Law দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করা যায় কি? যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধি নির্ভর করিত, তাহার অবনতি ঘটিয়াছিল কি?

'প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল' প্রবন্ধের পাদটীকা

১ Mauryan Brahmi inscription of Mahasthan, Ep. Ind. xxi, p. 83 ff.

২ প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে ভূমিজাত এই দ্রব্যটির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে; এই শস্যসম্পদটি এতই আদৃত ও পরিচিত ছিল যে, ইহাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই লিপি-লেখকেরা ধরিয়া লইয়াছেন, উল্লেখের কোনও প্রয়োজন মনে করেন নাই। প্রতিবাসী কামরূপ-রাজ্যের লিপিগুলিতে কিন্তু শুধু ভূমির পরিমাণই যে দেওয়া হইতেছে, তাহা নয়, সেই ভূমিতে কি পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; অনেক স্থলে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ দ্বারাই ভূমির পরিমাণ নির্দেশ করা হইতেছে। বলবর্মার তাম্রশাসনে বলা হইতেছে, "দক্ষিণকূলে দিজ্জিন্নাবিষয়ান্তঃপাতিনো ধান্যচতুস্‌সহস্রোৎপত্তিমতো হেঙসিবাভিধানা ভূমিঃ"; রত্নপালের প্রথম শাসনে বলা হইতেছে, "উত্তরকূলে ত্রয়োদশগ্রামবিষয়ান্তঃপাতি বামদেবপাটকাপকৃষ্টভূমিসমেতলাবুকুটি ক্ষেত্রে ধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিকভূমৌ"; ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে বলা হইতেছে, "উত্তরকূলে মন্দিবিষয়ান্তঃপাতি-পণ্ডরীভূমিতোঽপকৃষ্টধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিকভূমৌ", ইত্যাদি। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, "কামরূপশাসনাবলী", ১৮ পৃ, ৯৯ পৃ. ১৩৬-৩৭ পৃ.।

৩ "Periplus of the Erythrean Sea", ed. by Schoff.

৪ "Kautilya's Arthasastra," ed. by R. Shamasastry. 2nd. edn. 1923.

৫ "Materials for a critical edition of the old Bengali Caryapadas," by Dr. Prabodhchandra Bagchi. J. D. Letters. C. U. Vol. xxx. pp. 1-156. "বৌদ্ধগান ও দোঁহা", হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩, ১-৩৬।

৬ Vappaghosavata grant of Jayanaga, Ep, Ind. xviii, p. 60 ff.

৭ "গৌড়লেখমালা", অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ১৩১৯, ৯-২৮ পৃ.

৮ Dhanaidaha Copper-plate insc, of the time of Kumaragupta I, Ep. Ind. xvii, p, 345 ff.

৯ Damodarpur Copper-plate inscriptions, Ep. Ind., xv, pp.

১০ Three Copper-plate grants from East Bengal (Faridpur). Ind. Ant. 1910. p. 193 ff. ১১ Ibid.

১২ Ghugrahati Copper-plate insc. of Samacaradeva, Ep. Ind. xviii, p. 74 ff.

১৩ Baigram Copper-plate insc. of the Gupta year 128, Ep. Ind. xxi, p. 78 ff.

১৪ Bhatera Copper-plate inscription of Govinda-Kesava, Ep. Ind.

১৫ Dhulla Copper-plate of Sricandra, Inscriptions of Bengal, iii, 1929, p. 165 ff.

১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪১ ভাগ, ১৩৪১, ৭৮-৭৯ পৃ।

১৭ Bhuvanesvar Inscription of Bhatta-Bhavadeva, Insc. of Bengal, iii, 1929, p. 25 ff.

১৮ "Yuan Chwang", by Watters, Vol. ii.

১৯ "গৌড়লেখমালা", ৩৭-৪৪ পৃ। ২০ ঐ, ৫৫-৬৯ পৃ। ২১ ঐ, ৯১-১০০ পৃ।

২২ Irda Copper-plate of the Kamboja King of Nayapaladeva, Ep. Ind. xxii, p. 150 ff.

২৩ "গৌড়লেখমালা", ১২৭-১৪৬ পৃ।

২৪ ২নং পাদটীকা দেখুন।

২৫ "Inscriptions of Bengal", III. p. 1-9.

২৬ Ibid, p. 14 ff.

২৭ Ibid, p. 42 ff.

২৮ Ibid, p. 57 ff.

২৯ Ibid, p. 68 ff.

৩০ Ibid. p. 99 ff.

৩১ Ibid, p. 106 ff.

৩২ Ibid, p. 92 ff.

৩৩ Ibid, p. 81 ff.

৩৪ Ibid, p. 169 ff.

৩৫ Ibid, p. 177 ff.

৩৬ Ibid, p. 132 ff.

৩৭ Ibid, p. 181 ff.

৩৮ Asrafpur Copper-plates of Devakhadga, Mem. A. S. B. I, p. 85 ff.

৩৯ "Inscriptions of Bengal", III, p. 165 ff.

৪০ "কীর্তি-কৌমুদী" গ্রন্থ লবণপাল ও বীরধবল বাঘেলাদের মন্ত্রী বস্তুপালের জীবনী। সোমেশ্বর ইহার রচয়িতা। Ed. by A. V. Kathavate. Bombay 1883. প্রথম সর্গ, ১২ পৃ, ৩৭ শ্লোক। "আজ্ঞাসারঃ করস্তো-ভূপোৗড়ো মোদকবন্নৃপঃ।" এই নৃপ হইতেছেন অনহিল্লপুরের রাজা জয়সিংহ (আনুমানিক ১০৯৩ খৃঃ)। ভ্রমক্রমে এই গ্রন্থ বিদ্যাপতির বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বস্তুতঃ সোমেশ্বর ইহার রচয়িতা।

৪১ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", সুকুমার সেন।

৪২ "কাব্যমীমাংসা"।

লবলী কি বস্তু, আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। গ্রন্থিপর্ণকের উল্লেখ একাধিক "নিঘণ্টু" গ্রন্থে আছে; ইহা এক প্রকার ভেষজ দ্রব্য বলিয়াই মনে হয়। কস্তুরী তিন প্রকার; নেপালের কস্তুরী ধূসর, কাশ্মীরের হরিদ্রাবর্ণ, এবং

কামরূপের কৃষ্ণবর্ণ। ভাবপ্রকাশের মতে নেপালের কস্তুরী নীলবর্ণ, এবং কাশ্মীরের ধূসর। এই মতে কামরূপের কস্তুরী সর্বশ্রেষ্ঠ, তার পর নেপাল এবং কাশ্মীরের স্থান।

৪৩ "Kautilya's Arthasastra," Shamasastry's edn. p. 86 and f. n. 7.

৪৪ Ibid, p. 99 and f. n. 2. মহাভারতে উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছরা যুধিষ্ঠিরকে সোনা ও মুক্তা উপঢৌকন দান করিয়াছিল (II, 30, 27)।

৪৫ ১৬ নং পাদটীকা দেখুন।

৪৬ "Kautilya's Arthasastra" op. cit. p. 54. মহাভারতের যুদ্ধ দৃশ্যগুলিতে বঙ্গদেশীয় হস্তীর উল্লেখ আছে।

৪৭ "Kautilya's Arthasastra" op. cit. p. 90-91 with f. ns.

৪৮ "Periplus of the Erythrean sea", ed. by Schoff. op. cit.

৪৯ J. R. A. S., 1806, p. 495.

৫০ Yule's "Marcopolo", II, p. 115. পঞ্চদশ শতকের আর একজন চীন পর্যটক বাঙলাদেশের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বলিতেছেন, "Five or six kinds of cotton fabrics were manufactured, one of which called Pi-chih was of very soft texture, 3 feet wide and 56 ft. long. Another ginger-yellow fabric called Man-cheti was also produced, which was 4 ft. wide and 50 ft. long, etc." J. R. A.S, 1895,, pp. 529-33, "Mahuan's Account of the Kingdom of Bengal", by G. Phillip.

৫১ "Materials for a critical edition of the old Bengali Caryapadas" by P. C. Bagchi op. cit, এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, প্রাচীন বাঙলা মূল পদ নং i, xxvi, x, ও ইহাদের তিব্বতী ও সংস্কৃত অনুবাদ; শেষোক্ত পদটির জন্য দ্রষ্টব্য নং xxv তিব্বতী ও সংস্কৃত অনুবাদ। সঙ্গে সঙ্গে বাগচী মহাশয়ের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৫২ ১৪নং পাদটীকা দেখুন।

৫৩ ২৩ নং " "।

৫৪ Indian Hist. Quarterly, vol, vi, 1930, p. 45 ff.

৫৫ Ind. Ant. 1910, p. 193 ff.

৫৬ "আগে আনি গুয়াপান থুইলেক বিদ্যমান
মূল্য বঙ্গে কাঁড়ারী ভুলাই।
একটি একটি পানে মরকত দশগুণে
গুয়াতে মাণিক্য যেন পাই।" ইত্যাদি
বংশীদাসের "মনসামঙ্গল", ৩৮০-৩৯০ পৃ।

"কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুঠের বদলে টঙ্ক।"
কবিকঙ্কণের "চণ্ডীকাব্য", ১৯১ পৃ।

৫৭ Pliny, "Natural History" xii, 18. প্লিনির বক্তব্য হইতেছে, There was "no year in which India did not drain the Roman Empire of a hundred million Sesterces." এই মুদ্রা-পরিমাণ এখনকার ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সমান।

৫৮ "Sanskrit Buddhism in Burma", Cal. Univ. 1936. pp. 93-94.

৫৯ "Brahmanical Gods in Burma," Cal. Univ. 1932; "Sanskrit Buddhism in Burma", Cal. Univ. 1936; "History of Theravada Buddhism in Burma" (in the press.)

৬০ N. G. Majumder, V. R. S. Monograph, No. 1.

৬১ "A Record of the Buddhist Religion…", by J-tsing. Ed. by J. Takakusu. Oxford. 1896.

৬২ N. N. Sen Gupta's edn. pp. 194-95। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে প্রাচীন বাঙলার স্থান কি ছিল, তাহার পরিচয় "মিলিন্দ-পঞ্হ" ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কিন্তু এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এত সুপরিচিত যে, তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

হীরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনা

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২৩এ নবেম্বর ১৯৪০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলে পরিষদ্-তোরণে শানাই বাজিতে আরম্ভ হয় এবং দুইটি বালিকা শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করে। পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রথমে হলঘরে লইয়া যান। মন্দিরের প্রবেশ-পথ ও হলঘরটি শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্ত্তৃক বিচিত্র আলিপনায় সজ্জিত হইয়াছিল। হলঘরের মাঝখানে সকলে দণ্ডায়মান হইলে আলোকচিত্র গৃহীত হয়। পরে হীরেন্দ্রবাবুকে মঞ্চোপরি লইয়া যাওয়া হয়। মঞ্চটিও মনোরম আলিপনায় চিত্রিত হইয়াছিল। সভাস্থ সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বচন পাঠ করেন এবং হীরেন্দ্রবাবুর কপালে চন্দন-লেপন করেন। পরে নিম্নোক্তরূপ কার্য্যসূচী অনুসৃত হয়।

শ্রীযুক্ত কালীপদ পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুকে মাল্যদান করেন।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নোক্ত মানপত্র পাঠ করেন,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

মহাশয়ের করকমলে—

হে মহাভাগ,

আপনার সুদীর্ঘ সাহিত্য ও কর্ম্ম-জীবনের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া বঙ্গদেশের সাহিত্য-সমাজের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে সাদর সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছে।

আপনি এই প্রতিষ্ঠানের পরম আত্মীয় ও সর্ব্বোত্তম সুহৃৎ; যে কয়জন অনন্যকর্ম্মা সুধী সাহিত্যিকের যত্ন ও চেষ্টায় দীর্ঘ সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার জন্ম হইয়াছিল, আজ তাঁহাদের সকলেই সংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন, একমাত্র আপনিই আপনার জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা ইহাকে যশোমণ্ডিত করিয়া চলিয়াছেন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হে অদ্বিতীয় আজন্মবান্ধব, এই প্রতিষ্ঠানে আপনার পদাঙ্কানুসারী সেবক আমরা আপনাকে সশ্রদ্ধচিত্তে সগৌরবে বরণ করিতেছি।

কৈশোরে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি বঙ্গভারতীর সেবায় ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল নিষ্ঠার সহিত বাণীসাধনায় রত আছেন; গীতা, ভাগবত, বেদান্ত ও উপনিষদের হিমালয়-চূড়া হইতে দুরূহ তপস্যার দ্বারা ভগীরথের ন্যায় রস-গঙ্গাকে আমাদের সাহিত্য-সংসারে বহন করিয়া আনিয়াছেন; সুদুর্লভ বৈষ্ণব-প্রেমের অধিকারী আপনি, সর্ব্ববিধ কঠিন দার্শনিক চিন্তা ও ভগবৎতত্ত্বকথাকে সরস সাহিত্য-রূপ দান করিয়া সাধারণের আস্বাদনীয় করিয়া তুলিয়াছেন, হে রসিক, হে প্রেমিক সাহিত্যস্রষ্টা, আমরা আজ আপনাকে সংবর্দ্ধিত করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইতেছি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীর যখন জাতীয় নবজাগরণ ঘটিল, বাঙালীর নবোদ্বুদ্ধ ভাবচেতনা বিবিধ মঙ্গলকর্ম্মে বিকাশলাভে উন্মুখ হইল, তখন আপনি স্বীয় জ্ঞান ও তপস্যা-মহিমায় শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্যের বিবিধ কল্যাণকর কাজে দেশবাসীকে প্রেরণা যোগাইয়াছেন এবং বহু দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও কর্ণধাররূপে বাঙালীকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছেন; অসংখ্য কর্ম্মবন্ধনের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার কল্যাণহস্ত শিথিল হয় নাই—হে অনন্যব্রতী দেশসেবক, আমরা আপনাকে নমস্কার নিবেদন করিতেছি।

হে দার্শনিক, আপনার কাব্যরসধারায় স্নান করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি; আপনার সুললিত ছন্দানুবাদে ভারতের কালিদাস ও বাংলার জয়দেবকে আমরা একান্ত নিজস্ব করিয়া পাইয়াছি; ভাগবতের রসসমুদ্রে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কাব্য, বিজ্ঞান ও দর্শন আপনাতে একত্র মিলিত হইয়াছে; আপনার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারায় আমরা নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছি; হে কবি, আমাদের সপ্রেম অভিবাদন গ্রহণ করুন।

হে তপস্বী, যৌবনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আপনি দীক্ষালাভ করিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্রের নিকট কাব্য-প্রেরণা পাইয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ববাদীদের সান্নিধ্যে আপনার ভাগবতী চেতনা জাগ্রত হইয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য, নবীনচন্দ্রের প্রিয় বান্ধব এবং বঙ্গদেশে ঈশ্বরতত্ত্ববাদীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, হে হীরেন্দ্রনাথ, আমাদের সম্মিলিত শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আপনার ঐকান্তিক সাধনায় ও অকুণ্ঠ সেবায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তথা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নব নব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, আপনি শতায়ুঃ হইয়া ইহার অধিকতর কল্যাণ সাধন করুন—শ্রীভগবানের কাছে আজ আমাদের ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করিয়া আমরাও যেন এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে পারি—অদ্যকার শুভদিনে আমরাও আপনার নিকট সেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

মান-পত্র পাঠের পর সম্পাদক মহাশয় পরিষদের অন্যতম বান্ধব মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পক্ষ হইতে মুর্শিদাবাদের একটি গরদের জোড় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে অর্পণ করেন।

অতঃপর হীরেন্দ্রবাবুর শিষ্যস্থানীয় কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম. এ. মহাশয় কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া গুরুবন্দনা করেন, এবং রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর ভারতীয় প্রাচীন প্রথানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুকে যে একটি শমীবৃক্ষ উপহার পাঠাইয়া দেন, তাহা প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় স্বরচিত নিম্নোক্ত "কবি-প্রশস্তি" পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

কবি-প্রশস্তি

জ্ঞানের সাধনা লভে পরিণতি কঠিন ব্রহ্মবাদে,
পিছে প'ড়ে থাকে কুরুক্ষেত্র প্রভাস রৈবতক;
সংসার-ত্যাগী যাজ্ঞবল্ক্যে মৈত্রেয়ী শুধু সাধে—
ঈশ্বরবাদ খুঁজিতে ব্যাকুল গীতার অধ্যাপক।
উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব বেদান্ত-পরিচয়,
কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, বৌদ্ধ-নাস্তিকতা—
অবতাররূপী ঈশ্বর যাঁর ধরায় অভ্যুদয়,
তত্ত্বে তাঁহার ছিল একদিন জ্ঞানের সার্থকতা।
অদ্বৈতের বাদ-প্রতিবাদ যাজ্ঞবল্ক্য জানে,
নীরস সাংখ্য করিল প্রচার জীবন্মুক্তি-বাণী;
কৃষ্ণতত্ত্বে বঙ্কিম, কথা কহে পণ্ডিত-কানে,
দার্শনিকের ঘটে বিভ্রম চঞ্চল হয় প্রাণী।
পাণ্ডিত্যের কূট-আবর্ত্তে ভরা তরীখানি ডোবে,
অতল সলিলে শুষ্কজ্ঞানের দুঃসহ নির্ব্বাণ!
হে তাপস, তব ভারতী সেদিন কাঁদিল মনঃক্ষোভে,
তখনো বীণার বাকি ছিল তার, থামে নি ললিত তান।

সযতনে তুমি কম্পিত হাতে আবার বাঁধিলে বীণা,
ঊষর মরুতে শ্যাম তৃণরাজি সহসা শিহরি উঠে,
প্রসন্ন হাসি হাসিলেন মাতা শুষ্ক-সাধন-ক্ষীণা—
শতদলদল করে টলমল রাঙা ও চরণপুটে।
সেদিনের সেই গতি বিপরীত তারই আনন্দে কবি,
এ যুগের কবি করিল রচনা তব বন্দনা-গান,

রাসলীলা আর মেঘদূত আঁকে মানব-মনের ছবি—
প্রেমের বাতাসে জ্ঞানের তটিনী হরষে বহে উজান।
কে ছিল প্রবীণ—জ্ঞানেতে বৃদ্ধ, কে ছিল তত্ত্ববাদী,
হিসাব তাহার পারে নি রাখিতে আকাশে জ্যোৎস্নাধারা,
কাননে কুসুম মেঘে মেঘে রঙ ছিল মায়াজাল ফাঁদি,
কৃষ্ণরাধার প্রেমে শুকসারী খাঁচায় আত্মহারা।
হে কবি, তোমায় বন্দি রূপকে, বুঝিবে তুমি তা জানি,
প্রেমিক, তোমার চরণে জানাই শতেক নমস্কার।
আধেক চিনেছি, চিনি না আধেক, তাতে বল কিবা হানি—
কৃষ্ণজন্মে হাসে একদিন কংসের কারাগার।

প্রেমের ধর্ম্মে বুঝে নিও কবি, কি আমি বলিতে চাহি,
শেষ কথা তুমি জীবনের শেষে বুঝিয়াছ জানিয়াছি,
ব্রজগোপীদলে নিজে ভগবান্ পারে নেন তরী বাহি,
গোপালের রূপে শ্রীহরি স্বয়ং ফিরিছেন ননী যাচি।
এই শেষ কথা, হে কবি প্রেমিক, তোমার লেখনীমুখে,
শুষ্ক জ্ঞানের মরুভূমি মাঝে টলমল সরোবর,
তোমারে খুঁজেছি, তোমারে পেয়েছি, তোমারে ধরেছি বুকে,
কবির চরণে কবির অর্ঘ্য কাব্যেই মনোহর।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত নিম্নোদ্ধৃত বাণী পঠিত হয়—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, এ সংবাদে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সাহিত্য-সমাজে হীরেন্দ্রবাবু যে সমুচ্চ সম্মানের যোগ্য, তাহারই ঘোষণার সংকল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

এই সংবর্দ্ধনা-সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া (ক) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহ্‌তাপ বাহাদুর, (খ) শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, (গ) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, (ঘ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং (ঙ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি পঠিত হয়।

অতঃপর সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু দেশের স্থায়ী উপকারের দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কর্ণধাররূপে তিনি নীরবে নিভৃতে বহু বৎসর উহার সেবা

করিয়াছেন। দার্শনিক ও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি দেশের প্রকৃত সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার অন্তরের সমস্ত প্রেরণা বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি ইহার বর্ত্তমান উন্নত ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি পরিষদের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে এই পরিষদের জীর্ণ মন্দির সংস্কার, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ, কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম-ভবন সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার জীবন অতি বিচিত্র এবং দেশের পক্ষে হিতকারী। আজ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন—নেতা কই!—কাজ কই! শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কাজ করিতে হইবে। বিবেকানুমোদিত পথে চলিলে ফল হইবেই হইবে—এই শিক্ষা তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন।

উত্তরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলেন, দীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল আমি বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছি। ৪৭ বৎসর পূর্ব্বেকার ক্ষুদ্র বীজ আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্রূপ প্রকাণ্ড মহীরুহরূপে দেখা দিয়াছে এবং বহু ঝঞ্ঝা ও বিপদের ভিতর দিয়া উহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও এক্ষণে ফলভরে অবনত হইয়াছে। এই সাহিত্য-পরিষদ্‌কে আশ্রয় করিয়া শত প্লাবনের ভিতরেও জাতীয় জীবনতরী সাফল্যের মন্দিরে নিশ্চিতরূপে পৌছিতে সক্ষম হইবে। যে দিন আমি শেষ শয্যা গ্রহণ করিব, সে দিন এ কথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিব যে, পরিষদের সেবকরূপে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আমি পরমধামে যাত্রা করিতেছি। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে যদি স্তুতিরস অঞ্জলি ভরিয়া পান করি, তবে আপনারা বিস্মিত হইবেন না।

সভার শেষে সঙ্গীতাদির জলসা বসে, শ্রীযুক্ত কালীপদ পাঠকের টপ্পা গান, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ দাসের ম্যাজিক সভাস্থ সকলকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করে। সর্ব্বশেষে জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

নিম্নোক্ত হিতৈষিগণ অর্থ সাহায্য করিয়া এই অনুষ্ঠানের সাফল্য সম্পাদন করেন।

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা	১৲	জের	১৫৲
” অনাথগোপাল সেন	১৲	শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
” অনাথনাথ ঘোষ	১৲	” গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
” অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	” চন্দ্রকুমার সরকার	১৫৲
” অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲	” চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি. আই.ই.	২৲
” ঈশানচন্দ্র রায়	২৲	” কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ	১০৲
” রেভাঃ এ. দোঁতেন	২৲	” জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
” খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর	২৲	” জনৈক অনুরাগী	৫৲
	১৫৲		৫০৲

জের		৫০৲
শ্রীযুক্ত	ত্রিদিবনাথ রায়	১৲
"	দেবপ্রসাদ ঘোষ	১৲
"	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
"	ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	১৲
"	ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী	২৲
"	পুলিনবিহারী সেন	১৲
"	প্রফুল্লকুমার সরকার	১৲
"	স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৫৲
"	মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহ্‌তাপ বাহাদুর	১৫৲
"	বিভাস রায় চৌধুরী	১৲
"	কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ	৩০৲
"	ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া	১৲
		১২১৲

জের		১২১৲
শ্রীযুক্ত	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
"	মন্মথমোহন বসু	১৲
"	মৃণালকান্তি ঘোষ	২০৲
"	যতীন্দ্রনাথ বসু	৩০৲
"	স্যর যদুনাথ সরকার	১৫৲
"	কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়	৫৲
"	শান্তি পাল	১
"	শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	১৲
"	সজনীকান্ত দাস	২৲
"	সতীশচন্দ্র বসু	১৲
"	সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
"	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
"	সুরেশচন্দ্র মজুমদার	১৲
		২০১৲

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত ৬৬ বৎসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। **ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেন্টের তহবিলে রক্ষিত হয়; এজন্য ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ।** আদায়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই ফাণ্ডের টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আর্থিক দুর্দ্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। চাঁদার হার অতি অল্প এবং **দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও আফিসের খরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়।**

সঞ্চিত মূলধন—২৫০০,০০০৲

প্রদত্ত পেনশন্—১৯০০,০০০৲

সভ্যগণ প্রতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে ব্যয় হয়।

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

সেক্রেটারী

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা।

টেলিফোন—ক্যাল ৩৪৯৪।

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী =

(মূল্যতালিকা : পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত — ৩৲, ৪৲

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ — ৬।।০, ৮।।০

চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ২।।০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ — ৩।।০, ৪।।০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) — ৩।০, ৪।।০
২য় খণ্ড— — ৩৲, ৩।।০
৩য় খণ্ড— — ২।।০, ৩।০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৲, ২।।০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — ।।০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত — ২৲, ৩৲

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত — ১৲, ১।০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ১৲, ১।।০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত — ১৲, ১।।০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় — ১।।০, ২৲

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৲, ১।০

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত — ২৲, ২।।০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় — ৩৲, ৬৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু — ১।।০, ২।০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত — ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত — ১৲, ১।।০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত — ।।০, ৸০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত — ৫৲, ৬।০

আলালের ঘরের দুলাল
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস — ১।।০

কালীপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

রামনারায়ণ তর্করত্ন
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

রামরাম বসু
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

নবযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারক

আয়ুর্বেদ-প্রচারে প্রথম

সি. কে. সেন এণ্ড কোং-র

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭৷৷০, ডাকমাশুল ১৶০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬৷৷০, ডাকমাশুল ১৶০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৲, ডাকমাশুল ১৷৶০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৲, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

জবাকুসুম হাউস—৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির। এখানকার মাদুলীতে সন্তান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

"..........Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*—1939. P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্যানুরাগীদের পড়িবার মত কয়েকখানি বই

সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার-প্রণীত

মারাঠা জাতীয় বিকাশ

মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস

—মূল্য আট আনা—

* *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বাংলা সাময়িক-পত্র

১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

বাংলা সাময়িক পত্রের

বিস্তৃত সচিত্র ইতিহাস

—মূল্য তিন টাকা—

*

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যের ইতিহাস

—মূল্য এক টাকা—

*

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা

উচ্চশিক্ষিতা মোগল রমণীদের ইতিবৃত্ত

—মূল্য আট আনা—

* *

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-প্রণীত

Treatment of Love in Sanskrit Literature

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের স্থান

—মূল্য এক টাকা—

* *

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন-প্রণীত

বাঙ্গালা-সাহিত্যে গদ্য

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা

—মূল্য দুই টাকা—

* *

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

অধুনা দুষ্প্রাপ্য কয়েকখানি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ

লেখকদের গ্রন্থপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ

কলিকাতা কমলালয়	১৲
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৲
বেদান্ত চন্দ্রিকা	১৲
ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৲
স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক	১৲
নববাবুবিলাস	১৲
পাষণ্ড পীড়ন	১৲
হুতোম প্যাঁচার নক্শা	২॥০
বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ	॥০
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ	॥০
কৃপারশাস্ত্রের অর্থ-ভেদ	৫৲

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

সমগ্র রচনাবলী

—মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী—

—মূল্য তিন টাকা—

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩১এ আষাঢ়।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ১০ই শ্রাবণ (২৬এ জুলাই) শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অধিবেশনে উপস্থিত হইলে সুখী হইব। ইতি—

বশংবদ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। সভাপতির বক্তব্য, ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত রায় জলধর সেন বাহাদুরের তৈল-চিত্র, ৩। (ক) সাধারণ-সদস্য এবং (খ) সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৫। অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ, ৬। অষ্ট-চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৭। অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ও ৮। বিবিধ।

নিবেদন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ করিয়া বিগত কয়েক বৎসর পরিষদের বহু হিতকামী সদস্য ও বন্ধু পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থ, প্রাচীন পুথি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন চিত্র, প্রাচীন প্রস্তর ও ধাতব মূর্ত্তি, বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পরিষৎকে দান করিয়া ইহার সৌষ্ঠব ও সম্পদ্ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন। আমাদের বিনীত নিবেদন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যতগুলি সম্ভব, এই শ্রেণীর দ্রব্য ঐ দিন দান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি—

বশংবদ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩১এ আষাঢ়।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৮ই শ্রাবণ (২৪এ জুলাই) বৃহস্পতিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনপঞ্চাশৎ প্রতিষ্ঠা-দিবস। তদুপলক্ষে আগামী ১১ই শ্রাবণ (২৭এ জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন হইবে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ১১ই শ্রাবণ যথাসময়ে পরিষদ্ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া এই সম্মিলনে যোগদান করিলে সুখী হইব। ইতি—

বশংবদ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-এ

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম-এ

ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, বি-এ

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, বি-এ, বি-ই,

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম-আর-এ-এস

পুথিশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এস্‌সি, জি-ডি-এ, আর-এ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ২। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম এস্‌সি, ৩। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট্, ৬। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, এম-এ, ৮। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দোঁতেন, জি-এস্, ১০। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ১১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এল, ১২। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৩। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৪। শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৫। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ১৬। শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল, ১৭। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ, ১৮। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীযুক্ত শান্তি পাল, ২০। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, [illegible]। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায়, এম-এস্‌সি, বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, ২৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এল, ২৭। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৮। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, এম-এ, বি-এল।

সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে

ভারতে মকরধ্বজ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে ইহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বর্তমান কালে সকল শ্রেণীর চিকিৎসক নানা রোগে ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মকরধ্বজ অদ্রাব্য বস্তু, সহজ অবস্থায় পাকস্থলীর রসে জীর্ণ হয় না। এই কারণে সেবনের পূর্বে বহুক্ষণ মাড়িতে হয়। কিন্তু খল-নুড়ির পেষণ কখনও চূড়ান্ত হয় না, চর্মচক্ষুতে যাহা সূক্ষ্ম বোধ হয় অণুবীক্ষণে তাহার স্থূলতা ধরা পড়ে। এই কারণেই মকরধ্বজে সকল ক্ষেত্রে উপকার দর্শে না। যদি ফললাভে নিশ্চিত হইতে হয় তবে

অণুমকরধ্বজ

সেবন করা কর্তব্য। ইহা বিশুদ্ধ ষড়্গুণ স্বর্ণাঢ্য মকরধ্বজ, যন্ত্রের প্রচণ্ড পেষণে তনূকৃত এবং কণাসমূহের অশেষ বিভাজনের ফলে সক্রিয়। প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণ মাত্রা) থাকে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪১শ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

[illegible] ১৩৪৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

বিবরণ		টাকা
চাঁদা		৪১০০৲
প্রবেশিকা		১৫০৲
পত্রিকা বিক্রয়		৩০০৲
গ্রন্থাবলী বিক্রয়		৪৫০০৲
বার্ষিক সাহায্য		১৮৫০৲
বঙ্গীয় রাজসরকার	১২০০৲	
কলিকাতা কর্পোরেশন	৬৫০৲	
	১৮৫০৲	
বিজ্ঞাপনের আয়		২৩০৲
এককালীন দান		৩৫০৲
আজীবন সদস্য	২৫০৲	
অন্যান্য বাবদ	১০০৲	
	৩৫০৲	
স্থায়ী তহবিলের সুদ		২০০৲
বিভিন্ন তহবিলের কার্য্য পরিচালনার্থ প্রাপ্তি		২০০৲
প্রতিষ্ঠা উৎসবের চাঁদা		৫০৲
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের সুদ		৩৯৫৲
বিবিধ আয়		১৫০৲
গতবর্ষের উদ্বৃত্ত		৯৭/৬
		১২৫৭২/৬

ব্যয়

নং	বিবরণ		টাকা
১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ		৩৬০০৲
২।	পত্রিকা মুদ্রণ		৯০০৲
৩।	পুস্তকালয়		৮৫০৲
৪।	চিত্রশালা		৫০৲
৫।	পুথিশালা		৫০৲
৬।	বিবিধ মুদ্রণ		৭৫৲
৭।	ডাক মাশুল		১৫০৲
৮।	আলো ও পাখা		১৪০৲
৯।	টেলিফোন		১৩০৲
১০।	বেতন		৫২০২৲
	সাধারণ	২১৫৪৲	
	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৫৬৪৲	
	চিত্রশালা	৩৩৬৲	
	পুথিশালা	৮৭৬৲	
	পুস্তকালয়	১২৭২৲	
		৫২০২৲	
১১।	চাঁদা আদায়ের খরচ		২৮০৲
১২।	দপ্তর সরঞ্জামী		৫০৲
১৩।	গাড়ী ভাড়া		২২০৲
১৪।	প্রতিষ্ঠা উৎসব		৫০৲
১৫।	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার হইতে সাহায্য		৩৯৫৲
১৬।	বিবিধ ব্যয়		২২০৲
			১২৩৬২৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
১৯।৩।৪৮.

শ্রীরমণীকান্ত বসু
সভাপতি, আয়-ব্যয় সমিতি
২২।৩।৪৮

শ্রীযদুনাথ সরকার
সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
২২।৩।৪৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩১এ চৈত্র

তহবিল ও দেনা

সাধারণ তহবিল				
গত সন হইতে আগত		৩২৭৩০২।২		
যোগ—কাঃ নিঃ সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী জমি ও ভবনের মূল্য পুনর্নির্দ্ধারণ জনিত বৃদ্ধি				
জমি—পরিষদ্ ভবন	১৪১৩৭॥০			
রমেশ-ভবন	৬৬০০৲	২০৭৩৭॥০		
		৩৪৮০৩৯৸২		
বাদ—ক্ষয়				
পরিষদ্ ভবন	১৫৬৬৲			
আসবাব	১১৩৮৸০			
তৈলচিত্র	৯৩৭৲			
পুস্তকালয়	৩৩৫১৲			
পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থ	১০১৫০৲	১৭১৪২৸০		
		৩৩০৮৯৭৻২		
যোগ—বর্ত্তমান বর্ষে সংগ্রহ				
পুস্তকালয়	৭৬৮৲			
পুঁথিশালা	১৯০৲	৯৫৮৲	৩৩১৮৫৫৻২	
বাদ—কোম্পানী কাগজ বিক্রয় বাবদ			৪৮১৸৶৯	
			৩৩১৩৭৩৴৫	
যোগ—স্থায়ী হইতে সাধারণ তহবিলে হস্তান্তর			৫০৫০৲	
			৩৩৬৪২৩৴৫	
বাদ—বর্ত্তমান বর্ষে ব্যয়াধিক্য			৪৩৫২॥১১	
			৩৩২০৭০॥৬	
আমানত জমা		৫৮৪৲		
হাওলাত জমা		১৫০৲		
অগ্রিম চাঁদা		১৬১৲		
বাজার দেনা		৪৮॥৵০	৯৪৩॥৵০	৩৩৩০১৪৵৬
গচ্ছিত তহবিল				
গত সন হইতে আগত			৩৪৮৬৮৸৫	
যোগ—বর্ত্তমান বর্ষে উদ্বৃত্ত		৩৬৩৵১০		
স্তর জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি তহবিলে লেডী বসু কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোম্পানী কাগজ		৩০০০৲	৩৩৬৩৵১০	
			৩৮২৩১৸৶৩	৩৩৩০১৪৵৬

পরিষৎ
তারিখের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স শীট)

সম্পত্তি ও পাওনা		
সাধারণ তহবিল		
জমি—পরিষদ্ ভবন	৩২১৮৭॥০	
রমেশ ভবন	২১০০০৲	৫৩১৮৭॥০
গৃহ—পরিষদ্ ভবন		
গত সন হইতে আগত	২০৮৪৩৲	
বাদ ক্ষয়—	১৫৬৬৲	
	১৯২৭৭৲	
যোগ—বিস্তার	২৭৫৲	
	১৯৫৫২৲	
রমেশ ভবন		
গত সন হইতে আগত	৫৯৩৬৪৲	৭৮৯১৬৲
আসবাব		
গত সন হইতে আগত	১১৩৮৯৸০	
বাদ—ক্ষয়	১১৩৮৸০	
	১০২৫১৲	
বর্ত্তমান বর্ষে সংগৃহীত	২০০০৲	১২২৫১৲
তৈলচিত্র		
গত সন হইতে আগত	১৮৭৪৮৲	
বাদ—ক্ষয়	৯৩৭৲	১৭৮১১৲
পুস্তকালয়		
গত সন হইতে আগত	১১১৭৮৫৲	
বাদ—ক্ষয়	৩৩৫১৲	
	১০৮৪৩৪৲	
যোগ—বর্ত্তমান বর্ষে সংগৃহীত	৭৬৮৲	১০৯২০২৲
পুথিশালা		
গত সন হইতে আগত	২৭৪৫৭৲	
যোগ—বর্ত্তমান বর্ষে সংগৃহীত	১৯০৲	২৭৬৪৭৲
চিত্রশালা		
গত সন হইতে আগত		১৫৯৯৫৲
প্রফুল্লচন্দ্র সংগ্রহ	২২৮২৲	
রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ	২৯০৲	২৫৭২৲
পরিষদ্ প্রকাশিত গ্রন্থ		১১৯৭৫৸০
		৩২৯৫৫৭।০

জের—			৩৩৩০১৪৵৬
গচ্ছিত তহবিল জের		৩৮২৩১৸৶৩	
কার্য্য পরিচালনার্থ সাধারণ তহবিলে দেয়		৪৩॥৵৩	
দেনা—হাওলাত জমা		১৲	৩৮২৭৬॥/৬
স্থায়ী তহবিল			
গত সন হইতে আগত	১৫৬৬৪৵৯		
বাদ—সাধারণ তহবিলে প্রত্যর্পণ			
কোম্পানী কাগজ বাবদ ৫০০০৲			
নগদ ৫০৲	৫০৫০৲		
	১০৬১৪৵৯		
বাদ—ব্যাঙ্ক চার্জ্জ	৶৬	১০৬১৩৸৶৩	
যোগ—সুদ কোম্পানী কাগজ		১৭৫৲	১০৭৮৮৸৶৩
ঝাড়গ্রাম রাজ তহবিল			
গত সন হইতে আগত		৪১৫১৸৶১	
যোগ—বর্ত্তমান বর্ষের আয়			
এককালীন দান	৪৪৫৲		
গ্রাহকগণের নিকট হইতে প্রাপ্তি	১৮৫৮৲		
নগদ বিক্রয়	৮৩৪॥০		
ব্যাঙ্কে আমানত জমার সুদ	৮৬৶১০		
পুস্তক পাঠাইবার খরচ আদায়	৮৫/০	৩৩০৮৸১০	
		৭৪৬০॥৶১১	
বাদ—বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়			
গ্রন্থমুদ্রণ, কাগজ, বাঁধাই, পরিচালন, ডাক মাশুল প্রভৃতি	৪০৪৮॥৶৭		
গ্রন্থমুদ্রণ বাবদ দাদন	১৯০২৸/৯	৫৯৫১॥/৪	
		১৫০৯৵৭	
যোগ—হাওলাত জমা	৫৸৬		
আমানত জমা	২২॥০		
গ্রন্থ প্রকাশ বাবদ রয়েলটী	৩৫৯৲		
কার্য্য পরিচালনার্থ সাধারণ তহবিলের দেয়	১৫৬৸৵০	৫৪৪৵৬	২০৫৩।/১
			৩৮৪১৩৩।৪

হিসাব পরীক্ষার মন্তব্য পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হইল।

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
বি. এস্‌-সি., জি. ডি. এ, আর. এ.

কলিকাতা

২২এ আষাঢ়, ১৩৪৮।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, বি. এ.
হিসাব-পরীক্ষকগণ

পরিষৎ

তারিখের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স শীট)

জের		৩২৯৫৫৭।০	
পাওনা			
চাঁদা	১৭৭৪॥০		
বিজ্ঞাপন	৯২৲		
গ্রন্থাদি বিক্রয়	৭৭॥৵৩		
কলিকাতা করপোরেশন	৬৫০৲		
গচ্ছিত ও ঝাড়গ্রাম রাজ তহবিলের কার্য্য পরিচালন বাবদ পারিশ্রমিক প্রাপ্য	২০০॥৩	২৭৯৪॥৵৬	
দাদন			
পরিষদ্ কর্ম্মচারী	৪৲		
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন	৫০৲		
অন্যান্য তহবিল	৬৸৬	৬০৸৬	
মজুত			
ব্যাঙ্কে	৫৭১।৴০		
পরিষদ্ তহবিলে	২৮৶৮		
ডাক টিকিটে	২৵০	৬০১।৶৬	৩৩৩০১৪৵৬
গচ্ছিত তহবিল			
মজুত			
ব্যাঙ্কে	২৩৩৪।৴৬		
কোম্পানী কাগজে	৩৫৯০০৲		
পরিষদ্ তহবিলে	৪২।০		৩৮২৭৬॥৴৬
স্থায়ী তহবিল			
মজুত			
ব্যাঙ্কে		৭৮৮৸৶৩	
কোম্পানী কাগজে		১০০০০৲	১০৭৮৮৸৶৩
ঝাড়গ্রাম রাজ তহবিল			
ব্যাঙ্কে		১৬২৪॥৴৩	
ডাকঘরে		২৫৩।৵০	
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট		১৭৫।৴১০	২০৫৩।৴১
			৩৮৪১৩৩৶৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
১৯।৩।৪৮

শ্রীরমণীকান্ত বসু
সভাপতি, আয়-ব্যয় সমিতি
২২।৩।৪৮

শ্রীযদুনাথ সরকার
সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
২৮।৩।৪৮

সাধারণ তহবিল

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

আয়		ব্যয়		
চাঁদা	৩৯৭১৲	গ্রন্থ মুদ্রণ		১৫৮৩৵৬
আজীবন-সদস্যের চাঁদা	২৫০৲	পত্রিকা মুদ্রণ		৭৩৪৸৵৯
প্রবেশিকা	১৪১৲	পুস্তকালয়		২৪১৬।/৩
গ্রন্থ বিক্রয়	৬৫৫৲৯	চিত্রশালা		২৩৫॥৶৬
পত্রিকা বিক্রয়	৩০৩/০	পুথিশালা		৯১৬৶৩
বিজ্ঞাপনের আয়	২০০॥০	আলো ও পাখা		১২৪॥৶৯
এককালীন দান	১৭৬।০	টেলিফোন		১৫৩।০
গবর্ণমেণ্ট সাহায্য	১২০০৲	দপ্তর সরঞ্জামী		৮৮৲৩
করপোরেশন সাহায্য	৬৫০৲	গাড়ী ভাড়া		১৪৫।৶০
সুদ	৩৮৫/১০	বেতন (সাধারণ)		২১৯৬৲
সংবর্দ্ধনার আয়	২২১৸৶৬	চাঁদা আদায়ের খরচ		৩৫০॥/৩
প্রতিষ্ঠা-উৎসব চাঁদা	৭৯৲	ব্যাঙ্ক চাজ্জ		১২॥০
সম্মিলনের চাঁদা	২৲	সংবর্দ্ধনার ব্যয়		১৪২৸/৩
পদক ও পুরস্কার	১১॥৵০	প্রতিষ্ঠা-উৎসব		৯৩৵৯
কার্য্য পরিচালনায় পারিশ্রমিক	২০০॥৩	সম্মিলন		৯/০
বিবিধ আয়	১২১৯।০	পদক ও পুরস্কার		১১॥৵০
		বিবিধ মুদ্রণ		৫৯।০
		স্মৃতিরক্ষার ব্যয়		২৶৯
		ডাক-সাধারণ		৯৭।৵৯
		,, অধিবেশন		৪৮৵৯
		সাহায্য		৩৮৲
		বিবিধ ব্যয়		৬৬।/৯
	৯৬৬৬।/৪	মন্দির সংস্কার	৬৫১৮৸০	
		বাদ বিস্তার	২২৭৫৲	৪২৪৩৸০
				১৩৭৬৮॥৶৬
ব্যয়াধিক্য	৪৩৫২॥১১	রামমোহন রায় গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের ব্যয়াধিক্য সাধারণ তহবিলে চালান	২২০৸৵৯	
		গ্রন্থ বিক্রয়াদি বাবদ অনাদায়	২৯।০	২৫০৵৯
	১৪০১৮৸৵৩			১৪০১৮৸৵৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।
১৯।৩।৪৮

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
বি. এস্‌-সি., জি. ডি. এ., আর. এ.
শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন বি. এ.
হিসাব-পরীক্ষকগণ।
২২।৩।৪৮

গচ্ছিত তহবিল

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

আয়		ব্যয়		
চাঁদা	৬২৭৸৵০	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়		৯।/৬
গ্রন্থ বিক্রয়	২৬০৸৶৬	গাড়ীভাড়া		২১৩৸৯
		বিবিধ ব্যয়		২১/৬
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান	।/০	বঙ্কিম-ভবন সংস্কার		১০০০৲
		দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার হইতে সাহায্য		৩৬২৲
সুদ	১২১৭৸২	সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা তহবিলে প্রদান		৫৫৲
কোম্পানী কাগজ ক্রয়ার্থে প্রাপ্ত	১৫৩৷৶১১	পারিশ্রমিক		১৫০৲
		ব্যাঙ্ক চার্জ্জ		৭॥৬
				১৮১৮৸৩
		রামমোহন গ্রন্থপ্রকাশ পরিসমাপ্তি মূলে	৩৪/৩	
		কার্য্য পরিচালন ব্যয় (দেনা)	৪৩৷৵৩	
		ডাকটিকিট ,,	১৲	
			৭৮॥৶৬	৭৮॥৶৬
		উদ্বৃত্ত		৩৬৩৵১০
	২২৬০॥৵৭			২২৬০॥৵৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
১৯।৩।৪৮

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
বি. এস্-সি., জি. ডি. এ., আর. এ.
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, বি. এ.
হিসাব-পরীক্ষকগণ।
২২।৩।৪৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৩১এ চৈত্র তারিখে

তহবিল	১৩৪৬ বঙ্গাব্দে উদ্বৃত্ত	১৩৪৭ বঙ্গাব্দে আয়	১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
মহাভারত আদিপর্ব্ব	৫৫৲	৪।০	—	৫৯।০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি	২১৲	—	—	২১৲
মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি	৫৭৸৬	১৭৲	৯৷৶৯	৬৫৴৯
রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি	৫৩২৷১০	১৭৸৯	৷৴০	৫৪৯।৭
লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ	১৩১৪৩৷১	৭০৬।০	২৶৬	১৩৮৪৭৷৭
কাশীরাম দাস স্মৃতি	৬১৩৷৯	১৯ ৷৯	৶০	৬৩২।৶৬
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	১১৯৭২৴১	৪৮৭৶৯	৩৭০৸৶৬	১২০৮৮।৪
স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি	২১১৸১	৪৲	৶০	২১৫৷৶১
অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি	২৪৮৶৩	১০৷৭	৫৫৷০	২০৩৶১০
বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ	১১৪২৶১০	২৬৷৴০	।৴০	১১৬৮।৶১০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি	৯০৩।৶২	৭৴১	১৴০	৯০৯।৶৩
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি	৩৫৪৯৶৪	১১৬৸৶৫	১৸৶৬	৩৬৬৪৴৩
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান	১২২৭৸৴৯	৫৭৷৶৬	১৫১।৬	১১৩৪৶৯
বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষণ ভাণ্ডার	১১৫৭।৬	৬৬৩৸৶৯	১২২৩।৴৬	৫৯৭৸৴৯
স্যর জগদীশ বসু স্মৃতি	—	৩১২২৷০	১৷৶০	৩১২০৸৶০
দঃ কোম্পানী কাগজ ৩০০০৲				
দঃ সুদ ঐ ১২২৷০				
৩১২২৷০				
	৩৪৮৩৪৷৶২	৫২৬০৷৶৭	১৮১৮৸৩	৩৮২৭৬৷৴৬

কলিকাতা

২২এ আষাঢ়, ১৩৪৮

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
বি. এস্‌-সি., জি. ডি. এ, আর. এ.

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, বি. এ.

হিসাব পরীক্ষকগণ

পরিষৎ

গচ্ছিত তহবিলের বিবরণ

কোম্পানী কাগজে মজুত			ব্যাঙ্কে মজুত	কার্য্যালয়ে মজুত	
			৫৭৲	২।০	
			২১৲		
			৬৫/৯		
৩৷৷০	সুদের	৫০০৲	৪৯।৭		
৩৷৷০	,,	১৩০০০৲	৮২০।/১০	২৭৶৯	
৩৷৷০	,,	৫০০৲	১৩২।৶৬		
৩৷৷০ ৫৲	,,	১১৪০০৲	৬৮৮।৪		
৩৷৷০	,,	২০০৲	১৫৷৷৶১		
৫৲	,,	২০০৲	৩৶১০		
৩৷৷০	,,	১১০০৲	৬৮।৶১০		
৩৷৷০	,,	৯০০৲	৮৸৶৯	।৶৬	
৩৷৷০	,,	৩৫০০৲	১৬৪/৩		
৩৷৷০	,,	১১০০৲	৩৪৶৯		
৩৷৷০	,,	৫০০৲	৮৫৷৷০	১২।/৯	
৩৷৷০	,,	৩০০০৲	১২০৸৶০		
		৩৫৯০০৲	২৩৩৪।/৬	৪২।০	

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
১৯।৩।৪৮

শ্রীরমণীকান্ত বসু
সভাপতি, আয়-ব্যয় সমিতি
২২।৩।৪৮

শ্রীযদুনাথ সরকার
সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
২৮।৩।৪৮

হিসাব-পরীক্ষকগণের মন্তব্য

আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৩১এ চৈত্র তারিখের উদ্বৃত্ত-পত্র এবং উক্ত বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়াছি। আমাদের পরীক্ষার নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

সাধারণ তহবিল

সম্পত্তি—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী জমির মূল্য পুনর্নির্দ্ধারণজনিত নিম্নলিখিতভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পরিষৎ ভবন	১৪১৩৭৸৹
রমেশ-ভবন	৬৬০০৲
	২০৭৩৭৸৹

নিম্নলিখিত হারে আলোচ্য বর্ষে ক্ষয় (depreciation) ধরা হইয়াছে।

পরিষৎ ভবন	৭½%
আসবাব	১০%
তৈলচিত্র	৫%
পুস্তকালয়	৩%

নিম্নলিখিত সম্পত্তির উপর কোনরূপ ক্ষয় দেখান হয় নাই।

রমেশ ভবন, পুথিশালা, চিত্রশালা, প্রফুল্লচন্দ্র সংগ্রহ এবং রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বিস্তার সাধন ঘটিয়াছে—

পরিষৎ ভবনের ত্রিতল গৃহের দরুণ আংশিক	২৭৫৲
আসবাব—র‍্যাক, আলমারী প্রভৃতি	২০০০৲
পুস্তকালয়ে উপহৃত পুস্তক ৩৪৮ খানি গড়ে ২৲ টাকা হিসাবে	৭৬৮৲
পুথিশালায় সংগৃহীত পুথি ৭৬ খানা গড়ে ২৷৹ হিসাবে	১৯০৲

পরিষদ্ প্রকাশিত গ্রন্থ—পরিষদ্ প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের যথাযথ হিসাব রাখিবার জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা মন্তব্য করিয়া আসিতেছি। আলোচ্য বর্ষে ষ্টকের হিসাব বহি ঠিকভাবে রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষে সুষ্ঠুভাবে উক্ত গ্রন্থসমূহের ষ্টকের হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিলাম। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৩১এ চৈত্র তারিখে মজুত গ্রন্থসমূহ গণনা করা হইয়াছে এবং একটী সম্পূর্ণ তালিকা হিসাবের সহিত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ প্রকাশিত গ্রন্থ মধ্যে কীটদষ্ট এবং অব্যবহার্য্য পুস্তকগুলি বাতিল করা হইয়াছে এবং উহার মূল্য বাবদ ১০১৫০৲ টাকা মজুত গ্রন্থের মোট মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

পাওনা চাঁদা—সদস্যের চাঁদার তালিকা অনুযায়ী শহর ২২৭৩৲ ও মফস্বল ৬৭০৸৹ টাকা মোট ২৯৪৩৷৹ টাকা বাকীর মধ্যে আনুমানিক ২১৬৯৲ টাকা অনাদায় বাদে বক্রী ৭৭৪৸৹ টাকা বাকী পাওনা হিসাবে দেখান হইয়াছে।

গচ্ছিত তহবিল

আলোচ্য বর্ষে গচ্ছিত তহবিলের হিসাব রক্ষা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে দেখিলাম। আমাদের পূর্ব্ব বৎসরের মন্তব্যানুসারে বিভিন্ন তহবিলের মজুত কোম্পানী কাগজ ও

উদ্বৃত্ত অর্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লয়েডস্ ব্যাঙ্কের পৃথক্ পৃথক্ হিসাবে রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত তহবিলের কোম্পানী কাগজ ও ব্যাঙ্কে মজুত তহবিল ব্যাঙ্কের certificate সহ মিলাইয়া ঠিক আছে দেখিয়াছি। রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের দরুণ আমানত জমা ২৫৫৲ টাকা সাধারণ তহবিল ভুক্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের ব্যয়াধিক্য ২২০৸৶৯ আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলের আয়-ব্যয়-হিসাবে খরচ লিখিয়া রামমোহন গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের হিসাবের পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী গচ্ছিত তহবিলের মোট আয়ের উপর শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে কার্য্য পরিচালনার্থ সাধারণ তহবিলকে প্রদান করা হইয়াছে।

স্থায়ী তহবিল

আলোচ্য বর্ষে মন্দির সংস্কার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী ৩½% সুদের ৫০০০৲ টাকার কোম্পানী কাগজ এবং আদায়কারীর আমানত জমা ৫০৲ (যাহা বহু বৎসর যাবৎ উক্ত তহবিল ভুক্ত ছিল) মোট ৫০৫০৲ টাকা সাধারণ তহবিলে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। মোট কোম্পানী কাগজের সুদ ৩৪৪৸৶১০ টাকা মধ্যে ১৬৯৸৶১০ আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলে চালান দেওয়া হইয়াছে, বক্রী ১৭৫৲ টাকা এই তহবিলভুক্ত আছে। কোম্পানী কাগজে মজুত ও ব্যাঙ্কে মজুত টাকা আমরা লয়েডস্ ব্যাঙ্কের certificate সহ মিলাইয়া ঠিক আছে দেখিয়াছি।

ঝাড়গ্রাম-রাজ গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল

এই তহবিল হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের হিসাব আলোচ্য বর্ষে ঠিক ভাবে রক্ষিত হয় নাই। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৩১এ চৈত্র তারিখে মজুত গ্রন্থের ষ্টক ও মূল্য প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহা হিসাবের পরিশিষ্টে দেখান হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী এই তহবিলের মোট আয়ের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কার্য্য পরিচালনার্থ সাধারণ তহবিলে প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত তহবিলের ব্যাঙ্কে ও ডাকঘরে মজুত টাকা পাশবই ও certificate সহ মিলাইয়া ঠিক আছে দেখিয়াছি। কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত টাকাও তাঁহার হিসাব সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি।

উপরোক্ত মন্তব্য ব্যতীত উদ্বৃত্তপত্র ও আয় ব্যয়ের হিসাব নির্ভুলভাবে প্রস্তুত হইয়াছে এবং উক্ত উদ্বৃত্তপত্র পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী পরিষদের সমুদয় অবস্থা সঠিকভাবে দেখান আছে।

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
বি. এস্-সি., জি. ডি. এ., আর. এ.

কলিকাতা
২২এ আষাঢ়, ১৩৪৮

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, বি. এ.
হিসাব-পরীক্ষকগণ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১। মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা	স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এম্-এ, ডি-লিট	২৩৩
২। সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৫	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৩৭
৩। মহাদেব আচার্য্যসিংহ	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ ...	২৪৩
৪। কদলীরাজ্য	শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই ...	২৫৪
৫। দেলপূজার ছড়া	শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্-এ ...	২৬৪
৬। প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিভাগ	শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম্-এ, ডি-লিট ...	২৭৩
৭। কাশ্মীরি জাতি কি আদিতঃ ইহুদি ?	শ্রীবিমলাচরণ দেব এম্-এ, বি-এল ...	২৮৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—বহু চিত্রে সুশোভিত

মূল্য : সদস্য-পক্ষে ২৲ ; সাধারণ-পক্ষে ২৷৷৹

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার :—"সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথম শ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো।" ('ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) "Written by perfect master of the history of that period...indispensable to every student of our cultural development under the impact of English civilization from the beginning of the 19th Century."—*The Hindustan Standard* for Sep. 17, 1939.

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—"বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার জন্য এতাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব্ব ও একক।...ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল ধরিয়া source-book অর্থাৎ আকর বা আধারপুস্তক হইয়া থাকিবে।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত সাতখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য— ঐ
৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার— ঐ
৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— ঐ
৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন— ঐ
৬। রামরাম বসু— ঐ
৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ঐ

আলালের ঘরের দুলাল

প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর')-প্রণীত

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে পরিষৎ-প্রকাশিত বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইহা যে প্রামাণিক সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থসম্বলিত। মূল্য ১॥০

"এ পর্য্যন্ত 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত পুস্তকের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ ছিল না। যে-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাচীন প্রথার সঙ্কীর্ণ পথ হইতে মুক্ত করিয়া, প্রথম সহজ গদ্যের ও সরস সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার যে কোনও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ এতকাল ছিল না, তাহা বাঙ্গালা দেশের মত দেশেই সম্ভব। এই অভাব পূর্ণ করিয়া কৃতী ও সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহা যে কেবল মূল আদর্শ অনুযায়ী নিখুঁতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহার ভূমিকায় লেখক ও রচনা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রমাণসহ নিপুণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে এমন অনেক চলতি কথা ও বাক্যবিন্যাস আছে, যাহার অর্থ এখন সর্ব্ববোধগম্য নহে; এই সকল অপ্রচলিত ও প্রবাদবাক্যের অর্থ বিশেষ যত্নের সহিত পরিশিষ্টে সংগৃহীত হইয়া এই সংস্করণের মূল্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্করণটি কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই, সাধারণ পাঠকেরও উপকারী ও উপযোগী করা হইয়াছে। পুস্তকটি এখন বাংলা দেশের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে; বর্ত্তমান সংস্করণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যলভ্য হইয়া, আশা করা যায়, ইহার বহুল প্রচার ও আলোচনার সহায়তা করিবে।" —শ্রীসুশীলকুমার দে

—প্রবাসী, ১৩৪৭, শ্রাবণ।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত ৬৬ বৎসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। **ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রক্ষিত হয়; এজন্য ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ।** আদায়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই ফাণ্ডের টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আর্থিক দুর্দ্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। চাঁদার হার অতি অল্প এবং **দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও আফিসের খরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়।**

সঞ্চিত মূলধন—২৫০০,০০০৲

প্রদত্ত পেনশন্—১৯০০,০০০৲

সভ্যগণ প্রতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে ব্যয় হয়।

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

সেক্রেটারী

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা।

টেলিফোন—ক্যাল ৩৪৯৪।

নবযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারক

আয়ুর্বেদ-প্রচারে অগ্রণী

সি. কে. সেন এণ্ড কোং'র

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭॥০, ডাকমাশুল ১৶০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬॥০, ডাকমাশুল ১৶০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৲, ডাকমাশুল ১।৶০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৲, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

জবাকুসুম হাউস—৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির। এখানকার মাদুলীতে সন্তান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

"... ....Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland—1939.* P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৪৭

মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, ডি লিট

মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাস ভাল করিয়া চর্চ্চা করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িতে হয়। কি হিন্দুসমাজ, কি মুসলমান শাসকগণ, কাহারও সম্বন্ধেই বিস্তৃত সমসাময়িক লিখিত উপকরণ পাওয়া যায় না। মুসলমান-শাসিত ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের পৃথক্ ইতিহাস পারসিক ভাষায় লেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক পত্রাবলীও রক্ষা পাইয়াছে। বাঙ্গলার পক্ষে সেরূপ ইতিহাস একখানি মাত্র, রিয়াজ-উস-সলাতীন, তাহাও আবার পলাশীর যুদ্ধের ত্রিশ বৎসর পরে ইংরাজ আমলে ইংরাজের আজ্ঞায় লেখা। এই বইখানি যদি সমস্ত পূর্ব্ব-লিখিত সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না ; কারণ, সংকলন যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহা অনেকটা আসলের অভাব পূরণ করিতে পারে। আজ দেখাইব যে, মুসলমান-বাঙ্গলার এই সবে-ধন নীলমণি রিয়াজ কত দূর বিশ্বাসের অযোগ্য এবং তথ্যবিহীন।

বাঙ্গলার জন্য একখানিও স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ইতিহাস মুসলমান-শাসনকালে (অর্থাৎ ৫৫৭ বৎসরের মধ্যে) লিখিত না হইলেও, বাঙ্গলার ঘটনা অনেক স্থলে সমসাময়িক দিল্লীর ফার্সী ইতিহাসের মধ্যে অংশরূপে স্থান পাইয়াছে ; সুতরাং তখনকার দিনের বাঙ্গলার আমরা "মাঝে মাঝে দেখা পাই, ক্রমাগত পাই না"। এবং এই দেখাও রাজারাজড়া এবং যুদ্ধ ও খুনের সহিত, দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে নহে। তথাপি ইহাই আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ তথাকথিত "পাঠান" যুগের) বাঙ্গলা সম্বন্ধে খাঁটি ও তারিখযুক্ত সংবাদ পাইবার একমাত্র আধার। এই শ্রেণীর দিল্লীর ইতিহাস তিন খানি—তব্কাৎ-ই-নাসিরী, জিয়াবর্ণী-কৃত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী এবং আফিফ-কৃত পরিশিষ্ট (যাহাতে ফিরোজ তুঘলকের ৬ষ্ঠ রাজ্যসন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আছে) এবং নিজামুদ্দীন আহমদের তবকাৎ-ই-আকবরীর বাঙ্গলা সম্বন্ধে অধ্যায়টি। এগুলি সব ইংরাজীতে অনুবাদ হইয়াছে।

মুদ্রা এবং শিলালিপি হইতে আমরা যে নাম ও তারিখ পাই, তাহার সাহায্যে "পাঠান" যুগের সুলতানদের নাম ও রাজ্যকাল আমরা এখন সঠিক জানিতে পারি এবং এইরূপে রিয়াজ এবং অন্য গ্রন্থের ভুল সংশোধন করি ; কিন্তু ইহা ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র দেয়। শের শাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গলার স্বাধীন মুসলমানরাজ ধ্বংস (১৫৩৯) হইতে আকবরের দ্বারা বঙ্গ-

বিজয় (নামতঃ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, কার্য্যতঃ ১৬০২ সালে) পর্য্যন্ত যে প্রকৃত পাঠান-যুগ ছিল, তাহার প্রামাণিক ইতিহাস নিয়ামৎ-উল্লা কৃত মখ্‌জন্‌-ই-আফাঘানা ; ইহা ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হইলেও খুব মূল্যবান্ ; কারণ, পাঠান-বাঙ্গলা সম্বন্ধে ইহাতে অনেক খবর আছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। যে আধার হইতে এই গ্রন্থকার তাঁহার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলির প্রায় সবই এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তিনি হয় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে অথবা বৃদ্ধের মুখ হইতে অনেক সত্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির ইংরাজী অনুবাদ *History of the Afghans*, by Bernard Dorn, in two parts (London 1829) বড়ই অশুদ্ধ ও অসুবিধাজনক অনুবাদ। তাহার কারণ, ঐ জর্ম্মান সাহেব ভারতীয় স্থান ও লোকের নাম ঠিক পড়িতে পারেন নাই ; দ্বিতীয়তঃ, ঐ গ্রন্থের দুই ধরণের পাঠযুক্ত হস্তলিপি পাওয়া যায়, একখানি গ্রন্থকারের আসল বিস্তৃত রচনা, অপরখানি উহার এক ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্তসার (অনেক অংশ বাদ দিয়া, কোন নকলনবিসের দ্বারা প্রস্তুত)। ডর্ণ সাহেব প্রথমে ঐ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়া তাহা প্রথম খণ্ড নামে ছাপাখানায় দিয়া, বিলাত হইতে চলিয়া যাইবার দু-এক দিন আগে আসল ও বিস্তৃত গ্রন্থের এক হস্তলিপি সংগ্রহ করেন এবং পরে তাহা হইতে প্রথম ভাগের পদে পদে সংশোধন ও আবশ্যক বেশী কথাগুলি সংযোগ করিয়া দিয়া তাহাই দ্বিতীয় খণ্ড নামে ছাপেন। সুতরাং এই বই এক সময়ে দুই স্থানে না খুলিলে ইহা পড়া যায় না।

নিজামুদ্দীন্ আহমদ্ কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে তাঁহার বঙ্গ-ইতিহাসের অধ্যায়টি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তিনি মুঘল-পূর্ব্ব যুগের ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র দিয়াছেন, এবং তাহা প্রায়শই বিশ্বাসযোগ্য। এখানে সাবধান করিয়া দিই যে, তারিখ-ই-দাউদীর কোন স্বাধীন মূল্য নাই, ওটা সংকলন মাত্র। মুঘল-সাম্রাজ্য স্থাপনের ঠিক প্রথম কালে শের শাহের সহিত বাঙ্গলার সুলতানের ও বঙ্গদেশে হুমায়ুন বাদশার যে সংঘর্ষ হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আব্বাস-কৃত শের শাহের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলার লোক ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ইহাতেও খবর নাই বলিলেই হয়।

তাহার পর মুঘল যুগ আরম্ভ ; এখন হইতে আমরা সঠিক ও ধারাবাহিক সংবাদ পাই, এবং আমার দ্বারা প্যারিস রাষ্ট্রীয় পুস্তকাগারে আবিষ্কৃত পারসিক হস্তলিপি "বহারিস্তান" শুধু বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের ১৮ বৎসর (১৬০৮-১৬২৫) ব্যাপী অতি বিস্তৃত স্বতন্ত্র ইতিহাস। তাহার পর মীরজুমলার আসাম-অভিযান এবং শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চাটগাঁ অধিকারের তালিশ-রচিত দীর্ঘ বিবরণ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আর সব সংবাদ দিল্লীর সরকারী ইতিহাসের অংশরূপে পাওয়া যায়। এই শেষ শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথম এবং সর্বাধিক মূল্যবান্ দৃষ্টান্ত আবুলফজলের আকবরনামা। এই গ্রন্থ লিখিতে সাহায্য করিবার জন্য আকবর বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, সব প্রদেশ হইতে সেখানকার পূর্ব্ব ইতিহাস, স্থানবর্ণনা, আয়ব্যয়, বাণিজ্য শিল্পের বৃত্তান্ত ইত্যাদি সংকলন করিয়া আবুলফজলের নিকট পাঠাইতে হইবে। যে-সব তথ্য আমরা আজকালকার ইংরাজী গেজেটিয়ার এবং ষ্টটিষ্টিকাল রিপোর্টে পাই, ভারতে সেগুলি এই প্রথম সংগৃহীত হয়, এবং

এগুলি প্রায়শঃ আইন্-ই-আকবরীতে, এবং অংশতঃ আকবরনামাতে স্থান পাইয়াছে। তাহার উপর বাদশাহের দপ্তরখানাতে যে-সব সরকারী চিঠি ও রিপোর্ট এবং সেনানীদের ডেস্প্যাচ্ রক্ষিত ছিল, তাহা সমস্ত আবুলফজলকে দেখিতে ও নকল করিতে দেওয়া হইল। ইহার ফলে আকবরনামা এক অতুলনীয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজামুদ্দীন আহমদ ও বদায়ূনী যদিও আকবরের রাজ্যকালের ইতিহাস তাঁহাদের বৃহৎ ইতিহাসের অংশরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা কেহই আবুলফজলের মত রেকর্ড দেখিয়া লেখেন নাই, শুধু বাজার-গুজবের উপর অথবা দু-এক জন নিম্নপদস্থ প্রত্যক্ষদ্রষ্টার কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন। নিজামুদ্দীন আহমদ স্পষ্টই লিখিয়াছেন (লক্ষ্ণৌ লিথো, ২৪২ পৃষ্ঠায়)—"যদিও আল্লামী শেখ আবুলফজল বাদশাহ্ আকবরের জন্ম হইতে আজ তাঁহার রাজ্যকালের ৩৮ ইলাহী বৎসর = ১০০২ হিজরী (১৫৯৩ খৃঃ) পর্য্যন্ত ছোট বড় সমস্ত ঘটনা তাঁহার আকবরনামা-নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি যখন আমি ভারতের সমস্ত সুলতানদের ইতিহাস লিখিতে লাগিয়াছি, তখন আকবর বাদশাহের রাজ্যকালের ঘটনাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। অতএব সেই অসীম সমুদ্র হইতে কয়েকটি ফোঁটা তুলিয়া লইয়াছি···।" ইহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি আকবরনামা পড়িবার পর তাহা হইতে নিজ ইতিহাসের ঐ অংশ সংগ্রহ করেন।

বদায়ূনী ইহার কয়েক বৎসর পরে নিজ গ্রন্থ লেখেন, এবং তাহাতে অনেক স্থলে লিখিয়াছেন,—"পাঠক এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আকবরনামায় পাইবেন।" সুতরাং এই দুইখানি গ্রন্থই আকবরের রাজ্যকাল সম্বন্ধে মৌলিক প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, ইহাদের আকবর-নামার সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসান যায় না। হয়ত দুই-একটি ঘটনা, যেখানে এই দুজন লেখকের মধ্যে কেহ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন—যেমন হলদিঘাট-যুদ্ধে বদায়ূনী—সেখানে তাঁহার উক্তি অত্যন্ত মৌলিক বলিয়া মানিয়া লইব, কিন্তু বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারই চাক্ষুষ জ্ঞান ছিল না। সুতরাং আমাদের প্রায় সকল লেখকই যে লেখেন—"আকবরনামাতে অমুকের নাম (বা রাজ্যকাল) এইরূপ, বদাউনী অন্যরূপ, ফিরিশ্‌তা এইরূপ, তবকাৎ ঐরূপ লিখিয়াছে—(এমন কি) রিয়াজ অন্যরূপ বলেন"—তাহা ইতিহাসের দৃষ্টিতে অসার উক্তি মাত্র। মখ্‌জন্ ও আকবরনামার বিরুদ্ধে যে-যে স্থানে রিয়াজ কোন উক্তি করিয়াছে, তাহা একেবারে বিবেচনার অযোগ্য। এবং তাহা লইয়া আলোচনা করাও সময়ের অপব্যয় মাত্র ; কারণ, ১৭৮৭ সালে লিখিত এই পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা কোনই প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধৃত, এমন কি, নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সূক্ষ্মভাবে রিয়াজ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে গ্রন্থকার মালদহে বসিয়া আকবরনামা, মখ্‌জন্ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ একেবারেই পান নাই, তৃতীয় শ্রেণীর কোন আধুনিক সংকলন মাত্র পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ভুলের দৃষ্টান্ত এত বেশী যে অতি সাংঘাতিক দু-একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করিব :—(১) নসীরউদ্দীন মহমুদ এবং তাঁহার পৌত্র নসীরউদ্দীন ইব্রাহীমকে, এক ব্যক্তি

ভাবিয়া তাঁহার রাজ্যকাল ২৬ বৎসর লেখা হইয়াছে (শুদ্ধ কাল ৬ বৎসর)। "সুলেমান কর্‌রাণী ২৫ বৎসর বিহার বঙ্গে শাসন করেন," এই অসম্ভব কথা ফিরিষ্‌তা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; তাজ খাঁকে ধরিলেও অনেক কম বৎসর হয়। মুদ্রিত পারসী গ্রন্থে ১৫৪ পৃষ্ঠায় সুলেমান কর্‌রাণীকে যে কুচরিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে তৎপুত্র বায়াজিদের সম্বন্ধে সত্য (মখ্‌জন্‌ দ্রষ্টব্য) ; এটি রিয়াজের একটি মারাত্মক ভুল।

আরও একটি হাস্যাস্পদ ঐতিহাসিক ভুল ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে (১৮১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত) ডাউ নামক কাল্পনিক লেখককে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিবার ফলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাহাই পাঠ করিয়া বঙ্কিম তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী"র কাঠামো কল্পনা করেন। ডাউ-এর পারসিক জ্ঞানের অভাব এবং অতিরঞ্জিত কাহিনী সৃষ্টি করিবার অসাধু আগ্রহ ও মজ্জাগত অভ্যাসকে স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ এবং গীবন নিন্দা করিয়াছেন। মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ মদিরামত্ত অবস্থায় কৎলু খাঁর সেনাপতি বাহাদূর করুঃ কর্ত্তৃক পরাজিত ও আহত হইয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের যত্নে সেই রাজধানীতে পলাইয়া গিয়া বাঁচেন, ইহাই সত্য ঘটনা—এবং ইহা আবুলফজল বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ ডাউ লেখেন যে, কুমার জগৎসিংহ কৎলুর দুর্গে বন্দিভাবে নীত হন, এবং কৎলুর মৃত্যুর পর পাঠানেরা তাঁহাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার মধ্যস্থতায় মানসিংহের সহিত সন্ধি করে,—অর্থাৎ যেমন আমরা 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষে পড়ি।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৫

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

মধুসূদন তর্কালঙ্কার

সংস্কৃত কলেজের গোড়া হইতে সেক্রেটরীরূপে প্রধানতঃ এক জন সাহেব কলেজের কার্য্যপরিদর্শনাদি করিতেন; ১৮৫১ সনের পূর্ব্বে প্রিন্সিপ্যাল বলিয়া কোন পদ ছিল না।

ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী, সেই সময় কার্য্য-পরিচালনের সুবিধার জন্য মধুসূদন তর্কালঙ্কারকে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী বা সহকারী সম্পাদক রূপে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়া তিনি ১৮৩৯ সনের মে মাসে শিক্ষা-বিভাগকে পত্র লেখেন। তিনি তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী এবং মধুসূদন তর্কালঙ্কার ঐ কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার।

শিক্ষা-বিভাগ সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ মঞ্জুর করিয়া পরবর্ত্তী ২৬শে জুলাই তারিখে জানাইলেন :—

> I am directed by the General Committee of Public Instruction to acknowledge the receipt of your letter of the 18th ultimo and in reply to state that it sanctions the nomination of Madhusudan Tarkalankar, as Assistant Secretary to the Sub-Committee of the Sanscrit College on a monthly salary of fifty Rupees (50) on condition that his duties at the College of Fort William as Sheristadar will enable him to perform the duties of this appointment efficiently.
>
> The salary will commence from the 1st proximo.*

এখানে বলা প্রয়োজন, সহকারী সম্পাদকের কার্য্যতালিকা প্রধানতঃ এইরূপ ছিল :—প্রতি মাসে কলেজের বিভিন্ন শ্রেণী পরীক্ষা করিয়া ফলাফল সম্পাদককে জানান, অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেজে হাজির হইতেছে কি না সেদিকে নজর রাখা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা, প্রভৃতি।

মধুসূদন তর্কালঙ্কারই সংস্কৃত কলেজের প্রথম সহকারী সম্পাদক। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। কলেজ হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

No. 42.
Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Madhusudana Tarkalankara has attended at the Government Sanscrit College for ten years six months and studied the following branches of Hindoo Literature Poetry, Rhetoric, Arithmetic, Law, Bhagabat and English, that he

---

* Letter dated 26 July, 1839 from the Secy. General Committee of Public Instruction, to Capt. G. T. Marshall, Secy. to the Sub-Committee, Sanscrit College.

has attained considerable proficiency on the subject of these studies, and that he conducted himself well.

Fort William
the 15th Jany. 1835

Sd. A. Troyer,
Secy. Govt. Sans. Coll.

T. B. Macaulay
H. Shakespear
A. Smith
W. H. Macnaghten
G. A. Bushby
J. Prinsep
R. J. H. Brich
J. R. Colvin
J. Grant
J. C. C. Sutherland

Members, Genl. Commee. of P. Inst.

তর্কালঙ্কার প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ১ আগষ্ট ১৮৩৯ হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে অতিরিক্ত কার্য্য হিসাবে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪১ সনের ৯ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগের তারিখ—১ জানুয়ারি ১৮৪২। এই পদে কিছু দিন কাজ করিবার পর ২ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১০১-১৩) আমি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি—এখানে সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গোবিন্দ শিরোমণি

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অসুস্থতার জন্য সংস্কৃত কলেজের কার্য্য হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গোবিন্দ শিরোমণি ঐ পদের অর্দ্ধ বেতনে, অর্থাৎ মাসিক ২৫৲ হারে, সহকারী সম্পাদকের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে শিরোমণি ১ জুন ১৮৩৯ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮৪৪ পর্য্যন্ত হিন্দু-ল পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এক বৎসর কাল—১১ জুন ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৫ সনের জুন মাসের প্রায় শেষাশেষি পর্য্যন্ত—সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম—৪০ বৎসর।

এই গোবিন্দ শিরোমণিকে আমি পূর্ব্বে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫শ বর্ষ, পৃ. ১০৯) কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা অভিন্ন নহেন বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ তর্কবাগীশের পুত্র এই সময় হুগলী কলেজের পণ্ডিতের পদে কার্য্য করিতেছিলেন।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শূন্য পদে ২৬শে জুন ১৮৪৫ হইতে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।*

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মাতামহ। শাস্ত্রী-মহাশয় রামমাণিক্য সম্বন্ধে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২১৫-১৮) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

> বরিশাল জেলায় কলশকাঠী নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। তথাকার রায় মহাশয়েরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভঙ্গ। তাঁহারা অনেক পুরুষ ধরিয়া কলশকাঠীতে কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করাইতেছেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম নামে এক ব্রাহ্মণ রায় মহাশয়দিগের আশ্রয়ে তথায় বাস করেন। তাঁহার বংশ বিস্তৃত না হইলেও অনেক পণ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের পৌত্র রামমাণিক্য ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মান।...তিনি বাড়ীতেই ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্র পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কিছুদূর পড়িয়া, নৈহাটীতে মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়া ব্যাপ্তিখণ্ড ও শব্দখণ্ড অধ্যয়ন করেন।...রামমাণিক্য কলশকাঠীতে টোল করিলেন।...কিন্তু বেশীদিন তিনি কলশকাঠীতে থাকিতে পারিলেন না।...রামমাণিক্য আসিলেন বরাহনগরে।
>
> কাশীপুরে তখন রামরত্ন রায় মহাশয় একজন বড় জমীদার।...রামরত্ন রায় মহাশয় রামমাণিক্যের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও আভিজাত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন এবং প্রথম সুযোগেই বরাহনগর হইতে উঠাইয়া আনিয়া কাশীপুর ঘাট রোডের উপর অনেক জমিজায়গা দিয়া টোল ও বাড়ী করিয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অনেক ছাত্র জুটিল।...
>
> বহু বৎসর এইরূপে দক্ষতা ও সম্মানের সহিত অধ্যাপনার পর রামরত্ন রায়ের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিল।...
>
> ১৮২৪ সাল হইতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন হইয়া অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকে ন্যায়ের পণ্ডিত করিয়া লইয়া যাইবার অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বেতন লইয়া পড়ান—বিশেষ ম্লেচ্ছ গবর্ণমেণ্টের বেতন লওয়া তাঁহার অকার্য্য বলিয়া মনে হইত। এখন তিনি বলিলেন যে, খোষামোদ অপেক্ষা পাপ ভাল, খোষামোদ করিতে গিয়া ব্রহ্মহত্যাও দেখিতে হয়, পাপে আর সেটা হয় না। এইরূপ মনের ভাব লইয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই সব কথা বলিয়া তিনি কলেজে আসিয়া নিজে কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন, তখন অন্য কাজ খালি ছিল না, এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ খালি ছিল।...

রামমাণিক্য সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াই কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রস্তাব করেন ; প্রস্তাবটি এইরূপ :—

> 2. The Assistant Secretary proposes to devote an hour of his time daily in giving lectures on the higher branches of the Nyaya Philosophy to which he wishes the students of high attainments of his own private seminary as well as other seminaries in Calcutta should be at liberty to attend.*

---

*. . . . . I have the honor to report that Rammanikya Vidyalankar assumed charge of the office of the Assistant Secretary to this Institution this day.—Russomoy Dutt, Secretary, Sanskrit College, dated 26 June 1845, to the Secy. to the Council of Education.

† Letter dated 26 June, 1845 from the Secretary, Sanskrit College to the Secretary, Council of Education.

কলেজে একটি স্বতন্ত্র ন্যায়-শ্রেণী থাকায় সহকারী সম্পাদক বিদ্যালঙ্কারের প্রস্তাবে শিক্ষা-সংসদ সম্মত হন নাই।

রামমাণিক্যের খ্যাতি বহু বিস্তৃত ছিল। তিনি ধর্ম্মসভার এক জন অধ্যক্ষ ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর কার্য্য করিবার পর রামমাণিক্য ২৬ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত পরবর্ত্তী ২৮ মার্চ তারিখে শিক্ষা-সংসদকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

With regret I beg to report the death of Rammanikya Vidyalankar, Assistant Secretary to this Institution on Thursday, the 26th instant.

2. The deceased was a Pundit of very great eminence in Bengal and a worthy successor to Ramchunder Vidyabageesha. . . .

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে, তিনি কলেজের সেক্রেটরী ক্যাপ্টেন মার্শেলের চেষ্টায় সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেন (২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১)। এই পদে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কার্য্য করিবার পর বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার সুবিধা মিলিল। যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন।

১৮৪৬ সনের ২৬এ মার্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোকগমনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য আবেদন করিলেন (২৮ মার্চ)। তাঁহার আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লিখিত ; পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

To

Baboo Russomoy Dutt,

Secretary to the Govt. Sanscrit College, Calcutta.

Sir,

Understanding that the situation of Assistant Secretary to the Government Sanscrit College has been left vacant by the death of the late incumbent Rammanikya Bidyalankar I beg to present myself as a candidate for the same.

As regards my qualifications, I beg to observe that I had the honor to be educated in the above Institution where I was fortunate enough to obtain many honors and distinctions. Besides I have the honor to hold the office of Sheristadar of the Bangallee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the Institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the system of Sankhyh Philosophy and the Puranahs, branches which do not fall within the regular course of Education afforded by your College.

In the examinations for scholarships which Capt. Marshall the Secretary to the College of Fort William undertook for the Sanscrit College for the last four years I was kindly allowed the honor of taking an active part in preparing questions and examining the answers thereunto. And I believe I have discharged my share of this duty in

a manner which afforded perfect satisfaction to the parties concerned, *viz*. the worthy examiner and the Professors and students of the Institution. This, together with my long connection with the college as a student has given me an intimate knowledge of the system of education pursued there, and inspires me with confidence that in case my services are accepted I shall prove useful to the Institution. But I confess that in offering my services it is in the hope that the emoluments attached to the situation may be increased to a higher degree, for it would not be prudent that I should quit my present office for one so troublesome without an adequate remuneration, and I respectfully submit that the present salary is very small for a duly qualified person who is expected to give his whole time to the duties.

The copies of testimonials are herewith annexed for your inspection.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
Ishwar Chunder Shurma.

Calcutta,
28th March, /46

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী হিসাবে মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengallee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the Branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since, by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

College of
Fort William
28th March 1846.

Sd. G. T. Marshall,
Secretary College.

৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিণ্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর।

বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজে কাজ করিতে লাগিলেন। সম্পাদকের সাহায্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে এক উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট সম্পাদকের হস্তে দিলেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের যে বৃত্তি পরীক্ষা হয়, মেজর মার্শেল তাহার পরীক্ষক ছিলেন; তিনি পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের এক স্থলে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন :—

The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me well adapted to produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves : as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a trial. If I am not much mistaken, the result would prove highly satisfactory.*

---

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1846-47 (May 1846—April 1847), pp. 39, 41.

বিদ্যাসাগর মেজর মার্শেলের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন—এ কথা সম্পাদক রসময় দত্ত জানিতেন। বিদ্যাসাগর তদীয় রিপোর্টটি মার্শেলের গোচর না করিলে, মার্শেলের পক্ষে এই প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থার কথা জানা বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই কারণে সম্পাদক রসময় দত্ত তাঁহার সহকারী বিদ্যাসাগরের প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। তিনি ছিলেন ঠিকা কর্ম্মচারী, অন্য সরকারী কর্ম্ম বজায় করিয়া কয়েক ঘণ্টা মাত্র সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সহকারী স্বীয় কৃতিত্ববলে কোনরূপে কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িলে তাঁহার স্বার্থে ঘা পড়িতে পারে। বোধ হয় এই সকল কারণেই তিনি বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিষদের গোচর করেন নাই। দু-একটি ছোটখাট প্রস্তাব, যথা,—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নকাল ১২ হইতে ১৫ বৎসরে পরিণত করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত কোন সংস্কারই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

যাহা হউক, কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখনই যাহা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত চটিয়া পদত্যাগ করিলেন। ১৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মহাদেব আচার্য্যসিংহ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকালে "ভারতীর রাজধানী" নবদ্বীপের অতি উজ্জ্বল বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় (আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়) :—

নবদ্বীপসম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীপ্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

এ যাবৎ এই মহাপীঠের গৌরব বর্ণনায় যাঁহারাই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতি, বৈষ্ণব ও তন্ত্রশাস্ত্রে নবদ্বীপের কীর্ত্তিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং জনসাধারণের একটা সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙ্গালাদেশে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে এই ত্রিবিধ শাস্ত্র ও ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র ব্যাকরণ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত না। ফুলো পঞ্চাননের রহস্যপূর্ণ কারিকায় এই ধারণাই বদ্ধমূল :—

বাসুদেবের তিন শিষ্য, চৈয়ে রঘোত্তম।
নদের লোকে এদের নামে জীয়ে রয়॥

*   *   *

তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥

(বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, পৃঃ ৫১৯)

পরবর্ত্তী কুলকারিকাকার পূতি কুলচন্দ্রও এই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন :—

বিদ্যাহেতু যাতায়াত বিদ্যার নগর।
পারাপারে ধরে গঙ্গা, হৃদি ইন্দীবর॥

*   *   *

ন্যায় স্মৃতি তন্ত্রে বেদে তার জ্যোতি।
তদবধি গৌড়ে দ্বিজে বিদ্যার উন্নতি॥
পূতি কুলচন্দ্র ভণে, আবার কি দেখবে।
নিমু, রঘু, রঘু, কৃষ্ণ হৃদি রাখবে।—(ঐ, পৃঃ ৬৯৪)

সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ বিভাগে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব চৈতন্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ত্রিধারায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, ইহা অংশতঃ সত্য হইলেও প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বাঙ্গালীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রমাণ ক্রমশঃ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। চৈতন্যদেবের জন্মের আট বৎসর পরে নবদ্বীপে বসিয়া একজন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত ভবভূতি-রচিত মালতী-মাধবনাটকের অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম এ যাবৎ আমরা ঘুণাক্ষরেও অবগত নহি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই চিরবিলুপ্ত গ্রন্থকারের বিবরণ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বিদ্যাসাগর-সংগ্রহে **মহাদেব আচার্য্যসিংহ**-রচিত মালতীমাধবটীকার একটী সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে ; দুঃখের বিষয়, ইহা অশুদ্ধি-বহুল। পত্রসংখ্যা ১০৫ (বস্তুতঃ ১১৪ হইবে ; ১১০ পত্রের পরে ভ্রমক্রমে ১০২ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে), প্রতি পৃষ্ঠে পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ৬। প্রারম্ভাংশ উদ্ধৃত হইল (৩১০ সংখ্যক পুথি),—

জৃম্ভারম্ভবিদীর্ণবক্ত্রকুহরং নিশ্বাসধারা(কুলং)
নিদ্রাচ্ছেদবিবর্ত্তনৈঃ ফণিপতিং ভস্ত্রাশ্রিয়ং লম্ভয়ন্।
পাদাঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতাগ্রকুচয়া লক্ষ্ম্যা সরোমোদ্গমং
সস্মেরং সকটাক্ষমীক্ষিতবপুর্দেবঃ শিবায়াস্তু নঃ ॥১
পত্নী যস্য সমস্তরত্নখনিভৃচ্ছৈলাধিরাজাত্মজা
মিত্রঞ্চাপি সমীপব * * নিধীনাং পতিঃ।
পুত্রো বিঘ্ননিবারণো গণপতিঃ সোপি স্বয়ং যাচতে
শ্রুত্বৈবং গণমুখ্যভৃঙ্গিবচনং স্মেরো হরঃ পাতু বঃ ॥২
সাহিত্যজলধিবন্ধং পান্থং সৎকর্ম্মাপহ্ন(তাত্মানং)।
রিপুকুলহৃদয়াঘাতং তাতং **শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতং** বন্দে ॥৩
নির্ম্মৎসরাঃ সুমনসঃ পরিভাবয়ধ্বং কিং পৌরুষে * * হতে * * বিচারঃ।
তদ্দোষরোপণমপাস্য গুণান্ ভজধ্বং গন্ধো হি নূনমশুভস্য * * বিধত্তে ॥৪
সন্ত্যেব যদ্যপি পুরাতনপণ্ডিতানাং টীকাস্তথাপি ভবভূতিকবেঃ প্রবন্ধে।
তৎসারভাগমবিমুচ্য ময়া কৃতেয়ং টীকা স্বনাটকরহস্যবিরোচনায় ॥৫
একত্র যে সকলনাটক * * লব্ধমনসঃ কৃতিনো ভবন্তি।
আচার্য্যসিংহভণিতাবিহ তে প্রযত্নং কুর্ব্বন্তু নো যদি ভবেদলসোঽন্তরায়ঃ ॥৬

পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থকারের স্বরচিত "নাটকরহস্য" নামক কোন গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে কি না, নিঃসন্দেহরূপে বলা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে গ্রন্থশেষে গ্রন্থরচনার সময় ও গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষকের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতীয় গ্রন্থে রচনাকালের নির্দ্দেশ এতই দুর্ল্লভ বস্তু যে, সর্ব্বত্র উহা গ্রন্থকারের একটা বৈশিষ্ট্য সূচনা করে। তদুপরি সঙ্গে অতি মূল্যবান্ একটি ঐতিহাসিক তথ্য অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া এই অপূর্ব্ব কালনির্দ্দেশটীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছে। পুষ্পিকা সহ শেষাংশ উদ্ধৃত হইল :—

অস্তি **শ্রীমজিলীশবার্ব্বক** ইতি খ্যাতো গুণানাং নিধি-
র্জাতো রাম ইব ক্ষিতৌ কলিযুগে সত্যাবতারেচ্ছয়া।
তস্মিন্ গৌড়মহীমহেন্দ্রসচিবশ্রেণীশিরোভূষণে
যোগক্ষেম(ম)নুক্ষণং কৃতধিয়াং নির্ব্যাজমাতন্বতি ॥
শাকে ষোড়শসাগরেন্দুগণিতে গীর্ব্বাণকল্লোলিনী-
তীরে ধীরগণাস্পদে পুরি নবদ্বীপাভিধায়াং ব্যধাৎ।
বৈশাখে ভবভূতিধীরভণিতৌ শুদ্ধার্থসন্দীপনীম্
আচার্য্যো মতিমানিমামিহ **মহাদেবঃ** কৃতী টিপ্পনীম্ ॥
প্রতিহতবিঘ্নং কৃতিনাং বিমলমনীষং গণেশমিব।
যং প্রাসূত ভবানী কুমারমিব শক্তিসম্পদম্ ॥
ইতি শাব্দিকার্থিকচক্রচূড়ামণি-পাণ্ডিত্যমণ্ডিতগীর্ব্বাণার্থশ্রীবিষ্ণুপণ্ডিত-
তনুজন্ম-সকলকলাকুশলশ্রীমহাদেবাচার্য্যসিংহকৃতায়াং মালতীটীকায়াং
রহস্যদীপিকায়াং দশমাঙ্কবিবরণং সমাপ্তং ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং
লেখকে নাস্তি দোষকঃ। শ্রীরাজমোহনশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমেতৎ ॥

১৪১৬ শকাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল, ১৪৯৪ খ্রীঃ) "ধীরগণাস্পদ" নবদ্বীপনগরীতে এই গ্রন্থ রচিত হয়—তখন গৌড়াধিপতির সচিবশ্রেষ্ঠ "মজিলীশবার্ব্বক" নামক শাসন-কর্ত্তা জীবিত থাকিয়া নবদ্বীপ অঞ্চলে অকপটে কৃতধী ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম বহন করিতেছিলেন। তৎকালীন গৌড়মহীমহেন্দ্র হুসেন সাহা ছিলেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার শাসনকর্ত্তাকে "কলিযুগাবতার" ও "রাম"সদৃশ বলিয়া যেরূপে উচ্চতম প্রশংসার ভাজন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, চৈতন্যদেবের জন্মকালীন রাজশক্তির অত্যাচার-লীলার অবসান হইয়া তখন হুসেন সাহের সুনীতিবলে দেশময় শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই সময়ে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা নবদ্বীপকে গৌরবান্বিত করিতেছিল এবং অনুমান হয়, ইহার কিছু পূর্ব্বেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উৎকলরাজের আশ্রয় নিয়াছিলেন। তৎকালীন নবদ্বীপের মুসলমান শাসনকর্ত্তার নাম "মজলিশ বারবক" এত দিনে আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে সকল জল্পনাকল্পনার অবসান হইল।

আচার্য্যসিংহ পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণের সারভাগ গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রক্ষিত, গঙ্গাধরোপাধ্যায় ও রেখাকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের বহুতর সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়া টীকাখানির সর্ব্বাংশ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে একখানি মাত্র নাটকের উপর এই সকল "পুরাতন পণ্ডিতে"র টীকা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল—আচার্য্যসিংহের এই প্রমাণবচন হইতে তৎকালে বঙ্গদেশে সাহিত্যালোচনার পূর্ণ সমৃদ্ধি সূচিত হয়। বর্ত্তমানে ইহাঁদের কাহারও টীকাগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাঁদের সম্বন্ধে যৎসামান্য বিবরণ সঙ্কলিত হইল। ইহাঁদের মধ্যে **রক্ষিত** সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়। কাতন্ত্রটীকাকারগণ আখ্যাতের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় রক্ষিতের একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা ঃ—

"তথা চ ভদ্রং ভদ্রং বিতর ভগবন্ ভূয়সে মঙ্গলায় ইতি মালতী। অত্র ভদ্রং প্রশস্তং ভদ্রং মঙ্গলং ভূয়সে মঙ্গলায় বিঘ্নধ্বংসায় বিতরেত্যর্থো মালতীশ্লোকে রক্ষিতেন ব্যাখ্যাতঃ ন হ্যন্যথা শ্লোকার্থঃ উপপদ্যতে।"

—(কবিরাজ ও নরহরি তর্কাচার্য্য)

রক্ষিত নামে মালতীমাধবের টীকাকার কেহ ছিলেন, ইহা এত কাল অজ্ঞাত ছিল বলিয়া উদ্ধৃত সন্দর্ভটী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ মৈত্রেয় রক্ষিতের প্রসঙ্গোক্তি বলিয়া ধরা হইত। বস্তুত মালতীমাধবের টীকাকার রক্ষিত ও তন্ত্রপ্রদীপাদি পাণিনীয় টীকাকার মৈত্রেয় রক্ষিত অভিন্ন কি না, তাহার সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ আচার্য্যসিংহের বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া না গেলেও বিরুদ্ধ প্রমাণও কিছু পাওয়া যায় নাই। বরং একটী সন্দর্ভ ইঁহাদের অভেদকল্পনার পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। প্রস্তাবনার 'নিসর্গসৌহৃদেন' শব্দে 'সৌহৃদ' পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আচার্য্যসিংহ লিখিয়াছেন—

"যদ্যপ্যুভয়পদবৃদ্ধ্যা সৌহার্দ্দমিতি স্যাত্তথাপি 'সুহৃদ্দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়ো'রিতি তস্য সুহৃচ্ছব্দস্যাবয়বীভূতহৃচ্ছব্দস্য উত্তরপদবৃদ্ধির্ন ভবতি, সমুদায়স্য মিত্রবচনত্বাদবয়বস্য নিরর্থকত্বাদিতি **রক্ষিতঃ**। হৃদিত্যাদৌ প্রতিপদোক্তস্য গ্রহণাৎ হৃদাদেশস্য নাদিপদবৃদ্ধিরিত্যন্যে। 'সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য' ইত্যুভয়পদবৃদ্ধ্যভাব ইত্যপরে।" (৭ক পত্র)

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পুথিশালায় "মহোপাধ্যায় **মৈত্রেয় শ্রীরক্ষিত**কৃত" তন্ত্রপ্রদীপ গ্রন্থের 'দেবিকাপাদে'র অর্থাৎ পাণিনির সপ্তমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদের একটি প্রতিলিপি (২৮ পত্রে সম্পূর্ণ) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ১৯ সূত্রের ব্যাখ্যায় আছে (৮খ পত্র):—

"সৌহার্দ্দমিতি যদা সুহৃদয়শব্দাদণ্ ভবতি তদাপি উত্তরপদাধিকারে তদন্তবিধেরভ্যুপগমাৎ হৃদয়-শব্দান্তাদপ্যণি কৃতে হৃদাদেশঃ তদন্তবিধিশ্চ, যেন বিধিরিত্যত্র ভাষ্যে পদাঙ্গাধিকারে তদন্তবিধেরভ্যুপগমাৎ। কেচিদর্থবদ্গ্রহণপরিভাষয়া নিপাতিতসুহৃচ্ছব্দস্য যোঽবয়বো হৃচ্ছব্দস্তদন্তস্য উত্তরপদবৃদ্ধির্ন ভবতীতি ব্যাচক্ষতে। সমুদায়োহি তত্র মিত্রবচনঃ অবয়বস্তু নিরর্থক এব।"১

উভয় মতের ভাব ও ভাষাগত আশ্চর্য্য মিল উপেক্ষণীয় নহে। মৈত্রেয় রক্ষিত বাঙালী ছিলেন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা বহু পূর্ব্বেই খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ তাঁহার অভ্যুদয়কাল অনুমান করিয়াছিলাম।২ আচার্য্য-

---

১। ভাষাবৃত্তির (৪৯২ পৃঃ) পাদটীকায় স্বর্গত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সন্দর্ভের শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শরণদেবের 'দুর্ঘট বৃত্তিতে'ও ইহা পাওয়া যায়। মৈত্রেয় রক্ষিত 'কেচিৎ' বলায় বুঝা যায়, ইহা তাঁহার স্বোপজ্ঞ মত নহে—তদপেক্ষা প্রাচীন কোন বৈয়াকরণের সিদ্ধান্ত এবং বর্দ্ধমান-রচিত "গণরত্নমহোদধি"র উক্তি হইতে অনুমান হয়, উক্ত প্রাচীন বৈয়াকরণ ভোজদেব। আচার্য্যসিংহোক্ত দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি অবিকল পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তিতে (৪৯২ পৃঃ) পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, জগদ্ধরের মুদ্রিত টীকায়ও ত্রিবিধ ব্যুৎপত্তিই সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু রক্ষিতের নাম নাই।

২। Sir Asutos Silver Jubilee: Vol. III (Orientalia), pt. I, p. 203. উজ্জ্বল দত্ত (উণাদিবৃত্তি ১।৩৮) মৈত্রেয় শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়া উদাহরণ দিয়াছেন—"মৈত্রেয়ো রক্ষিতঃ।" তন্ত্রপ্রদীপের বহু প্রতিলিপির পুষ্পিকায় "মৈত্রেয়শ্রীরক্ষিত" এইরূপ পদবিন্যাস রহিয়াছে। উভয় স্থলে মৈত্রেয় ও রক্ষিত পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য ব্যতীত অন্বয়ান্তর ঘটে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবিশ্রুত অধ্যাপক ডক্‌টর সুশীল-কুমার দে মহাশয় ইহা জানিয়াও (তৃতীয়া বা চতুর্থীতৎপুরুষ দ্বারা নিষ্পন্ন) সমগ্র সমাস পদটিই বৌদ্ধ গ্রন্থকারের

সিংহের রচনাকালে মৈত্রেয় রক্ষিত পরমপ্রমাণরূপে বাঙ্গালার সমস্ত বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ "তন্ত্রপ্রদীপ" পূর্ব্বাপর বাঙ্গালা দেশেই প্রচারিত ছিল এবং বাহিরে ঐ গ্রন্থের একখানি পুথিও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। পুরুষোত্তম দেব হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য বৈয়াকরণ মৈত্রেয় রক্ষিতের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অধিকাংশ স্থলেই "রক্ষিত" নামে। মালতীটীকাকার পৃথক্ ব্যক্তি হইয়া থাকিলে আচার্য্যসিংহ কোন না কোন স্থলে তাহা সূচিত করিয়া যাইতেন।

অপর টীকাকার **গঙ্গাধরোপাধ্যায়** রক্ষিত অপেক্ষাও অধিকতর স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ রক্ষিতের পরবর্ত্তী ছিলেন। তিনি যে ভোজদেব ও কাব্যপ্রকাশ-কারের পরবর্ত্তী ছিলেন, তাহা আচার্য্যসিংহের উদ্ধৃতি হইতেই প্রমাণ হয়। যথা :—

'উৎপৎস্যতে তু' ইতি ভোজরাজধৃতঃ, স চাস্তীত্যনুক্তে
সাম্প্রতিকোপযোগাভাব ইতি গঙ্গাধরোপাধ্যায়ৈর্দূষিতঃ। (৭থ পত্র)

প্রথমাঙ্কে 'জগতি জয়িনস্তে তে ভাবাঃ' ইত্যাদি শ্লোকের "বিলোচনচন্দ্রিকা" পদে কাব্যপ্রকাশ-কার অলঙ্কারশাস্ত্র-ঘটিত দোষ ধরিয়াছেন ; তদুত্তরে—

"গঙ্গাধরোপাধ্যায়াস্তু অন্যে সন্তু ইয়ন্তু তদ্বিলক্ষণা চন্দ্রিকা বিবক্ষিতা...তদত্র দূষণং নাস্ত্যেবেত্যাহুঃ" (২৭ ক পত্র)।

অজ্ঞাতনামা **রেখাকারের** ব্যাখ্যাও বহু স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন "**শ্রীরত্নাকরাস্তু**" বলিয়া এক জন অভিনব টীকাকারের ব্যাখ্যা এক স্থলে উদ্ধৃত পাওয়া যায় :—

"শ্রীরত্নাকরাস্তু আত্মনি সঙ্কটপতিতে জায়মানো ভাববিশেষ এবাতঙ্ক...ইত্যাহুঃ।" (৬৯ খ পত্র)

এই চারিখানা টীকাই নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং নামহীন বহুসংখ্যক টীকান্তর হইতে উদ্ধৃত ব্যাখ্যার সংখ্যাও কম নহে। আমরা এ স্থলে আচার্য্যসিংহের প্রমাণপঞ্জী হইতে কতিপয় বিশিষ্ট নাম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কুন্দমালা (১০ খ)

গুণপতাকা : "তথা চ গুণপতাকায়াং সংসারে কিং সারমিতি গুণপতাকাপ্রশ্নে সারং মহিলাবঅণমিতি মূলদেবোত্তরং।" (৭১ ক)

দেশীসারঃ (৯১ খ)

নাগরসর্ব্বস্ব "তদুক্তং নাগরসর্ব্বস্বে পদ্মপণ্ডিতৈঃ।" (৩৫ খ)

নাট্যালোচন (২ খ, ৯৭ খ)

সহজবোধ্য নামরূপে ধরিতে চান। (New Ind. Ant., Aug. 1939, Ross Number, p. 272 f. n. 1) সমানাধিকরণ স্থলে একটি পদ নামধেয় এবং অপরটি (কুলগত কিম্বা অন্যবিধ) উপাধি হইবে, ইহাই স্বাভাবিক—উদ্ধৃত পুষ্পিকার প্রমাণবলে এবং উজ্জ্বল দত্তের ব্যুৎপত্তি দ্বারা "মৈত্রেয়" পদটিই উপাধি প্রতিপন্ন হয়—'রক্ষিত' পদটি নহে, ইহা নিশ্চিত। মৈত্রেয় নামক বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উপাধিকে ডক্টর দে মহাশয় "আধুনিক" ধরিয়াছেন—ইহা যুক্তিহীন এবং বিরাট্ কুলশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও বিজ্ঞানবিরোধী অবজ্ঞা মাত্র সূচিত করে।

বাৎস্যায়ন (১০ ক, ৪৪ ক)
বাদরায়ণ (১ খ)
মহিমাচার্য্য (৭১ খ)
রত্নমালা (৬ খ)
রামচরিত (১০ খ)

আচার্য্যসিংহ নান্দীশ্লোকের ব্যাখ্যা অতি বিস্তৃতভাবে করিয়াছেন এবং এক স্থলে পাঠান্তর সূচনা করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"পাশ্চাত্যাস্তু তাণ্ডবে চন্দ্রমৌলেরিতি পঠন্তি, **গৌড়াস্তু** শূলপাণেরিতি…শ্লোকদ্বয়েপি ব্যাখ্যানকোলাহলো নীরসত্বেনানতিপ্রয়োজনকত্বেনাপরিক্ষিত ইতি সংক্ষেপঃ। যত্র পূর্ব্বপদ্যং নাস্তি" ইত্যাদি (৪ পত্র)

এখানে অভিজ্ঞানশকুন্তলাদির ন্যায় মালতীগ্রন্থেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পাঠবৈশিষ্ট্য ও কোলাহলজনক সাহিত্যানুরাগের স্পষ্ট সূচনা রহিয়াছে। আচার্য্যসিংহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত কতিপয় অজ্ঞাতকর্তৃ টীকান্তরের বচন অবিকল জগদ্ধরের টীকায় পাওয়া যাইতেছে। যথা ঃ—

"কামন্দকী নীতিগ্রন্থঃ তং বেত্তীত্যণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অনয়া নামব্যুৎপত্ত্যা নীতিবোধনেন প্রকৃতসিদ্ধ-হেতুতোক্তেতি কশ্চিৎ॥" (১১ ক পত্র, জগদ্ধরের টীকা, M. R. Kale's Ed. পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য)

"চীরেণ বস্ত্রখণ্ডেন, চীবরং সৌগতপরিব্রাজকবাস ইতি কেচিৎ।" (১২ ক পত্র, জগদ্ধর, পৃঃ ১৩)

"দক্ষিণদেশস্থ শৃঙ্গারবীররসপ্রধানতয়া তদ্দে(শ)জত্বেনাস্থ তদুভয়রসবর্ণনাশক্তিরুক্তেতি কশ্চিৎ"

—(৬ পত্র, জগদ্ধর, পৃঃ ৭)

"কেচিত্তু কল্যাণানামিত্যাদি শ্লোক এব সর্ব্বাঙ্কসূচনং ব্যাখ্যায় শ্লোকং কদর্থয়ন্তি"

(১৫ ক, জগদ্ধর, পৃঃ ৫)

পঞ্চমাঙ্কের প্রসিদ্ধ "লীনেব প্রতিবিম্বিতেব" ইত্যাদি শ্লোকের পৃথক্ উপমানপদ দ্বারা আচার্য্যসিংহোদ্ধৃত "টীকান্তরা"নুসারে ক্রমান্বয়ে যোগাচার, সাংখ্য, সৌত্রান্তিক, ত্রিদণ্ডি, পাতঞ্জল, ভট্ট ও বিজ্ঞানবাদীর মত গৃহীত হইয়াছে (৬৩ ক পত্র)। জগদ্ধরের টীকায়ও (পৃ ৯৯) অনুরূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে জগদ্ধরই আচার্য্যসিংহের অন্যতম উপজীব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু জগদ্ধর মৈথিল মহাপণ্ডিত চণ্ডেশ্বরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বিধায় খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্বে যান না। কষ্টকল্পনা করিয়া তাঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে স্থাপন করিলেও আচার্য্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী করা দুষ্কর। কারণ, চণ্ডেশ্বর প্রায় ১৩৭০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া "রাজনীতিরত্নাকর" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জগদ্ধরের টীকারচনার শৈলী আচার্য্যসিংহ হইতে পৃথক্। গ্রন্থারম্ভে যদিও তিনি "অবলোক্য টীকাং" লিখিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার উপজীব্য প্রাচীন টীকার নামোল্লেখ করেন নাই এবং ভরত প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ নাম ব্যতীত তাঁহার প্রমাণপঞ্জী শূন্যপ্রায়। সুতরাং তাঁহার টীকায় প্রাচীন টীকাকারদের গ্রন্থের নামোল্লেখবর্জ্জিত অনুবাদ রহিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। পঞ্চমাঙ্কের এক স্থলে (১৭ শ্লোক) পাঠান্তর আলোচনা-কালে জগদ্ধর লিখিয়াছেন, "অস্থ ইতি পাঠো ন যুক্তঃ" (১০৬ পৃঃ)। আচার্য্যসিংহ

লিখিয়াছেন, "স্বিন্নদস্থু ইত্যপপাঠ ইতি রক্ষিতঃ" (৬৫ খ)। দ্বিতীয়াঙ্কের এক স্থলেও প্রমাণনির্দ্দেশ না করিয়া জগদ্ধর একটী শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"যদাহ—পরোক্ষেপি চ বক্তব্যো নার্য্যা প্রত্যক্ষবৎ প্রিয়ঃ।" (৪৯ পৃঃ)। আচার্য্যসিংহও "ইতি রক্ষিতঃ" বলিয়া এই শ্লোকার্দ্ধই দিয়াছেন (৩২ ক পত্র)। স্থতরাং যে সকল স্থলে আচার্য্যসিংহের উদ্ধৃতি জগদ্ধরের গ্রন্থের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, সর্ব্বত্র জগদ্ধর সেখানে পূর্ব্বটীকার অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া ধরিতে হইবে।

আচার্য্যসিংহ গ্রন্থারম্ভে, গ্রন্থশেষে এবং প্রতি অঙ্কের পুষ্পিকায় পিতৃনামোল্লেখ করিয়াছেন, এতদতিরিক্ত তাঁহার কোন কুলপরিচয়াদি গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতা **বিষ্ণু পণ্ডিত** "শাব্দিকার্থিকচক্রচূড়ামণি" একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অপর বিশেষণপদ "পাণ্ডিত্যমণ্ডিতগীর্ব্বাণার্থ" হইতে অনুমান হয়, তিনিও গ্রন্থকার ছিলেন। আচার্য্যসিংহ সর্ব্বত্র তাঁহার পিতার নামের পূর্ব্বে "শ্রী" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা বুঝা যায়, গ্রন্থরচনাকালে (১৪৯৪ খ্রীঃ) বিষ্ণু পণ্ডিত জীবিত ছিলেন। আমরা ঠিক এই সময়েই প্রাদুর্ভূত "পূতিতুণ্ড"বংশীয় রাঢ়ীয় কুলীন এক বিষ্ণু পণ্ডিতের উল্লেখ পাইয়াছি, তাঁহার সহিত আচার্য্যসিংহপিতার অভেদানুমান অসঙ্গত হইবে না। আমরা প্রামাণিক কুলশাস্ত্র হইতে বিষ্ণুপণ্ডিতের পরিচয় সঙ্কলন করিয়া দিলাম। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশ" নামক সমীকরণকারিকাগ্রন্থে পাওয়া যায়, "পূতিতুণ্ড"বংশীয় উৎসাহপুত্র গোবর্দ্ধন (বল্লালসেনের শাসনকালীন) প্রথম সমীকরণে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (মহাবংশ, পৃঃ ১)।[৩] তৎপুত্র "শিকো" ষষ্ঠ সমীকরণে (ঐ, পৃঃ ৬), শিকো পুত্র পীতাম্বর নবম সমীকরণে (১০ পৃঃ) এবং পীতাম্বর পুত্র রাম ১৬শ সমীকরণে (১৬ পৃঃ) অন্তর্ভূত ছিলেন। রামের পুত্র অর্থাৎ বল্লালসদস্য গোবর্দ্ধনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র চক্রপাণি অতি প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন এবং পঞ্চবিংশ সমীকরণ কারিকায় অতি উজ্জ্বল ভাষায় তাঁহার কুলক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৪] তাঁহার নামেই পূতিতুণ্ডবংশ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাঁহার আট পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ "পুণ্ড্র" অর্থাৎ পুণ্ডরীকাক্ষ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ভূধর (মহাবংশ, পৃঃ ২৬)। ভূধরের তৃতীয় পুত্র শোভাকর ১৩৭৭ শকাব্দে স্বর্গী হন (ঐ, পৃঃ ৪৯ ও ৭৭)। ধ্রুবানন্দের মহাবংশের কালপর্য্যায় এই অতি মূল্যবান্ শকাঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বটে। "পুণ্ড্রে"র ধারা ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে পুণ্ড্রপুত্র

৩। সপ্তশতীকার গোবর্দ্ধনের সহিত ইঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই এবং কোনও মূল কুলগ্রন্থে ঐরূপ সম্বন্ধের ইঙ্গিত নাই। সপ্তশতীকারের পিতার নাম নীলাম্বর (৩৮ শ্লোক)। গোবর্দ্ধন নাম অতিসুলভ এবং নানা বংশে একই সময়ে এই নামের লোক থাকা বিচিত্র নহে।

৪। চক্রপাণির প্রথম কারিকায় তাঁহাকে "রাজা" অর্থাৎ কুলকর্ম্মদ্বারা নৃপতুল্য বলা হইয়াছে—"রাজা জয়ী কর্ম্মচতুষ্টয়েন"। বসু মহাশয়ের মুদ্রিত গ্রন্থে ছন্দোদুষ্ট "রাজজয়ী" পাঠ অমূলক কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। একখানি পুঁথির (বরেন্দ্র অনুসন্ধানের ১৮৮৩ সংখ্যক) পার্শ্বে টিপ্পনী আছে, "পুতি চক্রপাণিকস্য চংধং সপনে পুর্ণার্তিরতঃ স রাজা···কর্ম্মচতুষ্টয়েন জয়ীতি" (৩১ খ পত্র)

গোপালের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াই শেষ হইয়াছে (৪৯ পৃঃ), কিন্তু মহেশরচিত নির্দ্দোষকুল-পঞ্জিকাদি গ্রন্থে গোপালের অধস্তন ধারা কতক দূর পাওয়া যায়। গোপালপুত্র "শ্রীরঙ্গভট্ট" তন্নামীয় মেলের মূলপ্রকৃতি ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রই বিষ্ণুপণ্ডিত।[৫] গোপাল উল্লিখিত শোভাকরের (মৃত্যু ১৪৫৫ খ্রীঃ) সর্ব্বজ্যেষ্ঠতাতপুত্র বটেন, সুতরাং গোপালের পৌত্র বিষ্ণু পণ্ডিত ও প্রপৌত্র মহাদেব আচার্য্য ১৪৯৪ খ্রীঃ জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই। পূতিতুণ্ডবংশে কৌলীন্যধ্বংস হওয়ায় কুলগ্রন্থে এই বংশের বিবরণ প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীরঙ্গভট্টের ধারা আরও দুষ্প্রাপ্য। বিষ্ণুপণ্ডিতের পুত্রমধ্যে মহাদেবের নাম এ যাবৎ আমরা কোন কুলগ্রন্থে প্রাপ্ত হই নাই। অকুলীন ধারার নামপর্য্যায়ে ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তদুপরি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না। আলোচ্য স্থলেই ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলানাটকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী টীকাকার—**চন্দ্রশেখর পণ্ডিত**, যাঁহাকে Pischel সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকাররূপে খ্যাপন করিয়াছেন।[৬] শকুন্তলা-বিবৃতির পুষ্পিকায় তিনি "মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিততনূজ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শিশুপালবধের উপর "সন্দর্ভচিন্তামণি" নামক টীকা। এই গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপির পুষ্পিকায় তাঁহাকে "পূতুতুণ্ডীয়"[৭] বলা হইয়াছে এবং রাজা রাজেন্দ্রলালের পরীক্ষিত এক প্রতিলিপিতে প্রারম্ভে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কৃতিত্বসূচক কতিপয় অতিরিক্ত শ্লোক পাওয়া যায়—দুঃখের বিষয়, বহু স্থানে পাঠ ত্রুটিত হইয়াছে। এই মূল্যবান্ শ্লোকগুলি যথাযথ উদ্ধৃত হইল :—

যদনুধ্যানমাত্রেণ তমোঽপসরতি ক্ষণাৎ।
তদেব পরমাশ্চর্য্যং পরং জ্যোতিরুপাস্মহে ॥

৫। সম্বন্ধনির্ণয়—বংশাবলী, ২৭০ পৃঃ এবং 'মেলপ্রকরণ' ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার বহু প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—২৯১৫ সংখ্যক পুথিতে আছে (২৯৯ খ পত্র) :—

"গোপাল অস্য আর্ত্তি মুং শঙ্কর···তৎসুতাঃ শ্রীরঙ্গভট্ট মুরারি পদ্মনাভ শ্রীনাথাঃ। শ্রীরঙ্গভট্টস্যার্ত্তি মুং রাম···অত্র মেল শ্রীরঙ্গভট্টী তৎসুতাঃ বিষ্ণু—নৃসিংহ-কেশবাচার্য্যরামকাঃ। বিষ্ণুকস্য···তৎসুত মাধব অস্যার্ত্তি চং মঙ্গলানন্দ ॥"

অপর একটি প্রতিলিপিতেও (৪৪৪ ক সংখ্যক গ্রন্থ) বিষ্ণুর এক পুত্র মাধবের নামই লিখিত হইয়াছে।

৬। "Eggeling" *Ind. Off. Cat.* p. 1576-77 তাঁহার মাঘটীকার বিবরণ (*ibid* p. 1433-34) হইতেও চন্দ্রশেখরের সমৃদ্ধ পুস্তকালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বহুসংখ্যক প্রাচীন টীকাকারের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এক স্থলে (মল্লিনাথ-রচিত) 'সর্ব্বঙ্কষা' টীকার সন্দর্ভও উদ্ধৃত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের পূর্ব্বে এবং পরে বোধ হয় কোন বাঙ্গালী টীকাকার মল্লিনাথের নাম করেন নাই।

৭। রাজসাহি, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ৮৪ সং পুথির ১৪২ খ পত্রে পুষ্পিকা আছে—"ইতি পূতুতুণ্ডীয় শ্রীচন্দ্রশেখরকৃতৌ সন্দর্ভচিন্তামণৌ মাঘটীকায়ামষ্টাদশঃ সর্গবিবরণম্।" এই চন্দ্রশেখরের উপাধি "চক্রবর্ত্তী" (*I. O.* p. 1577) কিম্বা "পণ্ডিত" (*De cr. Cat., A. S. B.*, vi. p. 74) এবং একটী কুলগ্রন্থে আছে "আচার্য্য"। সুতরাং মহানাটকের টীকাকার " চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার" পৃথক্ ব্যক্তি এবং সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী।

কর্ম্মার্ণবনিবিষ্টার্থশেষসংসক্তবর্ম্মণে।
সদো···স্বকায়াস্মৈ বিষ্ণবে গুরবে নমঃ॥
রুদ্রাণামিব ধূর্জ্জটিঃ সমজনি শ্রেষ্ঠঃ পুরা যজ্বনাং
শ্রীগোপাল ইতি শ্রুতোঽতিবিষদং স্বাধ্যায়মধ্যাস্থিতঃ।
আস্তামন্যগুণাতিরেকভণিতিলো্‌ কঃ স্বকান্তাধরং
যৎ কৌলিক্যকথামধুদ্রবভরক্ষীরোঽপি নাপেক্ষতে॥
ভাস্বানি(বোদয়ধরা) ধরতঃ সুধাংশুঃ
ক্ষীরাম্বুধেরিব বিধোরিব রৌহিণেয়ঃ।
শ্রীরঙ্গভট্ট ইতি সূনুরভূচ্চ তুল্যঃ
(ধীরাগ্র)গণ্যগণকল্পতরুস্ততোপি॥

*　　*　　*

জাতঃ সম্মদকারণং···যথাভূৎ শিবাৎ
স্কন্দঃ শ্রীযুত**চন্দ্রশেখর** ইতি খ্যাতঃ ক্ষমামণ্ডলে।
কণ্ঠে যং···তস্য নির্ভরমিয়ং সাহিত্যবিদ্যা সতী
তৃপ্তা ভূরিরসস্য ভিন্নপুরুষান্ ভ্রান্ত্যাপি ন প্রেক্ষতে॥[৮]

মধ্যে যে একটি শ্লোক সম্পূর্ণ ত্রুটিত হইয়াছে, তাহাতে চন্দ্রশেখরের পিতা বিষ্ণু পণ্ডিতের গুণকীর্ত্তন ছিল সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্লোকে তাঁহার গুরুর নামও "বিষ্ণু" লিখিত হইয়াছে এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁহার পিতাই গুরু ছিলেন। ধ্রুবানন্দের সমীকরণকারিকা গ্রন্থে গোপালের সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ—

"গোপালাখ্যঃ সুতস্তস্য পূতিবংশবিবর্দ্ধনঃ।" (পৃঃ ৪৯)

তিনিই চন্দ্রশেখরের প্রপিতামহ এবং গোপাল "যজ্বশ্রেষ্ঠ" হইলেও চন্দ্রশেখর স্বয়ং তাঁহার "কৌলিক্য" কথার অর্থাৎ কুলক্রিয়ার মাধুর্য্য অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের বিবরণদ্বারা মূল কুলগ্রন্থের প্রামাণ্য অব্যাহত রহিয়াছে এবং কৌলীন্য প্রথার মধুরোজ্জ্বল চিত্রের আভাস প্রকারান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। পূতিবংশীয় বিষ্ণু পণ্ডিতের অন্যতম পুত্র এই চন্দ্রশেখরের নামও কিন্তু কুলগ্রন্থে যথাযথ পাওয়া যায় না।[৯] আচার্য্যসিংহ পূতিতুণ্ডবংশীয় হইয়া থাকিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য কুলক্রমাগত। কারণ, ভ্রাতা

৮। Notices of Sans. Mss. ix. pp. 137-38, No. 3040. পিতৃপরিচয়ের শ্লোকগুলি অন্য কোন প্রতিলিপিতে নাই।

৯। বিষ্ণুপুত্র মাধব ছাড়া চন্দ্রশেখর কিম্বা মহাদেব আচার্য্যসিংহ কাহারও নাম কুলগ্রন্থে নাই। নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার একটি মাত্র পুথিতে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের $\frac{\text{M. 3/38}}{7+8}$ সং) চন্দ্রশেখরের নাম শ্রীরঙ্গ-ভট্টের পুত্ররূপে এবং বিষ্ণু পণ্ডিতের ভ্রাতৃরূপে প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—"শ্রীরঙ্গভট্টস্য তৎসুতাঃ চন্দ্রসেখর-কেসব-নরসিংহ-বিষ্ণু-বাণী-হরিহর-গদাই-লক্ষ্মীধর-মহেশ্বরাঃ। কেসবসুতা রামাচার্য্য-মাধবাচার্য্য-রত্নেশ্বরাঃ।" (৫২৯ ক পত্র) পাদটীকা ৫ দ্রষ্টব্য। এইরূপ বিপর্য্যয়স্থলে গ্রন্থকারের উক্তিই সত্যনির্দ্দেশ করিবে।

চন্দ্রশেখর ব্যতীত তাঁহার পিতা বিষ্ণু পণ্ডিতও একজন টীকাকার ছিলেন। মুরারির অনর্ঘ-রাঘবের উপর "তাৎপর্য্যদীপিকা" নামে এই বিষ্ণুপণ্ডিত-রচিত টীকা পাওয়া যায়।[১০] গ্রন্থ শেষের পরিচয়-শ্লোকে আছে :—

যস্য শ্রীরঙ্গভট্টোঽভূজ্জনকো ভুবৃহস্পতিঃ।
সবিত্রী যস্য সাবিত্রী সাবিত্রীব পতিব্রতা॥
তেনেয়ং নির্ম্মিতা বিষ্ণুপণ্ডিতেনাতিসুন্দরী॥
টীকা মুরারেধ্রিয়তাং বিবুধা (?) হৃদি যত্নতঃ॥

তাঁহার পিতা "ভুবৃহস্পতি" শ্রীরঙ্গ ভট্টও পণ্ডিত ছিলেন, যদিও তাঁহার কোন গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আচার্য্যসিংহ স্বটীকায় 'ভট্ট'পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ভট্টশ্চতুর্দ্দশ-শাস্ত্রাভিজ্ঞঃ" (৭ক পত্র)। শ্রীরঙ্গভট্টের পাণ্ডিত্য তাঁহার উপাধি হইতেই প্রতিপন্ন হয়।

মুরারিটীকায় বিষ্ণুপণ্ডিত পুরাতন টীকাকারদের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষের একটি শ্লোকে আছে :—

টীকা পুরাণকৃতিনাং যদপীহ সন্তি
ধীরাস্তথাপি মম বাচি রসোঽস্তি কোঽপি।
বাসন্তিকা ন লতিকা··· ···পরিমলঃ পুনরন্য এব॥

আমরা এই টীকার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছি।[১১] প্রাচীন টীকাকার "শিবচন্দ্রে"র সন্দর্ভ বহু স্থলে উদ্ধৃত পাওয়া যায়।[১২] তদ্ভিন্ন শেষাংশে "নরসিংহ" নামক টীকাকারের বচনও কতিপয় স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। এক স্থলে আছে :—

"পদ্যমিদং প্রাচীনৈর্ন ধৃতমিদানীন্তনৈঃ কৈশ্চিন্ন ব্যাখ্যাতমনতিপ্রয়োজনঞ্চেত্যলং বহুনা।" (১২খ পত্র)

বিষ্ণু পণ্ডিতের টীকা রচনার শৈলী চন্দ্রশেখর ও আচার্য্যসিংহের অনুরূপ। বহু প্রাচীন ও বিলুপ্ত গ্রন্থের বচনপরম্পরা নামোল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডনমণ্ডনের জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এক নান্দীপদের ব্যাখ্যাতেই অন্যূন ৬।৭টি পূর্ব্বতন নাট্যশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়। আমরা এখানে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম :—

তত্র চ চন্দ্রকীর্ত্তনমাবশ্যকং ন বেতি সন্দেহে কল্পতরুকারঃ—"আশীর্নমঃ প্রধানাখ্যা···।" তথা চ "নরসিংহ-বিজয়" প্রয়োগে চন্দ্রকীর্ত্তনং বামদেবেন ন কৃতমেব, ভটব্রহ্মযশঃস্বামিনা "পুষ্পভূতি"প্রকরণে চ একীভূতাঃ··· ইত্যত্র চন্দ্রকীর্ত্তনং নাস্তীতি আহ॥ বিমলনাট্যমনোহরে—'পঞ্চত্রিংশৎপদা নান্দী মহাভূতান্বিতা শুভা। স্বাম্নায়কস্য চ কবের্যদি শম্ভুবিভূষিতা॥' যথাভিজ্ঞানে··· অন্যা চ সঙ্গীতমুক্তাবল্যাং 'গঙ্গা নাগপতিঃ···' ইত্যাহুঃ॥ (৩ক পত্র)

১০। Notices of Sans. Mss. Vol. IX, p. 136. No. 3038.
Descr. Cat. of Sans. Mss. A. S. B., Vol. VI, pp. 246-47.

শেষোক্ত প্রতিলিপিতে গ্রন্থশেষে কতিপয় অতিরিক্ত ত্রুটিত শ্লোক আছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ এই :—

অননীয়াংসমীশানং নত্বোপাস্যং পুরাবিদঃ।
অনর্ঘরাঘবগ্রন্থীমুদ্গ্রথ্নামি যথামতি॥

১১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩৩৩ সং পুথি, পত্রসংখ্যা ২৫+৯।

১২। শিবচন্দ্র ২, ৭, ৯, ১৩, ১৪, ২০, ২১ পত্রে। নরসিংহ ক গ জ পত্রে।

আক্ষেপের বিষয়, নান্দীশব্দের আলোচনাকালে অধুনা বাঙ্গালী টীকাকারদের এই সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি বিদ্বৎসমাজে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে এবং সাহিত্যবিদ্যার পরম উপাসক এই পূতিতুণ্ড-গোষ্ঠীর কৃতী পুরুষগণের নামও বিলুপ্ত হইয়াছে—বংশধর কেহ বিদ্যমান আছে কি না, জানিবার কোনই উপায় নাই।

চৈতন্যদেবের প্রামাণিক চরিতগ্রন্থানুসারে তাঁহার অন্যতম বিদ্যাগুরুর নাম "বিষ্ণু পণ্ডিত"। মুরারি গুপ্তের করচায় পাওয়া যায়ঃ—

ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাৎ।
সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাসপণ্ডিতাৎ॥ (১।৯।১)

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও বিষ্ণু পণ্ডিতের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে (বঙ্গবাসী ২য় সং, পৃঃ ৫৮-৯)। চৈতন্যদেবের বিদ্যাভ্যাস লৌকিকতঃ ব্যাকরণশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া যায় নাই, ইহাই প্রামাণিক কথা। আনুষঙ্গিক কিছু সাহিত্যালোচনাও ঘটিয়াছিল অসম্ভব নহে। উক্ত বিষ্ণু পণ্ডিত আমাদের প্রবন্ধোক্ত পূতিবংশীয় বিষ্ণু পণ্ডিত হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়; কারণ, ১৪৯৪ খ্রীঃ কিম্বা কিছু পরে একই সময়ে ব্যাকরণ ও সাহিত্যবিদ্যার মহারথী একনাম ও এক উপাধিধারী দুই জন বিষ্ণু পণ্ডিত এক নবদ্বীপেই বিদ্যমান ছিলেন, এরূপ প্রমাণ নাই। ঈশান নাগর তাঁহার প্রকৃতিসুলভ কল্পনার আশ্রয়ে লিখিয়াছেনঃ—

দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলঙ্কার।
তবে গেলা শ্রীমান্ বিষ্ণুমিশ্রের গোচর॥
তাঁহা দুই বর্ষে স্মৃতি জ্যোতিষ পড়িলা।

(অদ্বৈতপ্রকাশ, তত্ত্বনিধির সং, ১১৮ পৃঃ)

'পণ্ডিত' ও 'মিশ্র' উপাধিদ্বয়ের তারতম্য এখানে উপেক্ষিত হইয়াছে এবং চৈতন্যদেবকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া 'স্মৃতি' ও 'জ্যোতিষ' শাস্ত্রের অধ্যাপনা-ভার বিষ্ণু মিশ্রের উপর অর্পিত হইয়াছে—উভয়ই নিষ্প্রমাণ উক্তি সন্দেহ নাই।

———

কদলীরাজ্য

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই.

খৃষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত গীতিকাব্য গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, মীনচেতন, গোরক্ষবিজয়, ময়নামতীর গান প্রভৃতিতে কদলীরাজ্য একটি বিখ্যাত স্থান। পরমসিদ্ধা মীননাথ কদলীরাজ্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়া সেই দেশের অধীশ্বরী কমলা ও তাঁহার ভগ্নী মঙ্গলার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া যোগধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সাংসারিক দৈহিক সুখে মত্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য গোরক্ষনাথ নর্ত্তকীর বেশে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নটীর "ভাও"[১] দেখাইবার সময় বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে "কায়া সাধনে"র তত্ত্বগুলি গুরুর স্মৃতিপথে জাগরূক করিয়া দিয়া, তাঁহাকে কদলীরাজ্যের নারীদের মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া আনেন।

গীতিকাব্যগুলিতে কদলীরাজ্যের যে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে—

" * * এহি রাজ্য বড় হএ ভালা।
চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা॥
লোকের পিধন পাটের পাছড়া।২
প্রতি ঘর চালে দেখে সোণার কোমড়া॥
কার পথরির পানি কেহ নাহি খাএ।
মণিমাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখাএ॥
* * *
স্থানে স্থানে দেখে সব অমরানগর।
সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর॥
সুবর্ণের ঘর সব পতাকা রচিত।
সকল দেশের লোক রত্তনে ভুসিত॥
রাজ্যের সকল দেখে তার ভাল রঙ্গ।
প্রতি ঘর দ্বারে দেখে হিরণ্যের টঙ্গ॥
ধন্য ধন্য রাজনগর করিয়া বাখানি।
সুবর্ণের কলসে সর্ব্বলোকে খাএ পানি॥"—গোরক্ষবিজয়, ৫৫-৫৬ পৃঃ।

এহেন সুজলা সুফলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডাররূপ দেশে কমলা ও মঙ্গলা নামে দুই ভগ্নী সিংহাসনাধিকারিণী; তাঁহাদের মন্ত্রী ও পারিষদ ষোল শত নারী—

১। অসমীয়া ভাষায় ভাও—যাত্রাগানের পাঠ। ভাওরীয়া—যাত্রাগানের পালাকারী। ভাওনা—যাত্রাগান।

২। পাছড়া—এখনও অসমীয়া ভাষায় ধুতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"কদলিত দেখে জুবতি সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা ॥"—গোরক্ষবিজয়, ২৪ পৃঃ।
"স্ত্রী রাজা স্ত্রী প্রজা স্ত্রী রাজ্যের দেওান।
নারি বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের ত্রাণ ॥"—গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৫ পৃঃ।

দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক, পুরুষের সংখ্যা নগণ্য—প্রতি পুরুষের ঘরে "দুই চারি মাই"—এমন কি, প্রথম যৌবনোদ্গমে পুরুষের অভাবে—

"রিতুস্তান করে নারী জায়া কামরূপ।"—গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৫ পৃঃ।

রাজ্যের নাম কদলী দেশ; রাজধানী কদলী নগর, অধিবাসিবৃন্দও কদলী নামে পরিচিত।

"ধরিয়া ব্রাহ্মণরূপ কদলীতে জাএ।
একদিষ্টে কদলীর সভা সবে চাএ ॥"—গোরক্ষবিজয়, ৫১ পৃঃ।
*　　*　　*
সোল স কদলী আইল করি নানা সাজ।
বসিলেক চারি পাশে মীনে করি মাঝ ॥—গোরক্ষবিজয়, ১৫৬ পৃঃ।

রাজ্যে সাধারনতঃ নাথ-সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। পুরুষদিগকে "রাউল" বলিয়া সম্বোধন করা হইত; মেয়েরা "চিকণ সুতি" কাটিয়া "পাটের পাছড়া" এবং "ধুতি বুনিত" এবং তাহা হাটে নিয়া বিক্রয় করিয়া "কৌড়ি" পাইত। তাহারা স্বর্বর্ণের "বাটা ভরিয়া তাম্বূল" খাইত, এবং পুরুষেরা "সমাজে মদের ঘটি আগে" পাওয়াকে সামাজিক গৌরব মনে করিত।

এহেন স্ত্রীরাজ্যের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে বঙ্গের মনীষীদিগের মধ্যে একটা আলোচনা চলিতেছে। গীতিকাব্যে যদিও ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান করা সমীচীন নহে, তথাপি আলোচ্য গীতিকাব্যগুলিতে উল্লিখিত স্থানগুলি নিছক কাল্পনিক নহে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন, এবং সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কাব্যোক্ত স্থানগুলির আধুনিক নাম নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কদলীরাজ্যকে "স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ কামরূপ-মণিপুর-ব্রহ্মদেশ"[৩] বলিয়া অনুমান করেন। ডক্টর শহীদুল্লা কদলী অর্থে কাছার জেলা অনুমান করিয়াছেন।[৪] জৈমিনী মহাভারতে এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও স্ত্রীরাজ্যের উল্লেখ আছে এবং অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় বাহ্লীক দেশকে ব্যাক্ট্রিয়া (Bactria) ধরিয়া স্ত্রীরাজ্যের স্থান তাহারই সন্নিকটে নেহাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোথাও স্থির করিয়াছেন।[৫]

৩। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত "ময়নামতীর গান" ২২ পৃঃ, পাদটীকা (৩)।

৪। Les Chantes Mystiques—page 27.

৫। Social life in Ancient India—Studies in Vatsyana's Kamasutra—pages 59-60.

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত লামা তারানাথের পাগ্‌সাম্‌ জোন্‌জ্যান্‌ (Pagsamjonzan) নামক গ্রন্থেও কদলী-ক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] তাহাতে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশীয় রাজা গোপীচন্দ্র—সিদ্ধা বালপাদকে (অপর নাম হাড়িপা বা জালন্ধর সিদ্ধা) জীবন্ত অবস্থায় মাটির নীচে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। বার বৎসর পরে হাড়িফার শিষ্য কাণফা সিদ্ধা বা কৃষ্ণাচার্য্য কদলীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে গুরুদেবকে মুক্ত করেন এবং তখনই গোপীচন্দ্র হাড়িপার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গোরক্ষনাথের শিষ্যা ময়নামতী এই গোপীচন্দ্রের মাতা ; এবং এই মাতা ও পুত্রের কাহিনীই বঙ্গীয় গীতিকাব্যগুলির উপজীব্য।

গোরক্ষবিজয় ও গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে আরও কয়েকটী স্থানের উল্লেখ আছে। হাড়িপাসিদ্ধা ময়নামতীর ঘরে মেহারকুল দেশে অবস্থান করিতেছিলেন, কাণফা কামরূপ ভ্রমণ করিয়া পাটন গিয়াছিলেন, সেখান হইতে লঙ্কাপুরী হইয়া ডাহুকা এবং ডাহুকা হইতে কদলীদেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে বকুলতলাতে বা ঝুলতলিতে গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার দেখা হয় (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৪ পৃঃ)। অন্য দিকে আবার গুরু মীননাথকে অনুসন্ধান করিতে করিতে গোরক্ষনাথ "বিজয়নগর ছাড়ি বকুলেত যাইলা" (গোরক্ষবিজয়, ৩৯পৃঃ)। বকুলেতেই ডাহুকা-প্রত্যাগত কাণফার নিকট মীননাথের কদলীদেশে "নটিনির বাশোরে" বিভোর হইয়া থাকার সংবাদ পাইলেন।

বকুল হইতে সোজাসুজি কদলীদেশে গিয়া গোরক্ষনাথ অনেক চেষ্টার পর গুরু মীননাথকে কদলীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া বিজয়নগর চলিয়া গেলেন এবং যাইবার পূর্ব্বে কদলীগণকে শাপ দিলেন,—

> "মুখে যাও মুখে বছ মুখে জাও সঙ্গ।
> গোর্খের শাপেতে উঠ হইয়া পতঙ্গ ॥
> বিক্ষের ফল মুল বসি কর পান।
> এহি শাপ দিলো তোরে করি সমাধান ॥
> এ বলিয়া জতিনাথ হাতে মারে তুড়ি।
> বাদুর হইয়া সব কদলী গেল উড়ি ॥"—গোরক্ষবিজয়, ১৯৭ পৃঃ।

খৃষ্টীয় ৯৮৫ হইতে ১১২৫ অব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন কামরূপরাজ্য নরকাসুরবংশীয় পাল-নৃপতিগণের অধীন ছিল। এই বংশের প্রথম রাজা ব্রহ্মপাল (৯৮৫-১০০০), দ্বিতীয় রত্নপাল (১০০০-১০৩০), তৃতীয় ইন্দ্রপাল (১০৩০-১০৫৫), ষষ্ঠ ধর্ম্মপাল (১০৯০-১১১৫) এবং সপ্তম বা শেষ রাজা জয়পাল (১১১৫-১১২৫)[৭]। Pagsamjonzan মতে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের পর শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন মগধদেশ শাসন করিতেছিলেন, তখন বঙ্গদেশে

৬। J. A. S. B. 1898, part I, page 20, Rai-Bahadur S. C. Das's Notes on Antiquities of Chittagong.

৭। Early History of Kamrup by Rai-Bahadur K. L. Barua, page 149.

সিংহচন্দ্রের পুত্র বালচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। বালচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র (অপর নাম মাণিকচন্দ্র ?) মালবদেশের রাজা ভর্ত্তৃহরির ভগিনী ময়নামতীকে বিবাহ করেন। বিমলচন্দ্র তীরভুক্তি, সমগ্র বঙ্গদেশ ও কামরূপে বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি মাধ্যমিক-দর্শনোৎসাহী ছিলেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মুসলমানের অত্যাচারে মগধদেশ হইতে পলায়ন করিয়া অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পূর্ব্বাঞ্চলে কুকীদের দেশে আশ্রয় লাভ করেন। আসাম-কাছাড় ও ত্রিপুরার কিছু পার্ব্বত্য অঞ্চল লইয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম ছিল নানগাতা। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ রাজা বাবলাসুন্দরের কনিষ্ঠ পুত্র সুন্দরহাচি এই নানগাতার রাজা ছিলেন। এই ভাবে খৃষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কামরূপে প্রবেশ করিয়া এ দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কামরূপ পূর্ব্বেই শৈবপ্রধান দেশ ছিল; এখন বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্ম উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া খুব জোরের সহিত চলিতে লাগিল, এবং বৌদ্ধতান্ত্রিকের বজ্রযোগিনী সাধনার মন্ত্রে আসামের বহু স্থানের নামও যুক্ত হইল—

—ওঁ ওড্ডিয়ান বজ্রপুষ্পে স্বাহা, ওঁ পূর্ণগিরি বজ্রপুষ্পে স্বাহা, ওঁ কামরূপ বজ্রপুষ্পে স্বাহা, ওঁ শ্রীহট্ট বজ্রপুষ্পে স্বাহা ইত্যাদি।[৮]

রত্নপালের রাজধানী ছিল সুনির্ম্মিত দুর্জ্জয় নগর। ইন্দ্রপালের গৌহাটী-তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, রত্নপালের রাজ্য "সুধাধবলিত শিবাধিষ্ঠিত" মন্দির দ্বারা শোভিত ছিল, এবং তাঁহার রাজ্যের ব্রাহ্মণগণের গৃহ নানাপ্রকার ধনসম্পদ্ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।[৯] লামা তারানাথের মতে সিদ্ধা সরহপাদ পূর্ব্বদেশে রাজ্গীতে চন্দনপালের রাজত্বে জন্মগ্রহণ করেন, এবং অত্যাশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক বিভূতি দেখাইয়া রাজা রত্নপাল ও তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ কামরূপ দেশের এক ধীবরের পুত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ওড্ডিয়ান দেশের নৃপতি ইন্দ্রভূতির কর্ম্মচারী ছিলেন। ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভব জাহর দেশের নৃপতির কন্যাকে বিবাহ করেন।[১০] ওড্ডিয়ান দেশ বৌদ্ধতান্ত্রিকদের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাসে দেখা যায়—ওড্ডিয়ান দেশে পাঁচ লক্ষ নগর ছিল, এবং ইহা দুই প্রদেশে বিভক্ত ছিল; এক প্রদেশের নাম শাম্ভব, অপরের নাম লঙ্কাপুরী। লঙ্কা জাহর দেশের সন্নিকটে ছিল।[১১]

৮। রাজরত্ন বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত সাধনমালা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৫৫, সাধনসংখ্যা ২৩৪।

৯। কামরূপ-শাসনাবলী—১২৬ পৃঃ।

১০। পদ্মসম্ভব অদ্যাপি সিকিমের রাজপ্রাসাদসংলগ্ন মন্দিরে দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন। ডাক-বিভাগের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় তিব্বত পর্য্যটনকালে সিকিমের রাজমন্দির হইতে পদ্মসম্ভবমূর্ত্তির একখানি ফটো আনিয়াছেন।

১১। Waddel's Lamaism, page 182.

বালপাদ বা হাড়িপা সিদ্ধা ছিলেন সিন্ধুদেশের লোক, জাতিতে শূদ্র। তিনি ওড়িয়ানে থাকিয়া যোগধর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক ও ঐন্দ্রজালিক শাস্ত্রে তাঁহার এত অধিকার জন্মিয়াছিল যে, একবার অবন্তীদেশে দেবতার নিকট বলি দিবার নিমিত্ত আনীত কয়েক হাজার ছাগ তাঁহার মন্ত্রবলে নেকড়ে বাঘে পরিণত হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার মন্ত্রবলে নেপালের মন্দিরের প্রধান শিবলিঙ্গটী ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছিল। ময়নামতীর বাগানে বসিয়া তাঁহার জলপানের ইচ্ছা হইলে নারিকেলগাছ হইতে ডাব আপনি আসিয়া তাঁহার মুখে জল ঢালিয়া দিয়া, আবার স্বস্থানে প্রস্থান করিত।

কামরূপে এরূপ যাদুবিদ্যার প্রবাদের কথা কাহারও অবিদিত নাই। এখানে লোককে ভেড়া করা হয়, ইহা আধুনিক কালেও অনেকে বিশ্বাস করেন। গুরু নানকের অনুচর মর্দ্দানাকে কামাখ্যার নিকটবর্ত্তী স্ত্রীরাজ্যে এক জন নারী, গলায় একগাছা সূতা বাঁধিয়া ভেড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বিতীয় অনুচর বালার নিকট হইতে জানিতে পারিয়া বাবা সাহেব অনেক চেষ্টায় সঙ্গীটীকে উদ্ধর করেন। এই কাহিনীটী ভাই বালা গুরুজীর "জনমসাখী" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[১২] ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এই যাদুবিদ্যার দেশে মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং কয়েক বৎসর পরে যখন দ্বিতীয় বার সৈন্য প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত হইল, তখন যাদুবিদ্যার ভয়ে সৈন্যেরা বঙ্গ-দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া এই ভয়ঙ্কর দেশে পদার্পণ করিতে সাহস করিল না। 'আলমগীরনামা'র সুশিক্ষিত লেখক পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য তাজমহলের সন্নিকটস্থ সুসভ্য অধিবাসি-গণকে এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনীটি বলিয়া গিয়াছেন।[১৩] অনেক লোকের বিশ্বাস যে, গৌহাটী হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী নগাঁও জেলার অন্তর্গত মায়ং মৌজাতে এখনও যাদুবিদ্যার প্রচলন আছে; এবং এখনও সুদূর মাদ্রাজ হইতে আসিয়া অনেক লোক যাদুমন্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য মায়ংএর পার্ব্বত্য রাজার উমেদারী করিয়া থাকে।[১৪]

Waddel সাহেবের মতে ওড্ডিয়ানা, উদ্দীয়ানা বা ওজ্জিয়ানা বর্ত্তমান সোবাট ও চিত্রলের নিকটে, Sylvan Levi'র মতে উহা খাসগড়ে এবং ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে উহা উড়িষ্যায়।[১৫] কামরূপীয় রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্বে একাদশ খৃষ্টাব্দে লিখিত কালিকাপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, ওড্ডিয়ানে সতীর উরুযুগল পতিত হইয়াছিল, এবং পীঠমালার মতে আসামের জয়ন্তিয়ায় উহা পতিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে সে স্থানের নাম বাউরভাগ—দেবী জয়ন্তেশ্বরী, ভৈরব ক্রমদীশ্বর।

লঙ্কা, গৌহাটী হইতে ৯৫ মাইল পূর্ব্বে নগাঁও জেলায় একটী মৌজা ও রেলস্টেশন।

১২। জনমসাখী ভাই বালাকী, পৃঃ ৩৩৬।

১৩। Alamgirnamah, page 731; Gait's History of Assam, p. 35.

১৪। রামপালের সেনাপতি 'মায়নে'র নাম হইতে মায়ং হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে।

১৫। সাধনমালা, প্রথম ভাগ, ভূমিকা, পৃঃ ৩৭।

অধ্যাপক Jacobi এই লঙ্কাকেই বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের লঙ্কাপুরী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। লঙ্কাতে প্রাপ্ত একটী প্রস্তরলিপিতে "সঙ্ঘারাম" শব্দটী পাঠ করা গিয়াছে। ঐ লিপি বর্ত্তমানে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিতে আছে—সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই।

Waddel সাহেব জাহরকে লাগোর বলিয়া মনে করেন। রাজরত্ন ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য উহাকে ঢাকার সাভার বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লঙ্কার সন্নিকটেই খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জীর সন্নিকটে সাবার নামে একটী ছোট ষ্টেট্ বা রাজ্য বর্ত্তমানেও আছে, এবং নগাঁও হইতে ডবকা হোজাই-লঙ্কা-কারিথানা-পানিমুর হইয়া জয়ন্তিয়ায় যাওয়ার একটী প্রাচীন সদর রাস্তা আজও আছে—লোকে ব্যবহারও করে।

নগাঁও জেলা—যমুনা-কপিলীবিধৌত উর্ব্বরা দেশ,—গৌহাটী হইতে ৭৫ মাইল পূর্ব্বদিকে। বর্ত্তমানে ইহা একটী নাতিবৃহৎ জেলা। সমগ্র যমুনা ও কপিলী উপত্যকায় দশম-একাদশ শতাব্দীর গুপ্ত ও পাল-ভাস্কর্য্যের নিদর্শনপূর্ণ অসংখ্য প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লেখক কর্ত্তৃক ঘোর অরণ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমগ্র হোজাই-লঙ্কা-ডবকা-যমুনামুখ-বকুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতি ক্রোশের মধ্যে অন্ততঃ একটী মন্দির ও চারিটী বৃহৎ পুষ্করিণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। এককালে দেশটি সুসভ্য জনপদে পূর্ণ ছিল এবং চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাসোল্লিখিত পাঁচ লক্ষ নগরপূর্ণ জনপদ এবং গোরক্ষ-বিজয়ের টঙ্গী ও অসংখ্য পুষ্করিণীপূর্ণ দেশ এতদঞ্চলেই ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

আর একটী কথা লক্ষ্য করিবার আছে। টেঙ্গুরের ক্যাটালগ মতে লুইপাদ বঙ্গদেশের লোক, Grub-o-Tub মতে তিনি কামরূপের ধীবরের ছেলে ; চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাস মতে তিনি ওড়িয়ানের লোক। সুতরাং ওড়িয়ানা, কামরূপ ও বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল। এই সকল কারণ হইতে নগাঁও জেলার হোজাই বা ওজাই (ওজ্ঝাই)কে বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের ওড্ডিয়ানা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।[১৬]

ডবকা নগাঁও সহর হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের চতুর্থ শতাব্দীর এলাহাবাদ-স্তম্ভে সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্ত্তৃপুর রাজ্যসমূহের সামন্ত নৃপতিগণের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকেও কপিলী উপত্যকা রাজ্যের চন্দ্রবল্লভ (yue-Ai = moonloved) নামে এক রাজা চীনদেশে দূত পাঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানের ডবকাই প্রাচীন ডবাক রাজ্য। এতদঞ্চলে মস্তকে বোঝা লইয়া ফেরী করা স্ত্রীলোকদিগকে "পোহরী" বলে। কাণফা সিদ্ধা 'ডাহুকা'তে এক 'বহরী'র গৃহে আশ্রয় নিয়াছিলেন। গোরক্ষবিজয়-সম্পাদক আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মনে করিয়াছিলেন, কাণফা ঢাকায় এক বধির স্ত্রীলোকের গৃহে গিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধা যে ডবকাতে এক ফেরীওয়ালীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ডবকা হইতে প্রায় ২১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং লঙ্কা ষ্টেশন হইতে প্রায় ২১ মাইল

১৬। "Antiquities of the Kapili and the Jamuna Valleys—(Hojai and Oddiyana)," published in the Journal of the Assam Research Society, Vol. V, Nos. 1 & 2, pp. 48-57.

পূর্ব্বদিকে বকুলিয়া নামে একটী স্থান আছে। সেখানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে এবং গভীর অরণ্যপূর্ণ একটী স্থানকে বকুলিয়ার রাজবাড়ী বলিয়া দেখান হইয়া থাকে। এই বকুলিয়ায় বা বকুলে বা বকুলতলায় কাণফার সহিত গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

নগাঁও জেলার অধিকাংশ এক সময়ে জয়ন্তিয়াদের অধীনে ছিল। তাহারা আদিতে ব্রাহ্মণ নরপতি কেদারেশ্বর রায়, ধনেশ্বর রায় প্রভৃতির অধীনে কপিলী যমুনা উপত্যকার উর্ব্বরা ভূমিতে বাস করিত। সেই সময়ে বা তাহার অল্প পরে হোজাই বা ওড়িয়ানা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের তীর্থরূপে পরিণত হয়। কালক্রমে সমতল ভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া জয়ন্তিয়ারা নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে বর্ত্তমান জয়ন্তিয়া পাহাড়ে রাজত্ব স্থাপন করে। কিন্তু নগাঁও জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্য—খোলা, নেলি, গোভা, তপাকুচি প্রভৃতির রাজারা আজ পর্য্যন্ত জয়ন্তিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন।

জয়ন্তিয়ারা হিন্দুভাবাপন্ন, কিন্তু তাহাদের উত্তরাধিকারী সূত্রে মেয়েরাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী; তাহারা স্ত্রীস্বাধীন জাতি। প্রবাদ আছে যে, জয়ন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র কন্যা জয়ন্তী পিতৃসিংহাসনের অধিকারিণী হয়েন। তদবধি দেশের নাম জয়ন্তিয়া হয়।

মাসিক অশৌচের সময় নদীতে স্নান করিবার কালে জয়ন্তীর ছায়া হইতে এক কন্যারত্ন উৎপন্ন হয়; রাঘব মৎস্য সেই কন্যাকে ভক্ষণ করে। পরে লাণ্ঢাবর নামক এক বীর যুবক মৎস্যের উদর হইতে কন্যাকে উদ্ধার করিয়া মৎস্যোদরী নাম দিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। মৎস্যোদরী ও লাণ্ঢাবরের পুত্র পরে জয়ন্তিয়ার অধীশ্বর হন।[১৭] এই প্রবাদের সহিত নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের জন্মপ্রবাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। গণ্ডযোগে জাত ব্রাহ্মণকুমারকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন করা হয়; রাঘব মৎস্য সেই শিশুকে উদরসাৎ করে। পরে ক্ষীরোদ সাগরের টঙ্গীতে রাঘবের উদর হইতে উদ্ধার করিয়া হরপার্ব্বতী সেই শিশুকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দেন। পরিণত বয়সে সেই বালকই মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে ভুবনবিজয়ী সিদ্ধা বলিয়া পরিচিত হন।

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদকে অনেকে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ হইতে অভিন্ন মনে করেন। ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অধ্যাপক Tucci এই মতের বিশেষ সমর্থক। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় তদীয় "গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে (পৃঃ ৬৩-৬৫) ও অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় "কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে"র ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু একটা কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মৎস্যেন্দ্রনাথ হঠযোগের পক্ষপাতী ছিলেন, হঠযোগে তাঁহার প্রবর্ত্তিত কয়েকটী কষ্টসাধ্য আসনও আছে; গোরক্ষনাথও কায়াসাধনের প্রধান নেতা। গোরক্ষ-

---

১৭। দেওধাই অসমবুরঞ্জী (সূর্য্যকুমার ভূঞা সম্পাদিত) ১৭২ পৃঃ।

সংহিতায় গোরক্ষনাথের উপদেশ "আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা" এবং "যোগশাস্ত্রঞ্চ পরমং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্।"[১৮] কিন্তু লুইপাদ এই কষ্টসাধ্য সাধনপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন,—

"সঅল সমাহিত কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতে নিচিত মরিআই ॥"—বৌদ্ধগান ও দোহা।

তিনি মহাসুখ লক্ষ্য করিয়া "গুরু পুচ্ছিঅ জান" মতের পোষণকারী। হঠযোগীর নিকট মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ ও ওড়িয়ানবন্ধ সাধনার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পন্থা—

"মহাবন্ধং সমাসাদ্য উড্ডীনকুম্ভকং চরেৎ।
মহাবেধ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ ॥—গোরক্ষসংহিতা, ৭০।

কিন্তু লুইপাদ বলেন—

"এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আশ।
শুণুপাখ ভীতি লাহুরে পাশ ॥"

লুইপাদের এই ভাবই পরবর্ত্তী কালে কৌল তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে—

একভক্তোপবাসাদ্যৈর্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ।
মূঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ ॥
দেহদণ্ডনমাত্রেণ কা সিদ্ধিরবিবেকিনাম্।
বল্মীকতাড়নাদ্দেবি মৃতঃ কোঽত্র মহোরগঃ ॥"—কুলার্ণব।

লুইপাদের সাধনার পদ্ধতি—"ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।" অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বীজবেষ্টিত—(অ হইতে ল বীজ—'আলি', ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী-বেষ্টিত; এবং ক হইতে ল বীজ—"কালি", পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ী-বেষ্টিত) ত্রিকোণাকার মণ্ডলমধ্যে পদ্মাসনে সমাসীন নিজ গুরুমূর্ত্তির ধ্যান করা। এই ভাবে গুরুধ্যান পরবর্ত্তী কালে ঘেরণ্ডসংহিতায় ("ধ্যায়েত্তত্র গুরুদেবং দ্বিভুজঞ্চ ত্রিলোচনম্"[১৯]) এবং বিশ্বসারতন্ত্রে দেখিতে পাই। আরও পরবর্ত্তী কালে কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে ঐ স্থানে গুরুর বাম উরুতে গুরুপত্নীকে ধ্যানেরও উল্লেখ আছে। নাথদের ধ্যান এরূপ নহে। তাঁহারা আজ্ঞাচক্রে নাদবিন্দুর ধ্যান করেন, জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুর ধ্যান করিয়া নাদ অনুসন্ধান করাই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। গোরক্ষনাথ "মূঢ়গণেরও সম্মত নাদোপাসনা" প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পথের ভিখারী সকলেরই পূজ্য হইয়াছিলেন। লুইপাদের লক্ষ্য মহাসুখ; মৎস্যেন্দ্রনাথের লক্ষ্য—"মনের সহিত নাদের বিলয় সাধন করিয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা।"[২০] সুতরাং লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ এক ব্যক্তি নহেন।

ডবকার সন্নিকটে নগাঁও সহর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কদলী নামে একটী

১৮। প্রসন্নকুমার কবিরত্ন-সম্পাদিত গোরক্ষসংহিতা, ৫, ২০৪।

১৯। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত ঘেরণ্ডসংহিতা, ষষ্ঠ উপদেশ, ১৩-১৪।

২০। ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত হঠপ্রদীপিকা—৪র্থ উপদেশ, ১০০-১০২।

মৌজা আছে।[২১] সেই মৌজার স্থানে স্থানে প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন এবং ভগ্ন হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। ডবকা ও কন্দলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ২৫৪৬ ফিট উচ্চ কমলা দেবীর পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের উপর এখনও প্রাচীন মন্দির ও পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় লোকে এখনও ভক্তিবিমিশ্রিত ভীতির সহিত সেই পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া থাকে। কালিকাপুরাণে এই কমলাদেবীর স্থানকে রক্তদেবীর পীঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই পর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্বে আর একটি পর্ব্বতে হেরুক নামে শিবলিঙ্গ আছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।[২২] এই পর্ব্বত বর্ত্তমানে লিঙ্গখোয়া পর্ব্বত নামে পরিচিত।

কন্দলী চা-বাগানের তিন মাইল ঈশান কোণে পাহাড়ের উপর বাদুলী কুরুং নামে একটি গুহা আছে। সরকারী সদর রাস্তা হইতে প্রায় দেড় মাইল পাহাড়ের উপর যাইতে হয়। বৃহৎ শিলাময় পর্ব্বতের নিম্নদেশে পর্ব্বতের ভিতরে এক প্রশস্ত গহ্বর। সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর যেন প্রাচীরস্বরূপে রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রাচীর বাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, নীচের গহ্বরের দ্বারদেশ দেখা যায়। গহ্বরের দুইটী দ্বার; ভিতর অতি প্রশস্ত, কিন্তু ঘোর অন্ধকারময়।

এই গুহার ভিতর লক্ষ লক্ষ বাদুড়ের বাস। মানুষের আগমনের শব্দে ইহারা এমনই এক তুমুল আলোড়ন তুলিয়াছিল যে, ভয় হইয়াছিল, যেন ভূমিকম্পে সমগ্র পর্ব্বত কম্পিত হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা গুহাটীকে দেবতার স্থান বলিয়াই সম্মান করে; এবং এই বাদুড়গুলি কমলা দেবীরই আশ্রিত অনুচর বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে।

কন্দলী পর্ব্বতের অপর অংশের নাম বামুনী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত, গুহা ও প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। বাদুলীকুরুংয়ের আট মাইল উত্তরে চম্পানালা পাহাড়ে হংসধ্বজ রাজার নগর ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। সন্নিকটে জিয়াজুরি বাগানে নবম-দশম শতকের প্রস্তরশিল্পের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

ডবকা হইতে ১৫।১৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে মহামায়া পর্ব্বত, ফুলনি, তারাবাসা প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন মন্দিরের ও পুষ্করিণীর অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথপাদাবতারিত "কৌলজ্ঞাননির্ণয়" গ্রন্থখানি একদিন কামরূপের গৃহে গৃহে থাকিত।[২৩] ইহাতে মহামায়াইপাদ, চম্পাইপাদ, পুলিন্দাইপাদ, হিড়িম্বাইপাদ প্রভৃতি পীঠমহাপুরুষের পূজার বিধি আছে। মনে হয়, এই সব পীঠস্থান এই অঞ্চলেই ছিল।

কন্দলী ও বামুনীপর্ব্বতের পারিপার্শ্বিক মিকির পাহাড়ে এখনও পর্য্যাপ্ত অগুরু চন্দন

২১। কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী মৌজা হয়; রাজস্ব আদায়ের জন্য এক একটী মৌজার উপর এক একজন মৌজাদার থাকেন।

২২। কালিকাপুরাণ (বঙ্গবাসী) ৭৯ অঃ, ১৬৫। এখনও লোকের বিশ্বাস, কমলাদেবীর স্থান দর্শন করিতে গেলে পথ হারাইয়া যায়।

২৩। 'কামরূপে ইমং শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে।'—২২শ পটল, ৭৮ পৃঃ।

পাওয়া যায় এবং মহলদারেরা এখনও উহা দেশ বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য লোকের নিকট হইতে এখনও অনেক সময় "চারি কড়ায়" 'এক তোলা' চন্দনকাষ্ঠ পাওয়া অসম্ভব নয়।

কন্দলী মৌজার সন্নিকটবর্ত্তী ননই, দীঘলদরি, পেটভরা প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমানেও হাজার হাজার নাথযোগীর বাস। তাহারা বর্ত্তমানেও 'পাটের পাছড়া' প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত এবং তাহাদের মেয়েরা এখনও পাটের চিকণ সূতা কাটিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। পুরুষেরা বর্ত্তমানে অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ও কৃষিকর্ম্মপরায়ণ। এখন কৌলধর্ম্মের চক্রে তাহারা বসে না; সুতরাং সমাজে মদের ঘটী আগে পাইবার আকাঙ্ক্ষা কাহারও নাই।

চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতেও কন্দলীর বিশিষ্ট অধিবাসীদের পদবী 'কন্দলী' ছিল। অনন্ত কন্দলীর মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ সুপরিচিত; মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ অসমীয়া ভাষার অমূল্য সম্পদ্। কন্দলী মৌজায় এখনও মাধব কন্দলীর বাড়ী আছে।

নগাঁওবাসীরা একটু অনুনাসিকত্বপ্রিয়; তাঁহারা 'বতুলা আতা'কে 'বন্দুলা আতা' বলেন, বাতুলীকে বান্দুলি বলেন; তাঁহাদের নিকট প্রাচীন 'কদলী' কন্দলী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নগাঁও জেলার কন্দলীই প্রাচীন কদলীরাজ্য, ডবকাই ডহুকা বা ডাহুকা, বকুলিয়াই বকুলতলা। গোয়ালপাড়া জেলায় যোগিগুফা ও গোরক্ষনাথের পাহাড় বিখ্যাত; সুতরাং সেখানকার বিজনীই 'বিজয়নগর' বলিয়া অনুমিত হয়। কন্দলী পর্ব্বতের বাতুলীকুরুং হইতেই ষোল শত কদলীর বাদুড়রূপে পরিণত হওয়ার কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বঙ্গদেশীয় রাজা রামপাল কর্ত্তৃক কামরূপ অধিকৃত হওয়ার পর এই দেশে দলে দলে ব্যবসায়ীরা আসিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে হইতে নাথ ও কৌলজ্ঞানী সাধুদের আসা যাওয়া ছিলই। তাহাদের নিকট হইতে নগাঁও জেলার স্থানসমূহের বর্ণনা শুনিয়া বঙ্গদেশীয় গ্রাম্য কবিরা মুখে মুখে গীত রচনা করিয়া দেশবাসীকে শুনাইত এবং

"যোগীপাল মহীপাল নানামত গীত।
শুনিতে হইত সর্ব্বলোক আনন্দিত॥

দেলপূজার ছড়া

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ

দেলপূজার ছড়া খুল্‌না জেলার কাড়াপাড়াগ্রামনিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আসল পুথি আমার হস্তগত হয় নাই। এখনকার নকল পুথি হইতে আলোচ্য দেলপূজার ছড়া তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের পূর্ব্বপুরুষেরা চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেউল-উৎসব করিতেন—এখনও গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

দেলপূজা বা দেউল পূজা শিবপূজার নামান্তর মাত্র। বাঙলার সর্ব্বত্র চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেউলের মধ্যে শিব অধিষ্ঠান করেন। দেউলকে পাটও বলা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে এই পাট কাঁধে করিয়া এক দল লোক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা উপবাস করিয়া থাকে, এবং চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তির দিন অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করে। উক্ত দিন বাণ ফোঁড়া, খড়্গের উপর দাঁড়ান প্রভৃতি অনেক অসাধ্য সাধন করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বেকার মত সে রকম প্রথা এখন আর নাই; তবে তাহা যে একেবারে লোপ পায় নাই, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়।

দেলপূজা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে গাজনের পূজা বলা হয়—অন্যান্য অঞ্চলে ইহা চড়ক-পূজা নামে খ্যাত। বস্তুতঃ দেল বা দেউলের কথা বাঙলার সর্ব্বত্র শোনা যায়। দক্ষিণ-বঙ্গের খুল্‌না জেলা হইতে সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে দেউলের জন্ম-কথা উল্লিখিত আছে।

না ছিল পাট, না ছিল খাট, না ছিল সিংহাসন।
কোথায় আছিল পাট কাহার আসোন॥
মহেষের আসন পাট ছুতারে ছাচি আনি।
দেউল সৃষ্টি, পাট বলে ত্রিভুবনে জানি॥
সৃষ্টিকর্ত্তা নিরাঞ্জন করিলেন স্থুল।
পাটের সঙ্গে দেখি মহেষের ত্রিশূল॥

দেউল বা পাটের মধ্যে মহাদেব অবস্থান করেন। পাটের উপর মহাদেবের ত্রিশূল দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাট বৎসরের মধ্যে এগার মাস "মড়ার" মত মণ্ডপের এক কোণে পড়িয়া থাকে। চৈত্র মাসে ইহাকে স্নান করাইয়া ঠাকুরের পূজায় লাগাইতে হয়।

এগার মাস ছিল পাট মরাশরীর ঘরে।
মধুমাসে শিবের পূজা পাটের তলব পড়ে।

* * * *

স্নান করিয়া পাট ধরে কলেবর।
ত্রিশূলে অধিষ্ঠান হও ভোলা মহেশ্বর ॥
* * * *
বসন ঝাপিতে পাট চক্ররূপ নমস্তে।
সন্ধ্যে গায়ত্রী পড়ি ব্রাহ্মণে দুর্ব্বা তুলি নিলেন হস্তে ॥
জন্মে জন্মে পাট বঁনে তুলি বন্দি মস্তে ॥

পশ্চিমবঙ্গের গাজনের ছড়ায় পাটের কথা পাওয়া যায়।

ধবল পাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
ধবল পদ্মে বসে আছেন দেব নারায়ণ ॥
দেব বন্দম দেয়াশী বন্দম, খাট পাট লাঠি বন্দম।
সরস্বতী গঙ্গে বামে বীর হনুমান, ইত্যাদি।

শিবের গাজনের সময় উক্ত ছড়া মন্ত্রের আকারে আবৃত্তি করিতে হয়। মালদহের "আদ্যের গম্ভীরা"য় অনুরূপ বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে।

জল বন্দ স্থল বন্দ আদ্যের গম্ভীরা বন্দ।
ডাহিনে ডঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান ॥
* * * *
দেউল বন্দন, দেহারা বন্দন, শাঠ পাট লাঠী বন্দন।
আদ্যের তুলসী বন্দন, আর বন্দ সরস্বতীর গান।
ডাইনে বন্দ রামলক্ষ্মণ সীতা বামে বীব হনুমান ॥

পশ্চিমবঙ্গের গাজনের ছড়ার মধ্যে "দেয়াশী" বন্দনার কথা আছে। এই দেয়াশী জাতীয় লোকেরাই গাজনের উপবাস করিয়া থাকে। উত্তরবঙ্গে ইহাদিগকে "দেববংশী" নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ-বঙ্গের খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় ইহাদিগকে "বালা" বলে। বালা, শিবের ভক্ত অনুচরবিশেষ। বালাকে "মহেশ্বর" নামে অভিহিত করার কথা দেলপূজার ছড়ার মধ্যে আছে,—

যেই দিন পৃথিবী হইল অনাদি প্রচার।
ব্রহ্মা হইল পূজা-কারী বালা মহেশ্বর ॥

উক্ত ছড়ার মধ্যে অন্যত্র আছে,—

ব্রহ্মা হইল পূজাকারী, বিষ্ণু হইল ধর্ম্মাধিকারী,
বালা হইল মহেশ্বর ॥
* * * *
এই সব দেবতা মিলি, সত্যযুগে দেল করি
প্রচারিলে আদ্যের ভবানী ॥

উল্লিখিত বিষয়ের মধ্য হইতে আর একটি সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দেল-পূজার অপর নাম ধর্ম্মপূজা। বিষ্ণু সেই ধর্ম্মের অধিকারী দেবতা—তিনিই নিরঞ্জন মহাপ্রভু নামে অভিহিত। দেল-পূজার ছড়ার অনুরূপ পুথিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সৃষ্টির

আদিতে তিনি শবরূপে জলের উপর ভাসমান ছিলেন। তাঁহা হইতে পৃথিবী ও আদ্যা শক্তির জন্ম হয়। পরে আদ্যা শক্তির গর্ভে মহেশ্বরের জন্ম হয়। মহেশ্বর জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলে সৃষ্টি সংরক্ষণ বিষয়ে সমস্যার উদয় হয়। ক্রমে আদ্যা শক্তি পার্ব্বতীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া মহেশ্বরের সহধর্ম্মিণী হইলেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে (?) এরূপ বিষয়ের সন্ধান মিলে। খুলনা জেলা হইতে সংগৃহীত দেল-পূজার ছড়ার সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। দেলপূজার ছড়ার এক স্থানে আছে,—

পৃথিবী স্থাপিয়ে গোসাঞি ভাবে মনে মন।
উল্লুকার বচন তখন হইল স্মরণ ॥
আপন দক্ষিণে পশুপতি
অনা শূন্যে জন্মিল বিষ্ণু, বামেতে পার্ব্বতী ॥
হুঙ্কার করিতে ভাবিলে আপনি।
ততক্ষণে বাম পার্শ্বে গেলেন নারায়ণী ॥

আদ্যা শক্তি নারায়ণী ক্রমে সৃষ্টিসংরক্ষিণীরূপে পরিণত হইলেন। এই সৃষ্টিকার্য্যে নিরঞ্জন গোসাঞি উল্লুকার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উল্লুকার বিবরণ শূন্যপুরাণের মধ্যে অনেক স্থলে আছে। সৃষ্টিকার্য্যের প্রধান সহায়ক উল্লুকার নামের তাৎপর্য্য কি, তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ উল্লুকাকে পেচকের পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহেন। কিন্তু উল্লুকাকে পেচকরূপে ধারণা করিতে আপত্তি থাকিতে পারে। যে উল্লুক পক্ষী বল্লুক নদী পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিল, সেই উল্লুক সাধারণ পেচক হইতে পারে কেমন করিয়া? আমরা জানি, বিষ্ণুর বাহন গরুড় পক্ষী; তাহার শক্তিও নাকি অসাধারণ। সেইরূপ উল্লুক পক্ষীও খুব শক্তিশালী—তাহাকে গরুড়ের পর্য্যায়ে ফেলা না গেলেও, গরুড়ের মত শক্তিশালী পক্ষিরূপে ধারণা করা যাইতে পারে। এখন বল্লুকা লইয়া একটু আলোচনা করা যাউক। কেহ অনুমান করেন যে, বল্লুকা নদী বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত—বর্দ্ধমানের দামোদর নদ হইতে বাহির হইয়া ইহা নাকি মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে। এই নদীর তীরে নাকি ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির ছিল। অন্য পক্ষে আমরা দক্ষিণ-বঙ্গের দেলপূজার মধ্যে উল্লুক সাগরের কথা পাই। এই উল্লুক সাগরের কূলে নাকি মালঞ্চ সৃষ্টি করিবার জন্য নন্দী বীর মহাদেবের নিকট হইতে আজ্ঞা পাইয়াছিলেন।

আইস ২ নন্দি নারদ বাটা তাম্বুল খাও।
বল্লুক সাগরের কূলে মালঞ্চ সৃজাও ॥
একে ত নন্দি বীর আরও আজ্ঞা পায়।
বল্লুক সাগরের কূলে মালঞ্চ সৃজায় ॥

ইহার দ্বারা অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, বল্লুক সাগর[১] বঙ্গোপসাগরের একটি শাখাবিশেষ।

১। সাগর=বৃহৎ বিলকেও সাগর বলা হইয়া থাকে। প্রান্তিক পূর্ব্ববঙ্গে (শ্রীহট্টে) ইহা হাওর নামে পরিচিত। "সায়র" শব্দ একই অর্থদ্যোতক।

যাহা হউক, বল্লুক সাগরের কূলে মহাদেবের কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বৈদিক রুদ্র পরবর্ত্তী কালে শিবরূপে যে পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। শিবই ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ এবং তিনি সত্য ও সুন্দর। সকলেই তাঁহার পূজা করিবার অধিকারী। তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার কথা বাঙলার ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যের উদ্ভব লইয়া একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর হইতে নাথপন্থী সাহিত্য গড়িয়া উঠে। আমাদের দেশের নাথসম্প্রদায়ের লোকেরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবিশেষ। গোরক্ষনাথ তাঁহাদের গুরু—ময়নামতীর গান কিংবা গোরক্ষবিজয়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাথ-সম্প্রদায়ের লোকেরা শিবকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সব ছড়াগান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের উপর বৌদ্ধপ্রভাব বর্ত্তমান। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। লৌকিক আচারে এবং পূজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়! নাথ-সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ায় বর্দ্ধিত হইলেও, তাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ ছিলেন; এমন কি, তাঁহারা বেদকে মানিয়া চলিতেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ না পাইলেও বেদ আলোচনা করিতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন না। এখনও নাথেরা নিজদিগকে সামবেদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন এবং শিব-গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেন। দেলপূজার ছড়ার এক স্থান সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বেদের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

প্রজাপতির মুখে বিপ্র আরও চারি বেদ।
বাহুতে জন্মিল ক্ষৈত্র শুন তার ভেদ॥
উরুতে জন্মিল বৈশ্য বানেজ্জ অধিকারী।
পদেতে জন্মিল শূদ্র পালন আচারী।

ঋগ্ বেদের পুরুষসূক্তে জাতিভেদ সম্বন্ধে অনুরূপ বিষয় উক্ত হইয়াছে,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে দেলপূজার ছড়ায় যে সব বিষয় উক্ত হইয়াছে, সে সব বিশেষ উপভোগ্য। মন, প্রাণ, চক্ষু প্রভৃতি হইতে কি কি উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ছড়ার মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গেও ঋগ্ বেদের পুরুষসূক্তের সাদৃশ্য আছে।

মনেতে জন্মিল চন্দ্র চক্ষে দিবাকর।
মুখেতে জন্মিল ইন্দ্র অতি খরতর॥
প্রাণেতে জন্মিল পবন জগতের প্রাণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর জন্মিল স্থানে স্থান॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের (?) সহিত দেলপূজার ছড়ার সাদৃশ্য আছে। শূন্যপুরাণের শূন্যবাদের সঙ্গে দেলপূজার ছড়ার শূন্যবাদ হুবহু মিলিয়া যায়। শূন্যপুরাণের এক স্থলে বলা হইয়াছে,—

নহি রেক্ নহি রূপ নহি বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার না ছিল, না ছিল কৈলাস ॥

দেল-পূজার ছড়ার মধ্যেও অনুরূপ বিষয় উক্ত হইয়াছে।

রূপ রেক না ছিল গোসাঞির নিঃস্ব মহাধনী (?)।
কিরূপে আছিল গোসাঞি অবট্ট পরিমাণি ॥
না ছিল জল না ছিল স্থল না ছিল পবন হুতাশ।
না ছিল স্থাবর না ছিল জঙ্গম না ছিল আকাশ ॥
জলং নাস্থি স্থলং নাস্থি নাস্থি স্থিতি পৃথিবী।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল নাস্থি দেবের স্থিতি হইল কিণি ॥

শূন্য হইতে পূর্ণ ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্য কি করিয়া সম্ভব হইল, তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। চিন্তাশক্তির উদ্ভবের সঙ্গে মানুষ জানিতে চাহিয়াছে, এই প্রপঞ্চময় জগৎ কে সৃষ্টি করিল, কেমন করিয়াই বা সৃষ্টিকার্য্য চলিতে লাগিল। এইরূপ জিজ্ঞাসার ফলে দর্শনের উদ্ভব; দর্শনের সহায়ে আত্মা ও বাহিরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

শূন্যবাদ আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচলিত। ঋগ্‌বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদাদি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। তবে বৌদ্ধ-শূন্যবাদ আমাদের দেশে বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে এবং বৌদ্ধ-দর্শনে শূন্যবাদের বিশেষ উল্লেখ আছে। উপনিষদের সহিত তাহার যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা স্বাভাবিক; কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যেও শূন্যবাদ লইয়া মতভেদ বিদ্যমান। মিলিন্দ-পঞ্‌হে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে,—"শূন্য পরমতত্ত্ব; তাহা অভাব বা নঞ্‌ নহে।" সাধারণতঃ শূন্যতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকেরা জগতের পরিবর্ত্তনকে শূন্যের স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। তাহার অদল-বদল করিয়া পরবর্ত্তী কালে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ প্রচারিত হয়। বৌদ্ধদের মতে শূন্য স্বয়ংপ্রকাশ, তাহা আলোকময় এবং এই আলোক হইতে অন্ধকারের উদ্ভব হইয়া থাকে। বেদপন্থী হিন্দুদর্শন বলে, অন্ধকারই শূন্যের স্বরূপ; তাহা হইতে আলোর বিকাশ। নাথ-পন্থী সাহিত্যের মধ্যে যে শূন্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। শিব ও ধর্ম্ম আমাদের দেশে একযোগে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্য

শিব ও ধর্ম্ম নিরঞ্জনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচীন বাঙলায় যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্য নামে পরিচিত। ধর্ম্ম-পূজাবিধান, শূন্য-পুরাণ, ময়ুর ভট্টের পুথি প্রভৃতিকে ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলে। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল কাব্যগুলিও ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। বস্তুতঃ বাঙলা দেশে গাজনের ছড়ার আকারে যে সব ছড়া প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের সন্ধান মিলে।

ধর্ম্ম নিরঞ্জনের কথা বাঙলার প্রাচীন পুথিতে অনেক আছে। ইনি নারায়ণের স্বরূপ-বিশেষ। সৃষ্টির প্রথমে যখন শূন্য ভিন্ন কিছুই ছিল না, তখন তিনি একাকী জগতের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি জীব-জগতের সৃষ্টি করিলেন।

জন্মিল পার্ব্বতী, বাহির হইল ক্ষিতি,
ধর্ম্ম-মাত্র এ সব কারণ ॥

ধর্ম্মের জন্য জীব-জগতের উদ্ভব, ধর্ম্মের মধ্যে জীব ও জগতের অবস্থিতি এবং ধর্ম্মেই জীব-জগতের পরিণতি। মানুষের মধ্যে ধর্ম্মের যে বিরাট্ যোগসূত্র আছে, তাহা মানুষ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে লাউসেন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্ম-পূজার প্রচার করেন। দেলপূজার ছড়ায় লাউসেন রাজার উল্লেখ আছে।

রাউসেন নামে রাজা ছিল নৃপবর।
কঠোর করিল স্তব কয়েক বৎসর ॥
দান ধ্যান যাক্ যজ্ঞ করিল সেই রাজা।
সেই হইতে প্রকাশ হইল শিবপূজা ॥

শিবপূজা ধর্ম্মপূজার নামান্তর মাত্র। শিবই ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ,—তিনি সত্য এবং সুন্দর। লাউসেনের পিতা কর্ণসেন ধর্ম্মপালের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ঢেকুর গড়ের ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে কর্ণসেন গৌড়ের রাজার শ্যালিকা রাণী রঞ্জাবতীকে বিবাহ করেন। রঞ্জাবতী ধর্ম্ম ঠাকুরের কাছে বহু কৃচ্ছ্র সাধন করেন এবং লাউসেনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। লাউসেন রামাই পণ্ডিতের সহায়তায় ইছাই ঘোষকে নিহত করিয়া স্বীয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ লামা তারানাথের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া অনুমান করেন, লব সেন বা লাউসেন খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাই পণ্ডিতও এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণের (?) রচয়িতা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "শূন্যপুরাণ" (?) ষোড়শ শতকের লেখা বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন, লাউসেনের কাহিনী শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাঙলার অন্যত্রও যে তাঁহার কাহিনী শ্রুত হয়, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খৃষ্টীয় নবম শতকের পর নাথ-সম্প্রদায় একপ্রকার সাহিত্য গড়িয়া তুলেন। মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান তাঁহাদের অমূল্য অবদান। নাথেরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবিশেষ। তাঁহারা শিবের উপাসক—নিজদিগকে "শিব-গোত্রীয়" বলিয়া প্রচার করেন। অন্য পক্ষে গোরক্ষনাথ তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু বাঙলায় আসিবার পর, আর তিব্বতীয়দের সঙ্গে মিশিতে পারেন নাই। তখন তিনি বাঙলা দেশে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি

করেন। তাহারা নাথসম্প্রদায় নামে বিদিত। নাথসম্প্রদায় বর্ণাশ্রমী হিন্দুধর্ম্মের সহিত যুক্ত হইতে পারে নাই—তাহাদের আচার-পদ্ধতি সাধারণ হিন্দু হইতে একটু ভিন্ন। নাথপন্থী সাহিত্যে আমরা যে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের উল্লেখ পাই, তিনি স্বয়ং বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ ভাবে কৃচ্ছ্র সাধনের সন্ধান পাওয়া যায়। এরূপ আত্মনিগ্রহ অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, নাথসম্প্রদায় ধর্ম্মমঙ্গলের প্রবর্ত্তক (?)। ধর্ম্মমঙ্গল বা ধর্ম্মপূজার প্রচলন তাহাদের মধ্যে বেশী—উহা তাহাদের মধ্য হইতে রূপ পাইয়া, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেলপূজার ছড়ায় "অমুক নাথকে বর দেও ভোলা মহেশ্বর" কথার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ-বঙ্গের নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে দেলপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত। উত্তরবঙ্গের নাথেরা "ধর্ম্ম-ঠাকুরের" পূজা করে। তাহাদের মধ্যে অনেকে চড়ক পূজায় দেবাংশী বা দেববংশী হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থলে ধর্ম্মরাজ পূজার প্রচলন আছে। ধর্ম্মরাজ পূজা মেয়ে-পুরুষে করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, এই ধর্ম্মরাজ-পূজার সহিত লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের বীরত্বকাহিনী বিজড়িত। পশ্চিমবঙ্গে ডোম বাগ্‌দী প্রভৃতি সম্প্রদায়েরাও এই পূজা করিয়া থাকে—রামাই পণ্ডিত তাহাদের লইয়া একটি যোদ্ধসম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। সকল জাতি এক করিবার জন্য ধর্ম্মপূজার প্রচলন হয়; কারণ, গাজনের মধ্যে শুদ্ধিতত্ত্বের উল্লেখ আছে। আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারি না। তবে গাজনের ছড়ার আকারে যে সব ছড়া আমাদের হাতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শুদ্ধি-প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা বাঙলার বিশেষ কোন অঞ্চলের নিজস্ব নহে; দৃষ্টি প্রসারিত করিলে এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে।

যাহা হউক, ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা নাথ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ না করিয়া পারি না। ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে তাঁহাদের দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রচয়িতা

আলোচ্য গ্রন্থের কবি কিংবা রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ কোন কবির নাম পাওয়া যায় না। কোন কোন ছড়ার শেষে কবি বিন্দু, অনন্ত ঘোষ, কালিদাস প্রভৃতির নামের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের কাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। দেলপূজার ছড়া যে কোন একজন কবির রচিত নহে, এবং এক সময়েও যে রচিত হয় নাই, তাহাই শুধু বলা যাইতে পারে।

অষ্টকের গান

দেলপূজার ছড়ার আবৃত্তির সঙ্গে একদল লোক নানারূপে সঙ সাজিয়া গান করিয়া বেড়ায়। দক্ষিণ-বঙ্গে ইহাকে অষ্টকের গান বলে। অষ্টকের গান প্রধানতঃ শিবের বিষয়-

বস্তু লইয়া রচিত—শিবের বিবাহ, শিবদুর্গার ঘরকন্না, গঙ্গা ও দুর্গার বিবাদ প্রভৃতি উক্ত গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী কিংবা তৎপরবর্ত্তী অনেক বাঙালী কবির রচনায় এরূপ বিষয়বস্তুর সন্ধান মিলে। ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে এরূপ বিষয়েব উল্লেখ আছে। শিবের বিষয় ভিন্ন আলোচ্য গানের মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে—রাম সীতার বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণ রাধার বিরহ এবং নিমাইসন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

অষ্টকের গানকে দেলপূজার সঙ-গান বলা হয়। আসল পূজার ৫।৬ দিন পূর্ব্ব হইতে সমভাবে এই গান চলিতে থাকে। গ্রাম্য যুবকেরা "অষ্ট সখী" সাজিয়া নাচ-গান করিতে থাকে—এ জন্য ইহাকে অষ্টকের গান বলা হয়। এদিকে দেউল কিংবা পাট কাঁধে করিয়া "বালা"শ্রেণী মন্ত্র-ছড়া আবৃত্তি করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন পূজা করিবার জন্য মণ্ডপে দেউল উঠান হয়। তার পর বালা-সম্প্রদায় অনেক কৃচ্ছ সাধন করে। এ সময় নাচ-গান স্থগিত রাখিবার কথা। কিন্তু গ্রাম্য যুবকেরা নাচ-গানে এমন বিভোর হইয়া যায় যে, সে কথা তাহাদের মনে থাকে না। সে জন্য কথায় বলে,—"দেল মণ্ডপে উঠল, এখনো নাচনা থামল না।"

অষ্টক গানের সামান্য কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধ আছে—শিবের গানে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

দেলপূজার ছড়া

কৈলাসে আছিলে মাতা জগৎজননী,
পাষাণে ভাঙ্গিলে মাতা গজ গহিনী (?)॥
গজ গহিনী ত্রিণগজা করি নমস্কার।
পতিতপাবনী গঙ্গা করিবেন উদ্ধার॥

চৈতন্য করান

১। প্রথম মাসে জন্মে শিশু লোক বেদন।
পাতক পিতক সবেদন॥
দৈত্য বলি জন রায়, কভু নাকি দন্ত।
তবে জানি সজাকি প্রভু চৈতন্য॥

২। মঙ্গলা সে জন্মে মনোরত দিষ্টে।
ধরণী ধরিলে তিল কৃত নব সৃষ্টে॥
ব্রজ ভানু রূপ ভুবন আনন্দ।
তবে জানি সজাকি প্রভু চৈতন্য॥

৩। দীর্ঘ দীর্ঘ ধারা দৈত্য শরীর রূপ।
পরম উল্লাসিত গোসাঞির পরম গভীর রূপ॥
ত্রিভুবন ভার্গা ভুবন আনন্দ।
তবে জানি সজাকি[১] প্রভু চৈতন্য॥

নিদ্রাভঙ্গ

১। প্রভু হে, যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকেরে দেখাও রঙ্গ,
পরিহার তোমার চরণে।
কার্ত্তিক গণেশ ল'য়ে কোলে, শুয়েছ নিদ্রার ছলে
প্রণাম করিব কেমনে॥
ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি, তাহারা করেন স্তুতি,
আর দেব কোন কাজে লাগে।
চলন বৃষরাজে, শিঙ্গে ডুম্বুরু ভুজে,
গৌরী রহেন বামভাগে॥
তোমার নিদ্রা ভাঙ্গিতে, গোসাই মনে করিয়ে
অপরাধ ক্ষমা করি রাখ রাঙ্গা পায়॥

১। সজাকি=সজাগ, জাগরিত।

২। ষট্‌ক্ষরের প্রণাম ঃ—ওঁ নমঃ শিবায়।
ওঁকারং বিন্দং সমযুক্ত নিত্য ধ্যান্তিং যোগিনঃ।
কামদে মুক্ষদাশ্চৈব ওঁক্কারই নমঃ নমঃ॥ ১॥
ন জাতা নৈবস্ব খেয়ং যস্য ন বিদ্যাতে
নমত্র্ন দেবতা সর্ব্বে নকারয়ই নমঃ নমঃ॥
মহাদেব মহাত্তনং মহাযোগী মহেশ্বরং।
মহাপাপং হর দেব মকারাই নমঃ নমঃ॥ ৩॥
শিব শাস্তং জগন্নাথঃ নকাল্লাগ্রিহ কাককং
শিবমৈর্বং হরঃ দেব সকারাই নমঃ নমঃ॥৪॥
বাহন বৃষ ভুজস্ব বাসকী কণ্ঠে ভূষণম্।
বামে শক্তিৎধরং দেবঃ বকারৈ নমঃ॥ ৫॥
যত্র তত্র স্থিতে দেবী জগৎ ব্যাপিত মহেশ্বরঃ
জগৎকর্ত্তা জগন্নাথ যকারৈ নমঃ নমঃ॥ ৬॥

গাজনের ছড়া (হাওড়া জেলায় সংগৃহীত)

ওহে যোগপতি যোগেশ্বর
যোগে থাক নিরন্তর,
গৌরী আছেন বাম ভাগে,—
কার্ত্তিক গণপতি লয়ে কোলে,
সুখে নিদ্রা যাও সকলে।
প্রণাম করিব কেমনে॥
যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ্গ
পরিহার তোমার চরণে॥ ইত্যাদি—

ধূপতির জন্ম

৩। মাটির ধূপতি লুকায়, মাটিতে লুকায়ে ধরে নানা মূর্ত্তি
মহেশ্বর গুরু বলে তুলে দিলেন হস্তে।
জন্মে ২ এই কমল তুলে বন্দি মস্তে॥

৪ নং—ধূপীর জন্ম॥
যেই দিন পৃথিবী হইল অনাদি প্রচার।
ব্রহ্মা হইল পুজা-কার, বালা হইল মহেশ্বর॥
বিষ্ণু বলেন শুন সকল দেবতা।
নিরাঞ্জন হবে পুজা ধূপ পাবে কোথা॥
এতেক শুনিয়া শিব বসিলেন যোগেতে।
যোগবলে এক বৃক্ষ জন্মিল আচম্বিতে॥
মারিল ত্রিশুলের বাড়ী দেব গঙ্গাধর।
বৃক্ষ হ'তে আটা ঝ'রে পড়িল সত্বর॥
সূর্য্যের কিরণে আটা শুকাইল তখন।
যোগে বলে ধূপ সৃষ্টি কর্লেন ত্রিলোচন॥
দেখিয়া তুষ্ট হইল দেবী দশভুজা।
এই ধূপ দিয়ে কর ত্রিলোচনের পূজা॥

৫ নং। ধূপ পোড়ান।
(ক) এই ত সভার মধ্যে* বইছ যত জন।
ধূপতির মাহিত্য কথা শুন দিয়া মন॥
এই ধূপতিতে কাষ্ঠ দিয়ে স্থাপিত আগুনি।
এই ধূপতি হস্তে লইলে কম্পিত মেদিনী॥
এই ধূপতি লইলাম মোরা হস্তে করিয়া।
হরি বল হরি বল বদন ভরিয়া॥১॥
(খ) করালবদনী কালী অসুরনাশিনী।
কুমদ্যা শশি তুমি শ্মশানবাসিনী॥
ঘোররূপে পদতলে রাখ ত্রিপুরারী।
জয়ন্তিরূপেতে ধূপ লহ মাতা মহেশ্বরী॥

ধূপতির মাহিত্য বা ধূপ পোড়া

(গ) দুর্ব্বাসার সাপে লক্ষ্মী খিরদ গমন।
ইন্দ্রদর্প চূর করিলে বিষাদ ভাবন॥
মন্থনে জন্মিলে মাগো পাইলাম সাক্ষী।
নিবেদন করি ধূপ লহ মাতা লক্ষ্মী॥
(ঘ) তমগুণে মহাদেব সৃষ্টির সংহারণ।
বিভূতি ভূষণ সিবের বলদ বাহন॥
ফনিমনি জটাজুট নবগৃহ রূপ।
বাহন সহিত সিবেকে নিবেদিলাম ধূপ॥
(ঙ) স্বতো গুনে বিষ্ণু দেব সৃষ্টির পালন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুরী ভূষণ॥
গরূঢ় বাহন বিষ্ণু নিলোৎপল রূপ।
বাহন সহিতে বিষ্ণুকে নিবেদিলাম ধূপ॥
(চ) স্বেত ধূপ নীল ধূপ ধূপ করিয়ে চুর।
ধূপীর গন্ধ হয়ে গেল শ্রীকৈলাশ পুর॥
কৈলাষে থাকিয়া ধূপ মর্ত্তে কর বর।
অমুক নাথকে বর দেও ভোলা মহেশ্বর॥
(ছ) কুমট মকুট মায়ের মুণ্ডমালা গলে।
কাটিলে ধমুক জন পড়িল ভূমিতলে॥
সকল দানব শিব বাম করে ধরি।
মঙ্গল রূপেতে ধূপ লহ মহেশ্বরী॥

---

* বইছ=বসিয়াছ

প্রাচীন বাঙ্‌লার শ্রেণীবিভাগ

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

পূর্বে এক অধ্যায়ে* দেখিয়াছি, প্রাচীন বাঙ্‌লায় ধনোৎপাদনের তিন উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। সেই অধ্যায়ে ইহারও আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যই এই তিন উপায়ের মধ্যে ধনাগমের প্রথম ও প্রধানতম উপায় ছিল বলিয়া মনে হয়। এই তিন উপায় ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনটী প্রধান শ্রেণী প্রাচীন কালে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনুমান সহজেই করা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, প্রাচীন বাঙ্‌লার লিপিগুলিও এই অনুমান সমর্থন করে, এবং এই তিনটি এবং অন্যান্য শ্রেণীগুলিও তাহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লইয়া কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও সুস্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সে-কথা বলিবার আগে আমাদের উপকরণগুলি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র উপকরণ—ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলিগুলি। এই পট্টোলিগুলি সম্বন্ধে একটা বিষয় কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। মহাস্থান শিলাখণ্ড-লিপি বা চন্দ্রবর্মনের শুশুনিয়া-লিপি আমাদের বক্ষ্যমাণ বিষয়ে বিশেষ কোনও কাজে লাগিতেছে না। যদি অনুমান করা যায় যে, মৌর্যকালে বাঙ্‌লাদেশ অথবা তাহার কতকাংশ মৌর্যসম্রাট্‌দের করতলগত ছিল, এবং মৌর্যশাসন-পদ্ধতি এ দেশেও প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, মৌর্যরাষ্ট্রে আমরা যে-সব রাজপুরুষদের পরিচয় অশোকের লিপিমালা, কৌটিল্য ও মেগাস্থিনিস্ হইতে পাই, সেই সব রাজপুরুষেরা এদেশেও বিদ্যমান ছিলেন, এবং মৌর্যপ্রাদেশিক-শাসনের যন্ত্র পুংনগলের মহামদাতের নির্দেশে বাঙ্‌লা দেশেও পরিচালিত হইত। কিন্তু তাহা হইলেও এই অনুমান বা প্রমাণ হইতে আমরা একমাত্র রাজপুরুষশ্রেণী বা সরকারী চাকুরীয়া ছাড়া আর কোনও শ্রেণীর খবর পাইলাম না। পরবর্তী যুগেও কতকটা তাহাই; উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমসাময়িক লিপিগুলি অধিকাংশই ত রাজরাজড়ার বংশ-পরিচয় ও যুদ্ধজয়বিজয়ের এবং অন্যান্য কীর্তিকলাপের বিবরণ। এই সব লিপিতেও রাজপুরুষ-শ্রেণী ছাড়া আর কাহারও খবর বড় একটা নাই। সমসাময়িক সংস্কৃত-সাহিত্যে, যেমন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে, ভাসের দু'একটি নাটকে, কালিদাসের শকুন্তলায় পরোক্ষ ভাবে সমাজের অন্যান্য বৃত্তি ও শ্রেণীর খবরাখবর কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। শুঙ্গ আমলের ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীতে কিংবা কিছু পরবর্তী কালের সাঁচীর শিলালিপিগুলিতে ও মথুরায় প্রাপ্ত কোনও কোনও লিপিতে, কোন কোনও প্রাচীন মুদ্রায়ও এই ধরণের পরোক্ষ কিছু কিছু খবর আছে; শিল্পী ও বণিক্-ব্যবসায়ি-শ্রেণীর আভাস তাহাতে আছে। একমাত্র জাতক-গ্রন্থ ছাড়া আর কোন উপাদানের ভিতরই প্রাচীন ভারতের শ্রেণীবিন্যাসের চেহারা

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৭, ১৭৬-২০৬ পৃষ্ঠা। লিপিগুলির বিস্তৃতি পরিচয়ের জন্য উক্ত প্রবন্ধের পাদটীকা দেখুন।

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চম শতক পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে অনুমান করিয়া একটা অস্পষ্ট চেহারা আঁকিয়া লওয়া যায়। কিন্তু সে চেষ্টা আমরা করিব না।

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশ-সংক্রান্ত পট্টোলিগুলি সমস্তই ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিল। এই পট্টোলিগুলির মধ্যে আমরা শ্রেণীসংবাদ যে খুব বেশী পাইতেছি, তাহা নয়; তবে দুইটি শ্রেণী বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, সে-অনুমান সহজেই করা চলে, একটি রাজপুরুষ শ্রেণী, আর একটি বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাহা ছাড়া মহত্তরাঃ, ব্রাহ্মণাঃ, কুটুম্বিনঃ, ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি, সাধারণ ভাবে 'অক্ষুদ্র প্রকৃতি' অর্থাৎ গণ্যমান্য জনসাধারণ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ব্রাহ্মণদের বৃত্তি কি ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মহত্তর (মহতর = মাহাতো = মাতব্বর লোক), কুটুম্ব অর্থাৎ গ্রামবাসী গৃহস্থ যাহারা এবং 'অক্ষুদ্রপ্রকৃতি' জনসাধারণ কিংবা যে সমস্ত 'সমব্যবহারী' কোনও বিশেষ প্রয়োজনে নিজেদের মতামত দিবার জন্য স্থানীয় অধিকরণের (তথা রাষ্ট্রের) সাহায্য-নিমিত্ত আহূত হইতেন, তাঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন আভাস এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায় না। ভূমি দান-বিক্রয় উপলক্ষে যাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইতেছে, যাহাদের এই দান-বিক্রয় বিজ্ঞাপিত করা প্রয়োজন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে শ্রেণী হিসাবে কোন শ্রেণীর উল্লেখ নাই; তবে যাহারা এই ব্যাপারে প্রধান, তাহাদের মধ্যে রাজপুরুষশ্রেণী এবং বণিক্ ও ব্যবসায়িশ্রেণীর লোকেদেরই দেখিতে পাওয়া যায়; অন্য যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহারা কোনও বিশেষ শ্রেণীপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, এই যে রাজপুরুষদের উল্লেখ, তাহা তাহাদিগের অধিকৃত পদমর্যাদার জন্যই; সুস্পষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে উল্লেখ করা হইতেছে না; তেমন উল্লেখের প্রয়োজনও হয় নাই।

অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলির স্বরূপ একটু ভিন্ন প্রকারের। এই-গুলি সবই ভূমি দানের দলিল; পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের দলিলগুলিতে ভূমি কি ভাবে বিক্রীত হইতেছে, এবং পরে দান করা হইতেছে, তাহার ক্রমের বা procedureএর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে; অষ্টমশতক-পরবর্তী দলিলগুলিতে ভূমি ক্রয়ের যে ক্রম (process), তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে; আমরা শুধু দেখি, রাজা ভূমি দান করিতেছেন, এবং সেই ভূমি-দান বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এই বিজ্ঞাপন যাহাদের করা হইতেছে, তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক প্রায় সমস্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, যাহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করার কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, তাহাদেরও জানান হইতেছে; যেমন, যে-গ্রামে ভূমিদান করা হইতেছে, সেই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর লোকদের নিশ্চয়ই জানান প্রয়োজন, সেই গ্রাম যে বীথি, অথবা মণ্ডল বা বিষয় বা ভুক্তিতে অবস্থিত, তাহার রাজপুরুষদেরও জানান প্রয়োজন, কিন্তু রাজনক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, সেনাপতি ইত্যাদি

সকল রাজপুরুষদের জানাইবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া ত সহজ বুদ্ধিতে আসে না, কিংবা মালব, খস, হুণ, কর্ণাট, লাট ইত্যাদি ভিন্নদেশাগত বেতনভোগী সৈন্যদের বিজ্ঞাপিত করিবার কারণও কিছু বুঝা যায় না। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে এই ধরণের সর্বশ্রেণীর, সকল বৃত্তির লোকের উল্লেখ নাই ; সেখানে যে-বিষয়ে অথবা মণ্ডলে ভূমি দান-বিক্রয় করা হইতেছে, সেই বিষয়ের অথবা মণ্ডলের রাজপুরুষ, বণিক্ ও ব্যবসায়ী, মহত্তর, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ইত্যাদির বাহিরে আর কাহারও উল্লেখ করা হইতেছে না।

এইবার একে একে লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক, প্রাচীন বাঙলার শ্রেণী-বিভাগের চেহারাটা ধরিতে পারা যায় কি না। বলা বাহুল্য, পঞ্চম শতকের পূর্বে এ-বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলিবার, এমন কি, অনুমান করিবারও কিছু উপাদান আমাদের নাই।

প্রথম কুমারগুপ্তের ধনাইদহ (১১৩ গুঃ সং = ৪৩২-৩৩ খৃঃ) লিপিতে দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে গ্রামের কুটুম্ব অর্থাৎ অন্যান্য গৃহস্থদের, ব্রাহ্মণদের এবং মহত্তর অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের ; বিজ্ঞাপন দিতেছেন একজন রাজপুরুষ। এই সম্রাটের ১নং দামোদরপুর-লিপিতে (১২৪ গুঃ সং = ৪৪৩-৪৪খৃঃ) রাজপুরুষ হইতেছেন কোটিবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি কুমারামাত্য বেত্রবর্মন্ এবং ভূমি-বিক্রয় ব্যাপারে তাঁহার সহায়ক ও পরামর্শদাতা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ। ইঁহারা সকলেই অবশ্য রাজপুরুষ নহেন ; প্রথম কায়স্থ একজন রাজপুরুষ ; বাকী তিন জনের দুই জন বণিক্ ও ব্যবসায়িসম্প্রদায়ের এবং একজন শিল্পিশ্রেণীর প্রতিনিধি। কয়েকজন পুস্তপালের (record-keeper) উল্লেখ আছে, ইঁহারাও রাজপুরুষ। বৈগ্রাম পট্টোলি (১২৮ গুঃ সং = ৪৪৭-৪৮খৃঃ) মতে কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধি ছিলেন পঞ্চনগরী বিষয়ের বিষয়পতি ; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার সহায়ক নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক অথবা প্রথম কায়স্থের সাক্ষাৎ পাইতেছি না ; পরিবর্তে ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি যেখানে জানান হইতেছে, সেখানে বিষয়াধিকরণকেও জানাইবার ইঙ্গিত আছে ; অন্যান্য সমসাময়িক লিপি হইতে আমরা জানি যে, পূর্বোল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম কায়স্থ, ইঁহারাই বিষয়াধিকরণ গঠন করিতেন। ইঁহাদের ছাড়া বিক্রীত-ভূমিসংপৃক্ত দুই গ্রামের কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও সমব্যবহারীদিগকেও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। এই সমব্যবহারীরা বিষয়, মণ্ডল বা গ্রামের রাজপ্রতিনিধির সহায়ক, কিন্তু রাজপুরুষ ঠিক নহেন। কোনও বিশেষ কারণে বা উপলক্ষে প্রয়োজন হইলে ইঁহারা আহূত হন্ এবং স্থানীয় রাজ-প্রতিনিধিকে সাহায্য করেন। ২নং দামোদরপুর-লিপির সাক্ষ্য (১২৮ গুঃ সং = ৪৪৭-৪৮ খৃঃ) প্রথম কুমারগুপ্তের ১নং দামোদরপুর-লিপিরই অনুরূপ। পাহাড়পুর পট্টোলিতেও (১৫৯ গুঃ সং = ৪৭৮-৭৯ খৃঃ) আযুক্তক ও পুস্তপালের উল্লেখ পাইতেছি, অধিষ্ঠানাধিকরণের উল্লেখও আছে এবং ভূমি মাপিয়া সীমা ঠিক করিয়া দিতে বলা হইয়াছে গ্রামের ব্রাহ্মণ, মহত্তর ও কুটুম্বদিগকে। ৩নং ও ৪নং দামোদরপুর-লিপির (৪৮২-৮৩ খৃঃ ও দ্বিতীয়টির তারিখ অজ্ঞাত) সাক্ষ্যও এই পর্যন্ত যাহা পাওয়া গেল, তাহাও এইরূপই। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-লিপিতে

(১৮৮ গুঃ সং = ৫০৭-৮ খৃঃ) পঞ্চাধিকরণোপরিক, পুরপালোপরিক, সন্ধিবিগ্রহাধিকরণ কায়স্থ ইত্যাদি রাজপুরুষদের উল্লেখ দেখিতেছি ; অন্য কোন শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ নাই। দত্ত ভূমি কোনও ব্যক্তিবিশেষ ক্রয় করিয়া, পরে দান করিতেছেন কি না, সে খবর উল্লিখিত অন্যান্য লিপিগুলিতে যেমন আছে, এই লিপিটিতে তেমন নাই। শুধু আছে, জনৈক মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত শাসন-নির্দিষ্ট ভূমি দান করিতেছেন। সপ্তম শতকে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলিও ঠিক্ গুণাইঘর-লিপিরই অনুরূপ। ঠিক্ এই ক্রমটি দেখা যায় পাল ও সেন-যুগের লিপিগুলিতে। গুপ্তযুগের লিপিগুলি একটু অন্যরূপ ; সেখানে কোনও ব্যক্তিবিশেষ রাজসরকারের নিকট হইতে ভূমি কিনিয়া দান করিতেছেন ; সেখানে রাজসরকারের অর্থ লাভ এবং পুণ্য লাভ দুইই হইতেছে (বৈগ্রাম-লিপি ও পাহাড়পুর-লিপি দ্রষ্টব্য ; "·· অর্থোপচয়ো ধর্ম্মষড়্‌ভাগাপ্যায়নঞ্চ ভবতি"—পাহাড়পুর-লিপি)। পাল ও সেন যুগে দানটা করিতেছেন রাজা স্বয়ং কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে (ধর্ম্মপালের খালিমপুর-লিপি এবং দামোদরদেবের চট্টগ্রাম-পট্টোলি দ্রষ্টব্য); সেই ব্যক্তিবিশেষ ভূমির মূল্য রাজাকে দিতেছেন কি না, সে সংবাদ তাম্রপট্টে নাই। যাহাই হউক, বৈন্যগুপ্তের লিপিটি কিংবা সপ্তম শতকের লোকনাথের লিপিটি গুপ্ত আমলের হইলেও ধারাটা যেন পরবর্ত্তী পাল ও সেন আমলের, গুপ্ত আমলের অন্যান্য লিপি-নির্দিষ্ট ধারা যেন নয়। যাহাই হউক, গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে আবার ফিরিয়া যাওয়া যাক্। দামোদরপুরের ৫নং লিপি বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সাক্ষ্যব্যাপারে এই স্থানে প্রাপ্ত অন্যান্য লিপির অনুরূপ। ফরিদপুরের ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব প্রভৃতির তাম্রপট্টোলির সাক্ষ্য একটু অন্য প্রকার। ধর্ম্মাদিত্যের ১নং শাসনে ভূমি-ক্রয়েচ্ছা জ্ঞাপন করা হইতেছে বিষয়মহত্তরদিগকে, অর্থাৎ বিষয়ের প্রধান প্রধান লোকদের এবং সাধারণ লোকদেরও (প্রকৃতয়ঃ), এবং এই লিপিতেই প্রথম প্রধান প্রধান লোকদের সঙ্গে সাধারণ লোকদেরও গ্রামীয়-ভূমির দান বিক্রয়ের খবর দেওয়া হইল। ধর্ম্মাদিত্যের ২ নং লিপিতে নূতন খবর কিছু নাই ; গোপচন্দ্রের লিপিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানব্যাপারিণঃ অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যবসায়ীদের উল্লেখ আছে। সমাচারদেবের ঘুঘ্‌রাহাটি পট্টোলিতে নূতন খবর কিছু নাই। জয়নাগের বপ্যঘোষবাট-পট্টোলিতেও তাই। লোকনাথের ত্রিপুরা-লিপিতে রাজপুরুষদের ছাড়া, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে 'সপ্রধান-ব্যবহারিজনপদান্' অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান রাষ্ট্র-সহায়ক ও জানপদদের নাম করা হইতেছে। অষ্টম শতকের খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের আশ্রফপুর-পট্টোলিতে বিষয়পতিদের সঙ্গে সঙ্গে কুটুম্বগৃহস্থদিগকেও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে।

এই বিশ্লেষণ হইতে আমরা যাহা পাইলাম, তাহা হইতে এক শ্রেণীর লোক আমরা পাইতেছি, যাহারা রাজপুরুষ, রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোথাও তাহাদের রাজপুরুষ বা রাজপ্রতিনিধি বলা হইতেছে না, এবং সেই ভাবে বিশেষ কোনও একটি শ্রেণীভুক্তও করা হইতেছে না। আর এক ধরণের লোকের উল্লেখ পাইতেছি, যাঁহারা

বিশেষ প্রয়োজনে আহূত হইলে রাষ্ট্রব্যাপারে রাজপুরুষের সহায়তা করিয়া থাকেন; ইঁহাদিগকে কোথাও ব্যবহারিণঃ, কোথাও সংব্যবহারিণঃ, বিষয়ব্যবহারিণঃ, প্রধান-ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, আমরা জানি না; তবে ইহাই অনুমেয় যে, নানা বৃত্তির প্রধান প্রধান লোকদেরই আহ্বান করা হইত; বিষয় বা অধিষ্ঠান-অধিকরণের সভ্য, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, ইঁহারাও সেই হিসাবে সংব্যবহারী, এবং কোন কোন পট্টোলিতে তাঁহারাও এই আখ্যায়ই উল্লিখিত হইয়াছেন। কুটুম্বিনঃ অর্থাৎ গৃহস্থ, মহত্তরঃ অথাৎ প্রধান প্রধান লোক, তাঁহারা বিষয়েরই হোন্ বা গ্রামেরই হোন্ বা জনপদেরই হোন্, অক্ষুদ্রপ্রকৃতয়ঃ বা শুধু প্রকৃতয়ঃ অর্থাৎ প্রধান প্রধান অধিবাসী অথবা সাধারণ অধিবাসী প্রভৃতি যাঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহাদের কাহার কি বৃত্তি ছিল, বলিবার উপায় নাই, কিংবা ইঁহারা কে কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহাও জানা যায় না। তবে রাজপুরুষ ও রাজপ্রতিনিধি ছাড়া এমন কতগুলি ব্যক্তির খবর পাওয়া গেল, যাঁহাদের বৃত্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, যেমন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিক। ইঁহাদের কথা আগেই বলিয়াছি, এবং যে-ভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে ইঁহারা যে এক একটী বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ, তাহা বুঝা যাইতেছে, এবং তাহা সমর্থিত হইতেছে গোপচন্দ্রের পট্টোলিতে প্রধান-ব্যাপারিণঃ বা প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের উল্লেখ দ্বারা। রাজপুরুষ ও এই বণিক্-ব্যবসায়ি-শিল্পিশ্রেণী ছাড়া আর একটি শ্রেণীর পরোক্ষ উল্লেখও আছে, সেটি ব্রাহ্মণদের। ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয়; পূজা, ধর্মকর্ম ইত্যাদির জন্যই ত ইঁহারাই ভূমি দান গ্রহণ করিতেছেন; শিক্ষাদান ইত্যাদিও ইঁহাদের অন্যতম বৃত্তি ছিল। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজপুরুষের বৃত্তি কিংবা অন্যান্য বৃত্তিও গ্রহণ করিতেন, লিপিগুলিতে তাহার প্রমাণও আছে, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র; সাধারণ ভাবে এই সব বৃত্তি তাঁহাদের ছিল না এবং সর্বদাই লিপিগুলিতে তাঁহারা পৃথক্ ভাবে বর্ণবদ্ধ শ্রেণীহিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

এইবার অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই দুই পর্বের অর্থাৎ পঞ্চম হইতে অষ্টম, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লিপিগুলির স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মপালের খালিমপুর-শাসনে দেখিতেছি, নরপতি ধর্মপাল দুইটি গ্রাম দান করিতেছেন। দানের প্রার্থনা জানাইতেছেন, মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা; দানের হেতু হইতেছে নারায়ণ বর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারায়ণবিগ্রহের এবং তাহার প্রতিপালক লাট বা গুজরাটদেশীয় ব্রাহ্মণদের এবং মন্দির-ভৃত্যদের ব্যবহার। যাহাই হউক্, এই দান বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে—

"এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক-চৌরোদ্ধরণিক-দৌসাধসাধনিক-দূত-

খোল-সমাগমিকাভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদাযুক্তক-বিনিযুক্তকাদি রাজপাদোপজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ চাটভটজাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।

এই সূত্রটি এই খালিমপুর-লিপিতে প্রথম পাইলাম; ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমিদানের যত পট্টোলি আছে, তাহার প্রায় সবটিতেই এই ধরণের একটি সূত্র উল্লিখিত আছে; প্রভেদের মধ্যে দেখা যায়, কোথাও রাজপুরুষদের তালিকাটি সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃততর (যেমন, মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত পট্টোলিতে)। আমি এই বিস্তৃততর তালিকার উল্লেখ আর করিব না। কিন্তু একটু আধটু নূতন সংযোজনা কোথাও কোথাও আছে, সেগুলি আমাদের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই যেখানে এই ধরণের নূতন সংযোজনা পাওয়া যাইবে, আমি তাহাদের উল্লেখ করিব।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে রাজপাদোপজীবীদের (এ ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে স্বপাদপদ্মোপজীবিনঃ) তালিকায় চাটভাটজাতীয় সেবকদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে—"গৌড়-মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাটভাট-সেবকাদীন্ অন্যাংশ্চাকীর্তিতান্" এবং প্রতিবাসী ও ব্রাহ্মণোত্তরদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে,—"মহত্তর-কুটুম্বি-পুরোগমেদানধ্রক(অন্যত্র অন্ধ্রক)চণ্ডালপর্যন্তান্"। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতেও ঠিক এই ধরণের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ পালরাজাদের সমস্ত লিপিই এইরূপ। শুধু "গৌড়-মালব-খস-হূণ"দের সঙ্গে কোথাও কোথাও চোড়দেরও (মদনপালের মন্‌হলি-লিপি দ্রষ্টব্য) উল্লেখ আছে, চাটভটদের জায়গায় চট্টভট্ট অথবা চাটভাটদের উল্লেখ পাওয়া যায়, বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে "ক্ষেত্রকরান্"দের পরিবর্তে পাওয়া যায় "কর্ষকান্।" কিন্তু দশম শতকের কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্‌দা-পট্টোলিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা একটু অন্যরূপ। এখানে উল্লেখ পাইতেছি, স্থানীয় "সকরণান্ ব্যবহারিণঃ"-দের, (কেরাণীকুল সহ অন্যান্য রাষ্ট্রসহায়কদের) কৃষক ও কুটুম্বদিগের এবং ব্রাহ্মণদের; অন্যত্র যেমন, এখানেও তাহাই; ব্রাহ্মণদের যে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, ঠিক তাহা নয়, তাঁহাদের সম্মান জ্ঞাপনের পর (মাননাপূর্ব্বকং) অন্যদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। আর রাজমহিষী, যুবরাজ, মন্ত্রী, পুরোহিত, ঋত্বিক্, প্রাদেষ্টৃবর্গ, সকল শাসনাধ্যক্ষ, করণ (বা কেরাণী), সেনাপতি, সৈনিকসংঘমুখ্য, দূতবর্গ, গূঢ়পুরুষবর্গ, মন্ত্রপালবর্গ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের বলা হইতেছে—এই দান মান্য করিবার জন্য।

সেনরাজাদের এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজবংশের লিপিগুলি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই, বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাহাদের সাক্ষ্য পাললিপিগুলিরই অনুরূপ। তবে পাল ও সমসাময়িক অন্য রাজাদের লিপিতে যেখানে পাইতেছি প্রতিবাসীদের কথা, পরবর্তী লিপিগুলিতে ঠিক সেইখানেই আছে জনপদবাসী(জনপদান্ কিংবা জানপদান্)দের কথা। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। পাল ও সমসাময়িক অনেকগুলি লিপিতে

দেখা যায়, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষেত্রকর ইত্যাদির পরেই নিম্নস্তরের অন্যান্য যে অগণিত লোক, তাহাদিগকে সব একসঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া বলা হইতেছে—"…অন্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্" অথবা "আচণ্ডালান্" অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত। পরবর্তী লিপিগুলিতে কিন্তু এই পদটি কোথাও নাই, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা ক্ষেত্রকরদের পর্যন্ত আসিয়াই ঠেকিয়া গিয়াছে। ইহারাই এই লিপিগুলিতে নিম্নতম স্তর, ইহাদের পর আর কাহারও উল্লেখ নাই; চণ্ডাল পর্যন্ত নিম্নতম স্তরের অন্যান্য লোকেরা অনুল্লিখিত। পালযুগের পরে সেন আমলে রাষ্ট্রের ও সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি কি বদলাইয়া গিয়াছিল? এ প্রশ্ন যেন মনকে অধিকার করে।

এই বিশ্লেষণের ফলে আমরা কি পাইলাম, তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। রাজপুরুষদের লইয়াই আরম্ভ করা যাউক। পঞ্চম শতক হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন রাজপুরুষদের উল্লেখ আছে; রাজকর্ম্মচারীদের একটা শ্রেণী ত ছিলই। কিন্তু পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে শুধু বিচিত্র রাজপুরুষের উল্লেখই যে আছে, তাহা নয়, রাজা রাজপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক, নিম্নস্তরের যত রাজকর্মচারী আছে, তাহাদের উল্লেখই শুধু নয়, তাহাদের সকলকে একত্রে এক মালায় গাঁথিয়া বলা হইয়াছে "রাজপাদোপজীবিনঃ" এবং সুদীর্ঘ তালিকায়ও যখন সমস্ত রাজপুরুষের নাম শেষ হয় নাই, তখন তাহার পরই বলা হইয়াছে, "অধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহ কীর্তিতান্," অর্থাৎ আর যাহাদের কথা এখানে বলা হয় নাই, কিন্তু অধ্যক্ষ পরিচ্ছেদে যাহাদের নাম উল্লিখিত আছে। এই যে সমস্ত রাজপুরুষকে এক সঙ্গে গাঁথিয়া একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীতে উল্লেখ করা, তাহা পাল ও সেন আমলেই দেখিতেছি; অথচ আগেও রাজপুরুষ, রাজপাদোপজীবিশ্রেণী ছিল না, তাহা ত সত্য নয়। বোধ হয়, এইরূপ উল্লেখের কারণ আছে। পাল আমলেই সর্বপ্রথম বাঙ্‌লা দেশ নিজস্ব রাষ্ট্র লাভ করিল, নিজস্ব শাসনযন্ত্র লাভ করিল, নিজের সুনির্দিষ্ট রাজ্য-সীমা পাইল, এক কথায় রাষ্ট্রীয় স্বাজাত্য লাভ করিল, যে-জিনিসটা আরম্ভ হইয়াছিল শশাঙ্কের সময় হইতেই; বোধ হয়, এই কারণেই রাষ্ট্র ও রাজপাদোপজীবীদের শুধু সবিস্তার উল্লেখই নয়, শাসনযন্ত্রের যাহারা পরিচালক, তাহাদিগকে একত্র গাঁথিয়া স্বসীমায় সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর নামকরণ করাটাও সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। যাহাই হউক, সোজাসুজি রাজপাদোপজীবী অর্থাৎ সরকারী চাকুরীয়াদের একটা শ্রেণীর খবর আমরা পাইলাম।

কিন্তু এই "রাজপাদোপজীবী" শ্রেণীর বাহিরে এক শ্রেণীর লোকের খবর আমরা পাইতেছি, যাঁহারা ঠিক পঞ্চমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে রাজসরকারে চাকুরী করিতেন কি না, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আহূত হইলে রাজপুরুষদের সহায়তা করিতেন, তাহা বুঝা যায়; তাঁহাদের উল্লেখ আগেই করিয়াছি। পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতেও ইঁহাদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এখানে ইঁহারা উল্লিখিত হইতেছেন রাজা অথবা রাষ্ট্রসেবকরূপে; ইঁহারা হইতেছেন চাটভাটজাতীয় লোক, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহত্তর, দাশগ্রামিক, করণ, •বিষয়ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি। কোন

কোনও লিপিতে মহত্তর, মহামহত্তর ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিদের এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু চাটভাট ইত্যাদি অন্যান্য নিম্নস্তরের রাজকর্মচারীরা সর্বদাই সেবকাদি অর্থাৎ (রাজ)সেবকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টমশতক-পূর্ব লিপিগুলিতে জ্যেষ্ঠকায়স্থ বা প্রথম কায়স্থ (chief clerk)ত রাজপুরুষ বলিয়াই অনুমিত হন ; যে পাঁচ জন মিলিয়া স্থানীয় অধিকরণ গঠন করেন, তিনি তাঁহাদের একজন। রাজপুরুষ না হইলেও তিনিও যে একজন রাজসেবক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই (রাজ)সেবকদের মধ্যে গৌড়-মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় ইত্যাদি জাতীয় ব্যক্তিদের উল্লেখ পাইতেছি। ইঁহারা কাহারা ? এটুকু বুঝিতেছি, ইঁহারাও কোনও উপায়ে রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। যে-ভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, আমার ত মনে হয়, এই সব ভিন্নপ্রদেশের লোকেরা বেতনভোগী সৈন্যরূপে (mercenery troops) রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। পুরোহিতরূপে লাট বা গুজরাট-দেশীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখ ত খালিমপুর-লিপিতেই আছে। কিন্তু ঐ দেশীয় সৈন্যরাও এদেশে রাজসৈনিকরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন সময়ে অন্য প্রদেশ হইতে যে-সব যুদ্ধাভিযান বাঙলা দেশে আসিয়াছে, যেমন কর্ণাটদের, তাহাদের কিছু কিছু সৈন্য এদেশে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও যে তাহারা আসে নাই, তাহাও অবশ্য বলা যায় না। তবে যে ভাবেই হউক, এদেশে তাহারা যে-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা রাজসেবকের বৃত্তি। অবশ্য সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

যাহাই হউক, রাজপাদোপজীবিশ্রেণীরই আনুষঙ্গিক বা ছায়ারূপে পাইলাম রাজসেবকশ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর সমস্ত লোকেরাই এক স্তরের ছিল না, পদমর্য্যাদা এবং বেতনমর্য্যাদাও এক ছিল না, তাহা ত সহজেই অনুমান করা যায়। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্তরের বিত্ত ও মর্য্যাদার লোক এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেই ছিল ; কিন্তু যে স্তরেই হউক, ইহাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রাষ্ট্রের সঙ্গেই যে একান্তভাবে জড়িত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে কল্পনার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই।

মহত্তর, কুটুম্ব, মহামহত্তর, প্রতিবাসী, জনপদবাসী ইত্যাদিরা কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন, ইঁহাদের কাহার কি বৃত্তি ছিল, বলা কঠিন। তবে শাসনাবলীতে উল্লিখিত রাজ-পাদোপজীবী, ক্ষেত্রকর, ব্রাহ্মণ, এবং নিম্নতম স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত লোকদের বাদ দিলে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ভূমি-সম্পদে বা ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পদে বা ব্যক্তিগত গুণে ও চরিত্রে সমাজে মান্য ও সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারাই মহত্তর, মহামহত্তর ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী—ইঁহারা সাধারণ ভাবে গ্রামবাসী গৃহস্থ, কৃষি ও শিল্প যাঁহাদের বৃত্তি। কৃষি ইঁহাদের বৃত্তি বলিলাম বটে, কিন্তু ইঁহারা নিজেরা নিজেদের হাতে চাষের কাজ করিতেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, যদিও কৃষ্ট ও কর্ষণযোগ্য ভূমির মালিক ইঁহারা ছিলেন। চাষের কাজ নিজে যাঁহারা করিতেন, তাঁহারা ক্ষেত্রকর, কর্ষক, কৃষক ইত্যাদি বলিয়াই পৃথক্ ভাবে

উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টম শতকের দেবখড়্গের আশ্রফপুর লিপির একটি স্থানে দেখিতেছি, ভূমি ভোগ করিতেছেন একজন, কিন্তু চাষ করিতেছে অন্য লোকেরা—শ্রীশর্বান্তরেণ ভুজ্যমানকঃ মহত্তরশিখরাদিভিঃ কৃষ্যমাণকঃ (এখানে মহত্তর একজন ব্যক্তির নাম)। এই ব্যবস্থা শুধু এখন নয়, প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল; বস্তুত যিনি ভূমির মালিক, তাঁহার পক্ষে নিজের হাতেই সমস্ত ভূমি রাখা এবং নিজেরাই চাষ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। জমি নানা সর্তে বিলিবন্দোবস্ত করিতেই হইত, তাহার ইঙ্গিত পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই করিয়াছি। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত লিপিতে দেখিতেছি, হলায়ুধ শর্মা নামক জনৈক আবল্লিক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ একা নিজের ভোগের জন্য নিজের গ্রামের আশে পাশে তিন চারিটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ৩৩৬ই উন্মান ভূমি, রাজার নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছিলেন; এই ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ কপর্দক পুরাণ। এই ৩৩৬ই উন্মানের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নাল ভূমি অর্থাৎ চাষের ক্ষেত্র। ইহা ত সহজেই অনুমেয় যে, এই সমগ্র ভূমি হলায়ুধ শর্মার সমগ্র পরিবার পরিজনবর্গ লইয়াও নিজেদের চাষ করা সম্ভব ছিল না, এবং হলায়ুধ শর্মা ক্ষেত্রকর বলিয়া উল্লিখিতও হইতে পারেন না। তাঁহাকে জমি নিম্ন প্রজাদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিতেই হইত। এই নিম্নপ্রজাদের মধ্যে যাঁহারা নিজেরা চাষবাস করেন, তাঁহারাই ক্ষেত্রকর। এইখানে এই ধরণের একটা অনুমান যদি করা যায় যে, সমাজের মধ্যে ভূমি-সম্পদে ও শিল্পবাণিজ্যাদি সম্পদে সমৃদ্ধ নানা স্তরের একটা শ্রেণীও ছিল এবং এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি হইতেছেন মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদি ব্যক্তিরা, তাহা হইলে ঐতিহাসিক তথ্যের বিরোধী কিছু বলা হয় না। বরং যে প্রমাণ আমাদের আছে, তাহার মধ্যে তাহার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন, এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উল্লেখ ত পরিষ্কার। দান ধ্যান, ক্রিয়াকর্ম যাহা কিছু করা হইতেছে, ইঁহাদের সম্মাননা করার পর। ভূমি দান ইঁহারাই লাভ করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপাদোপজীবি-শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন; মন্ত্রী, এমন কি, সেনাপতি, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদিও হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়মে ইঁহারা পুরোহিত, ঋত্বিক্, নীতিপাঠক, শান্ত্যাগারিক, শান্তিবারিক, ধর্ম্মজ্ঞ, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রাদির লেখক, প্রশস্তিকার, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির রচয়িতা। ইঁহাদের উল্লেখ পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে সমসাময়িক সাহিত্যে বারংবার পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণ-শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছাড়া পাল আমলের শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্যও কম ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যেমন শ্রেণী-হিসাবে সমাজের ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও ব্যবহারের ধারক ও নিয়ামক ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মসংঘগুলিও ঠিক সমাজের কতকাংশের ধর্ম, শিক্ষা ও নীতির ধারক ও নিয়ামক ছিল, এবং তাহাদেরও পোষণের জন্য রাজা ও অন্যান্য সমর্থ ব্যক্তিরা ভূমি ইত্যাদি দান করিতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই বৌদ্ধ স্থবির ও সংঘ, সভ্যদের এবং ব্রাহ্মণদের লইয়া প্রাচীন বাঙ্‌লার intellectual class বা বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণী।

ক্ষেত্রকর শ্রেণীর কথা ত প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হইয়াছে। অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই ক্ষেত্রকরদের বা কৃষকদের অথবা কর্ষকদের উল্লেখ আছে। অথচ আশ্চর্য এই, অষ্টম শতকের আগে প্রায় কোনও লিপিতেই ইহাদের উল্লেখ নাই ; অথচ উভয় যুগের লিপিগুলি, একাধিক বার বলিয়াছি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও দানের পট্টোলী। এ তর্ক করা চলিবে না যে, ক্ষেত্রকর বা কৃষক পূর্ববর্তী যুগে ছিল না, পরবর্তী যুগে হঠাৎ দেখা দিল। খিল অথবা ক্ষেত্র ভূমি দান ক্রয় বিক্রয় যখন হইতেছে, চাষের জন্যই হইতেছে, এ সম্বন্ধে তর্কের সুযোগ কোথায় ? আর ভূমি দান বিক্রয় যদি মহত্তর, কুটুম্ব, শিল্পী ব্যবসায়ী, রাজপুরুষ, সাধারণ ও অসাধারণ (প্রকৃতয়ঃ এবং অক্ষুদ্রপ্রকৃতয়ঃ) লোক, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভূমি ব্যাপারে যাহার স্বার্থ সকলের বেশী, তাহার উল্লেখ নাই কেন ? আর অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী লিপিগুলিতে তাহাদের উল্লেখ আছে কেন ? তর্ক তুলিতে পারা যায়, পূর্ববর্তী যুগের লিপিগুলিতে কৃষকদের অনুল্লেখের কথা যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য নয় ; কারণ, তাঁহারা হয় ত ঐ গ্রামবাসী কুটুম্ব-গৃহস্থ-প্রকৃতয়ঃ অর্থাৎ সাধারণ লোক, ইঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের উল্লেখ আছে। ইহার উত্তর হইতেছে, যদি ইহাই হয় তর্ক, তাহা হইলে এই সব কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী জনসাধারণের কথা ত অষ্টমশতক-পরবর্তী লিপিগুলিতেও আছে, তৎসত্ত্বেও পৃথক্‌ভাবে ক্ষেত্রকরদের, কৃষকদের উল্লেখ আছে কেন ? আমার কিন্তু মনে হয়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে কৃষকদের অনুল্লেখ এবং পরবর্তী লিপিগুলিতে প্রায় আবশ্যিক উল্লেখ একেবারে আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার একটা কারণ আছে এবং এই কারণের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্‌লার সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাসের একটু ইঙ্গিত আছে। একটু বিস্তারিত ভাবে সেটি বলা প্রয়োজন।

ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্বতন একটি অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক্—অন্যতম একটি কারণ পরে বলিতেছি—সমাজে ভূমির চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমি কেন্দ্রীকৃত হইবার দিকে একটা ঝোঁক (tendency) একটু একটু করিয়া বাড়িতেছিল। সামাজিক ধনোৎপাদনের ভারকেন্দ্রটী ক্রমশঃ যেন ভূমির উপরই আসিয়া পড়িয়াছিল, পাল ও বিশেষ করিয়া সেন আমলের লিপিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলে এই কথাই মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিতে চায়। কোন্ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য কি, কোন্ ভূমির দাম কত, বার্ষিক আয় কত ইত্যাদি সংবাদ খুঁটিনাটি সহ সবিস্তারে যে ভাবে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে সমাজের কৃষি-নির্ভরতার ছবিটাই যেন বুদ্ধি ও দৃষ্টি অধিকার করিয়া বসে। তাহা ছাড়া জনসংখ্যা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ভূমির আবাদ, জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম বসাইবার ও চাষ করিবার জমি বাহির করিবার চেষ্টাও চোখে পড়ে। বস্তুত তেমন প্রমাণও দু'একটি আছে ; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সপ্তম শতকের লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই

ক্রমবর্ধমান কৃষি-নির্ভরতার প্রতিচ্ছবি সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, এবং পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে তাহাই হইয়াছে। সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে বর্ণিত ও উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষকশ্রেণীর ব্যক্তির উল্লেখ কৃষক বা ক্ষেত্রকর হিসাবে যে নাই, তাহার কারণ হইতেছে, সমাজ তখন একান্তভাবে কৃষি-নির্ভর হইয়া উঠে নাই, এবং কৃষক ও ক্ষেত্রকর, কৃষিকর্ম ইত্যাদি সমাজের মধ্যে থাকিলেও কৃষক বা ক্ষেত্রকরেরা তখনও একটা বিশেষ অথবা উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই। আমার এই যে অনুমান, তাহার সবিশেষ সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিক উপাদানের বর্তমান অবস্থায় দেওয়া সম্ভব নয়, অনুমানের অধিক মূল্যও আমি দাবী করি না ; কিন্তু আমি যে যুক্তির মধ্যে এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলাম, তাহা ঐতিহাসিক যুক্তি-নিয়মের বহির্ভূত, পণ্ডিতেরা আশা করি তাহা বলিবেন না।

যাহাই হউক, এই পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাসের যে তথ্য আমরা পাইলাম, তাহাতে দেখিতেছি, রাজপাদোপজীবীরা একটি সুসংবদ্ধ সুস্পষ্ট সীমারেখায় নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী এবং তাঁহাদেরই আনুষঙ্গিক ছায়ারূপে আছেন (রাজ)সেবকশ্রেণী। ইঁহারা রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবীরা আর একটি শ্রেণী ; ইঁহারা সাধারণ ভাবে জ্ঞানধর্ম সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক। তৃতীয় একটি শ্রেণী হইতেছে ভদ্র, মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব, প্রধান প্রধান গৃহস্থ অর্থাৎ যাঁহাদের বলা হইয়াছে "অক্ষুদ্রপ্রকৃতয়ঃ"। ইঁহাদের মধ্যে খুব সম্ভব ভূমিসম্পদের অধিকারীরা আছেন, শিল্পীরাও আছেন। চতুর্থ একটি শ্রেণী হইতেছে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের লইয়া ; দেশের ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় ইঁহাদের হাতে। পাল ও সেন-লিপিগুলিতে পঞ্চম একটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে। এই শ্রেণী নিম্নস্তরের মনো-বৃত্তিধারী লোকদের লইয়া গঠিত। লিপিগুলিতে বিশদ ভাবে ইঁহাদের কথা বলা হয় নাই, অথচ সকলকে লইয়া নিম্নতম বৃত্তি ও স্তরের নাম পর্যন্ত করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে "চণ্ডালপর্যন্তান্"—একেবারে চণ্ডাল পর্যন্ত। ইঁহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বৃত্তিধারী কোন্ কোন্ স্তরের লোকদের ধরা হইয়াছে, অনুমান হয় ত করা যাইতে পারে, কিন্তু সঠিক বলা কঠিন। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের লিপিতে যে রজক সিরুপা ও নাপিত গোবিন্দের কথা আছে, তাঁহারা বোধ হয় এই পর্যায়ভুক্ত। "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থের বহু পদে যে ডোম্ ও ডোম্নীদের কথা আছে, তাঁহারাও বোধ হয় এই শ্রেণীর ; কারণ, একটি পদে বলা হইতেছে, ডোম্নীর যে কুটীর বা কুঁড়িয়া, তাহা নগরের বাহিরে ; ঠিক এখনও গ্রামে ও নগরের বাহিরেই যাহা থাকে। তন্তুবায় বা তাঁতীরাও বোধ হয় এই শ্রেণীর ; চর্যাপদের একটি গানের ইঙ্গিত হইতেছে যে, বাঁশের চাংগাড়ী ও বাঁশের তাঁত তৈরী করা ডোম্দের কাজ, এবং পদরচয়িতা সিদ্ধ তন্ত্রীপাদের সিদ্ধিপূর্বজীবনে তিনি তাঁত-গুরু ছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়।

কিন্তু অষ্টমশতকপরবর্তী কালের এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত

আমরা পাইলাম, ইহার মধ্যে বণিক্-ব্যবসায়ী শ্রেণীর উল্লেখ কোথায়? এই সময়ের ভূমি-দান বিক্রয়ের একটি পট্টোলীতেও ভুল করিয়াও বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কোনও ব্যক্তির উল্লেখ নাই। ইহা আশ্চর্য্য নয় কি? অষ্টমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলিও ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিল; সেখানে ত দেখিতেছি, স্থানীয় অধিকরণ উপলক্ষেই যে শুধু নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিকের নাম করা হইতেছে, তাহাই নয়, কোন কোনও লিপিতে প্রধানব্যাপারিণঃ বা প্রধান ব্যবসায়ীদেরও উল্লেখ করা হইতেছে, অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদেরও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। রাষ্ট্র-ব্যাপারেও তাহাদের কতকটা আধিপত্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু অষ্টম শতকের পর এমন কি হইল, যাহার ফলে পরবর্তী লিপিগুলিতে এই শ্রেণীটির কোন উল্লেখই রহিল না? ভূমি দানের ব্যাপারে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপিত করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই, এই তর্ক উঠিতে পারে। এ যুক্তি হয় ত কতকটা সত্য, কিন্তু প্রয়োজন কি একেবারেই নাই? যে গ্রামে ভূমিদান করা হইতেছে, সে গ্রামের সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের লোক, এমন কি, চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের উল্লেখ করা হইতেছে, অথচ শ্রেণী হিসাবে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের কোনও উল্লেখই হইতেছে না। এতগুলি গ্রাম ও তৎসংপৃক্ত ভূমিদানের উল্লেখ আমরা পাইতেছি, অথচ তাহার মধ্যে একটি গ্রামেও বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক কি ছিল না? আর যেখানে রাজসেবকদের উল্লেখ করা হইতেছে, সেখানেও ত নগরশ্রেষ্ঠী বা সার্থবাহ ইত্যাদির কাহারও উল্লেখ পাইতেছি না। অথচ সপ্তম শতক পর্যন্ত তাঁহারাই ত স্থানীয় অধিকরণে প্রথম সহায়ক, তাঁহারা এবং ব্যাপারীরাই স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সংব্যবহারী। অথচ ইঁহাদেরও কোন উল্লেখ নাই। এখানেও আমার মনে হয়, এই অনুল্লেখ আকস্মিক নয়। অষ্টম শতকের পরে বণিক্ ও ব্যবসায়ী ছিল না, এ অনুমান মূর্খতা মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, বণিক্ লোকদত্তের কথা। ৯৭৬ (?) খৃষ্টাব্দে বিলকীন্দক গ্রামবাসী বিষ্ণুভক্ত এই বণিক্ লোকদত্ত একটি নারায়ণমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া খালিমপুর-লিপির "প্রত্যাপণে মানপৈঃ" দোকানে দোকানে মানপদের দ্বারা ধর্মপালের যশ কীর্তিত হইত, এই উল্লেখের মধ্যেও হয় ত ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও ব্যাপারীদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত আছে। বণিক্ ও ব্যবসায়ী তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু অষ্টম শতকের পূর্বে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের সে প্রাধান্য ছিল এবং যে কারণে তাঁহারা রাষ্ট্রে কতকটা আধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রাধান্য ও আধিপত্য সপ্তম শতকের পর হইতেই কমিয়া গিয়াছিল। আমি পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঠিক এই সময় হইতেই প্রাচীন বাঙ্লার সমাজ কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং ক্ষেত্রকররা বিশেষ একটা শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠে এবং সেই ভাবেই সমাজে স্বীকৃত হয়। অষ্টম শতকের আগে তাহারা সুনির্দিষ্ট শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া ওঠে নাই। বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে হইল ঠিক তাহার বিপরীত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত দেখি, বিশেষ ভাবে সুনির্দিষ্ট শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের উল্লেখ না থাকিলেও রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁহাদেরই আধিপত্য অন্যান্য

শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা বেশী। ইহার একমাত্র কারণ, তদানীন্তন বাঙালী সমাজ অধিকতর ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর। এই যুগে কৃষি ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু প্রধান উপায় ব্যবসা-বাণিজ্য। অষ্টম শতকের পর হইতে সমাজ অধিকতর কৃষি-নির্ভর, কতকটা শিল্প-নির্ভরও বোধ হয়; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য আর ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় নয়; অন্যতম উপায় মাত্র। এবং এই কারণেই সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য নাই; ব্যক্তি হিসাবে থাকিলেও শ্রেণী হিসাবে পৃথক্ মর্যাদা নাই। আমার এই মন্তব্যও অনুমান, তবু আমার যুক্তিটি যদি ঐতিহাসিক মর্যাদার বিরোধী না হয় এবং ভূমি-ব্যবস্থা অধ্যায়ে আমি যাহা বলিয়াছি, প্রাচীন বাঙলার ধনসম্বলের সামাজিক ইঙ্গিত ও মুদ্রার ইঙ্গিত আমি যে-ভাবে নির্দেশ করিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয় এবং সমাজবিজ্ঞানের ধারা যদি ইতিহাস রচনায় প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে আমার এই অনুমানও হয় ত ঐতিহাসিক সত্যের দাবী রাখে, সবিনয়ে আমি এই নিবেদন করি।

এইবার প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে আমরা যাহা পাইলাম, তাহার সার মর্ম এই ভাবে আমরা প্রকাশ করিতে পারি। প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে পঞ্চম শতকের আগে উপাদানের অভাবে কিছু বলা যায় না। পঞ্চম শতকের গোড়া হইতে আনুমানিক সপ্তম শতকের শেষ পর্য্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর। রাজ-পুরুষ, সংব্যবহারী ও রাজসেবকদের দেখা আমরা পাই; কিন্তু স্বসীমাবদ্ধ স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দেশে তখনও গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া রাজকর্মচারী বা রাজসেবকদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই; তাহার সূচনা মাত্র দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান-ধর্ম-জীবী শ্রেণীর পরিচয় এই যুগে সুস্পষ্ট। বণিক্ ও ব্যবসায়ীরা শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া না উঠিলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহা-দের প্রাধান্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কৃষক, ক্ষেত্রকর, কৃষিকর্ম সমাজে রহিয়াছে, কৃষি-কর্মের বলে ধনোৎপাদনও হইতেছে, কিন্তু কৃষকেরা শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই এবং সেই ভাবে স্বীকৃতও হয় নাই; কারণ আগেই বলিয়াছি, সমাজ প্রধানতঃ বাণিজ্য-নির্ভর। নিম্নতর শ্রেণীর ও স্তরের লোকেরা ত নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু তাহারা সমাজের প্রধান শ্রেণী-গুলির দৃষ্টির বাহিরে; শ্রেণী হিসাবে তাহাদের কোনও মূল্য নাই, উল্লেখও নাই।

অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর। স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বসীমাবদ্ধ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার ফলে রাজপাদোপজীবী বলিয়া একটা বিশেষ শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর আনুষঙ্গিকরূপে রাষ্ট্রসেবকশ্রেণীর আভাসও সুস্পষ্ট। ভূমি-সম্পদে ও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ সমাজের মধ্যে প্রাধান্যসম্পন্ন একটি শ্রেণীর রেখাও ক্রমশঃ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্ম-জীবী শ্রেণীও সুস্পষ্ট। সমাজ প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর বলিয়া ক্ষেত্রকর ও কৃষক শ্রেণীও সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা ধরিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বণিক্ ও ব্যবসায়ীরাও সমাজে আছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলিতেছে; কিন্তু সমাজে বা রাষ্ট্রে তাঁহাদের প্রাধান্য আর নাই। কৃষি-নির্ভর সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় মাত্র, প্রধান উপায় নহে, সেই জন্য শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের অস্তিত্বের খবরও নাই। পাল আমলে চণ্ডাল পর্যন্ত সমাজের নিম্নতম স্তর সমাজ-দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়াছে, তাহারাও একটি শ্রেণী; যদিও তাহা-দের সীমারেখা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন। কিন্তু সেন আমলে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তনের ফলেই হউক্ বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক্, তাহারা আবার সমাজ-দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

কাশ্মীরী জাতি কি আদিতঃ ইহুদি ?

শ্রীবিমলাচরণ দেব, এম্ এ, বি এল

হিন্দু সমাজ যে সময়ে প্রাণবান্ ছিল, সে সময়ে তাহার উদার উৎসঙ্গে কত বিদেশী ব্যক্তি ও জাতি স্থান পাইয়াছে ও কালক্রমে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত জাতি হিন্দু সমাজের সহিত এরূপ সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইয়া গিয়াছে যে, "তাহারা আদিতঃ বিদেশী" বলিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইবার সম্ভাবনা। আজ ঐরূপ একটী জাতির সম্বন্ধে আমি নিবেদন করিতেছি। আমার বোধ হয়, কাশ্মীরীরা আদিতঃ ইহুদি জাতির শাখা। আমার এইরূপ ভাবিবার কারণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

অনেক দিন পূর্ব্বে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের একটী ভদ্রলোকের নিকট শুনি যে, যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মরেন নাই। বিসংজ্ঞমাত্র হইয়াছিলেন। তৎপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ছদ্মবেশে প্যালেষ্টাইন হইতে পলাইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় লন এবং তথায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কবর এখনও কাশ্মীরে বর্ত্তমান ও ঈশা নবীর কবর বলিয়া পরিচিত।

খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পর তৃতীয় দিবসে খ্রীষ্ট উত্থান করেন (ম্যাথিউ ২৮; মার্ক ১৬; লিউক ২৪; জন ২০)। শেষোক্ত সাধু (জন) খ্রীষ্টের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত পুস্তকে একটি বিষয় বেশী আছে; যথা— যখন মেরী ম্যাগডালীন গুহামধ্যে রক্ষিত খ্রীষ্টদেহ দেখিবার জন্য আসিয়া দেখেন যে, গুহা-মধ্যে দেহ নাই, মাত্র তাঁহার বস্ত্রাদি আছে, তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং নিকটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি যখন তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মেরী তাঁহাকে ঐ বাগানের মালী মনে করিয়া খ্রীষ্টের দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তখন সেই ব্যক্তি তাঁহাকে "মেরী" বলিয়া সম্বোধন করায় মেরীর চমক ভাঙ্গিল। তখন তিনি দেখিলেন, খ্রীষ্ট স্বয়ং দাঁড়াইয়া। ইহাতে বেশ মনে হয় যে, খ্রীষ্ট সংজ্ঞা লাভ করিবার পর মালীর ছদ্মবেশে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করেন। আরও সে সময়ে তিনি যে শরীরে পলায়ন করেন, তাহা যে প্রেতশরীর নহে, তাহা অন্ততঃ লিউক ২৪, ৩৬-৪৩ ও জন ২০, ২৪-২৯ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। আমার বোধ হয়, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণের কাহিনী প্যালেষ্টাইন হইতে অন্তর্ধানের পর সৃষ্ট ভক্তজনসুলভ অতিপ্রাকৃত কাহিনী মাত্র।

এক্ষণে তিনি প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন। উক্ত কিম্বদন্তী অনুসারে তিনি কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় তাঁহার জীবনের শেষ অংশ যাপন করেন। ইহাতে আমার মনে হয়, কাশ্মীরিগণ তাঁহার স্বজাতি ছিল। লোকে বিপদে পড়িলে সাধারণতঃ

আপন জনের নিকটই যায়। প্যালেষ্টাইনের ইহুদিরাও তাঁহার স্বজাতি ছিল বটে, কিন্তু তাহারা বিজাতীয় রোমান সরকারের সাহায্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দ্রোহাচরণ করিতেছিল। এ অবস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধে দ্রোহবুদ্ধি ও বিজাতীয় প্রভাব হইতে বিমুক্ত স্বজাতির মধ্যে আশ্রয় লওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটী কথা আছে, যাহা উক্ত অনুমানের পোষকতা করে—

১। কাশ্মীরীদের শরীরের বর্ণ ও নাসিকার আকার

২। তাহাদিগের দাড়ি রাখার প্রথা

৩। ইহুদিদিগের gaberdine-এর মত পোষাক

৪। অগ্নিপক্ক খাদ্যদ্রব্যাদি মুসলমানের দ্বারা আনীত হইলেও তাহা কাশ্মীরী হিন্দুদের ব্যবহারে কোনও বাধা নাই।

৫। যে অঞ্চলে কাশ্মীর অবস্থিত, সে অঞ্চলে প্রচলিত লিপি ছিল খরোষ্ঠী। উদাহরণস্বরূপ অশোকের শিলালিপি সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ, কেবল মাত্র সাহবাজগড়ি ও মানসেহরা, এই দুই স্থানে খরোষ্ঠী লিপিতে। এই দুই স্থান কাশ্মীরের সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত। তাহা ছাড়া কাশ্মীর-সংলগ্ন তক্ষশিলাতেও খরোষ্ঠী লিপিতে লেখন পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী, উভয় লিপিই আংশিক ভাবে Hebrew or Aramaic হইতে উদ্ভূত। ব্রাহ্মী লিপির সহিত প্রাচীন Aramaicএর সংযোগ বহু প্রাচীন কালে ছিল। পরে তাহার প্রভাব হইতে ব্রাহ্মী লিপি মুক্ত হইয়া স্বাধীন লিপিতে পরিণত হইয়াছিল। Aramaic দক্ষিণ হইতে বামে লিখিতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মী লিখিত হয় বাম হইতে দক্ষিণে। ইহাতে মনে হয়, কোনও কালে ব্রাহ্মী আংশিক ভাবে Aramaic হইতে উদ্ভূত হইলেও ঐতিহাসিক সময়ে আমরা উহাকে Aramaic প্রভাব-বিমুক্ত স্বাধীন লিপিরূপে পাই।

কিন্তু খরোষ্ঠী সম্বন্ধে অবস্থা অন্যরূপ। Aramaicএর সহিত ইহার সংযোগ খুব প্রাচীন নহে, তাহা ছাড়া ইহা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হওয়ায় Aramaic প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়।

ইহা হইতে মনে হয় যে, ঐ স্থানে ইহুদি-সভ্যতার প্রভাব বেশ ছিল।

৬। আলবেরুণী এ দেশে আসিয়া ইং ১০৩০ সালে গজনী ফিরিয়া যান। তাঁহার পুস্তকে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি কাশ্মীরে ঢুকিতে পারেন নাই। আরও লিখিয়াছেন—"In former times they used to allow one or two foreigners to enter their country, *particularly Jews.*"

আর একটি কথা। কথাটি অপ্রিয়। এ দেশে ইহুদি-বিরোধী বাদ (anti-semitism) নামে কোন বাদ, ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে ছিল বা আছে কি না, জানি না। কিন্তু পঞ্জাবে দুইটী "কহাবত" শুনিয়াছি, যাহা হইতে মনে হয় যে, ঐরূপ বাদ একটা ছিল, হয় ত এখনও

আছে। কারণ, ফ্রান্স ও বর্ত্তমান জার্ম্মানীতে **anti-semitism**এর যে ভিত্তি, অর্থাৎ ইহুদি জাতির নৈতিক অখ্যাতি (সত্য বা মিথ্যা), তাহা এই দুইটী কহাবতেরও ভিত্তি। কহাবত দুইটী এই—(১) "আব্বল আফগান, দোয়েম কম্বো, সোয়েম বদ্‌জাত কাশ্মীরী" অর্থাৎ বজ্জাত হইতেছে প্রথম নম্বর আফগান, দ্বিতীয় নম্বর কম্বো (পাঞ্জাবের একটি চাষী জাতি) ও তৃতীয় নম্বর কাশ্মীরী। (২) "কাশ্মীরী বে-পীরী"—অর্থাৎ কাশ্মীরীরা তাহাদের গুরুকে পর্য্যন্ত ঠকাইতে কুণ্ঠিত হয় না।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার কোন একটি বিষয় যে আমার প্রতিপাদ্য চূড়ান্ত প্রমাণ করিবে, তাহা বলি না। কিন্তু সবগুলি এক সঙ্গে লইলে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় একেবারে অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে না বোধ হয়।

আসিরীয়ার রাজা দ্বিতীয় সার্গন, খৃঃ পূঃ ৭২১ সালে সামারিয়া জয়ের পর, ইহুদিদের দশটী দলকে নির্ব্বাসিত করেন। তাহাদের পরে কোন খোঁজ না পাওয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে Last Tribes of Israel বলে। কাশ্মীরীরা তাহাদের কোন অংশ নয় ত ?

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সপ্তচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭

বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ	লেখকের নাম		পৃষ্ঠা
কদলীরাজ্য—শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই,		...	২৫৪
কাশ্মীরি জাতি কি আদিতঃ ইহুদি?—শ্রীবিমলাচরণ দেব এম্ এ, বি এল			২৮৬
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বি এ		...	১৪
তৈল নিষ্কাশনের আরও কয়েকটি উপায়—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু		...	৪১
দেলপূজার ছড়া—শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ			২৬৪
পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ		...	১৪৯
প্রগল্‌ভাচার্য্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ		...	৬৯
প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বল—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়		...	১৭৬
প্রাচীন বাঙ্‌লার শ্রেণীবিভাগ—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়		...	২৭৩
প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চ্চা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ		...	১০৩
বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৯-১১)—শ্রীসজনীকান্ত দাস		...	৫৭, ১২০, ১৩৩
'বাংলা সাময়িক-পত্র'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		...	১৪২
বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি		...	৩৬
ভোট-বীর কেসর্-এর কথা—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়		...	১২৬
মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এম্ এ, ডিলিট			২৩৩
মহাদেব আচার্য্যসিংহ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ		...	২৪৩
রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা—শ্রীযদুনাথ সরকার এম্ এ, ডি লিট			১
শব্দ ও অর্থ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল		...	১৬৬
শিবচরণের গীতপদ—শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডিলিট		...	৮৭
শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী		...	১১৫
সেকালের সংস্কৃত কলেজ (২-৫)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		...	৫, ৭৮, ১৫৯, ২৩৭
হরিদাস তর্কাচার্য্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ		...	৪৭

সাহিত্যানুরাগীদের পড়িবার মত কয়েকখানি বই

সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার-প্রণীত

মারাঠা জাতীয় বিকাশ

মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস

—মূল্য আট আনা—

* *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বাংলা সাময়িক-পত্র

১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

বাংলা সাময়িক পত্রের

বিস্তৃত সচিত্র ইতিহাস

—মূল্য তিন টাকা—

*

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যের ইতিহাস

—মূল্য এক টাকা—

*

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা

উচ্চশিক্ষিতা মোগল রমণীদের ইতিবৃত্ত

—মূল্য আট আনা—

* *

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে-প্রণীত

Treatment of Love in Sanskrit Literature

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের স্থান

—মূল্য এক টাকা—

* *

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন-প্রণীত

বাঙ্গালা-সাহিত্যে গদ্য

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা

—মূল্য দুই টাকা—

*

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

অধুনা দুষ্প্রাপ্য কয়েকখানি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ

লেখকদের গ্রন্থপঞ্জী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ

কলিকাতা কমলালয়	১৲
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৲
বেদান্ত চন্দ্রিকা	১৲
ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৲
স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক	১৲
নববাবুবিলাস	১৲
পাষণ্ড পীড়ন	১৲
হুতোম প্যাঁচার নক্শা	২৷৷০
বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ	৷৷০
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ	৷৷০
কুপারশাস্ত্রের অর্থ-ভেদ	৫৲

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

সমগ্র রচনাবলী

—মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী—

—মূল্য তিন টাকা—

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

সম্পাদক :—**শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** ও **শ্রীসজনীকান্ত দাস**

বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল, তাহার শেষেরটিকেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে, পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে এবং যেখানে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

মূল্য—(ক) সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র। এ পর্য্যন্ত ২৫ খানি বই প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম মূল্য ২৫৲ এবং পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। সাত খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র। (গ) রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে। এই সংস্করণের সাত খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থাবলী

সম্পাদক—**শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** ও **শ্রীসজনীকান্ত দাস**

(১) কাব্য এবং (২) নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা—এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।
কাব্য খণ্ড প্রকাশিত হইল।

এই সংস্করণে (ক) মধুসূদনের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের পাঠ মূল বলিয়া ধরা হইয়াছে। (খ) মধুসূদনের জীবিতকালের সকল সংস্করণের পাঠভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে-সকল পুস্তকে প্রথম ও শেষ সংস্করণের পাঠে মিল নাই, সেই সকল পুস্তকের শেষে প্রথম সংস্করণও সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। (গ) দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ দেওয়া হইয়াছে; মূলের মুদ্রাকর-প্রমাদ ও মধুসূদনের বিশেষ নিজস্ব প্রয়োগগুলিও প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (ঘ) পুস্তক সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে।

মূল্য—(ক) সাধারণ সংস্করণ—যাঁহারা আগামী আষাঢ় (১৩৪৮) মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য দশ টাকা দিবেন, তাঁহারা মাইকেলের চিত্র ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সম্বলিত দুই খণ্ডে বাঁধানো সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী যথাসময়ে পাইবেন। (খ) রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম পনর টাকা দিবেন, তাঁহারা চিত্রাদি-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত দুই খণ্ডে বাঁধানো সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পাইবেন। (গ) খুচরা গ্রন্থ—প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটেও পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাক-খরচ স্বতন্ত্র দেয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

দক্ষিণা-সাহিত্য

সাহিত্যের
স্বপ্নলোক
ঠাকুরমার ঝুলি
রাজসংস্করণ দেড় টাকা

অনবদ্য বই
[সম্পাদিত]
পৃথিবীর রূপকথা
রূপলিখিত
দেড় টাকা

বাংলার
ব্রতকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১॥০

জগতে বাংলার সম্মান
নিখিল ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
রূপ গহন
দুই টাকা
লোককথিকা
(যন্ত্রস্থ)
জগতের বাংলা বই
দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র

পৃথিবীর
চিরসবুজ বই
সবুজ লেখা
সবুজ সংস্করণ দেড় টাকা

অভিনব
অনুভবনীয় দান
কিশোর
উপন্যাস সিরিজ
॥০, ৸০, ১৲

বাংলার
রসকথা
(নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
১॥০

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম.এ প্রণীত

বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম.এ, ডি.লিট্ (লণ্ডন) লিখিত ভুমিকা সম্বলিত

প্রাচীন বাংলার মঙ্গল কাব্যগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রামাণ্য বিস্তৃত
ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সমালোচনা গ্রন্থ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভিমত—"বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ বিশ্লেষণ ক'রে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় ক'রেছেন। এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনা-কার্য্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে, এজন্যে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন।" (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১।১২।৩৯

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—"Bangla Mangal Kavyer Itihas........ I find is the result of much labour and study. I read the book with profit."

সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য চারি টাকা মাত্র

কলিকাতা ও ঢাকার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় সমূহে অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমণা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী

সাহিত্য

সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ। মূল্য ১৲

আধুনিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, "কৃষ্ণচরিত্র", "রাজসিংহ", বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি ষোলটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য চৌদ্দ আনা।

লোকসাহিত্য

ছেলেভুলানো ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য দশ আনা।

সাহিত্যের পথে

সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, কবির কৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, সৃষ্টি প্রভৃতি প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত সাহিত্য-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সবই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ছন্দের অর্থ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, গদ্যছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের হসন্ত হলন্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

বাংলা শব্দতত্ত্ব

এই সংস্করণে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচনা সংকলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে "শব্দচয়ন" বিভাগে বহুসংখ্যক ইংরেজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

কবি-মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে সাহিত্যানুরাগী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের সুযোগ

নানা চিন্তাঃ "দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব", "আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত" প্রভৃতি। ২৲ স্থলে ১৲

প্রবন্ধমালাঃ "আর্য্যধর্ম্ম ও সাহেবিআনা", "সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী। ১।৷০ স্থলে ৸০

কাব্যমালাঃ "যৌতুক না কৌতুক", "গুম্ফ আক্রমণ কাব্য", মেঘদূত", প্রভৃতি। ১।৷০ স্থলে ৸০

গীতাপাঠঃ গীতার ব্যাখ্যান ১।৷০ স্থলে ৸০

চিন্তামণিঃ "হারামণির অন্বেষণ" ও "সারসত্যের আলোচনা"। ১৲ স্থলে ৷৷০

পাঁচখানি একসঙ্গে লইলে তিন টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

(মূল্যতালিকা : পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (৪র্থ সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ৩৲, ৪৲

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সম্পাদিত ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬।০, ৮।০

চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২।০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩।০, ৪।০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩।০, ৪।০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩।০
৩য় খণ্ড— ২।০, ৩।০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২।০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ১৲, ১।০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১।০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১।০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১।০, ২৲

নেপালে বাঙালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১।০

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২।০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৩৲

উদ্ভিদ্‌ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু ১।০, ২।০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী
ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১।০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত ।০, ৸০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬।০

আলালের ঘরের দুলাল
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস ১।০

কালীপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামকমল [illegible] তর্করত্ন
[illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামরাম বসু
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

[illegible] ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে

ভারতে মকরধ্বজ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে ইহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বর্তমান কালে সকল শ্রেণীর চিকিৎসক নানা রোগে ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মকরধ্বজ অদ্রাব্য বস্তু, সহজ অবস্থায় পাকস্থলীর রসে জীর্ণ হয় না। এই কারণে সেবনের পূর্বে বহুক্ষণ মাড়িতে হয়। কিন্তু খল-নুড়ির পেষণ কখনও চূড়ান্ত হয় না, চর্মচক্ষুতে যাহা সূক্ষ্ম বোধ হয় অণুবীক্ষণে তাহার স্থূলতা ধরা পড়ে। এই কারণেই মকরধ্বজে সকল ক্ষেত্রে উপকার দর্শে না। যদি ফললাভে নিশ্চিত হইতে হয় তবে

অণুমকরধ্বজ

সেবন করা কর্তব্য। ইহা বিশুদ্ধ ষড়্‌গুণ স্বর্ণাঢ্য মকরধ্বজ, যন্ত্রের প্রচণ্ড পেষণে তনূকৃত এবং কণাসমূহের অশেষ বিভাজনের ফলে সক্রিয়। প্রতি শিশিতে ১৪ ট্যাবলেট (৭ পূর্ণ মাত্রা) থাকে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।